রঙ্গপুর-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী

চণ্ডিকা-বিজয়

(সটীক শক্তিবিষয়ক আদি বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ)

দ্বিজ কমললোচন প্রণীত

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী রঙ্গপুর-শাখা সাহিত্য-
পরিষদের সম্পাদক মহাশয় লিখিত ভূমিকা
ও শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয়
লিখিত গ্রন্থালোচন সহ

শ্রীপঞ্চানন সরকার এম্,এ, বি,এল্
সম্পাদিত ।

রঙ্গপুর-শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা
২১।৩ শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগ্‌বাজার
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্রকর্ত্তৃক মুদ্রিত ।

১৩১৬ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন

TALINE PRESS, CALCUTTA.

উৎসর্গ।

রঙ্গপুর পরগণে কুণ্ডীর অন্যতম ভূম্যধিকারী

বহু সৎকর্ম্মানুরক্ত

নৈষ্ঠিক শক্ত্যুপাসক

স্বর্গীয় গঙ্গাধর রায়চৌধুরী

মহোদয়ের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

তাঁহার বিদ্যোৎসাহী পুত্র

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী

মহাশয়ের

আনুকূল্যে প্রকাশিত

রঙ্গপুরের কবি দ্বিজ কমললোচন প্রণীত

এই আদি শক্তিবিষয়ক বাঙ্গালা কাব্য-গ্রন্থ

রঙ্গপুর-শাখা সাহিত্য-পরিষদের

আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ

অর্পণ করিতেছি।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী

রঙ্গপুর-পরিষৎ-সম্পাদক।

ভূমিকা

বৈষ্ণব প্রেম-প্রবাহে যখন বঙ্গের এক প্রান্ত পরিপ্লাবিত, শক্তিসর্দ্ধ কামরূপসন্নিহিত উহার অপর প্রান্ত তখন কর্ম্মের কঠোর ভিত্তির উপরে অটল ভাবে দণ্ডায়মান; ইহার পরিচয় তৎকালে রচিত উত্তরবঙ্গীয় শাক্তকাব্যগ্রন্থনিচয় সগৌরবে প্রদান করিতেছে। এই কীটদংষ্ট্রা হইতে বহু আয়াসে উদ্ধৃত চণ্ডিকা-বিজয়কাব্য উত্তরবঙ্গ সমাজের সেই কর্ম্মযুগের এক খানি সুন্দর আলেখ্য। আবিষ্কর্ত্তার লিখিত গ্রন্থবিচারে এতৎ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে গ্রন্থ প্রারম্ভে যে মহাত্মার স্মরণব্যপদেশে উত্তরবঙ্গের এই অতুলনীয় আবিষ্কারবার্ত্তা জনসমাজে প্রচারিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল, সুপ্তিনাশিনী এই শক্তিগীতি যে মহাত্মার প্রসাদে গৃহে গৃহে আবার ধ্বনিত হইয়া তন্দ্রালস বঙ্গসমাজকে উদ্বুদ্ধ করিল, ক্ষীণতোয়া করতোয়ার ন্যায় কালসংঘাতে বীতপ্রবাহিণী না হইয়া যাঁহার অনুকম্পায় কমললোচনের এই পূতকাব্য সুধাধারায় সমগ্র বঙ্গ আবার অভিষিঞ্চিত হইল, সংক্ষেপে তাঁহার পরিচয় অভিব্যক্ত করা রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত।

চণ্ডিকা-বিজয়ের গৌরবমণ্ডিত গৈরিক বিজয়-পতাকা আজ যে কর্ম্মযোগীর উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট হইতেছে, রঙ্গপুর পরগণে কুণ্ডীর বিখ্যাত রাঢ়ীয় শ্রেণীর মুখুটী-কুলভূষণ "রায়চতুর্দ্ধুরীণ" খ্যাত ভূম্যধিকারী বংশে, ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ২৯ ভাদ্র, রবিবার সন্ন্যপুষ্করিণী গ্রামে শান্তিপালননাম্নী দুর্গাপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয়ের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়।

চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমে পিতৃহীন প্রাগুক্ত গঙ্গাধর রায়চৌধুরী মহাশয় নানাবিধ বৈষয়িক বিপাক, অপত্যাদি নাশ, উত্তরকালে দৈহিক অশান্তি ইত্যাদি নানা কষ্টের প্রতিকূলে ধৈর্য্য সহকারে দণ্ডায়মান হইয়া পরিশেষে জয়ী হইয়াছিলেন এবং ভাগ্যলক্ষ্মীর স্নেহাশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে বিচলিত না হইয়া স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় বলে উদ্যোগীপুরুষসিংহ কিরূপে ভীতিসঙ্কুল শ্মশানকেও সমৃদ্ধিশোভন নন্দনকাননে পরিণত করিতে পারে, এই মনুষ্যমুকুরে তাহারই প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হইয়াছে।

নিয়ত নৈষ্ঠিক শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তিনি পরস্পৃহা হইতে আপনাকে এবং স্বপরিচালিত সমাজকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

চলে, তাঁহার অনন্যসাধারণ আনুষ্ঠানিক শাস্ত্রজ্ঞান অধীতশাস্ত্রদিগেরও অনু-করণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এবম্প্রকারের সমাজপতিগণের হস্তচ্যুত সমাজ-রজ্জু যে ক্রমে শিথিল হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুরবস্থা আনয়ন করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৈতৃক পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যিনি শক্তিসেবারত ছিলেন, তাঁহারই হস্তে এই বিজয়পতাকা শোভা পাইবে এবং এরূপ চমৎকার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পরিষদ্ আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে।

বিগত ১৩১১ বঙ্গাব্দের ১৫ পৌষ বুধবাসরে ৫৭ বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া জীবনলীলা শেষ করেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কনিষ্ঠ পুত্র এবং জ্যেষ্ঠা কন্যাটিও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

এক্ষণে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয় স্বর্গগত বহু-গুণাধার পিতার স্মৃতি-রক্ষার এই প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিয়া পারিপার্শ্বিক পরিবৃত অর্থাপচয়ী আঢ্যগণের সম্মুখে এক অনুকরণীয় সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ধারণ-করিয়াছেন। বঙ্গবাসীমাত্রেরই হৃদয়মন্দিরে গ্রন্থোদ্দিষ্ট মহাত্মার পবিত্র স্মৃতি যথাযোগ্যোপচারে অবশ্যই চিরপূজিত হইবে। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুত্রের ধর্ম্মগ্রন্থ-বিতরণরূপ মহাপুণ্যে স্বর্গগতের আত্মার সদ্গতিলাভ, বিশ্বাসী হিন্দু-সন্তানের পক্ষে কম সান্ত্বনার বিষয় নহে; অর্থেরও ইহাই সার্থক ব্যবহার।

এই গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তা শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের নিকটেও বিদ্বৎসমাজ কম ঋণী নহেন।

পরিশেষে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল্, (মহাশয় যথেষ্ট শ্রমসহকারে টীকাদি-সহ এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া) এবং এই সভার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও বঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ, বার্ আট্ ল, মহাশয় (সুদূর প্রবাসে অবস্থান করিয়া কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যেও আদ্যন্ত প্রুফ সংশোধনপূর্ব্বক) উহার প্রকাশকার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন।

গ্রন্থ ও পত্রিকা-প্রকাশসমিতি প্রাগুক্ত মহাত্মাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া এই ভূমিকার উপসংহার করিতেছেন। ইতি ৩১ চৈত্র, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
রঙ্গপুর-শাখা-সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক।

চণ্ডিকা-বিজয় কাব্য

(রঙ্গপুরের কবি দ্বিজকমললোচন-রচিত)

গ্রন্থালোচনা

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থখানি রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম আবিষ্কৃত পুঁথি। গৌরবের বিষয় এই গ্রন্থকারও রঙ্গপুরবাসী। গ্রন্থখানির আরও বিশেষত্ব এই ইহা শক্তি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। আবিষ্কৃত পুঁথির অধিকাংশই বৈষ্ণব-গ্রন্থ; শাক্ত-গ্রন্থ অতি অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কবি গ্রন্থ খানির নাম প্রধানতঃ "চণ্ডিকা-বিজয়" রাখিয়াছেন; তবে অনেক স্থলে "কালী-যুদ্ধ" নামও ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তদীয় উপাদেয়-গ্রন্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "প্রাচীন কালে 'মৃত্যু' বা 'যাত্রা' এই দুই অর্থে 'বিজয়' শব্দ ব্যবহৃত হইত।" কিন্তু আমাদের 'চণ্ডিকা-বিজয়ের' "বিজয়" শব্দ সে অর্থে খাটিতেছে না, বরং তার বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিতেছে। কারণ আমাদের চণ্ডিকার মৃত্যু হয় নাই, বা তিনি কোন স্থানে যাত্রাও করেন নাই! বরং তিনি যুদ্ধে বিজয়িনী হইয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, 'যুদ্ধজয়" অর্থে 'বিজয়' শব্দ এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গ্রন্থারম্ভে প্রথম পত্র প্রথম পৃষ্ঠায় একাদশ পংক্তিতে লেখক 'চণ্ডিকা-বিজয়' নাম ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

"কমললোচনে, দুর্গা নিজ গুণে,
কলমে বসিয়ে মাতে।
নিজ গুণগাথা, লিখাইলা মাতা,
চণ্ডিকা-বিজয় গাইতে॥"

গ্রন্থশেষেও লিখিত আছে—

"এমতে দুর্গাকে সেবে কমললোচনে।
সদয় হইলা মাতা আপনার গুণে॥
আদেশিয়া লিখাইলা নিজ সঙ্কীর্ত্তন।
সদা পদ-ছাঞা দিবে লয়াছি শরণ॥
মার্কণ্ড পুরাণ দেবি তোমার স্তবন।
পদবন্ধ কৈল লোক বুঝিতে কারণ॥
সাবর্ণিক মন্বন্তরে মহিমা তোমার।
জগজন তরাইতে করিলে প্রচার॥
সমাপ্ত হইল গীত দুর্গার চরণে।
রাঙ্গাপদ পাব এই আশা আছে মনে।
প্রাণ সমর্পণ করি দুর্গার চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে॥"

ইতি ৪৬ অধ্যায় নম। শ্রীশ্রীকালীবুদ্ধ পুস্তক সমাপ্ত।

গ্রন্থখানি মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদ।

"মার্কণ্ড পুরাণে, তোমার স্তবনে,
সপ্তশত শ্লোকময়।
তাহাতে যে গুণ জানে বুধ জন,
সর্ব্বশ পাতক লয়॥"

শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর আর দুইজন অনুবাদকের ও তাঁহাদের বিবরণ প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।* আমার বিশ্বাস, উপস্থিত গ্রন্থ সহিত মোট তিনখানি চণ্ডীর অনুবাদ আবিষ্কৃত হইল। আমাদের কবি কমললোচন পূর্ব্বোক্ত কবিদ্বয়ের তুলনায় কোন্ আসনের উপযুক্ত, মহোদয়গণ বিচার করিবেন। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে স্থানাভাব।

পূর্ব্বের কবিগণ কোন না কোন দেবদেবীর আদেশে গ্রন্থরচনা করিতেন, আমাদের কবিও তাহাতে বাদ পড়েন নাই। 'নিজগুণে গাঁথা লিখাইলা মাতা' এবং 'আদেশিয়া লিখাইলা নিজ সঙ্কীর্ত্তন' প্রভৃতি উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইতেছে।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যা।

পুঁথির শেষাংশের পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের ৫ম হইতে ৮ম ছত্র পড়িয়া বুঝা যায়, ধর্ম্মোদ্দেশ্যে মহামায়ার গুণকীর্ত্তন জন্য চণ্ডীর 'পদবন্ধ' করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ঐ অংশ পাঠ করিলে কবি যে শক্তির উপাসক ছিলেন, তাহাও বুঝা যায়।

গ্রন্থখানি ১৪৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিন অধ্যায়ে দেবদেবীর বন্দনা; চতুর্থ অধ্যায় হইতে মূলগ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে।

কবির পরিচয়—

"ঘোড়াঘাট সরকার, আন্ধুয়া পরগণা তার,
দিল্লীশ্বর স্থতের জাগির।
চতুর্দ্ধারী মুসলমান, পুরাণের নাহি মান,
বৈসে দ্বিজ ঘর্ঘটের তীর॥
চড়কাবাড়ীতে ঘর, যদুনাথ বংশধর,
নাম শ্রীকমললোচন।
অম্বিকা কৃপার লেশে, চণ্ডিকা বিজয় ভাষে,
শিরে ধরি শ্রীনাথ চরণ॥"

অন্যত্র— "শুদ্ধ সদাচার দ্বিজ যদুনাথ নাম।
কমললোচন তার স্থতের আখ্যান॥
দোঁহাকার মতিগতি শ্রীনাথচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল রচনে॥"

গ্রন্থের অনেক স্থলে 'শ্রীনাথের' বন্দনা আছে। বোধ হয় 'শ্রীনাথ' কবির কুলগুরু হইবেন। উদ্ধৃত অংশে "দোঁহাকার মতিগতি শ্রীনাথ চরণে।" পড়িয়া ইহা অনুমান হয়।

এক্ষণে আন্ধুয়া পরগণা রঙ্গপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত এবং ঘর্ঘট (ঘাগট) নদীর তীরে চড়কাবাড়ী গ্রাম এখনও বিদ্যমান আছে। শুনিলাম গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, গোয়ালা এবং অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমান জাতি আছে। গ্রামটি এক্ষণে রঙ্গপুর তাজহাটের স্বর্গীয় মহারাজ গোবিন্দলাল রায়বাহাদুরের (সুযোগ্য পুত্র মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত গোপাল লাল রায় বাহাদুরের) জমিদারীর অন্তর্গত। কবির বাসস্থানের চিহ্ন বা

বংশধর কেহ আছেন কি না জানিতে পারি নাই। রঙ্গপুরবাসী অনুসন্ধিৎসু মহোদয়গণ চেষ্টা করিলে এই কবি সম্বন্ধে আরও অনেক বিবরণ প্রকাশ করিতে পারেন।

"দিল্লিশ্বর সুতের জাগির" দেখিয়া কবিকে দিল্লীশ্বর শাহজাহানসুত শাহসুজার সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়। কারণ শাসুজা ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবেদারী করেন। বাঙ্গালার সুবেদারের বাঙ্গালাতেই 'জায়গীর' পাওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইলে কবি কমল-লোচনকে ২৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বুঝা যাইতেছে।

গ্রন্থারম্ভ এইরূপ— "শ্রীশ্রীদুর্গার চরণ শরণং॥

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ॥

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অথ কালীযুদ্ধপুস্তক লিখ্যতে—

বন্দো গজানন মূষিকবাহন,
সকল সম্পদদাতা।
সর্ব্বদেব আগে, তব পূজা ভাগে,
তুমি দেব শিবজাতা॥
তুমি গণপতি, পরম ভকতি,
যে তোমা স্মরিয়া যায়।
তার সর্ব্বসিদ্ধি, রণজয় আদি,
সব তুমি দেহ তায়।
গলে পাটা শোভে, অলি ভ্রমে লোভে,
পীযূষ কারণ গণ্ডে।
তাহাতে সিন্দুর, তমঃ করে দূর,
ছিন্ন দণ্ড শোভে শুণ্ডে॥
দ্বীপী চর্ম্ম গায়, কনক নুপুর পায়,
চরণ পঙ্কজে বাজে।

রুদ্রাক্ষের মাল, গলে শোভে ভাল,
অঙ্গে অভরন সাজে ॥
নিরঞ্জন বর, গুরু সভাকার,
ভক্তজন পূর আশ।
পুরুষ পুরাণ, বেদের বাখান,
তুমি পূর মন আশ ॥
তুমি নারায়ণ, চক্রকে ধারণ,
দুই করে কুশ জান।
তোমার চরণে, পড়িনু শরণে,
কোটী করোঙ পরণাম ॥
বন্দো লম্বোদর, খর্ব্ব কলেবর,
সুন্দর শরীর আভা।
তব রূপ সীমা, কি দিব উপমা,
কোটী ইন্দু জিনি শোভা ॥
মুঞি মূঢ় জনে, তোমার চরণে,
এই মাঙ্গঙ বরদায়।
ইষ্টের চরণে, সেবোঙ প্রতি জন্মে,
শেষে রহোঙ রাঙ্গা পায় ॥
কমল-লোচনে, দুর্গা নিজ গুণে,
কলমে বসিয়া মাতে।
নিজ গুণ গাথা, লেখাইলা মাতা,
চণ্ডিকা বিজয় গাইতে ॥"

তারপর শিব-বন্দনা ও ভবানী-বন্দনা করিয়া মূল গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য বন্দনা কিরূপ হইতেই কতকটা বুঝা যাইতেছে।

মধ্যে মধ্যে কতকগুলি (ধ্রু) ধুয়া আছে; তাহার কোন কোনটিতে সুন্দর সুন্দর পদ বা পদাংশ লিখিত হইয়াছে। যথা :—

"মরম কথা শুন লো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥" ৭ পত্র

"দেখনা কাণুরে বাহির হয়্যা।
নগরে নাগরী আছে চান্দমুখ চায়া॥"১৪ পত্র
"শ্যামের ওরূপ মাধুরী।
আমি কেন পাসরিতে নারি॥"
"চিন্ত পরম পদ হরি হে।
পামর মন চিন্ত পরম পদ হরি।
জীবের বসতি দিনা দুই চারি"
"মন কি ভাবরে।
শ্রীদুর্গার চরণ সার কররে॥"

বলা বাহুল্য এ গুলির জন্য কবি, বৈষ্ণব কবিগণের নিকটে ঋণী। হেমহারে মধ্যমণির ন্যায় পদগুলি গ্রন্থে দীপ্তি পাইতেছে।

গ্রন্থে নিম্নলিখিত 'রাগ' গুলি যোজনা করা হইয়াছে। যথা :—

ওড় বসন্ত রাগ, গীত কর্ণাট রাগ, দ্বিতীয়া নাচারি। তথা রাগ।

গ্রন্থে অন্য কোন ছন্দের নাম লিখিত হয় নাই। কেবল এক স্থলে—

"শ্রীশ্রীকালি যুদ্ধ দুর্গার পাঁচালি॥
চণ্ডি ভাঙ্গা পয়ার।" (১৬১ পং)

এরূপ লিখিত আছে। এ পয়ারে বিশেষত্ব কিছু নাই; প্রচলিত পয়ারের মত। গ্রন্থে কেবল পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। ত্রিপদী ছন্দের নাম লিখিত হয় নাই।

এক্ষণে কবির,—রূপ বর্ণনা, সেকালে ব্যবহৃত অলঙ্কার, যুদ্ধযাত্রা বীরত্ব, অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, শিল্পদ্রব্য, খাদ্যসামগ্রী, পূজাসামগ্রী ও ব্যাকরণাদি কয়েকটী বিষয়ের সংক্ষেপে আলোচনা করিব। প্রত্যেক বিষয়ে বিস্তৃত বলা নিস্প্রয়োজন।

কবি উপমার মধ্যে অনঙ্গ, খঞ্জন, কমল, ভ্রমর, তিলফুল, কনক, গজ মুক্তা, মণি, সিন্দুর, চন্দন, তরুণ অরুণ, নক্ষত্র, নবীন মেঘ, তড়িত ও বসন্তবাত কিছুই বাদ দেন নাই। একটু নমুনা দেখুন—

"ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি অনঙ্গ মূর্চ্ছিত।
খঞ্জন-গঞ্জন তিন আঁখি বিকশিত॥

এ তিন নঞান শোভে কাজল গরল।
বদন-কমলে যেন পরিছে ভ্রমর ॥
তার মধ্যে শোভে নাশা তিলফুল জিনি।
কনক জড়িত তাথে গজমুক্তা মণি ॥”

মাথায় কলাপী ও মুকুট; কাণে কনক-কলিকা ও কুণ্ডল; হাতে শঙ্খ ও হীরা, নীলা, মতি, পলা ও কনক নির্ম্মিত কঙ্কণ; বাহুতে সেই মত ঝাপা, দোদুল্যমান কেয়ূর; অঙ্গুলে অঙ্গুরী; শরীরে লক্ষের কাঁচুলী; গলায় মুক্তা ও বনমালা; নিতম্বে বিচিত্র বসন, তদুপরি মনোহর ঘাগর কাঞ্চন; সর্ব্ব উপরে পুরুটে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ঘন্টিকা নামক অলঙ্কার; চরণে নুপুর; পদাঙ্গুলে রতন পাষুলি; ইত্যাদি অলঙ্কারের বিষয় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙ্গালী এক্ষণে ভীরু বলিয়া অভিহিত; এই ভীরু বাঙ্গালী কবির হস্তে বীরত্বের যে একটু চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা পাঠের উপযুক্ত বটে।

“যেই মাত্র শুনে রাজা সুগ্রীবের কথা।
মহাক্রোধে কহে কথা ঘন নাড়ে মাথা ॥
দন্তে ওষ্ঠে চাপি বীর রাঙ্গা কৈল আঁখি।
সকল সেনার পানে একে একে দেখি ॥
ঈষদ্ হাঁসিয়া কহে শুন শুন সেনাগণ।
নারীর শুনিলে এত প্রতিজ্ঞা বচন ॥

*   *   *   *

যাইব আপনে সেই নারী দেখিবার।
দেখিব সাহস তার রণ করিবার ॥
এত কথা কহে যদি অসুরের পতি।
ততক্ষণে প্রণমিয়া ধূম্রলোচন সেনাপতি ॥
কহিতে লাগিলা বীর সদর্প করিয়া।
নারীর সমরে তুমি যাইবে সাজিয়া ?
আমি তোমার সেনাপতি ত্রিভুবন মাঝে।
দেব গন্ধর্ব্ব আদি যত বীর আছে ॥

আজ্ঞা কর রাজা তুমি যদি আমা তরে।
একদিন বান্ধি আনি দেঙ্ সভাকারে॥
এ তিন ভুবনে বৈসে কোন বর্ণ জ্ঞান।
আমার প্রহারে কারো নাহি পরিত্রাণ॥
চাপড়ে ভাঙ্গিতে পারি সুমেরুর আল।
শর বরিষণে বান্ধো সাগরের জল॥" ইত্যাদি।

তারপর যুদ্ধ সজ্জা। শুম্ভ নিশুম্ভের আজ্ঞা পাইয়া ধূম্রলোচন কিরূপ যুদ্ধসজ্জা করিতেছেন, রথখানির কারুকার্য্যই বা কিরূপ দেখুন :—

"শুম্ভ নিশুম্ভের আজ্ঞা পাইল অসুরে।
ধূম্রলোচন বীর চলিল সমরে॥
নিজ সেনা তরে কহে যুদ্ধের কারণ।
সাজ সাজ বলি বীর ডাকে ঘনে ঘন॥
নব অক্ষৌহিনী সেনা সাজিছে প্রধানে॥
এক এক বীর রণে যম জিত বাণে॥
হিমালয়ে যাবে দৈত্য করিবারে রণ।
সারথিকে বোলে রথ করহ সাজন॥
নীল মেঘ দিব্য রথ দেখি ভয়ঙ্কর।
ছোট নহে রথ খানা দশ প্রহর॥
সেই রথ সাজিতে রথির হৈল আজ্ঞা।
দুইশত মত্ত কুঞ্জরে টানে তার চাকা॥
চারিশত অশ্ব আর সেই রথ টানে।
যার এক ঘোড়া রাখে দশ বলবানে॥
মদমত্ত গজ সব ঐরাবতের নাতি।
উচ্চৈশ্রবা সমঘোড়া চড়ে সেনাপতি॥
দুই ঘোড়ার মধ্যে এক এক কুঞ্জর।
তার পৃষ্ঠে আরোহণ যোদ্ধা বীরবর॥
কাঞ্চনের দণ্ড ধ্বজ রথের উপর।
কুতুবা নেতের উড়ে পতাকা সুন্দর॥

তাহার উপরে বান্ধে চামর গঙ্গাজল।
রত্ন প্রবাল লাগে করে ঝলমল॥
নেতের ওয়ারি দিল তাহার উপর।
স্থানে স্থানে দণ্ডে লাগে অমূল্য পাথর॥
রূপার আওাস রথে করে ঝলমল।
শরতে প্রকাশ যেন গগন মণ্ডল॥
কাঞ্চনের যুদ্ধ ঘরা তাহাতে তুলিল।
বহুবিধ ধনে তাহা সুসজ্জ করিল॥
সোনার সাঁড়ক রূয়া সোনার ছাটনী।
রজতের গুণে তাথে তুলিল বান্ধনি॥
আন্ধারী পারিয়া নেতে ছাইছে চামরে।
কনক কলস দিল চালের উপরে॥
ফটিকের স্তম্ভ দিল ভবন মাঝার।
নানাবর্ণে শিলা দিলা মধ্যে মধ্যে তার॥
নীল কৃষ্ণ পীত শুক্ল পাথর।
ঝলক দর্পণ তাহে দেখিতে সুন্দর॥
হীরার বুম্বুকা তাথে দেখি সুশোভন।
এক স্তম্ভে লাগাইল পঞ্চ রাজার ধন॥
সুবর্ণ আওাস ঘরে করে ঝলমল।
চতুর্দ্দিকে লাগাইলা হাড়িয়া চামর॥
তাহাতে লম্বিত গজ মুকুতার ঝরা।
অন্ধকার মধ্যে যেন দীপ্ত করে তারা॥
মধ্যে মধ্যে লাগে হীরা মুকুতা খিচনি।
যুদ্ধঘর আভা যেন দেখি দিনমণি॥
রথের উপরে কৈল মায়া সরোবর।
তৃষ্ণাতুর হৈলে তাথে খাইতে চাহে জল॥
প্রহর প্রমাণ কৈল মায়া সরোবর।
ফটিক আকৃতি দেখি তার মধ্যে জল॥

কাঞ্চনের তরু তীরে শোভে মনোহর।
তাহাতে শোভিছে সব মাণিকের ফল॥
বারি মধ্যে পদ্ম পুষ্প ফুটিছে বিস্তর।
উড়ে পড়ে কেলি করে পক্ষী জলচর॥
রাজহংসগণ চরে দেখিতে সুন্দর।
কনক-কমল-দলে পড়িছে ভ্রমর॥
মৃণাল খাইতে তাথে নাম্বিছে কুঞ্জর।
ঘোরনাদ করে তাথে শুনি ভয়ঙ্কর।
সারথি করিল রথ কাঞ্চনে নির্ম্মাণ।
নানারূপ করে তাথে পুষ্পের উদ্যান॥
নেহালি বান্ধুলি যুতি মল্লিকা টগর।
লবঙ্গ মাধবীলতা চাঁপা নাগেশ্বর॥
তমাল রঙ্গন পুষ্প মালতী সুন্দর।
স্থলপদ্ম পারিজাত যুতি মনোহর॥
কেতকী ধাতকী দলা জবা করবীরে।
পদ্ম পারিজাত কুন্দ রঙ্গন সুন্দরে॥
নানা পুষ্প উদ্যানে রোপিল মনোহর।
সৌরভ ধাইল তার এক প্রহর॥
রত্নময় রথখান করিল সাজন।
যত অস্ত্র তোলে তাহা না যায় লিখন॥
হেন মতে দিব্য রথ করিয়া সাজন।
সাক্ষাত করিল যথা ধূম্রলোচন॥”

কবির সৌন্দর্য্যজ্ঞান কিরূপ ছিল, শিল্পিগণের আদর্শ কিরূপ ছিল, আমাদের এঘোর দুর্দ্দিনে তাহা ভাবিলেও মন উৎফুল্ল হইয়া উঠে। যুদ্ধ যাত্রার এত জাঁক জমক এত মনোরম জিনিষের সমাবেশ পাশ্চাত্য জাতির কল্পনায়ও বোধ হয় আসে কিনা সন্দেহ! তাঁহারা নিজ সামলাইতেই ব্যস্ত, এহেন সাজ সজ্জা—তো দূরের কথা।

তারপর ধূম্রলোচন গঙ্গাজলে স্নান তর্পণ ও দিব্য বস্ত্র পরিয়া শুচি

হইলেন। মহেশকে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও গন্ধ পুষ্প দিয়া পূজা করিয়া এবং শর্করা ইত্যাদি নানা ভোগ্য বস্তু দিয়া মঙ্গল রচিয়া পূজা করিলেন। (অন্যত্র পূজোপকরণের মধ্যে "মোদক রসাল"ও লিখিত আছে।) পূজা সাঙ্গ হইলে ভোজন করিয়া কর্পূর তাম্বুলে মুখ শোধন করিলেন। তারপর কেয়ূর, কঙ্কণ, তাড়, তোড়ল, হার, কবচ, কুণ্ডল ও মাথার সুবর্ণ টোপর, পরিয়া এবং কপালে চন্দনের ফোঁটা ও গলায় দিব্য মালা দিয়া যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে তাঁহার বামবাহু ও বামচক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল; পিঙ্গলিয়া মেঘে শোণিত বহিতে লাগিল; বিনা যুদ্ধে কাটামুণ্ড ভূমিতে লুটাইতে লাগিল, পৃষ্ঠ দিকে কাট্ কাট্ শব্দ শুনিলেন এবং সম্মুখে গৃধিনী, শকুনি পাকসাট মারিল। ইত্যাকর অমঙ্গল সকল দেখিতে লাগিলেন।

নিম্নলিখিত বাদ্যযন্ত্রগুলি পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। যথা :—

"দুন্দভি, ঝাঁঝর, বাজে পড়াহ মাদল।
দামামা দগড়া বাদ্য হৈল কোলাহল॥
বেণু বীণা বাজে আর কাংস্য করতাল।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে ডমরু কাহাল॥
দোশরি মুহরি বাজে শুনি সুললিত।
গজ পৃষ্ঠে দামা বাজে শুনি লাগে ভীত॥
ভেরি সানাই বাজে রণ সিঙ্গা আর।
মাদল আপারে বাজে ঝম্ফ করতাল॥
বীরঢাক বাজে তাথে তিন তিন কাঠি।
তোলপাড় হৈল শব্দে কোলাপুরের মাটী॥
যত বাদ্য বাজে তাহা লিখিতে না পারি।
অতি ঘোর শব্দ তাথে কর্ণে লাগে তালি॥"

অস্ত্রের মধ্যে মহাগদা, মেহবান, শেল, মহাশেল, অর্দ্ধচন্দ্র, মুদ্গর, ধনু, শর জাল, সপ্তভেদি, গদা, মুষল, জাঠি, ঝগড়া, এবং কামান, কৃপাণ, বন্দুক ও গোরাপ ইত্যাদি অস্ত্রের নাম গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

এক্ষণে দা, কুড়ালি, খন্তা ব্যতীত আমরা অন্য অস্ত্রের নাম জানি না!

হায় বাঙ্গালী !!!

কামান, বন্দুক কতকালের সৃষ্টি কে বলিবে! গোল্লাপ অস্ত্রটি কি বুঝিলাম না।

হোমশালা, নাটশালা, বাদ্যঘর ও ভোগশালা ইত্যাদির বর্ণনা গ্রন্থে অনেক আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিতে বিরত হইলাম। সেগুলি পাথরে নির্ম্মিত ও সুবর্ণ কপাটে সুশোভিত এবং বহু কারুকার্য্যে উদ্ভাসিত।

"নানারূপ বেড়া কৈল, তাহাতে দর্পণ দিল,
হীরা মতি কাঞ্চন সহিতে।
দেখিতে সুন্দর তায়, নানারূপে নিরমায়,
শিল্পগণ লয়া সাবহিতে॥"

এ সকল কবিকল্পনা নহে; আগ্‌রার তাজ তাহার জ্বলন্তসাক্ষী। হায়! সে সকল শিল্পি এখন কোথায়? আমরা কিন্তু পাশ্চাত্য মোহে মুগ্ধ। এমনই অধঃপতন।

গ্রন্থখানির মধ্যে মধ্যে কবির পিতা যদুনাথের ভণিতা দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন অংশ কবির পিতার লেখা বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে।

"সাবর্ণিক মন্বন্তরে, মার্কণ্ড পুরাণ বরে,
দেবীর মাহাত্ম্যে সপ্তশতী।
রক্তবীজ বধ হৈতে, বিরচিল যদুনাথে,
সহস্র গড়ে বন্দিব ভগবতী॥"

গ্রন্থ মধ্যে রক্তবীজ বধাংশটুকু কবির পিতার রচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। কবির পিতাও কবি হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। যদুনাথ বোধ হয় কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন; কিন্তু আমরা তাহার কোন সন্ধান পাই নাই। যদুনাথের নিম্নলিখিত পদটি এত সুন্দর যে, সমস্ত গ্রন্থে এমন আর একটি পদ দৃষ্ট হয় নাই।

"আজি কি পেখনু সম্মিলিত হরগৌরী।
সফল ভয়োরে নঞন যুগ মেরি॥
চাঁচর বেণী বিরাজিত কাহু।
কাঁহু পর লম্বিত বিনোদ জটাঁউ॥

পারিজাত মালা গলে গিরিবালা।
গিরি গণ্ডে দোলত লোহিতাক্ষ মালা॥
মলয়জ পঙ্ক প্রলেপ অঙ্গ চারু।
চিতা ধূলি ভূষণ ত্রিজগত গুরু॥
লোহি লোহিতাম্বর অরুণ জিনি শোহা।
বাঘাম্বর কাঁহু দনুজ দল মোঁহা॥
হর গৌরী নিরখে গৌরী সারং লোকাইওঁ।
যদুনাথ উভয় চরণ বলি যাই ওঁ॥" ১৯২ পত্রাঙ্ক।

অন্যান্য কয়েকস্থলে যদুনাথের ভণিতা দৃষ্ট হয়।

"বিরিঞ্চি ধিয়ানে তোমার নাহি ব্রহ্ম পাতে।
তরাহ আপন গুণে দ্বিজ যদুনাথে॥" ৮২ প—
"দ্বিজ যদুনাথ বাণী ভবভয়ানলে।
রাখহ করুণাময়ী ও পদ কমলে॥" ১২২ প—
"যদুনাথ কহে মাতা শুনহ ভবানী।
নিজ গুণে কর দয়া পতিত পাবনী॥
কোটী পরণাম করি শ্রীনাথচরণে।
চণ্ডিকাবিজয় ভূণে কমললোচনে॥"

এতদ্দেশ প্রচলিত নিম্নলিখিত শব্দগুলি গ্রন্থে লিখিত আছে—

করোঙ	ডাঙ্গ=(আঘাত)	হাতাস (ভয়)	ফুঁকরে
সরোঙ	আইলুঁ=(আসিনু)	উস্ব=(রাগান্বিত)	পরায়
মাঙ্গঙ	গেলাঙ	বুলিতে=(বলিতে)	গেলাঙ
রহোঙ	ছেচুঁড়িয়া	যুঝার=(যুদ্ধে পটু)	আওাস আওাসে
কাটোঙ	উঠানি	পঞান=(প্রস্থান)	পাইলাঙ
আনো	কাখো (কাহাকেও)	কোপকরি=(রাগ)	গোরাপ
ইতিন=(এ তিন)	কথকথ (কতকত)	হাঁসে	ঝাকিলেক
খেদাড়িয়া=(খেদাইয়া)	তাথে	দৈত্যাক	পাকায়া
ভুস্ক	আশোয়ার	কথোদিনে	

ভাকারি	হেটেত	সভ = (সকল)	সোঙরণে (স্মরণে)
বৈসে	বরিষা	দেখিল	পাইল ইত্যাদি।

শব্দগুলির মধ্যে—"কথি পর" ও "বড়া বড়া" এই দুইটী শব্দ হিন্দি এবং—"ফুকরে," "পেখনু," "মেরি," "কাঁহু," "কাহুপর," "অরাঁউ," "দোলত," "শোহ," "মোঁহ," "লোকাইওঁ," ও "যাইওঁ,"। এই শব্দগুলি ব্রজবুলি।

ব্যাকরণ।

বিভক্তি—"আমি" স্থলে মুঞি, "তুমি" স্থলে তুঞি, "তোমার" স্থলে—তোর। "আমাকে" স্থলে—মোকে, আমাতরে; "তোমাকে" স্থলে—"তোরে," "সে" স্থলে—তেঁহ, তাক ইত্যাদি—

'কে' স্থলে—ক সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—সিংহেক, দৈত্যক; 'তে' স্থলে ত—পাতালেত ভূমিত।

ক্রিয়া—উত্তম পুরুষে—করোঙ, সরোঙ, মাঙ্গঙ, রহোঙ, কাটোঙ, গেলাঙ, পাইলাঙ, ও আনো। "দেখিনু," "পাইনু," "করিনু," স্থলে—দেখিল, পাইল ও করিল ব্যবহৃত হইয়াছে।

তার পর, "কাহাকেও," "কতকত" স্থলে—কাখো, কথ কথ আছে।

বর্ণাশুদ্ধি—"সুবর্ণ"—মূর্দ্ধণ্য ষয়ে হ্রস্বউকার সর্ব্বত্র;

জেন—বর্গীয় জয়ে একার

আকৃতি—আক্রেতিরূপে লিখিত হইয়াছে

নামিছে—নাম্বিছে—ইত্যাদি

অক্ষরের আকৃতি—

ক	এর	আকার অনেকটা	নাগরী	"ক"	এর	অনুরূপ
কু	"	"	আধুনিক	"ক্ত"	"	ন্যায়
ক্র	"	"	"	"ক্রৈ"	"	"
তু	"	"	"	"ও"	"	"
ত্যো	এর	আকার	আধুনিক	"৯"	এর	অনুরূপ
র্ন	"	"	"	"স্ত"	"	"
হু	"	"	"	"হু"	"	"

ধু	”	”	”		“ছ”	”	”
দ্দি	”	”	”		“ঙ্গি”	”	”
পু	”	”	”		“পৃ”	”	”
ষু	”	”	”	ইলেকশূন্য	“ক্ষ”	”	”
ষু	”	”	”	“ইলেকযুক্ত	“খ”	” ও কথন২ ‘ছ’ এর ন্যায়	
ঘু	”	”	”		“ব”	”	”
ন্তু	”	”	”		“উ”	”	”
ৎ	”	”	”		“২”	”	”
হৃ	”	”	”		“দ্রি”	”	”
কৃষ্ণ	”	”	”		“ঙ্গত”	”	”
ং	”	”	”		“৹”	”	”

বর্ত্তমান পুঁথির লিপিকাল।

লিখিতং শ্রীবিনোদবিহারী দাস সাকিন সেরপুর পুর্ব্বপাড়া বিতারিখ ১৬ ফাল্গুন রোজ বুধবার তিথি চতুর্দ্দশী রাত্রি সওয়াপ্রহর কালে সমাপ্ত সন ১২১৮ সাল শকাব্দা ১৭৩৩ শক। কয়েক পাত বদলানের স্বাক্ষর খোসালচন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীপঞ্চানন দাস সাকিন তথা তারিখ ১৪ আশ্বিন সন ১২৩১ সাল শকাব্দা ১৭৪৬ শক।”

মুল লেথককে চিনিলাম না। কয়েক পাত নষ্ট হইলে পরে যিনি বদলাইয়াছেন বলিয়া লিখিত আছে, সেই পঞ্চানন দাস বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের প্রপিতামহ। উল্লিখিত “সেরপুর” বর্ত্তমানে বগুড়া জেলার সেরপুর। পুঁথিখানি তুলট কাগজে দুই পৃষ্ঠায় লেখা। প্রবন্ধলেখকের ঘরেই পাওয়া গিয়াছে ইতি।—

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সন ১২১৮ সাল, ১৭৩৩ শকে হস্তলিখিত এক খানি পুথি দেখিয়া এই সংস্করণ প্রচারিত হইল। পুথি পড়িলে বোধ হয় লিপিকার যত্ব-ণত্বাদির প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই; সে সময় বাঙ্গালালেখার সেরূপ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক বিবেচিত হইত বলিয়া বোধ হয় না। লিপিকারগণও সংস্কৃত ভাষানুযায়ী শুদ্ধাশুদ্ধিবিবেকী ছিলেন না। যিনি ইচ্ছা করিতেন ও যাহার লিখিবার সময় ও ধৈর্য্য থাকিত, তিনিই এক পুথি হইতে অনুলিপি করিতেন। অমুলেখ্য ও অনুলিখিত পুথিদ্বয়েও যে ঠিক একরূপ বর্ণবিন্যাস হইত, তাহাও বোধ হয় না। সময় সময় এক জন পাঠ করিতেন; অপর এক জন তাহা শুনিয়া লিখিতেন; লেখক শ্রুত শব্দ স্বেচ্ছানুসারে শ্রুতানুরূপ বর্ণ দ্বারা লিখিয়া লইতেন। খাটী সংস্কৃত শব্দের বর্ণবিন্যাসের সময় বিষম বিভ্রাট্ ঘটিয়া উঠিত !

কবির হাতে লেখা পুথি মিলা দুর্ঘট। শাস্ত্রানুবাদক কবিকে অল্প বিস্তর সংস্কৃতজ্ঞ ধরিয়া লইতে পারি। তাঁহার কাব্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ গুলির বিশুদ্ধ সংস্কৃত রূপ গৃহীত হওয়াই স্বাভাবিক ও রুচিসঙ্গত। সুতরাং ইহা স্থিরনিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে, কাব্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দগুলির বিশুদ্ধ সংস্কৃত রূপই কবি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। খাটি সংস্কৃত শব্দের বর্ণবিন্যাসের যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় তাহা লিপিকারের ভ্রম-প্রমাদ মাত্র।

কিন্তু সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত আরও কতকগুলি শব্দ কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে গুলির সম্বন্ধে উপরি লিখিত মন্তব্য প্রযুজ্য নহে। এইরূপ শব্দগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) দেশী বা দেশজ শব্দ; অর্থাৎ যে শব্দ গুলির সহিত সংস্কৃত শব্দের কোন সম্পর্ক নাই; এই শব্দগুলি দেশের বিশিষ্ট সম্পত্তি।

(২) তদ্ভাব; অর্থাৎ ভাঙ্গা চূরা সংস্কৃত শব্দ।

(৩) অর্দ্ধ তৎসম; অর্থাৎ আধ ভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ।

১। দেশীয় শব্দগুলির অবস্থান লোকের কণ্ঠে ও কর্ণে। এই গুলির বর্ণবিন্যাস শ্রুতির অনুরূপ হওয়াই স্বাভাবিক; এবং প্রকৃতপক্ষে যথাসম্ভব শ্রুতির অনুরূপ করিয়াই লিখিত হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে

বর্ণবিন্যাসের শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচারের অবসর নাই। "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" করাই ঠিক। সম্পাদ্যমান পুস্তকে দেশজ শব্দগুলির স্বাভাবিক রূপ ও পুথির লিখিত বর্ণ-বিন্যাস যথাসাধ্য ঠিক রাখা হইয়াছে।

২। তদ্ভাব শব্দ বা ভাঙ্গা চুরা সংস্কৃত শব্দ। এই শব্দ গুলি সংস্কৃত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে; অথবা এইরূপ মূল শব্দের উপর কারিকুরি করিয়া সংস্কৃত শব্দ তৈয়ারী করা হইয়াছে। উভয়তঃই তদ্ভাব শব্দের অবস্থিতি কণ্ঠে ও কর্ণে; এবং স্বাভাবিকরূপ শ্রুতির অনুরূপ। শ্রুতি অবলম্বন করিয়াই তদ্ভাব শব্দগুলির বর্ণবিন্যাস সম্পাদিত হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং তদ্ভাব শব্দের রূপের বা বর্ণবিন্যাসের পরিবর্ত্তন ভয়ানক অত্যাচার। সম্পাদ্যমান গ্রন্থে এই গুলি শব্দও যথাসাধ্য "যথা-দিষ্টং তথা লিখিতং।"

৩। অর্দ্ধ তৎসম বা আধভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ। এই শব্দগুলি তৎসম বা খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ও তদ্ভাব বা ভাঙ্গা চুরা সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী পরিবর্ত্তনের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। এই গুলির পরিবর্ত্তন প্রায় তৎসম বা খাটি সংস্কৃত শব্দের বহির্মুখ। এস্থলে শব্দলিপি শ্রুতির অনুরূপ হয় বটে; কিন্তু মূলের সহিত কিছু না কিছু সম্পর্ক থাকিয়া যায়; সুতরাং মূল সংস্কৃত শব্দের প্রতি দৃষ্টি করিলে বর্ণাবিন্যাস সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অধিক অত্যাচার অসহ্য।

'ন' ও 'ণ' এর উচ্চারণে; শ, স ও ষ, এর উচ্চারণে; হ্রস্ব-স্বরের উচ্চারণে, বাঙ্গালা ভাষায় কোন ভেদ দৃষ্ট হয় না। তথা 'য' যেখানে 'য়' রূপে উচ্চারিত হয় না, সেখানে 'য' ও 'জ' মধ্যে কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না। সংস্কৃত শব্দের দৃষ্টান্তে এই বর্ণগুলির দুই একটি পরিবর্ত্তন ব্যতীত অন্যরূপ পরিবর্ত্তন অর্দ্ধ তদ্ভাব শব্দগুলির উপর অবিচার ও অত্যাচার। অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ দুই একটি পরিবর্ত্তন চণ্ডিকা-বিজয়ে করা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লিপিকারগণ প্রায় কেহই পণ্ডিত নহেন। অথবা কোন আদর্শ অবলম্বন করিয়া বর্ণ বিন্যাসের চেষ্টা করেন না; স্বেচ্ছামত বর্ণবিন্যাসের দ্বারা শব্দ লিখিয়া থাকেন। একই শব্দের বর্ণবিন্যাস ভিন্ন

ভিন্ন লিপিকারের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। অপিচ একই লিপিকার একই শব্দের বর্ণ-বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে করিয়া থাকেন। অথচ একটি শব্দের এক প্রকার বর্ণবিন্যাস বাঞ্ছনীয় নতুবা একটী শব্দই ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে; পক্ষান্তরে বর্ণবিন্যাসের সাদৃশ্য দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন শব্দ এক শব্দ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। সুতরাং কোন একটি শব্দের বর্ণবিন্যাস নির্ণয় করিতে সময় সময় বড়ই সঙ্কটে পড়িতে হয়। এরূপ স্থলে কবির বাসস্থানের ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থানের উচ্চারণ হইতে সেই শব্দটির বর্ণ সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য পাওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু তাহাতেও বিষম সঙ্কট। কারণ কাব্যরচনার সময়ের উচ্চারণ হইতে বর্ত্তমান সময়ের উচ্চারণ অনেক পৃথক্ হইয়া পড়িতে পারে; এবং একই সময়ে একই শব্দের উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে, তথা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মুখে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শ্রুত হয়। এইরূপ স্থলে উপায় কি? বহু ব্যক্তির মুখে অধুনা-শ্রুত উচ্চারণ এবং পুথিতে বহুল গৃহীত বর্ণবিন্যাস এই দুইটি তুলনা করিয়া বর্ণবিন্যাস নির্ণয় ব্যতীত উপায়ান্তর দেখা যায় না।

সম্পাদ্যমান গ্রন্থে অবলম্বিতা প্রতিলিপি রীতি বর্ণিত হইল। বুধজন ইহার দোষ-গুণ বিচার করিবেন। এতদ্বিষয়ের বিচার ও নির্ণয় একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এখানে একটী দোষ স্বীকার আবশ্যক। পুস্তক খানিতে অধ্যায় আরম্ভে "প্রথম অধ্যায়" "দ্বিতীয় অধ্যায়" এইরূপ লিখিত হইয়াছে। পুথি খানিতে কিন্তু অধ্যায় আরম্ভে কিছুমাত্র লেখা নাই। অধ্যায়ের শেষে "ইতি ১ অধ্যায় নমঃ" "ইতি ২ অধ্যায় নমঃ" ইত্যাদি রূপ লিখিত আছে। যে কোন কারণে এইটি পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

পুথি খানিতে অধ্যায় সূচী বা বিষয়সূচী নাই। সূচী আমাদের তৈয়ারী করা।

এতদ্দেশে প্রচলিত কতকগুলি শব্দের একটি তালিকা দেওয়া হইল। যে যে স্থলে সেই শব্দগুলি পাওয়া যাইবে তাহাও কতকাংশ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর কতকগুলি শব্দ বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তালিকায় সে শব্দগুলিও যথাসাধ্য দেওয়া হইল। টিপ্পনীতে শব্দগুলির অর্থ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অবলম্বিতা রীতি বলা হইল। ভ্রম পরিহারের জন্য গ্রন্থ শেষে একটী শুদ্ধিপত্র সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু অবধানের অল্পতা বশতঃই হউক, অথবা অন্য কোন প্রকার ত্রুটি বশতঃই হউক পুস্তকখানিতে তথাপি দুই চারিটি ভ্রম থাকিয়া যাইতে পারে। অনুগ্রহ করিয়া কেহ ভ্রম দেখাইয়া দিলে বারান্তরে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করা যাইবে। এখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যথাসম্ভব কবিনির্দ্দিষ্ট বেশে চণ্ডিকা-বিজয় সাধারণের সম্মুখে সবিনয়ে ধরা হইল। পাঠকগণ কিয়ন্মাত্র সন্তোষ লাভ করিলে সমস্ত আয়াস সফল জ্ঞান করিব, ইতি। ১৩১৫ সাল।

বিনীত

শ্রীপঞ্চানন সরকার

সূচীপত্র।

চণ্ডিকা বিজয়

বা

কালী-যুদ্ধ

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং ॥ শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ ॥ ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অথ কালীযুদ্ধ পুস্তক লিখ্যতে—

বন্দো গজানন মূষিক-বাহন,
সকল সম্পদ-দাতা।
সর্ব্ব-দেব আগে, তব পূজা ভাগে,
তুমি দেব শিবজাতা ॥ ১
তুমি গণপতি, পরম ভকতি,
যে তোমা স্মরিয়া যায়।
তার সর্ব্ব-সিদ্ধি, রণজয় আদি
সব তুমি দেহ তায় ॥ ২
গলে পাটা[১] শোভে, অলি ভ্রমে লোভে,
পীযূষ কারণ গণ্ডে।
তাহাতে সিন্দূর, তমঃ করে দূর,
ছিন্ন দন্ত শোভে শুণ্ডে ॥ ৩

(১) পাটা—পদক।

দীপি[২]-চর্ম্ম-গায়, কনক-নূপুর পায়,
চরণ-পঙ্কজে বাজে।
রুদ্রাক্ষের মাল, গলে শোভে ভাল
অঙ্গে আভরণ সাজে ॥ ৪
নিরঞ্জন বর, গুরু সভাকার,
ভক্তজন পূর আশ।
পুরুষ পুরাণ, বেদের বাখান,
তুমি পূর মন আশ ॥ ৫
তুমি নারায়ণ, চক্রকে ধারণ,
দুই করে কুশ জান।
তোমার চরণে, পশিনু শরণে,
কোটী করোঙ পরনাম ॥ ৬
বন্দো লম্বোদর খর্ব্ব কলেবর,
সুন্দর শরীর-আভা।
তব রূপ সীমা, কি দিব উপমা,
কোটী বিধু জিনি শোভা ॥ ৭
মুঞি মূঢ়জনে, তোমার চরণে,
এই মাঙ্গঙ[৩] বরদায়।
ইষ্টের চরণে, সেবোঙ[৪] প্রতি জন্মে
শেষে রহোঙ[৫] রাঙ্গাপায় ॥ ৮
কমললোচনে, দুর্গা নিজগুণে,
কলমে বসিয়ে মাতে[৬]।

(২) দীপি—ব্যাঘ্র। (৩) মাঙ্গ=মাজি, প্রার্থনা করি।
(৪) সেবোঙ=সেবা করি। (৫) রহোঙ=রহি থাকি।
(৬) মাতে=কহে। এগুলি সব রংপুরী বা কামতাবিহারী ভাষার শব্দ।

নিজ গুণগাথা লেখাইলা মাতা,
চণ্ডিকা-বিজয় গাইতে ॥ ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(শিব-বন্দনা)

বন্দো দেব শূলপাণি, শিরে করি যোড়পাণি,
বৃষভবাহন পঞ্চানন।
তুমি দেব ভূতনাথ, ত্রিভুবনের তাত,
দেবাসুর নরের জীবন ॥ ১
তুমি প্রভু গুণসিন্ধু, ভকতজনের বন্ধু,
অহি আভরণ পর যবে।
বাস কর বাঘছাল, গলে পর হাড়মাল
ভূত প্রেত সঙ্গে ফিরে তবে ॥ ২
বিভূতিভূষণ গায়, কোটি ইন্দু শোভা পায়,
শিরে জটা তাহে বহে গঙ্গ।
ই তিন ভুবননাথে, ডমুরু বাজায়া নাচে,
তাহা দেখি অভয়ার রঙ্গ ॥ ৩
পাপী তরাবার ছলে, বারাণসী-পুরী কৈলে,
তব নাম পতিতপাবন।
তিন গুণ তুমি ধর, মহাযোগী যোগেশ্বর,
তব নাম করোঙ স্মরণ ॥ ১৪
তুমি দেব মহাতপা, যারে তুমি কর কৃপা,
পার কর ভবসিন্ধুজলে।

তুমি যদি কর পার, তবে হয় উদ্ধার,
মন রহুক চরণকমলে ॥ ৫
গুহ গণেশ নাম, দুই সুত পুণ্যবান্,
দারা তব জগত-জননী।
নন্দি ভৃঙ্গী অনুচর, আর যতো চরাচর,
আমি নর কিবা গুণ জানি ॥ ৬
রাবণ সেবক ছিল, দশ মুণ্ড কাটি দিল,
তব পদকমল উদ্দেশে।
দিগ্‌বিজয় কৈল, সর্ব্বদেব জিনিল,
বান্ধি নিল আপনার দেশে ॥ ৭
তুমি দিলে অনুমতি, বনে আইল রঘুপতি,
ছলে সীতা হরিয়া আনিল।
তার শাঁপ ভঙ্গ হইল, তোমা সেবি গতি পাইল,
রামমুখ দেখিয়া পড়িল ॥ ৮
কমললোচন বাণী, শুন দেবশিরোমণি,
মোরে কৃপা কর নিজগুণে।
জন্ম জন্মান্তরে মতি, ও রাঙ্গাচরণে গতি,
শেষ স্থান ইষ্টের চরণে ॥ ৯

——o——

তৃতীয় অধ্যায়।

(ভবানী-বর্ণনা)

বান্দব ভবানী ত্রিগুণ-জননী
সুখ-মোক্ষ-পদ-দাতা।
সৃজন পালন তোমার নাশন
তুমি জগতের মাতা ॥ ১

তুমি সনাতনী ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী
সীমা দিতে পারে কেবা।
তোমার চরণ সেবে যেই জন
তুমি তারে বর দিবা ॥ ২
পরশুরাম ছিল পূর্ব্বে আরাধিল
তারে দিলে সর্ব্ব-জয়।
তব পূজাফলে নিজ বাহুবলে
ক্ষত্রিকুল কৈল ক্ষয় ॥ ৩
তবে রঘুনাথে তোমাকে সেবিতে
তারে দিলা বর দান।
রাবণ মারিল সীতা উদ্ধারিল
রাখিল আপন মান ॥৪
তবে কৃষ্ণরাম সেবি নিজকাম
সকল পূর্ণিত আশ।
মারি দৈত্যগণ কংসের নিধন
মথুরাতে কৈল বাস ॥৫
গোকুলের নারী তারা সেবা করি
পাইল কৃষ্ণ-বলরাম।
যাদব সেবিতা যত গোপসুতা
পূর্ণিত সভার কাম ॥ ৬
তুমি নারায়ণী আদ্যা সনাতনী
শ্রীফুলবাসিনী মাতা।
যমুনা-বাসিনী জয় যশস্বিনী
ভবানী শেখরজাতা ॥ ৭
গোকুলে গোমতী দক্ষগৃহে সতী
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে।

ও রাঙ্গাচরণ কল্প-তরু সম
শুনি সেবে দেবাসুরে ॥ ৮
হরি-হর-ব্রহ্মা সেবে পুণ্যকর্ম্মা
শ্রীপাদপদ্ম-যুগলে।
আপনা রইছে[১] জীবন চাহিছে
তাহা পাই পূজাফলে ॥ ৯
মানুষ অধম সেবার ভাজন
হইব কোন প্রকারে।
তোমার মায়াত ত্রিগুণ মোহিত
তাহারা বুঝিতে নারে ॥ ১০
মার্কণ্ডপুরাণে তোমার স্তবনে
সপ্তশত শ্লোকময়।
তাহাতে যে গুণ জানে বুধজন
সর্ব্বশঃ পাতক লয় ॥ ১১
শুনিলে পুরাণ যেই ফল পান
তাহে তুমি ফল দায়।
গ্রহোপরাগেত[২] জাহ্নবী জলেত
স্বর্ণদান ফল পায় ॥ ১২
কমললোচন করে নিবেদন
তোমার পদকমলে।
করি আছ দাস পূরাইবে আশ
সকরুণ হ'য়া মোরে ॥ ১৩

১। আপনা রইছে—আপনি আছে=স্বয়ং আছে=জীবন অর্থাৎ শক্তি চাহিছে, চাহিতেছে।

২। গ্রহোপরাগ=চন্দ্র বা সূর্য্য-গ্রহণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

মোরে দয়া কর নারায়ণি ॥ (ধ্রু)

প্রণমহোঁ শিব দুর্গা সপ্ত প্রদক্ষিণে।
তিন কোটী প্রণমহোঁ শ্রীনাথ-চরণে ॥ ১
যাহার কৃপায় হয় নিরমল মতি।
হেন গুরুদেব পদে অসংখ্য প্রণতি ॥ ২
গুরুমূর্ত্তি ধরেন আপনি সদাশিব।
কৃপা করি উদ্ধারিবে অখিলের জীব ॥ ৩
কল্পতরু প্রভুর দুখানি চরণ।
যাহার কৃপাতে চিহ্ন হয় ত্রিভুবন ॥ ৪
সেই পাদপদ্মেত মোর সতত প্রণতি।
যার কৃপায় সে বন্ধোঁ[১] সপ্তশতী ॥ ৫
এক দেব নানারূপ হৈলা প্রয়োজনে।
কনকে মুকুট তাহা পূর্ব্ব নহে মনে ॥ ৬
নমগো নমগো দুর্গা তব গুণধাম।
বিফল জনম দুর্গা তুমি যারে বাম ॥ ৭
চণ্ডি চণ্ডবতি মাতা চামুণ্ডামূরতি।
তুমি সর্ব্বহেতু মাতা চরাচর-গতি ॥ ৮
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা অনন্ত নারায়ণ।
পঞ্চমুখে মহেশ্বর কার্ত্তিক ষড়ানন ॥ ৯
তব গুণ হেন দেবে কহিতে না পারে।
আপনার গুণে মাতা কৃপা কর যারে ॥ ১০

১। বন্ধোঁ=বান্ধি, পদ বান্ধি, পদ-রচনা করি।

সেহি কিছু তব গুণ বলিতে না[১] পারে।
সকরুণ হয়া মাতা যাকে দেয় বরে ॥ ১১
ভবানী ভবানী দুর্গা যমুনা কামিনী।
আপনার গুণে দয়া কর নারায়ণী ॥ ১২
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা গায় হরিবংশে।
কৃষ্ণের করিলা কার্য্য ভাণ্ডাইয়া কংসে ॥ ১৩
জগত-জননী জয়া যশোদা নন্দিনী ॥
জগত-জনের বন্ধু জয় যশস্বিনী ॥ ১৪
তোমার মহিমা কি বলিব নরজাতি।
তুমি হিত তুমি মিত্র ভীমা ভগবতী ॥ ১৫
যদি কৃপা কর মোরে সর্ব্বমঙ্গলা।
পাদপদ্মে দিবে স্থান ভকতবৎসলা ॥ ১৬
এক নিবেদন মাতা করি তব পায়।
আমি স্তব করি দুর্গা হইবে সহায় ॥ ১৭
মার্কণ্ডপুরাণে দেবি তোমার মহিমা।
সপ্তশতশ্লোক সে অর্থের নাহি সীমা ॥ ১৮
সর্ব্বলোকে নাহি জানে জানে বুধজন।
পদ-বন্দ করি তাহা বুঝিতে কারণ ॥ ১৯
দয়া করি মাতা রসনাতে কর বাস।
তোমার মঙ্গল তবে করি যে প্রকাশ ॥ ২০
তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি দীনবন্ধু।
তুমি বিনে কেবা তরাইবে ভবসিন্ধু ॥ ২১
সপ্তশতী স্তব দেবি মার্কণ্ডপুরাণে।
তাহাতে যেমত ফল হয় উপাদানে ॥ ২২

(১) না—অব্যয় অবধারণে।

চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ কালেতে গঙ্গাজলে।
এক সুবর্ণ-দান সমুচ্চয় ফলে ॥ ২৩
না বুঝিতে হেন ফল কেবল পাঠেত্তে।
অর্থগম্য হইলে হয় ফল অতিরেক ॥ ২৪
কলিকালে লোক সব মহা জড়জ্ঞানী।
নিস্তারিতে প্রচারিলে অখিল পরাণী ॥ ২৫
তোমার মহিমা দেবি কে বলিতে পারে।
পঞ্চম রসালে যেবে বুঝিব সংসারে ॥ ২৬
মহাপাপী শুনে অতি ভক্তিযুক্ত হয়া।
এই ফলে স্বর্গে যাবে বিমানে চড়িয়া ॥ ২৭
চারি বেদে গায় তুমি পতিতপাবনী।
ভক্তিভাবে প্রণমহোঁ জগতজননী ॥ ২৮
শিরে পাণিপুট করি অম্বিকাচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভণে কমললোচনে ॥ ২৯

পঞ্চম অধ্যায়

উড়-বসন্তরাগ।

ভজরে ভজরে পামর মন হর-ভবানী-চরণে।
নাহিক উপায় আর যে ভবতরণে ॥ ধ্রু। ১
সুরথ নামেত রাজা ছিল পূর্ব্বকালে।
সূর্য্যবংশে জন্ম সেহি রাজা মহাবলে। ২
নিজ ভুজবলে তেহোঁ অবনী শাসিল।
পুত্রবৎ করি তেহোঁ[১] প্রজারে পালিল ॥ ৩

১ তেঁহোঁ—তিনি

পৃথিবীর মধ্যে রাজা মহাতেজবান্ ।
কাহাকে না গুণে[১] তেহোঁ তৃণ হেন জ্ঞান ॥ ৪
আর যত রাজা আছে পৃথিবী ভিতর ।
তা সবার মধ্যে রাজা মহাধনুর্দ্ধর ॥ ৫
যদি কোন রাজা সাজে যুদ্ধের কারণে ।
সুরথে সমর করি কাটি পাড়ে বাণে ॥ ৬
কোলা নামে পুরী তার অমরা সমান ।
তাতে কেহ দুঃখী নাহি সবে ধনবান্ ॥ ৭
নৃত্য গীত বাদ্য রঙ্গ প্রতি ঘরে ঘরে ।
কদাচিত কেহ কার হিংসা নাহি করে ॥ ৮
আনন্দে সকল প্রজা সুখে করে বাস ।
কর কড়ি নাহি কার সবে রাজদাস ॥ ৯
মহাসুখে বইসে প্রজা পৃথিবী মাঝার ।
অবিচার লেশ নাহি শুদ্ধ সদাচার ॥ ১০
চিরদিন সুখে রাজ্য করে রাজ্যেশ্বর ।
আপনার দম্ভে রাজা যেন পুরন্দর ॥ ১১
এহি মতে রাজ্য করে সুরথ রাজনে ।
দান-পুণ্যযুত রাজা বিদিত পুরাণে ॥ ১২
মহাসুখে আমোদিত সেহি মহারাজা ।
পৃথিবীর রাজাগণ করে তার পূজা ॥ ১৩
কতকালে গ্রহপীড়া রাজাকে পাইল ।
অবনীর রাজাগণ সমরে সাজিল ॥ ১৪
এমত শুনিল যদি সুরথ রাজন ।
সমরে সাজিল কোপে লয়া রাজাগণ ॥ ১৫

১ গুণে—গণে, গণ্য করে ।

পৃথিবীর রাজাগণ একত্র হইল।
সুরথ উপরে সভে বাণ পূর্ণ কৈল ॥ ১৬
তথাপি সুরথ রাজা ম:ল মহাবল।
সমরে সকল রাজা বাণে কৈল তুল ॥ ১৭
পলাইবে রাজাগণ হেন কৈল মতি।
সুরথের গ্রহপীড়া আছে দৈবগতি ॥ ১৮
মনে মহাভয় রাজা সমরে দেখিল।
অন্তরে পাইয়া ভীত রাজা পলাইল ॥ ১৯
রথটাপি গেল রাজা আপন ভুবন্।
সুরথ আইল তবে রাখিয়া জীবন ॥ ২০
বিধি বিড়ম্বিত হৈল সেহিসে রাজনে।
কোলাপুরে কুবুদ্ধি হইল সর্ব্বজনে ॥ ২১
কুটুম্ব সুহৃদ্ আর সেবক সুজন।
পাত্রমিত্র পুরোহিত যত সুভাজন ॥ ২২
পুত্র দারা আদি করি যত লোক বৈসে।
দূরবাসী দেশবাসী আর যত দাসে ॥ ২৩
রাজার যতেক ধন সব লুট কৈল।
হয় হস্তী লয়ে কেহ কেহ বস্ত্র নিল ॥ ২৪
ভাণ্ডারে ভাণ্ডারে ধন লুটিলয়া যায়।
বন্ধে বন্ধে[১] লুটে কেহ দৈব অভিপ্রায় ॥ ২৫
যত ধন রত্নদ্রব্য আওয়াসে আওয়াসে[২]।
সব লুট কৈল কেহ না করে তরাসে ॥ ২৬

(১) বন্ধে বন্ধে—নির্দ্দিষ্ট ভাগে ভাগে, রকমে রকমে।
(২) আওয়াসে আওয়াসে—আবাসে আবাসে, অন্ত্যস্থ: "ব"এর এদেশী অর্থাৎ কামতাবিহারী উচ্চারণ।

সুরথ অগ্রেত কেহ রত্ন নিল হরি।
নাকে হাত দিয়া রাজা বিধাতাকে স্মরি ॥ ২৭
এমত দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
চণ্ডিকাবিজয় ভণে কমললোচনে ॥ ২৮

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কোলাপুরে বৈসে যত আপ্তপর লোক।
ধনরত্ন লইয়া রাজাকে দিল শোক ॥ ১
সুরথে দেখিল এত সভার ব্যবস্থা।
ভাব্ব্যপরিভাবেব্য রাজা মনে পাইল ব্যথা ॥ ২
এমত দেখিয়া রাজা কোন কর্ম্ম কৈল।
ধীরে ধীরে পুরী হইতে বাহির হইল ॥ ৩
একাকী নড়িল রাজা মৃগয়ার ছলে।
পথ আরোহণে নৃপ চলে বা না চলে ॥ ৪
ভাবে ভোর হইল রাজা দৌড়াইতে নারি।
কি করিব কোথা যাব কোন যুক্তি করি ॥ ৫
মনে মনে চিন্তে রাজা কি হবে উপায়।
বিধাতা আমাকে দণ্ডে কে হবে সহায় ॥ ৬
এমত চিন্তিয়া রাজা যুক্তি কৈল সার।
বিপক্ষ হইল মোর সকল সংসার ॥ ৭
এতযুক্তি দড়াইয়া, ভয় হৈল মনে।
সুরথ চলিল তবে ত্বরিত গমনে ॥ ৮

(১) দড়াইয়া—পুনঃ পুনঃ চিন্তিয়া স্থির করতঃ। "দড়াইয়া"

ঘন পাছুপানে চাহে চলয়ে রাজন।
বিপক্ষে পাইয়া ভক্তি করেন রাজন ॥ ৯
তরাতরি[১] চলে রাজা ভয় পায়া মনে ॥
প্রবেশ করিল গিয়া গহনকাননে ॥ ১০
তথাপি অস্থির চিত্ত শান্ত নাহি মনে।
ভ্রমণ করয়ে নৃপ মহাঘোর বনে ॥ ১১
কানন ভ্রমিয়া বীর দেখে মুনিবর।
মেধানামে মুনি তার আশ্রম সুন্দর ॥ ১২
সেহি বনে দেখে রাজা নানা চমৎকার।
পশুপক্ষী আছে বহু বনের ভিতর ॥ ১৩
শার্দ্দূলে হরিণে শুত্তি[২] থাকে একখানে।
ভুজঙ্গ নকুলে থাকে ভয় নাহি মনে ॥ ১৪
মূষক বিড়ালে মুখামুখী নিত্ত্য[৩] করে।
শত্রুমিত্র আনন্দে একত্র বিহরে ॥ ১৫
পূর্ব্বে বর দিয়াছেন দেব মহেশ্বর।
ইহা দেখি ভাবে মনে সুরথ রাজ্যেশ্বর ॥ ১৬

শব্দটী "দড়া" বা "দড়ি" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। "দড়াইয়া" অর্থাৎ দড়ার স্থায় পুনঃ পুনঃ পাকাইয়া, পুনরাবৃত্তি করিয়া স্থির করতঃ। এদেশে "দড়াদড়ি করা" কথাটীও "উভয়পক্ষে আলোচনা করা" অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'দ্বিরাবৃত্তি' হইতে ইহার ব্যুৎপত্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। "দোরাইয়া" শব্দটী দ্বিরাবৃত্তি হইতে উৎপন্ন বলা যাইতে পারে।

(১) তরাতরি—ত্বরাত্বরি।
(২) শুত্তি—শুইয়া।
(৩) নিত্ত্য—নৃত্য।

এমত বিচার রাজা বনেত দেখিল।
সুরথের মনে কিছু আনন্দ হইল ॥ ১৭
ধীরে ধীরে চলে রাজা মুনির সদনে।
ভক্তিভাবে প্রণমিল মুনির চরণে ॥ ১৮
রাজাকে দেখিয়া কৈল আশীষ আয়োজন।
অতিথ বলিয়া মুনি কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১৯
একরাত্রি তথা রাজা করিল নিবাস।
অনুক্ষণ চিন্তে রাজা হইয়া নৈরাশ ॥ ২০
তথাতে থাকিয়া তার স্থির নহে মন।
বনেত থাকিয়া রাজা চিন্তে সর্ব্বক্ষণ ॥ ২১
প্রাতঃকালে উঠি বীর চলিল কাননে।
এমত করয়ে রাজা চিন্তে মনে মনে ॥ ২২
কোলার যতেক লোক দুষ্ট দুরাচার।
আমাবিদ্যমানে বিত্ত লইল আমার ॥ ২৩
দারাসুত ভ্রাতৃবন্ধু সব দুষ্ট হইল।
এতেক জানিলোঁ মোকে বিধি বিড়ম্বিল ॥ ২৪
অভয়া জানেন সব অপায়[১] উপায়।
সেবক জনেরে মাতা হইবে বরদায় ॥ ২৫
শুদ্ধমতি অতি দ্বিজ যদুনাথ নাম।
কমললোচন তার সুতের আখ্যান ॥ ২৬
দোঁহাকার গতিমতি অম্বিকা-চরণ।
চণ্ডিকা-বিজয় গান মধুর বচন ॥

———

(১) অপায়—বিপদাগম।

সপ্তম অধ্যায়।

মনে মনে চিন্তে রাজা যুক্তি নহে সার।
কি হইল কিবা হবে করি কি বিচার ॥ ১
অতিবড় যত্নে ধন করিলুঁ[১] সঞ্চয়।
বিপক্ষের হাতে তাহা সব হৈল ক্ষয় ॥ ২
কোন বন্ধুজনে মোরে করিবেন দয়া।
কোন দেবে দয়া করি দিবে পদছায়া ॥ ৩
পত্নীপুত্র রাজ্যধনে বড় মায়ামোহ।
ব্যাকুল হইয়া ফিরে চক্ষে বহে লোহ ॥ ৪
ক্ষেণে ক্ষেণে কান্দে রাজা ক্ষেণে হয় স্থির।
ক্ষেণে বৈসে ক্ষেণে হাঁটে ব্যাকুল শরীর ॥ ৫
এমত বিচারে ফিরে স্থির নহে মন।
হেনকালে কাননে দেখিল একজন ॥ ৬
রাজায়ে[২] পুছিল তারে করিয়া যতন।
কি নাম তোমার তুমি কাহার নন্দন ॥ ৭
কোন জাতি কোথা বাস কহিবে কারণ।
একেশ্বর বনে ভ্রম কোন প্রিওজন[৩] ॥ ৮
কহিবে সকল তত্ত্ব অকপট করি।
কাননে ভ্রমিছ কেন হয়া একেশ্বরি ॥ ৯

(১) করিলুঁ—করিনু, করিলাম।
(২) রাজায়—রাজা নিজে।
(৩) প্রিওজন—প্রয়োজন।

রাজায়ে পুছিল যদি এ সব কারণ।
কহিতে লাগিলা শুনি এতেক বচন ॥ ১০
আপনার আব্যন্তর[১] কহে শুদ্ধমতি।
নাম সমাধিকুলে বৈশ্য মোর জাতি ॥ ১১
নিজ উপার্জ্জিত মোর ধন বহুতর।
পত্নীপুত্রে হরিলেক সে ধন সকল ॥ ১২
অল্পে অল্পে ধন মুঞি কৈনু উপার্জ্জন।
তাহা হারাইয়া এখন অরণ্যে গমন ॥ ১৩
দারা স্থতে বিত্ত মোর লইল সকল।
ধন লয়া তারা সভে আমাকে বর্জ্জিল ॥ ১৪
দারাস্থত বলি মোর বড় মায়ামোহ।
তেকারণে আমার নএগ্রনে বহে লেহ ॥ ১৫
কি কারণে আমাকে বর্জ্জিল ধন লয়া।
না বুঝি কারণ আমি ফিরি যে ভ্রমিয়া ॥ ১৬
তা সভার প্রেম আমি নারি পাসরিতে।
কোন যুক্তি করি আমি কিবা হৈল মোখে ॥ ১৭
অপমান করি খেদাইল যেহি জন।
তাহার কারণে প্রাণ পোড়ে কি কারণ ॥ ১৮
ধনলোভে দুষ্টকর্ম্ম কৈল দুরাচারী।
তবু তা সবারে আমি পাসরিতে নারি ॥ ১৯
স্থিরমতি নহে মোর এতেক চিন্তিতে।
আমার বৃত্তান্ত সব কহিনু তোমাতে ॥ ২০

(১) আব্যন্তর—আভ্যন্তর, আভ্যন্তরিক বৃত্তান্ত।
(২) তাখে—তাহাতে, তাতে।

শুনিয়া বৈশ্যের কথা বোলে নরপতি।
আমি কথা কহি তাথে কর অবগতি ॥ ২১
পত্নীপুত্রে নিল ধন তোমাকে বর্জ্জিয়া।
কাননে আইলা তাথে অপমান পায়্যা ॥ ২২
তাহারা তোমার সহে ত্যজিল্য সম্বন্ধ।
তাহাকে তোমার কেন প্রেম অনুবন্ধ ॥ ২৩
তোমাকে তাহারা ত্যাগ কৈল ধন পায়্যা।
তুমিহ ত্যজহ তাহা সভাকার মায়া ॥ ২৪
বৈশ্য বোলে এহি যুক্তি লয় মোর চিত্তে।
ক্ষেনে ক্ষেনে পড়ে মনে নারি পাসরিতে ॥ ২৫
মোর নিবেদন কিছু শুন মহাজন।
কোন মতে পাসরিব সেহি সব জন ॥ ২৬
এহি সব ভাবিতে সুস্থির নহে মন।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুণে কমললোচন ॥ ২৭

অষ্টম অধ্যায়।

বৈশ্য বলে কথা সব কহিলুঁ আমার।
এবে কিছু শুনি যে তোমার সমাচার ॥ ১
তুমি কেন কাননে ফেরহ মহাজন।
অনুমানে বুঝি তুমি কোন বা রাজন ॥ ২
রাজার লক্ষণ সব দেখি তোমার অঙ্গে।
একেশ্বর ভ্রম কেন কেহ নাহি সঙ্গে ॥ ৩

আপনার তত্ত্ব সব কহিবে আমাতে।
অকপটে কহ তুমি চাহি শুনিতে ॥ ৪
তব রূপ দেখিতে বিস্ময় হয় মনে।
কি কারণে ভ্রম তুমি কাননে কাননে ॥ ৫
এতেক শুনিল যদি বৈশ্যের ভারতী।
কহিতে লাগিলা তবে সুরথ নৃপতি ॥ ৬
সুরথ আমার নাম সূর্য্যবংশে জন্ম।
কোলাপুরে বসতি করিছি বহুকর্ম্ম ॥ ৭
এতকাল ছিলোঁ[১] আমি রাজা হয়া বসিয়া।
পৃথিবীর যত রাজা সব পরাজিয়া ॥ ৮
পরাজিত লোক মোরে এবে পরাজিল।
শত্রু মিত্র দারা সুতে ধনরত্ন নিল ॥ ৯
এহি সে কারণে বনে ভ্রমি মহাবল।
তোমার আমার দুঃখ সমান সকল ॥ ১০
শুনহে সমাধি দুঃখ সকল দুহার।
বড় পুণ্যবলে দেখা পাইনু তোমার ॥ ১১
চল দুইজনে ভ্রমি কানন-মাঝার।
কপালের লিখন তাহা হইল আমার ॥ ১২
এত যুক্তি চিন্তি দুহে ভ্রমিতে লাগিলা।
পুনরপি গিয়া সেহি মুনিকে দেখিলা ॥ ১৩
মেধস তাহার নাম মহাতপোধন।
বসিয়াছে মুনি চারিদিকে শিষ্যগণ ॥ ১৪
ধীরে ধীরে গেলা দুহে মুনির নিকটে।
প্রণাম করিয়া দোঁহে শিরে পাণিপুটে ॥ ১৫

১। ছিলোঁ=ছিলাম।

মধুর বচনে ঋষি পুছিল কারণ।
কোথা হইতে আইলা তোমরা দুইজন॥ ১৬
আপনার তত্ত্ব কহ কেনে এথা আইলা।
এতেকে শুনিয়া রাজা কহিতে লাগিলা॥ ১৭
শুন মহামুনি আমা দোঁহার দুর্গতি।
অবধান হইয়া প্রভু শুন মহামতি॥ ১৮
কোলাপুরে নিবাস সুরথ মোর নাম।
সমরে পণ্ডিত সূর্য্যবংশে উপাদান॥ ১৯
পরাজিত যেহি সেহি মোরে পরাজিল।
শত্রু মিত্র দারা সুতে ধনরত্ন নিল॥ ২০
দাসদাসী প্রজাপাত্র সব শত্রু হইল।
মোকে খেদাড়িয়া ধনরত্ন নিল॥ ২১
বিত্ত নিয়া খেদাড়িল সেবা যেবা হৈল।
তাসবার প্রেমে মোর শরীর দহিল॥ ২২
তাসবাকে পাসরিতে নারি কি কারণ।
এহি নিবেদন মোর শুন তপোধন॥ ২৩
কোটি পরণাম করি শ্রীনাথচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে॥ ২৪

নবম অধ্যায়।

মরম কথা শুনলো সজনি।
শ্যামবন্ধু পড়ে মনে দিবসরজনী॥ধ্রু॥ ১
বৈশ্য বোলে শুন মুনি মোর যোড়কর।
দুঃখ নিবেদন করি অবধান কর॥ ২

বৈশ্যকুলে জন্ম মোর সমাধি আখ্যান।
ধনী গোত্রে উপাদান মহা ধনবান ॥ ৩
নিজ উপার্জ্জিত প্রভু ধন বহুতর।
নানাক্লেশে ধন কৈলোঁ। শুন মুনিবর ॥ ৪
দারাসুতে ধন সব নৈল খেদাড়িয়া।
কাননে আইলাঙ তাথে অপমান পায়া ॥ ৫
ধন নিঞা খেদাড়িল সেহি অল্প মানী।
তাসবার প্রেমে মোর দহিল পরাণী ॥ ৬
হেন মতে দুই জনে সম দুঃখভারে।
একত্র ভ্রমণ করি কানন-মাঝারে ॥ ৭
পুনরপি কহে রাজা মুনির গোচর।
চরণে শরণ নৈলোঁ। মোরে কৃপা কর ॥ ৮
দয়াময় প্রভু তুমি কৃপা কর যবে।
সন্দেহ ভঞ্জন তুঁহাকার হয় তবে ॥ ৯
জ্ঞান হইলে কেন নহে চিত্ত স্থির।
কহিবে সকল তত্ত্ব পুণ্য-শরীর ॥ ১০
রাজার এতেক বাক্য ঋষিয়ে[1] শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা মুনি ঈষদ্ হাসিয়া ॥ ১১
শুনহে নৃপতি আর বৈশ্য ধনবানে।
যে পুছিলে তাহা কহি শুন সাবধানে ॥ ১২
নর আদি প্রাণী আর যত বীরধারী।
সমভাব জ্ঞান জানিবে সভাকারি ॥ ১৩
সভার সমান জ্ঞান যত প্রাণী বৈসে।
ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন জানিবে বিশেষে ॥ ১৪

১। ঋষিয়ে = ঋষি।

রজনীতে অন্ধ কেহ দিবসেতে অন্ধ।

* (কীটদষ্ট) *

কা'র ভিম্ব হয় কেহ বোলেত ছাওাল[১]।
কেহ কেহ বাক্য বোলে কেহ হয় কালা[২] ॥ ১৬
কেহ ঘরে থাকে কেহ থাকে জনমাঝে।
কেহ বস্ত্র পরে কেহ নাহি করে লাজে ॥ ১৭
অবনী ভিতরে রাজা যত প্রাণী বৈসে।
সভার সমান জ্ঞান জানিবে বিশেষে ॥ ১৮
প্রাণীগণ মধ্যে রাজা মনুষ্য প্রধান।
লোভমোহ কামক্রোধ সভার সমান ॥ ১৯
মনুষ্যশরীরে বৈসে ব্রহ্মাণ্ডের যত।
স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল শরীরে উপগত ॥ ২০
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আত্মা-সনাতনী।
বাউ[৩] বরুণ যম রাজা মধ্যে জানি ॥ ২১
দশদিক্‌পাল বৈসে নবগ্রহ আর।
অনন্ত নাইকা[৪] বৈসে অনন্ত অবতার ॥ ২২
ব্রহ্মলোক রুদ্রলোক বিষ্ণুলোক আর।
নাগলোক আদি করি বসতি সবার ॥ ২৩
পঞ্চভূত বপু মধ্যে জানিবে প্রধান।
অন্তকালে পঞ্চভূতে সকল মিশান ॥ ২৪

১। ছাওাল = ছাওয়াল, শাবক।
২। কালা = বোবা।
৩। বাউ = বায়ু।
৪। নাইকা = নায়িকা।

বিচারিয়া পাপপুণ্য জীব সহে১ যায়।
যার যেহি যোগ্যস্থান সেহি জীবে পায় ॥ ২৫
ইহাকে জানিতে চাহে যেহি মহাজন।
গুরু বিনা নাহি জানি এ সব কারণ ॥ ২৬
ইহা জানি গুরুচিন্তা করে বুধজন।
সংসার-সাগর পার হয় সেহি জন ॥ ২৭
সতত প্রণতি হেন শ্রীনাথচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভণে কমললোচনে ॥ ২৮

—o—

দশম অধ্যায়।

চিন্ত পরমপদ হরিহে।
পামর মন চিন্ত পরমপদ হরি।
জীবের বসতি দিবস দুই চারি ॥ধ্রু॥ ১
মুনি বোলে শুন রাজা আমার বচন।
আমি কথা কহি যে তাহাতে দেহ মন ॥ ২
গুরুমূর্ত্তি ধরে অনাদি নিরঞ্জন।
কৃপা করি দেন প্রভু নয়নে অঞ্জন ॥ ৩
গুরু নাহি করে যেবা দীক্ষা নাহি করে।
জানে মনুষ্যের মধ্যে নহে পশুগণে ধরে ॥ ৪
তার গতি নাহি রাজা সংসার ভিতরে।
ইহা জানি গুরুচিন্তা করেন নরেশ্বরে ॥ ৫
পিতৃগণ কারণে করয়ে পিণ্ডদান।
সহস্র সহস্র ব্যয় করে ধনবান ॥ ৬

১। সহে = সঙ্গে।

পিতৃগণ আসিয়া তাহা ভক্ষণ না করে।
আপনার ব্রত এহি কহিলোঁ তোমারে ॥ ৭
আপনে গোসাঞি বিশ্বদেবা নাম ধরে।
তেঁহ তুষ্ট হইলে লোক আপনাক তরে ॥ ৮
মায়াতে মোহিল দেবী আপনে ভবানী।
মোর মোর করি প্রাণ ছাড়য়ে পরাণী ॥ ৯
কেবা কার হয় সে বা হয় কার।
এ সব মোহন ফাঁস জানিবে আত্মার ॥ ১০
সাক্ষাতে দেখহ রাজা পক্ষীর বিচার।
দুইজন চাহি স্থান করয়ে বাসার ॥ ১১
আহার ছাড়িয়া দুঁহে যত্নে বাসা করে।
তাথে ডিম্ব দিয়া রাজা দুঁহে উষ্ণ ধরে ॥ ১২
যাবত তাহার উষ্ণ দিতে নিয়মিত।
ডিম্ব ভাঙ্গি ছাও[১] হয় জানিবে নিশ্চিত ॥ ১৩
তবে কোন কর্ম্ম করে দুইটা পক্ষী।
অল্প আহার করিয়া প্রাণ রাখি ॥ ১৪
মুখেতে করিয়া আহার আনে তারা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি জানে নাহি জানে খরা[২] ॥ ১৫
আহার যোগায় ছাওকে নানা যত্ন করি।
দুঁহেত যোগায় আনি শিশু বরাবরি ॥ ১৬
অতি বড় ক্লেশ পায়া করয়ে পালন।
উড়িতে শিখায়া সেহি শিশুগণ ॥ ১৭
আপনে আহার ধরি খাইতে জানিল।
পিতামাতার সহে পক্ষী সম উড়াইল ॥ ১৮

১। ছাও—শাবক।
২। খরা—রৌদ্র।

আপনার কার্য্য দড় হৈল শিশুগণ।
তবে পিতামাতার গৃহে নাহি দরশন ॥ ১৯
পক্ষীর এমত কথা শুনিয়া রাজন।
নরের কহিছে কিছু শুন বিবরণ ॥ ২০
দশমাস দশদিন মাতৃ গর্ভে বাস।
পিতামাতা আনন্দিতে করে বড় আশ ॥ ২১
প্রসবের কাল হৈলে পায় ক্লেশ তার।
নানা দুঃখে শেষ হয় শরীর তাহার ॥ ২২
ভূমিষ্ঠ হয় যখন ক্লেশ পায় বড়ি।
পিতামাতা মলমূত্রে পাড়ে গড়াগড়ি ॥ ২৩
বিদ্যা আনি যত কিছু করে সমর্পণ।
বড় হৈলে পিতা মাতা করেন পালন ॥ ২৪
জনক জননী যত্নে করেন পালন।
অভাগ্য এমন হয় শুনহে রাজন ॥ ২৫
পিতামাতা জরাজীর্ণ সদা দুঃখ পায়।
ব্যাধি ক্লেশ পায় যদি গড়াগড়ি যায় ॥ ২৬
তথাপি সুতের মন ঘরে না রয় বন্ধ।
এ সব জানহ রাজা বিষ্ণুমায়া বন্ধ ॥ ২৭
প্রদক্ষিণ প্রণমিয়া দুর্গার চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল রচনে ॥ ২৮

—•—

একাদশ অধ্যায়।

মন কি ভাবরে।
শ্রীদুর্গার চরণ সার করহে ॥ ধ্রু ।১

সেই বিষ্ণুমায়া দেবী আত্তা-সনাতনী।
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী তেঁহো সংসার-তারিণী ॥ ২
রুদ্রাণী ভবানী মাতা গঙ্গা নারায়ণী।
স্বর্গ মর্ত্ত্য সার হয় মায়ের চরণ দুখানি ॥ ৩
এড়াইতে নাহি পারে মায়া পাশ তার।
ত্রিগুণেক[১] বান্ধিয়াছে কি বলিব আর ॥ ৪
তোমরা শুনহ দুহে অপূর্ব্ব কথন।
দেখিলে না বুঝিবার পারে প্রাণীগণ ॥ ৫
কাহার শকতি যোগ্য করে মায়া দড়ি।
শরীর যতেক তাহা এড়াইতে নারি ॥ ৬
এতেক জানহ রাজা সকলি অসত্য।
ধন জন সুহৃদাদি আর দারাপত্য ॥ ৭
সংসারের সার রাজা বিষ্ণুমায়া জানি।
সৃজন-পালন-নাশ জগত-জননী ॥ ৮
সংসার মোহন করে দেবী মহামায়া।
মহাজ্ঞানী জন বান্ধে মোহ ফাঁস দিয়া ॥ ৯
সেহি সে সভার মাতা যত চরাচর।
মুক্তি পায়া সেহি জন যাকে দেন বর ॥ ১০

১। ত্রিগুণ—তিনগুণে তিনজন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।

সেহি সে পরম বিদ্যা মুক্তির কারণ।
সেহি মহামায়া করে সংসার বন্ধন ॥ ১১
এতেক শুনিয়া রাজা ঋষির বচনে।
বুলিতে লাগিলা পুনঃ মুনির চরণে ॥ ১২
প্রণাম করিয়া রাজা করে নিবেদন।
যে কিছু কহিলে প্রভু অপূর্ব্ব কথন ॥ ১৩
তবানন-ভাষ প্রভু শুনিতে সুসার।
আর কিছু জ্ঞান দেহ সংসারের সার ॥১৪
অজ্ঞানীকে জ্ঞান দেহ মুনি মহাতপা।
করহ নির্ম্মল মন মোরে করি কৃপা ॥ ১৫
সেহি মহামায়া গোসাঞী কোথাতে জন্মিল।
কার জায়া কোন জাতি কোথা হৈতে আইল ॥ ১৬
কোথাতে উৎপত্তি তেঁহো করে কোন কর্ম্ম।
কেমতে ত্রিগুণ ধরে কহ তার মর্ম্ম ॥ ১৭
এতেক শুনিয়া ঋষি রাজার ভারতী।
প্রিয়ভাষে বোলে মুনি শুন নরপতি ॥ ১৮
আদ্যা-সনাতনী তেঁহো সংসারের সার।
কিমতে জানিব আমি আদি অন্ত তার ॥ ১৯
অপার মহিমা তার ত্রিগুণে না জানে।
তার আদি অন্ত কেবা জানে ত্রিভুবনে ॥ ২০
চতুর্ম্মুখ হৈলা ব্রহ্মা অনন্ত মুখ হরি।
পঞ্চানন হৈলা আপনে ত্রিপুরারী ॥ ২১
ষড়ানন কার্ত্তিক হইলা তেকারণ।
আর যত দেব বৈসে ই তিন ভুবন ॥ ২২
ইহারা কহিতে নারে যার গুণগ্রাম।
মনুষ্যে কি জানে তাহা শুন মতিমান ॥ ২৩

আদি অন্ত নাহি যার অনন্ত-মূরতি।
অনন্তেক নাম ধরে দেবী ভগবতী ॥ ২৪
সর্ব্ব জীব সহে তেঁহো সর্ব্বরূপধারী।
সভার জননী আছে সংসার আবরি ॥ ২৫
আমি কি বলিতে জানি দুর্গার মহিমা।
যে কিছু জানি যে তাহা কহি দিব তোমা ॥ ২৬
কলুষ-নাশন কথা শুনহ রাজনে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥ ২৭

—*—

দ্বাদশ অধ্যায়।

আহা ললিতা জগতজননী মা।
পতিতপাবনী তুয়া নাম গো ॥ ধ্রু। ১

মুনি বোলে শুন রাজা আমার বচনে।
আর কথা কহি তাহা শুন সাবধানে ॥ ২
তুমি যে পুছিলে তাহা অবশ্য কহিব।
উভয়ে কলুষ-নাশ তাহাতে হইব ॥ ৩
যে মুখেত হেন কথা হয় ত বাহির।
যেবা জন শুনে তাহার পুণ্য-শরীর ॥ ৪
পাতক নাশিনী দুর্গার মহিমা কহিব।
পুণ্যাহ হইব আজি এমত জানিব ॥ ৫
দেবকার্য্য সাধিতে সাক্ষাত হৈল যবে।
জন্ম হেন জানয়ে এসব লোক তবে ॥ ৬

জলময় সংসার আছিল যেই কালে।
বায়ু বরুণ যম নাছিল আনলে[১] ॥ ৭
দশ দিকপাল না ছিল অষ্টবসু।
সিদ্ধ বা নর আর নাহি দেব অংশ ॥ ৮
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল নাহিক কোন স্থল।
যথা দৃষ্টি চলে তথা সব ছিল জল ॥ ৯
বটপত্রে ভাসি ফেরে দেব নারায়ণ।
যোগনিদ্রা করি রহে পতিতপাবন ॥ ১০
নাভি-কমলে ব্রহ্মা করিছে স্তবন।
এহি রূপে আছে প্রভু দেব জনার্দ্দন ॥ ১১
কর্ণে হৈতে মলা প্রভু বাহির করিয়া।
জল মধ্যে তাহা হরি দিল ফেলাইয়া ॥ ১২
তাহা হৈতে দুইটা অসুর হইল।
মধু-কৈটভ দৈত্য তাথে জনমিল ॥ ১৩
সেই দুই বলবান প্রকাণ্ড শরীর।
সদা যুদ্ধ মতি তার কভু নহে স্থির ॥ ১৪
চারিদিক চাহে বীর চঞ্চল নয়নে।
বটপত্রে ভাসে হরি আছে শয়নে ॥ ১৫
শয়নে আছেন প্রভু দেখে দুই বীর।
শীঘ্রগতি ধরি রহে বিপুল শরীর ॥ ১৬
দেখিল নিদ্রাতে আছে দেব-নারায়ণ।
নাভি-কমলেতে ব্রহ্মার জনম ॥ ১৭
ব্রহ্মারে মারিতে চাহে মহাবলবান।
ভয় পায়া বিধাতার উড়িল পরাণ ॥ ১৮

১ আনল—অনল; এদেশী বা কামাতাবিহারী উচ্চারণ

ব্রহ্মা বোলে শুন তোরা দুই মহাবল।
আমাকে মারিলে তোর হবে কোন ফল ॥ ১৯
ব্রহ্মা বলে দ্বিজ আমি শুন বীরবর।
তব সম বলী দেখি করহ সমর ॥ ২০
এতেকে ব্রহ্মার বাক্য অসুর শুনিল।
মহাক্রোধ হইয়া বীর কহিতে লাগিল ॥ ২১
আমা সহে তুমি যদি না করিবে রণ।
নিদ্রাতে আছ যে দেখি কোন মহাজন ॥ ২২
উহাকে জাগায়া দেহ করিতে সমর।
তোখে উহাকে মারি জলে করি তল ॥ ২৩
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা চিন্তিতে লাগিলা।
কি মতে জাগাব হরি শঙ্কটে পড়িলা ॥ ২৪
এতেক চিন্তিয়া ব্রহ্মা দুর্গা কৈল সার।
তুমি বিনে মোখে[১] আর কে করিবে পার ॥ ২৫
তুমি স্বাহা তুমি স্বধা তুমি দুর্গা সার।
তুমি হিত তুমি মিত্র তুমি হে সকল ॥ ২৬
অমৃত শরীর তুমি সংসারের সার।
বিষম শঙ্কটে মোখে করহ নিস্তার ॥ ২৭
তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি নৈরাকার[২]।
অর্দ্ধমাত্রা তুমি যাহা না যায় উচ্চার ॥ ২৮
ভবানী তারিণী তুমি সাবিত্রী রূপিণী।
আদ্যা ভগবতী তুমি জগতজননী ॥ ২৯
কোটি পরণাম মোর ভবানীচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥ ৩০

১। মোখে—মোকে, আমাকে।
২। নৈরাকার—নিরাকার।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ত্রিগুণ নমিতা মাতা, ত্রিভুবন ব্যাপিতা
মহেশ্বরী ঈশ্বরী তুমি নারায়ণী।
সুর নর পন্নগে, সেবে তুয়া পদযুগে
ঋদ্ধি সিদ্ধি তুমি সে দায়িনী॥ধ্রু॥ ১
তুমি তুষ্টি স্থিতি মাতা তুমি নারায়ণী।
বিজয়া বৈষ্ণবী তুমি পতিত-পাবনী॥ ২
ধরাধরবালা তুহোঁ প্রলয়কারিণী।
ধরা ধাত্রী তুমি মাতা সর্ব্বস্বরূপিণী॥ ৩
সৃজনকালেতু তুমি ব্রহ্মারূপিণী।
পালন করিতে তোমা বিষ্ণুরূপ জানি॥ ৪
দুর্গা দুর্গাপরা তুমি দুর্গতিনাশিনী।
সংহার কালেত মাতা রুদ্ররূপিণী॥ ৫
তুমি আদ্যা তুমি বিদ্যা তুমি মহামায়া।
কৃপা করি তুমি মোরে দেহ পদছায়া॥ ৬
সর্ব্বদেবে গায় তোমা প্রকৃতিরূপিণী।
শতদলরূপা তুমি [illegible]ধারিণী॥ ৭
কালরাত্রি মহারাত্রি কালিকারূপিণী।
মহারাত্রি ঘোররাত্রি কালস্বরূপিণী॥ ৮
ভৈরবী ভারতী দেবি তুমি নারায়ণী।
তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে জানি॥ ৯
তুমি আদ্যা তুমি বিদ্যা তুমিত রজনী।
তুমি বোদ্ধ[১] তুমি বুদ্ধি দিবা তোমা জানি॥ ১০

১। বোদ্ধ—বোধ কিম্বা বোদ্ধা।

তুমি অর্চ্চি তুমি পুষ্টি * * * * রূপিণী।
খড়্গিনী শূলিনী দেবি ঘোরনিনাদিনী ॥ ১১
তুমি বিষ্ণুরূপা দেবি সংখিনী চক্রিণী।
চতুর্ভূজা মূর্ত্তি গদাপদ্ম ধারিণী ॥ ১২
তুমি দেব দেবা তুমি শক্তিরূপিণী।
বিদ্যা-রূপ-ধরা তুমি পবিত্যা১ ধারিণী ॥ ১৩
তোমার মহিমা দেবি বলিতে না পারি।
দেবতার হিত তুমি অসুরের বৈরী ॥ ১৪
সিদ্ধা২ যোগিগণ আদি যত যত হয়।
তোমা বিনে যোগসিদ্ধি করিতে না হয় ॥ ১৫
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এহি তিনজন।
কেহ সৃজে কেহ পালে কেহ সংহারন ॥ ১৬
হেন তিনজন মাতো৩ করিলে মোহন।
তারে কোনজন মাতা করিবে স্মরণ ॥ ১৭
এই তিনজন তোমা লইছে শরণ।
আমি কিবা জানি তোমা করিতে স্তবন ॥ ১৮
তুমি মায়া তুমি দয়া তুমি কৃপা কর।
ভকত বৎসল মাতা পতিত উদ্ধার ॥ ১৯
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে জানি।
আপনার গুণে দয়া কর নারায়ণী ॥ ২০
কৃপা করি শুন দেবি মোর নিবেদন।
অসুরের ভয়ে মাতা লইলাঙ শরণ ॥ ২১

১। পবিত্যা—পবিত্র কি ? পবিত্যা পাঠটীর অর্থ বুঝা যায় না ; "সাবিত্রী" পাঠ ঠিক বলিয়া বোধ হয়।
২। সিদ্ধ—সিদ্ধপুরুষ, যথা হাড়ীসিদ্ধা।
৩। মাতো—মাতঃ।

দুর্জ্জয় অসুর এহি ঘোরদরশন।
ঈশ্বর জাগাইয়া মাতা করহ নিধন ॥ ২২
আমাকে মারিতে চাহে দুই দুরাচার।
ভয়ঙ্করা ভয়হরা তুমি কৃপা কর ॥ ২৩
জাগাহ শ্রীপতি মাতা প্রাণ কাঁপে ডরে।
মহা ক্রোধ মনে চাহে করিতে সমরে ॥ ২৪
তোমাকে সেবে মাতা যদুনাথ নাম।
শুদ্ধ সদাচার ইষ্ট সেবি পূর্ণকাম ॥ ২৫
তাহার তনয় শ্রীকমললোচন।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল রচন ॥ ২৬

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

তারিণি গো মা দুখ বিনাশিনি।
জগতের মাতা তুমি পতিতপাবনি ॥ধ্রু॥ ১
ব্রহ্মা বলে দুর্গাদেবি করহ রক্ষণ।
অসুরের ভয়ে প্রাণ কাঁপে মনে মন ॥ ২
দুর্জ্জন গর্জ্জন করে মহাদর্প করি।
আমাকে সদয় হয়া জাগাহ শ্রীহরি ॥ ৩
অবুজা[১] জানিগো দেবি তুমি কিনা জান।
তবে প্রাণ রহে মাতা জাগিলে নারায়ণ ॥ ৪
জগত জননি দেবি মোরে কর পার।
অসুরে করিতে চাহে আমাকে সংহার ॥ ৫

১। অবুজা—অবুঝ, নাই বুদ্ধ।

অভয়া ভবানী মাতা হইবে সহায়।
ভকত জনেক মাতা হবে বরদায়[১] ॥ ৬
প্রবল অসুর দেখি স্থির নহে মন।
আপনে সহায় হইলে জাগে নারায়ণ ॥ ৭
এই দুই অসুরেক করিয়া মোহন।
গদাধর হাতে[২] ইহাক্ করাহ নিধন ॥৮
অসুরের বাক্য শুনি কাঁপে কলেবর।
নারায়ণ জাগে মোখে এই দেহ বর ॥৯
সংকটে পড়িলোঁ। এবে নাহিক নিস্তার।
রুক্মিণি করহ রক্ষা তবে সে[৩] উদ্ধার ॥১০
পিপীলিকা আদি করি আর পুরন্দর।
স্থাবর জঙ্গম আদি আর চরাচর[৪] ॥ ১১
তব মহাপাশ কেহ এড়াইতে নারে।
যক্ষ রাক্ষস আদি গন্ধর্ব্ব কিন্নরে ॥ ১২
তুমি সর্ব্ব হেতু তোমা বিনে কিছু নয়।
তুরিতে করহ কৃপা তবে প্রাণ রয় ॥ ১৩
ত্রিগুণ[৫] ত্রিবীজা[৬] মাতা ত্রৈলোক্য তারিণী।
মহাকালী মহারাত্রি ঘোর নিনাদিনী ॥ ১৪
কমলা ভারতী রতি ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী।
স্বাহা স্বধা দেবী তুমি ঈশান গৃহিণী ॥ ১৫

১। বরদায়—বরদাত্রী।
২। গদাধর হাতে—গদাধর হস্ত দ্বারা বা গদাধর দ্বারা।
৩। সে—অব্যয়, অবধারণে।
৪। আর চরাচর—যত চরাচর।
৫। ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ যার।
৬। ত্রিবীজা—তিনের অর্থাৎ গুণত্রয়ের বীজ যাহাতে অর্থাৎ প্রকৃতি।

সর্ব্ব দেবে গায় তোমা সর্ব্ব মঙ্গলা।
সেবক তারিণী গুরু সেবক বৎসলা ॥ ১৬
অসুরের ভয় প্রাণ কাঁপে থরথরি।
ইহাকে মোহন কর জগত্ ঈশ্বরী ॥ ১৭
তোমাকে সেবিয়া মাতা পাইল বরদান।
আপনে করিছ কৃপা ব্রহ্মা আখান ॥ ১৮
তোমার সাক্ষাতে মোখে মারে দুষ্ট জনে।
তারিণী তোমার নাম ধর কি কারণে ॥ ১৯
মহাঘোর রূপ এহি দুষ্ট ভয়ঙ্কর।
ঘন ঘন চাহে দোহে করিতে সমর ॥ ২০
অসুরের দর্পে মোর কাঁপে কলেবর।
নারায়ণ জাগে হেন মোখে দেহ বর ॥ ২১
তুমি না করিলে রক্ষা কে করিবে আর।
তুমি বিনে অনাথের বন্ধু নাহি আর ॥ ২২
দুই বলবান দেখি কাঁপে কলেবর।
পলাইতে স্থান নাহি সংসার ভিতর ॥ ২৩
এ ঘোর সাগরে মোখে তুমি কর পার।
অসুরের হাতে তবে পাই প্রতিকার ॥ ২৪
ভয়ঙ্করা ভয় হরা ভয় বিনাশিনি।
ভীমা ভগবতী মাতা ভবেশ ভাবিনী ॥ ২৫
অম্বিকা চণ্ডিকা দেবি চামুণ্ডা নাদিনী।
চণ্ডী চণ্ডবতী মাও নীল পতাকিনী ॥ ২৬
বেদমাতা গায়িত্রী সাবিত্রী তোমা জানি।
গয়া গঙ্গা গোদাবরী ডমরু রূপিনী ॥ ২৭
টল্ মল করে প্রাণ স্থির নহি আমি।
জাগাহ হরিকে মাতা কৃপা করি তুমি ॥ ২৮

তোমা বিদ্যমানে যদি অসুরে সংহারে।
মহাবলবান দুই বিপুল শরীরে ॥ ২৯
ইহার বিক্রমে প্রাণে বড় পাইল ভয়।
ইহার গর্জ্জন মোর প্রাণে নাহি সয় ॥ ৩০
যদি মোখে মারে মাতা গোচরে তোমার।
তবে তব সেবা দেবি কে করিবে আর ॥ ৩১
এবার করহ কৃপা আদ্যা সনাতনি।
আপনার গুণে দয়া করহ আপনি ॥ ৩২
এত স্তুতি কৈল যদি দেব প্রজাপতি।
নিজ মূর্ত্তি সাক্ষাত হইল ভগবতী ॥ ৩৩
অহর্নিশি সেবি মাতা তোমার চরণ।
চণ্ডিকা-বিজয় ভনে কমললোচন ॥ ৩৪

ব্রহ্মার এতেক স্তুতি, জানিলেন পার্ব্বতী,
সকরুণ হইলা ভবানী ॥ ৩৫
বলেন শিখর সুতা, শুন শুন বিধাতা,
কেন কৈল্যা এত স্তুতিবাণী। ৩৬

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মহিষ অসুর রণে আপনি চলিল।
রথ সাজাইতে আজ্ঞা সারথীরে দিল ॥ ১
রথের সাজন করে চামর গঙ্গাজল।
স্থানে স্থানে দণ্ডে দেয় অমূল্য পাথর ॥ ২
হীরা নীলা মতি পলা কাঞ্চনের জড়া।
দণ্ডে দীপ্তি করে যেন অন্ধকারে তারা ॥ ৩

সোনার আওয়াস[১] তাতে দেখিতে মনোহর।
নানাধনে নির্ম্মাইল তাথে যুদ্ধঘর ॥ ৪
ছোট নহে ঘর কৈল এক প্রহর।
বহুমূল্য ধন লাগে দেখিতে সুন্দর ॥ ৫
কনকের সারকরুয়া[২] কনকের ছাটনি।
রজতের গুণা[৩] দিয়া লয়াছে বান্ধনি ॥ ৬

১। আওয়াস=পুথিতে লিখিত "আওাস" ;=আবাস ; "ব"এর উচ্চারণ "ওয়া" ; অর্থাৎ অন্তঃস্থ 'ব'এর হিন্দি, আসামী কামতাবিহারী উচ্চারণ।

২। সারকরুয়া ইত্যাদি—ঘরের চালের উর্দ্ধাধোভাগে কিঞ্চিৎ তফাৎ তফাৎ রক্ষিত বংশদণ্ডগুলিকে "রুয়া" বলে।

সারক—রুয়াগুলিকে পরস্পর সম্বদ্ধ করিয়া চাল তৈয়ার করিবার জন্য কিছু দূরে রুয়ার উপরে একখানি তলে আর একখানি কাইম দিয়া সুতালি দ্বারা তাহার সহিত রুয়ার পার্শ্বে সেই কাইম দুখানি বান্ধিয়া রুয়াগুলি যথাস্থানে আবদ্ধ রাখা হয়। যে দুখানি কাইম দ্বারা রুয়াগুলি উক্তরূপে আবদ্ধ রাখা হয়, সেই কাইম জোড়কে সারক বলে। "সার" অর্থাৎ বল করে বলিয়া ইহার নাম সারক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ছাটনি—রুয়াগুলি সারক দিয়া আবদ্ধ হইলে চাল এক প্রকার তৈয়ার হইল। কিন্তু সারক গুলির মধ্যে যে ফাঁক থাকে তাহা কমাইবার জন্য চালের উপরিভাগে কতকগুলি কাইম বিছাইয়া দেওয়া হয়। এবং দুইটী রুয়ার মধ্যে সারকের কাইম দুখানির মধ্যে অপর একখানি কাইম রুয়ার সমান্তর ভাবে দিয়া সেই কাইমের সহিত উপরি বিছান কাইম গুলি সুতলি দিয়া বান্ধা হয়। রুয়ার সহিত সমান্তর কাইমের সহিত সন্নিবদ্ধ উপরের কাইম গুলিকে "ছাটনি" বা "ছিপ্‌নি" বলে।

৩। গুনা=গুণ ;

আন্ধারি[১] পাড়িয়া নেতে ছাইছে চামরে।
সুবর্ণের কলস দিছে চালের উপরে ॥ ৭
কনক আওয়াস ঘর দেখিতে সুন্দর।
চারদিকে বান্ধে তাতে হাড়িয়া চামর ॥ ৮
নানা বর্ণে লাগে তাতে অমূল্য পাথর।
মধ্যে মধ্যে লাগিছে চামর গঙ্গাজল ॥ ৯
তার মধ্যে লাগে জত মুকুতার ঝরা[২]।
অন্ধকার পিয়া যেন দীপ্ত করে তারা ॥ ১০
ফটিকের স্তম্ভ সেহি ঘরের মাঝার।
নানা বর্ণের শিলা লাগা মধ্যে মধ্যে তার ॥ ১১
রক্ত পীত নীল কৃষ্ণ লাগায় পাথর।
চিত্র বিচিত্র স্তম্ভ দেখি মনোহর ॥ ১২
মধ্যে মধ্যে লাগে হীরা মুক্তার খিচনি[৩]।
যুদ্ধঘর আভাতে লজ্জিত দিনমণি ॥ ১৩

১। আন্ধারি—ছাটনি করা চালের উপর সুতালি লম্বা খড় অথবা বংশ নির্ম্মিত ধারা (পটাই) দিয়া প্রথমে ছাইয়া দেওয়া হয়। ইহাকে "আন্ধারি পাড়া" বলে। খড় বা ধারা দিয়া প্রথম ছাটনি "আন্ধারি" বলে। ইহা দ্বারা উপর দিক্ হইতে তলের দিকে কিরণ যাওয়া বারণ হয়। "অন্ধকারের" অর্থাৎ ছায়ায় সূর্য্যপাত হয়, এই জন্য ইহার নাম আন্ধারি।

২। ঝরা—শোলা সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত ফুল্ল কদম্ব সদৃশ শোভনবস্তু বিশেষ। এদেশে দুর্গা পূজার সময় ও অন্যান্য উৎসবে ঝরা দ্বারা গৃহাদি সুশোভিত করে। মুকুতার ঝরা অর্থাৎ সূত্রদ্বারা বিলম্বিত মুকুতা খচিত ঝরা। অথবা ফুল্লকদম্ব সদৃশ মুকুতা স্তবক। মুক্তার ঝালরও বুঝায়।

৩। খিচনি—খচন লাগান ; সংযোগ।

নানারূপে নির্ম্মাইল রথ মনোহর।
তাহাতে নির্ম্মাণ কৈল মায়া সরোবর॥ ১৪
দীর্ঘ সরোবর কৈল শতেক প্রহর।
চারি দিকে কৈল ঘাট দেখিতে সুন্দর॥ ১৫
দিব্য তোয় সরোবর ফটিক আকার।
কনক কানন সেই জলের মাঝার॥ ১৬
তার মধ্যে মধ্যে কৈল কনক কমল।
মধুপান করে তাতে ভ্রমরী ভ্রমর॥ ১৭
মৃণাল খাইতে তাথে নাম্বিছে[১] কুঞ্জর।
ঘোর নাদ করে হস্তী শুনি ভয়ঙ্কর॥ ১৮
রাজহংস আদি চরে পক্ষী জলচর।
নানা ক্রীড়া করে পক্ষী দেখিতে সুন্দর॥ ১৯
চতুর্দ্দিকে তীরে রোপে সুবর্ণ তরুবর।
হেম গাছে শোভা করে মাণিকের ফল॥ ২০
নানারূপে রথ খান করিয়া নির্ম্মাণ।
বহু বিধ করে তাতে পুষ্পের উদ্যান॥ ২১
নেহালি বকুলি রোপে চাঁপা নাগেশ্বর।
টগর তুলসী মলা গন্ধ মনোহর॥ ২২
লবঙ্গ মাধবীলতা মল্লিকা সুন্দর।
গন্ধরাজ পুষ্প রোপে অতি মনোহর॥ ২৩
কেতকী ধাতকী মলা জবা করবীরে।
পদ্ম পারিজাত কুন্দ বকুল সুন্দরে॥ ২৪
তমাল বকুল জুতি মালতী কাঞ্চন।
স্থলপদ্ম পারিজাত গুলাপের বন॥ ২৫

১। নাম্বিছে—নামিছে।

উদ্যানে রূপিল পুষ্প অতি মনোহর।
সৌরভ ধাইছে তাহার এক প্রহর॥ ২৬
নানা রত্নে রথ খান করিয়া সাজন।
নানা অস্ত্র তুলি তাহা করিল পূরণ॥ ২৭
যত অস্ত্র তোলে তাহা না যায় লিখন।
এক অস্ত্র কত প্রস্ত তোলে মহাজন॥ ২৮
মহিষের সারথি সে অতি বলবান।
জানিঞা[১] যুদ্ধের কথা তোলে নানা বাণ॥ ২৯
এমত প্রকাণ্ড রথ পূর্ণ করি বাণে।
রথ লয়া গেল তবে সারথি সুজনে॥ ৩০
রণ আভরণ পরি মহিষ অসুরে।
সাজ সাজ করি ডাকে উচ্চস্বরে॥ ৩১
হেন কালে রথ আনি দিল বিদ্যমান।
আনন্দিত হইল বীর দেখি রথ খান॥ ৩২
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
চণ্ডিকা-বিজয় গান মধুর সঙ্গীত॥ ৩৩

১। জানিঞা—জানিয়া

ষোড়শ অধ্যায়।

দেখ না[১] কানুরে বাহির হয়া।
নগরে নাগরী আছে চান্দ মুখ চায়া॥ ধ্রু ॥১
দিব্য রথ সাজি আনি দিলেক সারথি।
যাত্রা করিতে বৈসে[২] অসুরের পতি॥ ২
সেহি কালে দেখি বীর জত সুমঙ্গল।
আনন্দে মহিষাসুর করিল মঙ্গল॥ ৩
প্রকাণ্ড ধনুক হাতে কৈল বলবান।
লাফে রথে চড়ি বীর করিল পঞ্চান[৩]॥ ৪
অসুরের সেনাগণ প্রচণ্ড জুঝার[৪]।
অতি বড় দর্পে চলে স্বর্গে জুঝিবার॥ ৫
দিব্য রথে চড়ি চলে জত সেনাপতি।
ছয় অযুত রথ তাহার সংহতি॥ ৬
চিক্ষুরাক্ষ[৫] সেনাপতি চলিল সমরে।
মহাযোদ্ধা সেনাপতি প্রকাণ্ড শরীরে॥ ৭
তিন অর্ব্বুদ সেনা তাহার সহিতে।
চলিল অসুর সেনা স্বর্গেতে জুঝিতে॥ ৮

১। না—অব্যয়, অবধারণে বা পাদপুরণে।

২। বৈসে—বসে, স্থিরমতি ; উদ্যুক্ত হইল।

৩। পঞ্চান—পয়ান প্রয়ান।

৪। জুঝার=যুঝার ; এদেশী আধুনিক যুঝারু, যোদ্ধৃ শব্দের তদ্ভাবরূপ।

৫। চিক্ষুরাক্ষ—চিকুরাক্ষ।

চামর চলিল রণে চতুরঙ্গ দলে।
মহাযোদ্ধা সেনাগণ চলে তার বলে ॥ ৯
সহস্র অযুত সেনা লয়া মহাহনু।
পর্ব্বত সমান যার হাতে দেখি ধনু ॥ ১০
অসিলোমা সেনাপতি মহাবলবান।
পঞ্চাশ নিযুত সেনা তাহার সমান ॥ ১১
মহাদর্পে চলে বিড়ালাক্ষ সেনাপতি।
যাটি অযুত সেনা তাহার সংহতি ॥ ১২
গজবাজি কোটি কোটি চলিল প্রধান।
কোটি কোটি রথ লয়া করিল পয়ান ॥ ১৩
আর যত সেনা চলে না যায় লিখন।
রথ গজ বাজি ধায় করিবারে রণ ॥ ১৪
চলিল অসুর সেনা কাণে কাণে জোড়া।
শঙ্খ পদ্ম লেখা চলে সৈন্য গজ ঘোড়া ॥ ১৫
সমরে চলিল সেনা লিখিতে না পারি।
নানা অস্ত্র লয়া চলে মহাদর্প করি ॥ ১৬
স্বর্গে যাবে দৈত্যরাজ করিবারে রণ।
পৃথিবী আছাদিয়া হৈল যুদ্ধের বাজন ॥ ১৭
দুন্দুভি ঝাঁঝর বাজে পড়াহ মাদল।
দামামা দগড় বাদ্যে হৈল কোলাহল ॥ ১৮
বেণু বীণা বাজে শুনি আর জগঝম্ফ।
বাদ্যের শবদ শুনি পৃথ্বী হইল কম্প ॥ ১৯
শিঙ্গা শঙ্খ বাজে আর কাংস করতাল।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে ডমরু কাহাল ॥ ২০
দোসরি মুহুরী বাজে শুনি সুললিত।
গজ পৃষ্ঠে দামা বাজে শুনি লাগে ভীত ॥ ২১

ভেরু সানাই বাজে অতি সুশোভিত।
বাদ্যের শবদে কাণে অসুর পূরিত ॥ ২২
ঝাঁঝি ঝম্‌কি বাজে মুরুজা অপার।
সপ্তস্বরা পিনাকিনী দণ্ড বাজে আর ॥ ২৩
মাদল অপার বাজে রণশিঙ্গা আর।
নানাবিধ বাদ্য বাজে শুনিতে অপার ॥ ২৪
বরু ঢাক বাজে তাথে তিল্লা তিল্লা কাটি।
তোলপাড় শব্দ হৈল অসুরপুর মাটি ॥ ২৫
জত বাদ্য বাজে তাহা লিখিতে না পারি।
বাদ্যের শব্দ শুনি কর্ণে লাগে তালি ॥ ২৬
মার মার করি সেনা চলিল সমরে।
স্বর্গে থাকি দেবগণ চিন্তিত অন্তরে ॥ ২৭
কোটি পরণাম করি অম্বিকা চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভণে কমললোচনে ॥ ২৮

সপ্তদশ অধ্যায়।

মহিষ অসুর যায় করিবারে রণ।
মার মার করি ধায় তার সেনাগণ ॥ ১
আগেত চলিল রণে জতেক কণিকার।
তার পাছে ধাইল ধানুকী পাটোয়ার ॥ ২
তার পাছে চলে দৈত্য শঙ্খ চর্ম্মধারী।
তার পাছে চলে অশ্ব কত লক্ষ সারি ॥ ৩

তার পাছে চলে দৈত্য কুঞ্জর বাহনে।
তার পাছে সারি সারি রথে আরোহণে ॥ ৪
দিব্য রথে মহিষ চলিল তার পাছে।
মার মার শব্দ হইল অসুর সমাজে ॥ ৫
তুরঙ্গে তুরঙ্গে ঠেকে পদাতি না পায় পথ।
হস্তিয়ে হস্তিয়ে ঠেকে রথে ঠেকে রথ ॥ ৬
মহাদর্পে চলে সেনা আর গজ ঘোড়া।
বাউ-ভর[১] করি চলে বীর বড়া বড়া ॥ ৭
বীরগণের সিংহনাদ ঘোড়ার গর্জ্জন।
হাতীর গভীর নাদে পূরিল গগন ॥ ৮
বাদ্যের শবদ আর রথের ঘোষণ।
মহাঘোর শব্দ হৈল কাঁপে ত্রিভুবন ॥ ৯
পৃথিবী কাঁপিল আর পাতালের শেষ।
সমুদ্র কম্পিত গিরি কাঁপয়ে বিশেষ ॥ ১০
স্বর্গ কাঁপিল আর যত দেবগণ।
ঘোর শব্দে কম্পবান হইল ত্রিভুবন ॥ ১১
সর্ব্ব দেব লয়া ইন্দ্র বসিছে দেওয়ানে[২]।
হেনকালে বার্ত্তা দিতে চলিলা পবনে ॥ ১২
জগৎ প্রাণ কহে তবে শুন শচীপতি।
দেশের চরিত্র কিছু নাহি কর মতি ॥ ১৩
মহিষ অসুর জিনি অবনিমণ্ডল।
পাতালের নাগগণ জিনিল সকল ॥ ১৪
তার সেনাপতি হনু রাহুকে জিনিল।
চন্দ্র স্থানে মহা হনু পরাভব পাইল ॥ ১৫

১। বাউভর করি—বাউ—বায়ু, বায়ুর উপর নির্ভর করিয়া।
২। দেওয়ানে—সভায়। বসিছে—বসিয়াছে।

রণ বিবরণ হনু কহিল সকল।
মৈষাসুর কোপে যেন জলন্ত আনল[১] ॥ ১৬
মহা শব্দ করি কহে তর্জ্জন গর্জ্জন।
অমরা জিনিব আমি করি মহারণ ॥ ১৭
মহা কোপে সাজিল লইয়া দৈত্যগণ।
হের দেখ আইসে বীর করিবারে রণ ॥ ১৮
নিশ্চিন্তে বসিয়া সভে কর কোন কাজ।
আইল অসুর সভে যুদ্ধে হয়া সাজ[২] ॥ ১৯
সমীরে কহিল যদি এতেক বচন।
মনে ভয় পায় ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥ ২০
মনে ভাবি ইন্দ্র বোলে শুন বৃহস্পতি।
দেবগণ লয়া তুমি করহ যুগতি ॥ ২১
অমরা জিনিতে আইসে মহিষ অসুর।
কি মত প্রকারে তার দর্প হয় চুর ॥ ২২
এত শুনি সুরাচার্য্য কহিতে লাগিল।
সর্ব্বসৈন্য লয়া দৈত্য সমরে আইল ॥ ২৩
পথ আগুছিয়া[৩] রণ দেহ অষ্টবসু।
অমরাতে আসিতে না পায় দৈত্য অংশু ॥ ২৪
তার পরে নবগ্রহ থাকি করুক রণ।
তার পর যুদ্ধ করুক দিকপালগণ ॥ ২৫
এত শুনি বসুগণ সমরে চলিল।
আপন বাহনে সভে আরোহণ হইল ॥ ২৬

১। আনল—এদেশী উচ্চারণ; অনল।
২। সাজ—সজ্জ, সজ্জিত।
৩। আগুছিয়া—আগাইয়া, পথ বন্ধ করিয়া, পথ আগুলিয়া। বায়ু অবলম্বন করিয়া; বায়ুর সহিত, বায়ুবেগে।

নানা অস্ত্র লয়্যা চলে করিবারে রণ।
রাশি চক্র চাপি চলে নবগ্রহগণ॥ ২৭
দশদিকপাল চলে করিতে সমরে।
বাসব চলিল রণে বজ্র লয়্যা করে॥ ২৮
কমললোচন দ্বিজ মনে ভাবি সার।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল প্রচার॥ ২৯

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ইন্দ্র আদি দেবগণ চলিল সমরে।
আপন বাহনে চড়ি নানা অস্ত্র করে॥ ১
নানা বাদ্য বাজে স্বর্গে শুনি লাগে ভয়।
সমর করিতে দেব শক্ত[১] হয়্যা রয়॥ ২
হেনকালে দৈত্যসেনা মার মার করি।
ধাইয়া আইল সভে মহাদর্প করি॥ ৩
আপনার সেনা লয়্যা অষ্টবসুগণ।
পথ আগুছিয়া রহে করিবারে রণ॥ ৪
অসুরের সেনা তরে ডাকিল তখন।
মরিতে আইলা কেনে অমরা ভুবন॥ ৫
অবীন পাতাল জিনি পাইয়াছ আশ[২]।
দেব অস্ত্রে হবে তুমি সসৈন্যে বিনাশ॥ ৬

১। শক্ত—শক্তিযুক্ত, দৃঢ়।

২। আশ—আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ।

বাহুরিয়া যাও যদি জিতে[1] থাকে আশ।
নহে বা আমার বাণে হবে সর্ব্বনাশ ॥ ৭
তর্জ্জন গর্জ্জন করে বসুসেনাগণে।
পথ আগুছিয়া রহে হাতে শরাসনে ॥ ৮
এতেক শুনিল যদি দৈত্যসেনাগণে।
মহাকোপ হইল শুনি কর্কশ বচনে ॥ ৯
অসুরের সেনাগণ বলে বলবান্।
কোটি দৈত্য ধায় হাতে করি নানা বাণ ॥ ১০
কহিতে লাগিল দৈত্য ক্রোধ মন করি।
সমরে আইল বেটা মহাদর্প করি ॥ ১১
আমার প্রহারে তোর নাহিক নিস্তার।
সমরে কাটিয়া তোর করিব সংহার ॥ ১২
বোলাবুলি গালাগালি হইল বিস্তর।
দুইদলে কোপ করি বাঝিল[2] সমর ॥ ১৩
বসুগণে অস্ত্র করে বিবিধ প্রকার।
অসুরের সেনা মধ্যে পড়িল মহামার ॥ ১৪
দিব্য ধনু করে বসুর দিব্য ধরে শর।
বাণে বাণে দৈত্যসেনা করিল জর্জ্জর ॥ ১৫
নানা অস্ত্র ছাড়ে সব অসুরের সেনা।
বসুগণে কাটে তাহা করি বীরপনা ॥ ১৬
অসুর উপরে বসু নানা অস্ত্র ছাড়ে।
বিষম প্রহারে সেনা লক্ষ লক্ষ পড়ে ॥ ১৭

১। জিতে—জীব ধাতুব পদ, জীবিত থাকিতে।
২। বাঝিল—বাধিল।

প্রবন্ধে প্রবন্ধে[১] কাটে অসুরের সেনা।
সুপক্ক বদরী যেন নাশে সমীরণা ॥ ১৮
বসুগণে অসুরের কটক মর্দ্দিল।
সহিতে না পারি রণ সেনা ভঙ্গ দিল ॥ ১৯
কটকের ভঙ্গ দেখি চিক্ষুরাক্ষ বীর।
মহাকোপে রণে ধায় প্রকাণ্ড শরীর ॥ ২০
মহা ধনু হাতে করি টঙ্কার পূরিল।
সিংহনাদ করি বীর বাণ পূর্ণ কৈল ॥ ২১
নানা অস্ত্র ছাড়ে বীর অসুর উপর।
চক্ষের নিমিষে ছাড়ে কোটি কোটি শর ॥ ২২
বসুগণে অস্ত্র করে বিবিধ প্রকার।
সর্ব্ব অস্ত্র কাটি পাড়ে অসুর দুরাচার ॥ ২৩
চিক্ষুরাক্ষ সেনাপতি বলে মহাবল।
বাণবৃষ্টি করি বসুগণে কৈল ভুল ॥ ২৪
সিংহনাদ করি করে বাণ বরিষণ।
পর্ব্বতেতে বৃষ্টি যেন করে মেঘগণ ॥ ২৫
বাণে বাণে বসুগণ হইল জর্জ্জর।
রুধিরের ধারায়ে ভিতিল কলেবর ॥ ২৬
বসুগণ যুঝিতে বাহাতে[২] নাহি বল।
বাণবৃষ্টি করে অথা অসুর প্রবল ॥ ২৭
বাণে বাণে কাতর হইল বসুগণ।
ভঙ্গ দিল সমরে লইয়া সেনাগণ ॥ ২৮
চিক্ষুরাক্ষ সেনাপতি জয় কৈল রণ।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচন ॥ ২৯

১। প্রবন্ধে প্রবন্ধে— ঝাঁকে, ঝাঁকে।
২। বাহাতে— বাহুতে।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অষ্টবসু ভঙ্গ দিল চিক্ষুরাক্ষ-রণে।
তাহা দেখি নবগ্রহ ধায় কোপ মনে ॥ ১
নানা অস্ত্র লয়া করে সেনাগণ সঙ্গে।
কোপ মনে ধায় সবে সমর তরঙ্গে ॥ ২
নিজ নিজ অস্ত্র লয়া নবগ্রহগণ।
অসুর উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ ৩
চিক্ষুরাক্ষ বোলে রে অধম গ্রহগণ।
মরিতে আইলে বেটা করিবারে রণ ॥ ৪
এত বুলি চলে দৈত্য হাতে ধনুবাণ।
গ্রহর উপরে এড়ে চোখ্ চোখ বাণ ॥ ৫
নবগ্রহ মিলি কাটে তার ধনুবাণ।
রথ কাটি পাড়ে তার বুকে মারে বাণ ॥ ৬
অস্ত্র ছাড়ে নবগ্রহ লয়া:দিব্য ধনু।
জর্জ্জর হইল বাণে চিক্ষুরাক্ষর তনু ॥ ৭
অচেতন হয়া পড়ে সেহি বলবান।
তিন সেনাপতি ধায় লয়া ধনুবাণ ॥ ৮
অসিলোমা বিড়ালাক্ষ আর মহাহনু।
নানা অস্ত্র লয়া ধায় কোপে কাঁপে তনু ॥ ৯
আপনার সৈন্য লয়া ধাইল সমরে।
বাণবৃষ্টি করে নবগ্রহুর উপরে ॥ ১০
চতুর্দ্দিগে ছাইল দৈত্যের নানাবাণে।
সর্ব্ব অস্ত্র কাটি পাড়ে নবগ্রহগণে ॥ ১১

মহাকোপে দৈত্যগণ ছাড়ে নানা বাণ।
নবগ্রহগণে তাহা করে অল্পজ্ঞান ॥ ১২
মহাকোপ হইল রণে তিন সেনাপতি।
শরজালে অন্ধকার কৈল শীঘ্রগতি ॥ ১৩
বোলাবুলি দুহার বাড়িল ক্রোধভার।
সিংহনাদ ছাড়ি করে অস্ত্র অবতার ॥ ১৪
দিব্য শর ছাড়ে রণে নবগ্রহগণে।
অসুরের অস্ত্র সব কাটি পাড়ে বাণে ॥ ১৫
নবগ্রহ মিলি করে অস্ত্র অবতার।
অসুরের সেনাগণ করয়ে সংহার ॥ ১৬
তিন সেনাপতির কাটিল শর ধনু।
রথধ্বজ কাটি বিন্ধে অসুরের তনু ॥ ১৭
নানা অস্ত্র এড়ে গ্রহ অসুর উপর।
সেনাপতি আদি সভে হইল জর্জ্জর ॥ ১৮
তিন সেনাপতি রণে দেখে অন্ধকার।
অচেতন হয়া পড়ে সমর-মাঝার ॥ ১৯
সমরে নিষ্ঠুর হয়া নানা বাণ ছাড়ে।
অসুরের সেনা কত কুত কাটি পাড়ে ॥ ২০
পড়িল অনেক বীর গ্রহর সমরে।
রণ ইচ্ছা নাহি করে অসুর মাঝারে ॥ ২১
নানা বিড়ম্বনা করি কাটে সেনাগণ।
কেশরী বিনাশে যেন বহু করিগণ ॥ ২২
অতি পরাক্রম করে নবগ্রহগণ।
সজীর্ণ[১] কদলী যেন নাশিল পবন ॥ ২৩

১। সজীর্ণ—সুজীর্ণ।

অসুরের সেনা মাঝে নাহি রণসাধ ।
গ্রহগণে বাণ ছাড়ে নাহি অবসাদ ॥ ২৪
অসুরের সেনামাঝে মহামারী গেল ।
সর্ব্ব সেনাগণ মিলি রণে ভঙ্গ দিল ॥ ২৫
সেনাপতি সেনাগণ ভঙ্গ দেখি রণে ।
মহিষ অসুর হৈল অগ্নির সমানে ॥ ২৬
অভয়াচরণে রে মজুক নিজ চিত ।
চণ্ডিকা-বিজয় গান মধুর সঙ্গীত ॥ ২৭

বিংশ অধ্যায় ।

সেনার দুর্গতি যদি দেখিল অসুরে ।
মহাকোপ হয়া বীর চলিল সমরে ॥ ১
রথ টিপি গেল রণে মহিষ অসুরে ।
প্রচণ্ড ধনুক হাতে সিংহনাদ পূরে ॥ ২
ভাবিয়া কহিল দৈত্য শুন গ্রহগণ ।
আমার সাক্ষাতে সৈন্য কর বিড়ম্বন ॥ ৩
রণ সহ রণ সহ ডাকে ঘনে ঘন ।
না পলাহ আজি তোরা রাখিয়া জীবন ॥ ৪
এত বুলি শরজাল কৈল দৈত্যপতি ।
নবগ্রহগণে বাণ জোড়ে শীঘ্রগতি ॥ ৫
শরজাল কাটিয়া করিল খান খান ।
মহিষ উপরে পড়ে কোটি কোটি বাণ ॥ ৬

মহিষের অঙ্গে বাণ ভেদিতে না পারে।
নবগ্রহর বাণ ব্যর্থ হইল সমরে ॥ ৭
হাসিয়া মহিষ কহে শুন গ্রহগণ।
এহি বলে আইলে বেটা করিবারে রণ ॥ ৮
এহি বলে মোর সেনা করিল সংহার।
আজি মোর হাতে কার নাহিক নিস্তার ॥ ৯
এতেক সদর্প কথা কহিয়া অসুরে।
ধনুতে টঙ্কার দিয়া সিংহনাদ পূরে ॥ ১০
নানা অস্ত্র ছাড়ে দৈত্য মহাকোপ মনে।
চক্ষের নিমিষে ছাড়ে কোটি কোটি বাণে ॥ ১১
কোপে নবগ্রহগণে যত মারে বাণ।
মহিষ অসুরে তাহা করে অল্পজ্ঞান ॥ ১২
মহিষের অঙ্গেত বাণ ভেদিতে না পারে।
মহিষে ছাড়য়ে ঘন চোখ চোখ শরে ॥ ১৩
চাপে এক ছাড়ে লক্ষকোটি হয়্যা পড়ে।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে পড়ে বৈরীর উপরে ॥ ১৪
এহি বাণ এড়ে দৈত্য গ্রহর উপরে।
চক্ষের নিমিষে ছাড়ে চোখ চোখ শরে ॥ ১৫
বাণে বাণে আচ্ছাদিত কৈল গ্রহগণে।
দন্তে ওষ্ঠ চাপি দৈত্য করে ঘোর রণে ॥ ১৬
গ্রহগণ বাণে বাণে হইল জর্জ্জর।
ধনুক ধরিতে কার বাহে[১] নাহি বল ॥ ১৭
এমত দেখিয়া রণ শনি কোপ হইল।
রথে অস্ত্র করি গ্রহ সমরে চলিল ॥ ১৮

১। বাহে—বাহার, বাহুতে।

মনে মনে যুক্তি চিন্তি চলিল সমরে।
কোপ দৃষ্টে চাহি ভস্ম করিব অসুরে॥ ১৯
এত যুক্তি চিন্তি শনি কোপে ধায় রণে।
চাহিতে না পায় শনি মহিষের পানে॥ ২০
পূর্ব্ব অসুরেক বর দিল পঞ্চাননে।
তেকারণে দৈত্যকু চাহিতে নারে রণে॥ ২১
নানারূপে শনিগ্রহ অসুর নেহালে।
দেখিতে না পায় গ্রহ দৈত্য মহাবলে॥ ২২
এথা কোটি কোটি শর ছাড়ে দৈত্যবীর।
বীরপনা নাহি কার হইল অস্থির॥ ২৩
পলাইল শনি গ্রহ দেখিয়া বিপাক।
তাহার সহিতে সেনা ভাঙ্গে ঝাঁকে ঝাক॥ ২৪
এমত যুদ্ধের ভাব দেখিয়া গ্রহগণ।
রণে পলাইল সভে রাখিয়া জীবন॥ ২৫
পলাইল গ্রহগণ রণে ভঙ্গ দিয়া।
সর্ব্বসৈন্য পলাইল বিপাক দেখিয়া॥ ২৬
মহিষ অসুরে দেখে হেন ব্যবহার।
রহ রহ করি রণে ডাকে বারে বার॥ ২৭
কোটি পরণাম করি ভবানীচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুনে কমললোচনে॥ ২৮

একবিংশ অধ্যায়।

মহিষের রণে যদি গ্রহ দিল ভঙ্গ।
পুনরপি চলে দৈত্য সমর-তরঙ্গ॥ ১
মার মার করি বীর রথ খেদাইল।
অমরা জিনিতে বীর তুরিতে চলিল॥ ২
ইন্দ্র আদি সভ দিগ্‌পাল আছে রয়া[১]।
সমর করিতে রহে নানা অস্ত্র লয়া॥ ৩
সেহি স্থানে গেল দৈত্য মহাকোপ মনে।
দেবগণ দেখি বোলে তর্জ্জন গর্জ্জনে॥ ৪
মহিষ বোলেন শুন যত দেবগণ।
স্বর্গ ছাড়ি দেহ মোখে নহে দেহ রণ॥ ৫
মহিষ অসুর সেনা রুষিল সমরে।
দেবতা উপরে নানা বাণ সভে ছাড়ে॥ ৬
যত দেবগণে ইন্দ্র রণে আজ্ঞা দিল।
অসুরের সেনা বেড়ি বাণে পূর্ণ কৈল॥ ৭
নানা অস্ত্রে দশদিগ্‌পালে করে রণ।
মহিষ অসুর সহে[২] যত যোদ্ধাগণ॥ ৮
দেবতার রণ তারা সহিতে না পারে।
কেহ পলাইয়া যায় কেহ যমঘরে॥ ৯
নানা অস্ত্র এড়ে দেবে রণ ঘোরতর।
সহিতে না পারে দৈত্য দেবের সমর॥ ১০

১। আছে রয়া—রহিয়া আছে, রহিয়াছে।

২। সহে—সহিত।

সেনার দেখিয়া এত দুর্গতি লক্ষণ।
কোপিল মহিষাসুর যেন হুতাশন ॥ ১১
রথ টিপি আইল বীর সমর-সম্রাজ।
ডাকিয়া কহিল ইন্দ্র তোখে নাহি লাজ ॥ ১২
তোর নবগ্রহগণ কৈল ঘোর রণ।
মোর রণে পলাইল লইয়া জীবন ॥ ১৩
আমার বিদ্যমানে সেনা কর বিড়ম্বন।
না পালাহ রণে তোরা শুন দেবগণ ॥ ১৪
আজি তোমা সভাকে মারিব রণ করি।
সংগ্রামেত জানিয় আমাতে কেবা বলী ॥ ১৫
বোলাবুলি গালাগালি দেবতা অসুরে।
সংগ্রাম হইল তেন বিবিধ প্রকারে ॥ ১৬
নানা অস্ত্র মারে দেবে অসুর উপরে।
অসুরে মারয় বাণ বিবিধ প্রকারে ॥ ১৭
একে একে দশ-দিক্পালে করে রণে।
সদর্পে চলিল রণে আনল আপনে ॥ ১৮
নানা অস্ত্র ছাড়ে অগ্নি নাহি সমাধান।
না ফুটে অসুর অঙ্গে নাহি বস্তুজ্ঞান ॥ ১৯
অসুরে ছাড়য় অস্ত্র অগ্নির উপরে।
না সহে সমর অগ্নি পলায় সত্বরে ॥ ২০
তবেত আইলা যম যুদ্ধ করি মনে।
বৈবস্বত ভঙ্গ দিলা মহিষের রণে ॥ ২১
তবে ঘোর যুদ্ধ হইল নৈর্ঋতের সনে।
তাহা না লিখিল গ্রন্থ বাহুল্য কারণে ॥ ২২
নৈর্ঋত উপরে দৈত্য ছাড়ে নানা বাণ।
ভঙ্গ দিল রণে তেঁহ রাখিয়া পরাণ ॥ ২৩

বরুণের সহে তবে কৈল ঘোর রণ।
অসুরে করিল নানা বাণ-বরিষণ ॥ ২৪
অসুরের সহে কেহ রণে নহে স্থির।
ঘোররূপ ধরে বীর প্রকাণ্ড শরীর ॥ ২৫
মারুতে করিল বহু অস্ত্র অবতার।
মহিষ শরীরে বাণ নারে ভেদিবার ॥ ২৬
পলায় মারুত দেব দেখিয়া ফাঁপর।
কুবের আইলা তবে রণের ভিতর ॥ ২৭
তেঁহো[২] বহু অস্ত্র কৈল মহিষ উপরে।
দৈত্যের প্রহারে দেব পলায় অন্তরে ॥ ২৮
কোটি পরণাম করি অম্বিকা-চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় শুনে কমললোচনে ॥ ২৯

দ্বাবিংশ অধ্যায়

এহি মত যুদ্ধ হৈল অসুরের সনে।
দশ দিক্পালেক জর্জ্জর কৈল বাণে ॥ ১
মহিষের রণ কেহ নারে সহিবার।
একে একে ভঙ্গ সভে দেখি অন্ধকার ॥ ২
ঈশানের সহে রণ হইল কথো দিন।
নানামতে রণ করে ঈশান প্রবীণ ॥ ৩

২। তেঁহো—তিনিও। তেহ—তেঁহ, তিনি।

মহিষের রথ কাটি পাড়ে ভূমিতলে।
বিরথী হইল দৈত্য রণের ভিতরে ॥ ৪
সমরে পণ্ডিত বীর মহিষ অসুরে।
লাফ দিয়া পড়ে আর রথের উপরে ॥ ৫
সেহি রথে চড়িয়া আইল বলবান্।
ঈশান উপরে মারে কোটি কোটি বাণ ॥ ৬
মহাকোপে বাণ মারি করিল জর্জ্জর।
স্থির হইতে বল নাহি রথের উপর ॥ ৭
ধনুর্গুণ টানিবার নাহিক শকতি।
অন্তরীক্ষে রথ লয়া পলায় সারথি ॥ ৮
এহি মত ঘোররণ দিবস রজনী।
কার বাণে অগ্নি জ্বলে কার বাণে পানি[১] ॥ ৯
অহর্নিশি যুঝে দৈত্য নাহি দেয় ভঙ্গ।
সময় পাইলে তার হৃদে বাড়ে রঙ্গ ॥ ১০
তবে কোন যুক্তি কৈল দেব পুরন্দর।
সর্ব্বদেব একুকালে করিব সমর ॥ ১১
ইন্দ্রের সাক্ষাতে সব দেব হইল জড়[২]।
সমর করিতে সব শক্ত হইল বড় ॥ ১২
এতেক মন্ত্রণা হৈল দেবের সমাজ।
সর্ব্বদেব পুনঃ কৈল সমবেত সাজ ॥ ১৩
ইন্দ্র আদি দেব সাজে আর দিক্‌পাল।
অর্ক আদি করি সাজে নবগ্রহরাজ ॥ ১৪

১। পাণি—পানীয়, জল।

২। জড়—জড়িত, একত্রিত।

আর যত দেবগণ সাজিল সকল।
দেবনামে[1] না রহিল অমরা নগর॥ ১৫
যার যেহি বাহনেত হৈল আরোহণ।
যার যেহি প্রহরণ নৈল দেবগণ॥ ১৬
দেবের সমাজে হইল বাদ্য উতরোল।
মহাঘোর শব্দে কেহ নাহি শুনে বোল॥ ১৭
আনন্দিত দেবরাজ ঐরাবতে চড়ি।
সর্ব্বদেবগণ চলে চতুর্দ্দিগে বেড়ি॥ ১৮
সুরপতি বজ্রপাণি গজ আরোহণ।
আর দেব অস্ত্রপাণি আপন বাহন॥ ১৯
রণস্থলে দেবগণ দিল দরশন।
এই যুক্তি দেখি বীর হাসে মনে মন॥ ২০
অসুরে কহেন শুন দেবের সমাজ।
ঘোরযুদ্ধ হবে আজি হেন দেখি সাজ॥ ২১
তোমাকে জিনিব আজি কোন বস্তু জ্ঞান।
আগেত তোমরা মোখে মার দেখি বাণ॥ ২২
তোমার[2] প্রহার সহি আমার সন্ধান।
পলায়া যাইবে যদি আমি এড়ি বাণ॥ ২৩
অভয়ার চরণে মজুক মোর চিত।
চণ্ডিকা-মঙ্গল গীত মধুর সঙ্গীত॥ ২৪

১। দেবনামে—দেবনামা, দেবমাত্র। যাহাকে দেবনামে অভিহিত করা যায়, এরূপ কেহই।

২। তোমার—তোমাদের। বহুবচনে এতদ্দেশীয় প্রয়োগ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মহিষ অসুর রথে বুক পাতি দিল।
হান হান করি দৈত্য ডাকিতে লাগিল ॥ ১
যতেক দেবতাগণ কোপমন হৈল।
অসুর উপরে সভে বাণবৃষ্টি কৈল ॥ ২
নানা অস্ত্র ছাড়ে দেবে না যায় লিখন।
মহাকোপ করি করে বাণ বরিষণ ॥ ৩
পর্ব্বত উপরে জেন[১] হয় বরিষণ।
মহিষ উপরে তেন পড়ে অস্ত্রগণ ॥ ৪
প্যাও[২] নাহি নাড়ে বীর হস্ত নাহি নাড়ে।
অন্তরে ভাবিয়া বীর শিবমন্ত্র পড়ে ॥ ৫
বাণে বাণে রথখান হৈল শখচুর[৩]।
মহিষ উপরে অস্ত্র পড়িল প্রচুর ॥ ৬
যত অস্ত্র এড়িলেক দেবতা-সমাজ।
পর্ব্বত উপরে যেন আর গিরিরাজ ॥ ৭
সর্ব্বদেব কহে দৈত্য গেল যমঘরে।
আর অস্ত্র ছাড় কেনে মৃত্যুর উপরে ॥ ৮

১। জেন—যেন, যেনপ্রকারেণ। যে প্রকার, যেমন। তেন—তেনপ্রকারেণ; সেই প্রকার—তেমন। এই দুইশব্দ এদেশে অব্যয়ের মত ব্যবহার হইয়া থাকে। অর্থ যেমন, তেমন; কখন কখন ক্রিয়ানিষ্পত্তিক্ষণ বুঝায়। যথা—"যেন শুনিল তেন চলিল"।

২। প্যাও—পা, পদ।

৩। শখচুর—শখচূর্ণ

এত ভাবি দেবগণ যুদ্ধে ক্ষেমা[১] দিল।
প্রচণ্ড অসুরে গাও[২] ঝাড়িয়া উঠিল ॥ ৯
কহিতে লাগিল দৈত্য দেবের সমাজে।
বহু অস্ত্র মারি মোর হিত কৈল কাজে ॥ ১০
ব্যথাতে বিকল তনু আছিল আমার।
সে সব হইল দূর শকতি তোমার ॥ ১১
এত বাক্য বলি বীর আর রথে চড়ে।
হাতে শরাসন লয়া যুঝিবার নড়ে ॥ ১২
সিংহনাদ করি দৈত্য রণে অনুকূল।
দেখিয়া দেবতাগণ ভয়েত ব্যাকুল ॥ ১৩
মহিষের বিক্রম দেখি দেবের হইল ভয়।
মারিতে না মরে দৈত্য কি হইল সংশয় ॥ ১৪
এত ভাবি দেবগণ হাতে লইল বাণ।
মহিষ উপরে মারে পূরিয়া সন্ধান ॥ ১৫
ক্রোধ[৩] হয়া দেবরাজ সংগ্রামে চলিল।
বাসবে মহিষ পরে কুলিশ তাড়িল ॥ ১৬
আইসে ইন্দ্রের বজ্র অগ্নি পড়ে ঝাঁকে।
শিব শিব করি দৈত্য বজ্র গোটা লোফে[৪] ॥ ১৭
হস্তের চাপনে সেহি বজ্র হইল গুঁড়া।
কোপে উপাড়িল বীর পর্ব্বতের চূড়া ॥ ১৮
এ মত দেখিয়া তার দেবের ঈশ্বর।
গজ টিপি পলাইয়া হইল অন্তর ॥ ১৯

১। ক্ষেমা—ক্ষমা, ক্ষান্তি, বিরতি।
২। গাও—গাত্র, গা।
৩। ক্রোধ—ক্রুদ্ধ।
৪। লোফে—স্ফূর্ত্তি সহকারে দৃঢ়রূপে ধরিল।

ইন্দ্র পলাইল যদি দেখিল মহিষে।
হৃদয়ে আনন্দিত হয়া খল খল হাসে ॥ ২০
শুনহে দেবতাগণ আমার উত্তর।
রণে পলাইয়া গেল তোমার সুরেশ্বর ॥ ২১
তোমরা করিবা যদি অস্ত্র অবতার।
আইস আইস বলি ডাকে বারে বার ॥ ২২
বৃহস্পতি বলে শুন দৈত্য বলবান।
অনঙ্গ অধিক দেখি তোমার সন্ধান ॥ ২৩
সমর করিয়া শ্রম হইল বহু তর।
তেকারণে[১] গেল ইন্দ্র অমরা নগর ॥ ২৪
আজিকার মতে রণ করহ বিশ্রাম।
কালি তোমা সহে আসি করিব সংগ্রাম ॥ ২৫
হাসি বলে দৈত্যবর শুনহ বচন।
সর্ব্বথা আসিব কাইল[২] করিবারে রণ ॥ ২৬
এত বলি গেল সভে আপনার স্থানে।
চণ্ডিকা বিজয় ভুনে কমল লোচনে ॥ ২৭

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

রজনী প্রভাত হৈল প্রত্যুষ বিহানে।
মহিষ অসুর উঠে মহেশ স্মরণে ॥ ১

১। তেকারণে—সেই কারণে
২। কাইল—কালি।

নিত্য নিয়মিত কার্য্য করি সমাধান।
গঙ্গাজলে দৈত্যরাজ কৈল স্নান দান ॥ ২
যাগ ঘরে চলে বীর শুচি কায় হয়া।
শিব পূজা করে বীর আনন্দিত হয়া ॥ ৩
গন্ধ পুষ্প নানাবিধি নৈবেদ্য রচনা।
মহাদেব পূজে বীর এক ধ্যান ভাবনা ॥ ৪
ধূপ দীপ আদি যত সম্ভার রচিয়া।
নৃত্য গীত বাদ্য রঙ্গ নানাবিধি দিয়া ॥ ৫
স্নান জীবন্যাস করি অর্চ্চনা করিল।
পাদ্যার্ঘ্য আচমনি ধূপ দীপ দিল ॥ ৬
গন্ধ মাল্য পুষ্প দিল নৈবেদ্য রচনে।
নানাবিধি পূজে এক ধ্যান ভাবনে ॥ ৭
জপ হোম করিয়া করিল বিসর্জ্জন।
নানাবিধি ভোগ করে আনন্দিত মন ॥ ৮
দিব্য বস্ত্র পরে বীর দিব্য অলঙ্কার।
কর্পূর তাম্বুলে করে মুখ সংস্কার ॥ ৯
নানা অস্ত্রে নানা রত্নে রথের সাজন।
সারথি বিচিত্র রথ যোগায় তখন ॥ ১০
নানাবাদ্য বাজয়ে দুন্দুভি বাজনি।
মহাযোদ্ধা সেনাপতি সাজে মহারণী[১] ॥ ১১
যাত্রা করি লাফে রথে চড়ি বীরবর।
মার মার করি যায় করিতে সমর ॥ ১২
মহিষ চলিল স্বর্গে লয়া সেনাগণ।
অতি বেগে ধায় সভে করিবারে রণ ॥ ১৩

১। মহারণী—মহাযোদ্ধা।

অথা১ স্বর্গে দেবগণ একত্র হইয়া।
যুক্তি করে ইন্দ্র বৃহস্পতি আদি লয়া॥ ১৪
ইন্দ্র বোলে শুন সভে যত দেবগণ।
একত্র করিব সভে বাণ বরিষণ॥১৫
মহিষ অসুর বীর বড় বলবান।
সংগ্রাম করিতে সভে হবে সাবধান॥ ১৬
মোর বজ্রক বেটার নাহি বস্তুজ্ঞান২।
যে মতে মারিবে তাহা করহ সন্ধান॥ ১৭
আপন বাহনে সভে শক্ত হয়া চড়।
সংগ্রাম করিতে দেব শক্ত হবে বড়॥ ১৮
একত্র চলিব সভে একত্র থাকিব।
একত্রে সাধিয়া বাণ একত্রে মারিব॥ ১৯
এক একে রণ কদাচিত না করিহ।
এক একে রণস্থলে অস্ত্র না ছাড়িহ॥ ২০
এতেক মন্ত্রণা করি দেবতা সমাজ।
সংগ্রাম করিতে সর্ব্ব দেব করে সাজ॥ ২১
আপন বাহনে সভে কৈলা আরোহণ।
করে ধরি নিল সভে নিজ প্রহরণ॥ ২২
বাদ্য ভাণ্ড বাজিআছে৩ দুন্দুভি আদি করি।
চলিল দেবতা সভ মার মার করি॥ ২৩
রণস্থলে আসি দেব হইল উপস্থিত।
মহিষ অসুর তথা আইল ত্বরিত॥ ২৪

১। অথা—হেথা, এখানে।
২। বস্তুজ্ঞান—বস্তু বলিয়া জানা নাহি, তুচ্ছ জ্ঞান।
৩। বাজি আছে—বাজিতেছে।

দুই দলে বাদ্য বাজে শুনি লাগে ভীত।
চণ্ডিকা-বিজয় গান মধুর সংগীত ॥ ২৫

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ডাকিয়া মহিষ কহে শুন দেবগণ।
আগে তোরা মার মোখে নিজ প্রহরণ ॥ ১
তোমার প্রহরণ যদি সহিতে না পারি।
তবে পালাইব তোমাক[১] দিয়া সুরপুরী ॥ ২
সহিতে পারিব যদি তোমার সমর।
পাছে তোখে[২] মারিয়া পাঠাব যমঘর ॥ ৩
আমার প্রহারে কার নাহি পরিত্রাণ।
তোমাখে[৩] মারিয়া পাছে নিব স্বর্গস্থান ॥ ৪
যেহি দিন সমর না পাব এথা আসি।
অমরা লইব খেদাড়িয়া স্বর্গবাসী ॥ ৫
গালাগালি বোলাবুলি হইল ক্রোধভার।
অস্ত্র হানে দেবগণ বিবিধ প্রকার ॥ ৬
আগুপাছু পাও[৪] করি রহে বীরবর।
অস্ত্র হানে দেবগণ অসুর উপর ॥ ৭

১। তোমাক—তোমাদিগকে।
২। তোখে—তোকে।
৩। তোমাখে—তোমাকে, তোমাদিগকে।
৪। পাও—পা।

বাণের উপরে বাণ বাণে হইল গড়[১] ।
এক গিরি পরে যেন আর গিরিবর ॥ ৮
নানা অস্ত্র এড়ে দেব নাহি দেয় ভঙ্গ ।
মহিষ অসুর বীর হৃদে বাড়ে রঙ্গ ॥ ৯
অঙ্গ নাহি নাড়ে বীর নাহি নাড়ে কর ।
শিবমন্ত্র জপে বীর হৃদয় ভিতর ॥ ১০
ইন্দ্রবজ্র করি তবে মারে নানাবাণ ।
মহাকোপে মারে দেবে পূরিয়া সন্ধান ॥ ১১
যত অস্ত্র মারে দেবে লিখিতে না পারি ।
বাণ পরে বাণ পড়ে লক্ষ লক্ষ সারি ॥ ১২
পর্ব্বত পাথরে যবে পড়ে সেহি বাণ ।
একবাণে মহাগিরি হয় খানখান ॥ ১৩
পূর্ব্বে বর দিয়াছেন দেব মহেশ্বর ।
তেকারণে অঙ্গে তার নাহি ভেদে শর ॥ ১৪
সর্ব্ব অস্ত্র এড়ি দেবের টোন[২] হইল খালি ।
চিন্তিতে লাগিলা মনে দেবতা সকলি ॥ ১৫
হস্ত খালি হইল দেবের টোনে নাহি বাণ ।
পলায় দেবতাগণ ভয়ে কম্পমান ॥ ১৬
রণ ক্ষেমা দেখি দৈত্য গাও ঝাড়ি উঠে ।
দেখে দেবগণ কেহ নাহিত নিকটে ॥ ১৭
মনের হরিষে বীর হাসে উচ্চস্বরে ।
ফিরিয়া চলিল বীর আপনার ঘরে ॥ ১৮
প্রাতঃকালে চলে বীর করিতে সমর ।
এহি মতে রণ হৈল শতেক বৎসর ॥ ১৯

১ । গড়—শৈলসদৃশ উচ্চ ও লম্বা মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীর বা রাস্তা । ২ । টোন—তূণ ।

সমরে না পারে দেব হইল ফাঁপর।
মহিষের রণ দেখি চিন্তিত অন্তর ॥ ২০
নিরন্তর রণ করে সংগ্রাম না টুটে।
মহিষ অসুর অঙ্গে রেখ নাহি ফুটে ॥ ২১
মহিষ অসুর বলে দেব অধিকারি।
যে দিন না পাব রণ নিব সুরপুরী ॥ ২২
সেহি ভয়ে যুদ্ধ হইল শতেক বৎসর।
বিকল হইল দেব চিন্তিত অন্তর ॥ ২৩
যেহি দিন দেবতার হয় বিলম্বন।
সুরপুরে আসি করে নানা বিড়ম্বন ॥ ২৪
অসুরের রণ দেবে সহিতে না পারে।
সুরপুরী ছাড়ি দেব পলায় অন্তরে ॥ ২৫
স্বর্গে আসি দেখে বীর মহিষ অসুর।
শূন্য পুরী দেখি বীর হাসিল প্রচুর ॥ ২৬
ইন্দ্রের পুরীতে গিয়া বসিল আসনে।
ইন্দ্র হইনু বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥ ২৭
ভাল শুভক্ষণে আমি শিব আরাধিলোঁ।
তাঁহার প্রসাদে মোর এত শুভ হইল ॥ ২৮
যতেক দেবতাগণ পলাইল ডরে।
অসুরে করয়ে সব দেব অধিকারে ॥ ২৯
সকল সঁপিনু মুঞি অম্বিকাচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুনে কমললোচনে ॥ ৩০

ষড়বিংশ অধ্যায়।

ইন্দ্র আদি দেবগণ, দুঃখ ভাবি অনুক্ষণ,
সভে গেলা যথা প্রজাপতি। ১
সকল দেবতাগণে পুনঃ মিলি ততক্ষণে,
নিবেদন করে বৃহস্পতি ॥ ২
বহুযত্নে কৈলা সৃষ্টি, তাহাতে না দেহ দৃষ্টি,
দেবগণ মহাক্লেশ পায়। ৩
মহিষ অসুর জম্ভ নাশিল সভার দম্ভ,
কি করিব কহত উপায় ॥ ৪
শতাব্দ করিল রণ, ইন্দ্র আদি দেবগণ,
তথাপি সমর নাহি টুটে। ৫
মিলি যত দেবগণে অস্ত্র এড়ি যত টোনে,
তার অঙ্গে রেখ নাহি ফুটে ॥ ৬
মহিষ দৈত্যের নাথে, যদি করে অস্ত্র হাতে,
দেবগণ কাঁপে থরথরি। ৭
কেহ নাহে সহে রণ, প্রাণ কাঁপে অনুক্ষণ,
বোল এবে কোন যুক্তি করি ॥ ৮
যে দিন না পায় রণ, সাজি আইসে ততক্ষণ,
সুরপুরে করে বিড়ম্বন। ৯
সুরপুরে তার আগে, অস্ত্র ধরে বীরভাগে,
শুনহ দেবের নিবেদন ॥ ১০
এহি মতে নিত্য রণ, পলাইল দেবগণ,
সুরপুরে আসি উত্তরিল। ১১

মনে পায়্যা হুতাশ,[১] ভঙ্গ সুর-সমাজ,
মহিষ আসিয়া ইন্দ্র হইল ॥ ১২
এত শুনি প্রজাপতি, মনে মনে ভাবে যুক্তি,
কহেন শুনহ দেবগণ। ১৩
শিবের করিছে ব্রত, সেই বীর অবিরত,
সর্ব্বদেব জিনে তেকারণ ॥ ১৪
চলহ অমরগণ, সঙ্গে লয়্যা জনার্দ্দন,
যথা আছে দেব পঞ্চানন। ১৫
করি গিয়া নিবেদনে, সৃষ্টিনাশ কৈল কেনে,
করিবেন এহি প্রয়োজন ॥ ১৬
কমললোচন দ্বিজে, অভয়ার পদাম্বুজে,
দারাসুতে প্রাণ সমর্পিল। ১৭
ও রাঙ্গা চরণ গতি, নাহি দিবে অন্য মতি,
চণ্ডিকা-চরণে রহুঁ মন ॥ ১৮

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

কহে প্রজাপতি, শুন সুরপতি,
চলহ বৈকুণ্ঠপুরে।
করি নিবেদন, সঙ্গে দেবগণ,
প্রাণকর্ত্তা দামোদরে ॥ ১
এতেক বলিলা, বিরিঞ্চি নড়িলা,
সঙ্গে লয়্যা দেবগণে।

১। হুতাশ—হতাশ, হতাশা, ভয়।

বৈকুণ্ঠ পাইলা, গোবিন্দ দেখিলা,
প্রণাম করিলা ততক্ষণে ॥ ২
কহে প্রজাপতি, শুনহ শ্রীপতি,
সৃষ্টিনাশ হৈল জানি।
মহিষ অসুরে, শচীপতি পুরে,
হইল ইন্দ্র আপনি ॥ ৩
তাখে অধিকারে, দিলে দামোদরে,
দেবের কোথাতে বাস।
দেহ অন্য স্থলে, দেবতা সকলে,
আপনে কৈলা নৈরাশ[১] ॥ ৪
এতেক শুনিঞা কোপমন হইঞা,
কহে দেব চক্রপাণি।
শুন প্রজাপতি, দেব জত ইতি,
এ সভ আমি নাহি জানি ॥ ৫
কোথাতে অসুর, থাকে কোন পুর,
কেবা কৈল অধিকারী।
সংগ্রাম করিয়া, দেহ খেদাড়িয়া,
লহ আসি সুরপুরী ॥ ৬
চল প্রজাপতি, আমিহ সংহতি,
যথাতে ভাঙ্গর বৈসে।
কি মত সে ভুনে, ত্রিপুর মথনে,
দৈত্য বাড়াইল কিসে ॥ ৭
করি নিবেদন, লয়া দেবগণ,
যেহিখানে হলাহলে।

১। নৈরাশ—নিরাশা।

তোমার সে বনে, দৈত্য বলবানে,
অমরা লইল বলে ॥ ৮
সঙ্গে প্রজাপতি, চলিলা শ্রীপতি,
আর যত দেবগণ।
বাহন ধাইল, কৈলাস পাইল,
দেখে দেব পঞ্চানন ॥ ৯
মহেশ দেখিয়া, সভে সম্ভাষিয়া,
বসিলা দিব্য আসনে।
কহে প্রজাপতি, আর দেব ইতি,
সভাকার নিবেদনে ॥ ১০
মহিষ অসুরে, তুমি দিলে বরে,
হৈল মহা বলবান।
অতি পরাক্রমা, কি দিব উপমা,
নিজে করে মহারণ ॥ ১১
তাহার সন্ধান, অনঙ্গ সমান,
দেবতা সহিতে নারে।
ঘোর দরশন, করে মহারণ,
দেব পলায় তার ডরে ॥ ১২
বৈবস্বতপুর, লৈল করি সমর,
বরুণের অধিকার।
কুবেরের ধন, যত লয় মন,
লৈল করি মহামার ॥ ১৩
বহ্নিদেব সনে, করি ঘোর রণে,
মারুতের লৈল পুর।
সমর সন্ধানে, না পারি ঈশানে,
পলাইয়া গেল দূর ॥ ১৪

দশদিক পালে, অসুরের বলে,
সমরে না পারি ভঙ্গে।
তবে গ্রহগণ, কৈল ঘোর রণ,
পলাইতে না পায় সঙ্গে ॥ ১৫
সূর্য্য করি রণ, ভঙ্গে তত্তক্ষণ,
চন্দ্রেক মারিল বলে।
অসুরের বলে, পলায় মঙ্গলে,
বুধে খেদাড়িল হেলে ॥ ১৬
সুরাচার্য্য সনে, কৈল ঘোর রণে,
উশনা পলায় ত্রাসে।
সেহি দৈত্যডরে, কাঁপে থরথরে,
পলাইল হইয়া নৈরাশে ॥ ১৭
শনি আসি রণে, যুদ্ধ করি মনে,
চাহিয়া করিব নাশ।
অসুরের পানে, চাহিতে নয়ানে,
পালাইল পাইয়া ত্রাস ॥ ১৮
অষ্টবসুগণ, করি ঘোর রণ,
জর্জ্জর হইল কায়।
অসুর দুর্ব্বার, করে মহামার,
ভয়ে পলাইল তায় ॥ ১৯
তবে দেবরাজ, করি রণসাজ,
চলিল গজ বাহনে।
বজ্র কৈল হাতে, অসুরে মারিতে,
তাহা হইল হেন মানে ॥ ২০
এমত সমর, শতেক বৎসর,
কৈল দেবাসুরগণে।

শচীপতি অঙ্গে, দেবগণ সঙ্গে,
হারিয়া অসুর সনে ॥ ২১
ইন্দ্রের আসনে, বইসে সেহি জনে,
দেবতা রহিল কোথা।
আজ্ঞা কর তুমি, ত্রিভুবন স্বামী,
এ সব রহিবে তথা ॥ ২২
অম্বিকা চরণে, করি সমর্পণে,
দেবগ্রহ আদি যত।
আনন্দে তরণ, কমললোচন,
চণ্ডিকা-বিজয় গীত ॥ ২৩

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র আর যত দেবগণ।
কহিতে লাগিলা শুন দেব ত্রিলোচন ॥ ১
অনেক যতনে সৃষ্টি করিলে সৃজন।
অসুরে নাশিল তাহা শুনহ বচন ॥ ২
এতেক বচনে শিব কিছু নাহি বোলে।
অতি কোপযুক্ত হইয়া জ্বলিল অন্তরে ॥ ৩
প্রলয়কালেতে যেন সংহার মূরতি।
হেনরূপ হইলা প্রভু দেব পশুপতি ॥ ৪
সেহিরূপ দেখিয়া দেবতা ভয় পাইল।
ততক্ষণে শিবতেজ বাহির হইল ॥ ৫
শঙ্করের এক তেজ বাহিরে রহিল।
বিরিঞ্চির তেজ আসি তাথে মিশাইল ॥ ৬

দেবগণে তেজ হইল পর্ব্বত প্রমাণে।
অম্বিকারে স্তুতি করে সর্ব্ব দেবগণে ॥ ৭
স্তবন করয়ে দেব হয়া একমতি।
সদয় হইলা তাথে দেবী ভগবতী ॥ ৮
একত্র হইল সর্ব্ব দেবের শকতি।
তিলেক থাকিয়া হইল ভবানী মুরতি ॥ ৯
শঙ্করের তেজে হইলা বদন কমল।
ব্রহ্মার তেজে হৈলা দশন নির্ম্মল ॥ ১০
কুবেরের তেজে হৈল নাসি[১] তিলফুল।
শমনের তেজে কেশ মস্তক বিপুল ॥ ১১
ধনঞ্জয় তেজ হইল এ তিন নয়ান।
বিষ্ণুতেজে হৈল অঙ্গ ঝলকদর্পণ[২] ॥ ১২
মারুতের তেজে হৈল শ্রবণের তড়ি।
সর্ব্ব দেবের তেজে হৈলা পরম সুন্দরী ॥ ১৩
কুচযুগ হৃদে হইল হিমালয় তেজে।
বক্ষস্থল হৈল শকতি দেবরাজে ॥ ১৪
অষ্ট বসুর তেজে হইল করের অঙ্গুলি।
পৃথিবীর তেজে হইল সর্ব্বাঙ্গ সুবলি ॥ ১৫
জঙ্ঘা উরুদেশ হইল শকতি বরুণে।
রবির তেজেতে হৈল অঙ্গুলি চরণে ॥ ১৬
দুখানি চরণ হইল শক্তি প্রজাপতি।
সকল দেবতার তেজে মোহন মূরতি ॥১৭
অম্বিকার রূপ দেখি সর্ব্ব দেবগণ।
আনন্দিত হৈল সভে প্রসন্নবদন ॥১৮

১। নাসি—নাসিকা।
২। ঝলকর্পদণ—ঝলকদীপ্তি, প্রস্ফুরদাভা, কান্তি।

সর্ব্বদেবে বলে এহি দুর্গতি-নাশিনী ।
উদ্ধার করিবে দেব দেবী ত্রিনয়নী ॥ ১৯
ইহাতে মহিষাসুর হইবে নিধন ।
সর্ব্বদেব মিলি এরে দেহ প্রহরণ ॥ ২০
প্রথমে বিরিঞ্চি দিল কমণ্ডলু আনি ।
ত্রিশূল হইতে শূল দিলা শূলপাণি ॥ ২১
চক্র হইতে চক্র দিলা দেব নারায়ণ ।
দিব্য ধনু শর তাথে দিলেন বরুণ ॥ ২২
শক্তি হইতে কৃশান্ন[১] দিলেন শক্তি আনি ।
বজ্র হইতে বজ্র আনি দিলা বজ্রপাণি ॥২৩
ঐরাবত গলে ঘণ্টা দেখি ভয়ঙ্কর ।
তাহা হইতে ঘণ্টা আনি দিল পুরন্দর ॥২৪
কালদণ্ড হইতে দণ্ড দিলেন শমনে ।
বিরিঞ্চি অক্ষয় মালা দিল ততক্ষণে ॥২৫
সংসার বান্ধিতে পাশ দিলেন তাহারে ।
সবদেব দেন তারে বস্ত্র অলঙ্কারে ॥২৬
কোটি পরিণাম করি শ্রীনাথ চরণে ।
চণ্ডিকা বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥২৭

১। কৃশান্ন—কৃশানু ?

উনত্রিংশ অধ্যায়।

অভয়া চরণে দেবে করে নমস্কার।
সর্ব্ব লোমকূপে তেজ দিলেন ভাস্কর ॥১
শ্রবণে দিলেন তার মাণিক কুণ্ডল।
কোটি সূর্য্য দীপ্ত যেন গগন মণ্ডল ॥২
মস্তকে মুকুট দিলা অতি তেজোময়।
অর্দ্ধচন্দ্র তাহাতে শোভিত অতিশয় ॥৩
করেত বিচিত্র শঙ্খ বিশ্বকর্ম্মা দিল।
কেয়ুর কঙ্কণ তাথে উত্তম সাজিল ॥৪
চরণে নূপুর দিল কনকে রচিত।
চলিতে মধুর শব্দ শুনি সুললিত ॥৫
পঞ্চাশ অঙ্গুলি তার আছে দশ হাতে।
রতন অঙ্গুরী সভ দিলেন তাহাতে ॥৬
নিতম্ব উপরে সাজে দিব্য পাট শাড়ী।
ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সাজে তাহার উপরি ॥৭
জলনিধি দীপ্ত মেঘ করে সুশোভন।
গিরিরাজ দিলা যত্নে কেশরিবাহন ॥৮
দিব্য মালা পরাইল শিরসি ভূষণ।
বহু দীপ্তিময় হার দিলেন পবন ॥৯
পদাঙ্গুলি ভরি দিল রতন পাশুলি।
আর যত অলঙ্কার দিল সারি সারি ॥১০
সুবর্ণ কলিকা দিল কর্ণের উপরে।
শরতের মেঘে যেন বিদ্যুত সঞ্চারে ॥১১

আর যত অলঙ্কার যেখানে সাজিল।
মণিময় আভরণ তাথে পরাইল ॥১২
পীযূষ পানের পাত্র দিলা ধনেশ্বর।
দিব্য সুধা দিল বসু পূরি দণ্ডধর ॥১৩
দুর্গার মোহনরূপ দেখি ফণিপতে।
কুসুমের মালা দিলা অতি সুশোভিতে ॥১৪
মহামণি দিল আর শেষনাগবরে।
কপালে তিলক তাথে মহা দীপ্তি করে ॥১৫
নানা দিব্য অস্ত্র আর নানা অলঙ্কার।
সর্ব্বদেব মিলি তার কৈল পুরস্কার ॥১৬
এতেক করিল যদি সর্ব্ব দেবগণ।
মহা অট্টহাস্য হৈল কাঁপে ত্রিভুবন ॥১৭
দেবগণ কম্পমান হইল অন্তরে।
জীব জন্তু আদি করি কাঁপে থর থরে ॥১৮
স্বর্গ কাঁপিল আর মর্ত্ত্য ভুবন।
সপ্ত পাতাল কাঁপে ভুজঙ্গমগণ ॥১৯
গিরি গুহা কাঁপে সর্ব্বজীবের পরাণি।
আকাশে উঠিয়া নাগে সাগরের পাণি ॥২০
দেবগণ মিলি তথা কৈল জয়ধ্বনি।
পাণিপুটে স্তুতি করে ঋদ্ধি সিদ্ধি মুনি ॥২১
ত্রিগুণাদি দেবগণে স্তবন করিল।
অসুরের ভয়ে দেব অমরা ছাড়িল ॥২২
আপনে করহ মাতা জগৎ রক্ষণ।
তোমার স্তবন কিবা জানে সুরগণ ॥২৩
নানা ভক্তি করি স্তব করে দেবগণে।
চণ্ডিকা বিজয় ভূনে কমল লোচনে ॥২৪

ত্রিংশ অধ্যায়।

বিবিধ প্রকারে স্তব করে দেবগণ।
চণ্ডনাদহাস্য কাঁপাইল ত্রিভুবন ॥১
মহিষ অসুর পুরী কাঁপিতে লাগিল।
দৈত্যগণ মুণ্ডে যেন কুলিশ পড়িল ॥২
হেনরূপ দেখিয়া মহিষ বলবান।
মহাকোপে খড়গ লয়া করিল পয়ান ॥৩
আমার সাক্ষাতে শব্দ করে পরচণ্ড।
তাহাকে কাটিয়া আজি করোঁ খণ্ড খণ্ড ॥৪
সাজ বলি রথে চড়ি ধায় মহাক্রোধে।
অসুরের সৈন্য সাজে অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে ॥৫
ধাইল অসুরগণ শব্দ অনুসারি।
সাক্ষাতে দেখিল গিয়া দেবী মহেশ্বরী ॥৬
বিরিঞ্চি দেখিল রূপ দৈত্য ভয়ঙ্কর।
পদভরে কাঁপাইল অবনিমণ্ডল ॥৭
শতেক যোজন দৈত্য দীর্ঘ কলেবর।
দশ যোজন দেহ তার আড়ে পরিসর ॥৮
তাহার অঙ্গের তেজে দিক্ প্রকাশিল।
মাথার মকুট তার গগনে ঠেকিল ॥৯
ধনুর টঙ্কার কৈল মহিষ অসুরে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপয় থর থরে ॥১০
মহিষের সেনাপতি সঙ্গে যত সেনা।
বিক্রমে বিশাল সভে অস্ত্র ধরে নানা ॥১১

চিক্ষুরাক্ষ সেনাপতি বিক্রমে বিশাল।
শতকোটি সেনা তার সঙ্গে যেন কাল ॥১২
সেনাপতি চামর ধাইল নিজ বলে।
মহাযোদ্ধা সেনা তার চতুরঙ্গ দলে ॥১৩
রণস্থলে আইল উদগ্র সেনাপতি।
ষাটী কোটি রথ তার বিক্রমে খেয়াতি ॥১৪
মহাহনু সেনাপতি রণ বাণি যার।
অযুত সহস্র সেনা সঙ্গে চলে তার ॥১৫
সেই মহা হনুবীর সমরে সত্বর।
করে বজ্র ধনু তার মহা ভয়ঙ্কর ॥১৬
অসিলোমা বীর মহা রণে বলবান।
সকল বীরের লোম খড়্গের সমান ॥১৭
পঞ্চাশ অযুত সঙ্গে মনোহর রথে।
মহা যোদ্ধাগণ তাথে মহা ধনু হাতে ॥১৮
বিড়ালাক্ষ সেনাপতি রণ বাণি যার।
পঞ্চাশ নিযুত রথ সঙ্গে চলে তার ॥১৯
আর যত সেনাগণ লিখিতে না পারি।
চতুর্দ্দিকে বেড়িল কুঞ্জর সারি সারি ॥২০
মহা মত্ত হস্তী সভ সিন্দুর সাজে গণ্ডে।
দিব্য ঘণ্টা গলাতে মুদ্গর বান্ধা শুণ্ডে ॥২১
চারি দিক্ বেড়িলেক রথ সারি সারি।
অশ্ব বাহন যত লিখিতে না পারি ॥২২
অম্বিকাকে বেড়িল যতেক ফণিকার।
তার পাছে বেড়িল ধানুকি পাটোয়ার ॥২৩
তার পাছে রহে ঘোড়া লক্ষ লক্ষ সারি।
তার পাছে রহে কোটি কোটি মত্ত করী ॥২৪

তার পাছে রথ রথা কত শত সারি।
তার পাছে দৈত্য রহে মহা ধনু ধরি ॥২৫
হেন মতে চারি দিকে বেড়িল সুন্দরী।
হরির উপরে হাসে জগৎ ঈশ্বরী ॥২৬
মহিষ অসুর তথা ডাকে মার মার।
সৈন্যগণে অস্ত্র করে বিবিধ প্রকার ॥২৭
কোটি পরণাম করি ভবানী চরণে।
চণ্ডিকা বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥২৮

একত্রিংশ অধ্যায়।

অসুরের সেনাগণে ভবানী বেড়িল।
মহাকোপে নানা অস্ত্র ছাড়িতে লাগিল ॥১
কেহ গদা মারে কেহ মুষল মুদগর।
কেহ ভিন্দিপাল মারে কেহত তোমর ॥২
মহাকোপে মারে কেহ কামান কৃপাণ।
জাঠি ঝকড়া মারে খড়গ খরসান ॥৩
ত্রিফলিয়া বাণ মারে কেহ শক্তি ছাড়ে।
বান্ধিবার তরে কেহ পাশ অস্ত্র এড়ে ॥৪
নানা অস্ত্র এড়ে কেহ হীরা বান্ধা টাঙ্গি।
নির্ম্মূল করিতে বাণ মারে সাঙ্গি সাঙ্গি[১] ॥৫

১) সাঙ্গি সাঙ্গি—উহ্যমান বস্তুতে দড়ি লাগাইয়া একটা দণ্ডের মধ্যস্থলে ঝুলাইয়া দিয়া দণ্ডটার দুই মাথায় দুই জন লোকে ঘাড়ে করিয়া বহিয়া লইয়া যায়। এইরূপ

তিমির সেলক মারে খড়গ এক ধার।
দিব্য শেল ছাড়িল দেবীক মারিবার ॥৬
নারাচ তিলক মারে বাণ যে কুঞ্জর।
কাঁটায়ে[১] বেষ্টিত মারে মুষল মুদ্গর ॥৭
নাগ অস্ত্র কাল অস্ত্র বাণ ঘোরতর।
অগ্নি অস্ত্র এড়ে কেহ দেবীর উপর ॥৮
দশ দিক্ ব্যাপিল বাণের ঠন্ ঠনি।
দেখিয়া দেবের হইল আকুল পরাণি ॥৯
নানা অস্ত্র ছাড়ে দৈত্য না যায় লিখন।
অসুরের শরজালে পূরিল গগন ॥১০
শেল শূল মারে কেহ তীক্ষ্ণ খাপর।
গিরি অস্ত্র মারে কেহ দুর্গার উপর ॥১১
চাপে এক ছাড়ে লক্ষ কোটি হয়া পড়ে।
অসংখ্য হইয়া পড়ে বৈরীর উপরে ॥১২
হেন অস্ত্র কোটি কোটি ছাড়ে দৈত্য কোপে।
শরে শর প্রসবয়ে মন্ত্রের প্রতাপে ॥১৩
বন্দুক গোরাপ ছাড়ে কোন কোন বীর।
মহা গদা মারে দৈত্য প্রকাণ্ড শরীর ॥১৪
বহু বাণ এড়ে দৈত্য নাহি কার ভঙ্গ।
আস্ফালিয়া ছাড়ে বাণ সমর তরঙ্গ ॥১৫
চতুর্দ্দিকে বীরগণ পূরে সিংহনাদ।
অন্তরে থাকিয়া দেবে ভাবয়ে বিষাদ ॥১৬

সদণ্ড উহ্যমান বস্তুকে সাঙ্গি বলে। উহ্যমান বস্তুও বুঝায়, এখানে উহ্যমান বস্তু। "ভারে ভারে" বলিলেও একই অর্থ প্রকাশ পায়।

(১) কাঁটায়ে—কাঁটাদ্বারা।

মহিষ অসুর অথা থাকি দিব্য রথে।
মহাকোপ মনে বীর কাঁপে থর থরে ॥১৭
মার মার করি ডাকে দৈত্যের ঈশ্বর।
চতুর্দ্দিকে থাকি সেনাগণে ছাড়ে শর ॥১৮
নানা অস্ত্র ছাড়ে সভ দেবীর উপর।
অসুরের সেনা রণ করে ঘোরতর ॥১৯
প্রচণ্ড অসুরগণ করে কোলাহল।
তার মধ্যে কাত্যায়ণী হাসে খল খুল ॥২০
অন্তরে থাকিয়া দেবে কহে স্তুতি বাণী।
হরি পৃষ্ঠে থাকি কোপ করে নারায়ণী ॥২১
নিজ ধনু ধরি দেবী গুণ সম্মার্জ্জিল।
লুকিয়া গাণ্ডীব ধরি টঙ্কার পূরিল ॥২২
সোহি শব্দে চতুর্দ্দশ ভুবন কাঁপিল।
ঘোর শব্দে কথো দৈত্য পরাণ তেজিল ॥২৩
দিব্য শর যুড়ি দেবী পূরিল সন্ধান।
আকাশে উঠিল বাণ পক্ষী[১] হেন জ্ঞান ॥২৪
সেহি বাণে ঐরীবাণ কাটিয়া পাড়িল।
বহু অসুরের মাথে নির্ভরে বাঝিল ॥২৫
কোটি অসুরের মুণ্ড কাটে সেহি বাণে।
পুনরপি আইল বাণ অম্বিকার স্থানে ॥২৬
অভয়ার চরণে করি আত্ম সমর্পণ।
চণ্ডিকা বিজয় ভূনে কমল লোচন ॥২৭

১। পক্ষী হেন জ্ঞান—পক্ষীর ন্যায় দেখা গেল।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

অভয়া ভবানী তবে হাতে লইল বাণ।
অসুরের অস্ত্র কাটি করে খান খান ॥১
যতেক নিশ্বাস ছাড়ে দেবী মহেশ্বরী।
বহু শক্তি হয় তাথে নানারূপ ধরি ॥২
নানা প্রহরণ ধরে নানা বাগু বাজে।
হান হান শব্দ তথা করে দৈত্যরাজে ॥৩
মাতৃগণে নানা বাগু বাজায় বিশালে।
শিঙ্গা শঙ্খ বাজে আর এ বীর মাদলে ॥৪
ঢাক ঢোল বাজে আর দোম্বুর মুহরি।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে সানাই ঝাঝরি ॥৫
ঘণ্টা ঘর বাজে তার শুনি সুললিত।
কাংস করতাল বাজে শুনি বিপরীত ॥৬
নানা বাগু শব্দে হইল মহা উত্রোলি।
মহোৎসবে যুদ্ধ করে দেবী ভদ্রকালী ॥৭
স্বর্গে দেবগণে দেখে দেবী করে রণ।
মনে মনে চিন্তা করে যত দৈত্যগণ ॥৮
নানা বাগু নানা রঙ্গ করে দেবীগণ।
হাসেন ভবানী হাতে দিব্য শরাসন ॥৯
অসুরের বাণ কাটি করে খণ্ড খণ্ডে।
নির্ভয়ে বাঝয়ে বাণ দৈত্যগণ মুণ্ডে ॥১০
দেবীগণ মিলিয়া করয়ে ঘোর রণ।
অসুর উপরে করে বাণ বরিষণ ॥১১

নানা অস্ত্র লয়া যুঝে নানা অস্ত্র মারে।
শেল শূল গদা মারে অসুর উপরে ॥১২
ঘণ্টা শব্দে বিমোহিত হয়া কেহ মরে।
চক্রের প্রহারে কেহ গেল যম ঘরে ॥১৩
বান্ধেন ভবানী কথো দৈত্য পাশ বাণে।
খড়্গের প্রহারে কথো পাইল শমনে ॥১৪
কথো কথো দৈত্য মরে মুষলের ঘায়।
মুদ্গর প্রহারে কেহ পরাণ হারায় ॥১৫
নিজ চক্র এড়িলেন ভবানী আপনে।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদে সেনা পাইল শমনে ॥১৬
কার হস্ত পদ কাটে কার কাটে মুণ্ড।
প্রবন্ধে প্রবন্ধে কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড ॥১৭
কার নাক কাটি পাড়ে কার কাটে কাণ।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে কাটে দৈত্য বলবান ॥১৮
গজ ঘণ্টা শব্দে দৈত্য পড়ে রাসি রাসি।
কোটি কোটি রথ গজ খেটকে[১] বিনাশি ॥১৯
দেবীর বাহন সিংহ বিক্রমে দৈত্যারি।
মহাশব্দে পড়ে বীর অসুর উপরি ॥২০
প্রলয় কালেত যেন অগ্নি তেজোময়।
গজ রথ অশ্ব আর নাশে সৈন্যচয় ॥২১
মহাক্রোধে পড়ে বীর অসুর উপর।
লক্ষ লক্ষ মারে মহাযোদ্ধা বীরবর ॥২২
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে মারে মত্ত করিবর।
যাহার শুণ্ডেত বান্ধা লোহার মুদ্গর ॥২৩

১। খেটকে—মৃগয়ায় অনুধাবন করতঃ যুদ্ধে

রথ রথী মারে রণে যোদ্ধা সেনাপতি।
বিদ্যুত সঞ্চারে ফিরে নাশে পশুপতি ॥২৪
অসুরের সেনাপতি মহাহনু নাম।
সিংহের বিক্রমে তেঁহ হৈল ক্রোধবান ॥২৫
দন্ত ওষ্ঠ চাপি বীর গদা লইল করে।
সিংহনাদ ছাড়ি বীর পশিল সমরে ॥২৬
প্রদক্ষিণে প্রণমিয়া শ্রীনাথ চরণে।
চণ্ডিকাবিজয় ভূণে কমল লোচনে ॥২৭

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

পশুকে মারিব হেন কোন বস্তু জ্ঞান।
বিনাশ করিল সৈন্য মোর বিদ্যমান ॥১
এত চিন্তি মহাকোপ হইয়া সেহি বীর।
সিংহেক মারিল গদা প্রকাণ্ড শরীর ॥২
কাঁপায়া এড়িল গদা যেন অগ্নিকুণ্ড।
কেশরীর মাথে গদা হৈল খণ্ড খণ্ড ॥৩
গদা চূর্ণ হৈল কাঁপে মহাহনু বীর।
খড়গ হাতে ধরি ধায় বিপুল শরীর ॥৪
কেশরী দেখিল আইসে খড়গ হাতে করি।
লাফ দিয়া পড়ে তাহার কন্ধের[১] উপরি ॥৫
মুণ্ডেত মারিল তাহার বজ্র চাপর।
শিরে ঘাও[২] খায়া বীর করে ধড়ফড় ॥৬

১। কন্ধের—স্কন্ধের
২। ঘাও—ঘাত, আঘাত

ভূমেত পড়িয়া বীর যায় গড়াগড়ি।
ক্ষেণেক চৈতন্য পায়া উঠে গাও ঝাড়ি[১] ॥৭
মহাকোপে তোলে বীর লোহার মুদ্গর।
দন্তে ওষ্ঠে চাপি চলে করিতে সমর ॥৮
সিংহের মুণ্ডেত মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
বালি প্রমাণ হৈয়া রণ স্থলে পড়ি ॥৯
সেহি কোপে পড়ে সিংহ তাহার উপর।
মুণ্ডেত কামড় দিল সিংহ বীরবর ॥১০
দন্তের চাপনে তাখে কৈল চূর্ণমান[২]।
মহাহনু বীর পড়ে হয় অগেয়ান[৩] ॥১১
তবে মহামায়া দেবী ধনু হাতে লৈল।
চোখ চোখ বাণে দৈত্য কাটিতে লাগিল ॥১২
শক্তিগণে নিজ অস্ত্র লয়া রণ স্থলে।
কাটিতে লাগিল সভে অসুরের দলে ॥১৩
মহাবাদ্য মহাশব্দে রণ ঘোরতর।
কোটি কোটি পড়ে সেনা করিয়া সমর ॥১৪
দিব্য রথ রথী পড়ে মত্ত কুঞ্জর।
বাজি আরোহণে পড়ে যোদ্ধা বীরবর ॥১৫
হস্তপদ কাটি কারো বুকে বাঝে বাণ।
মুণ্ডে অস্ত্র পড়ি কেহ তেজিছে পরাণ ॥১৬
এহি মতে মহারণে পড়ে বীরগণ।
ছন্ন হইল অসুরের যোদ্ধা সেনাগণ ॥১৭

১। গাও ঝাড়ি—গাত্র উত্তোলন করিয়া।
২। চূর্ণমান—চূর্ণ বিচূর্ণ।
৩। অগেয়ান—অজ্ঞান।

অসুরের সেনা পড়ে লিখিতে না পারি।
সরোবর ছন্ন যেন কৈল মত্ত করী ॥১৮
সেনাগণ রণে পড়ে অসুরের বলী।
মারুতে নাশিল যেন সজীর্ণ কদলী ॥১৯
মহিষের কত সেনা পড়ে গাদী গাদী[১]।
মাংসের কর্দ্দম হইল রক্তে হইল নদী ॥২০
কবন্ধ হইল রণে কোটি কোটি জন।
খর্গ শক্তি লয়া তারা করে ঘোর রণ ॥২১
সেহি কবন্ধ যদি কোটি সেনা মারে।
এক কবন্ধ উঠি করয়ে সমরে ॥২২
কান্ধে শির নাহি মৃতা উঠি করে রণ।
অতি পরাক্রমা হাথে ধরে প্রহরণ ॥২৩
সপ্ত দণ্ড ভরি[২] সেহি মহারণ করে।
ইহার মধ্যেত শর না ভেদে শরীরে ॥২৪
হেন মতে কবন্ধ হইয়া করে রণ।
কোটি কোটি ধায় হাথে লয়া প্রহরণ ॥২৫
এমত কবন্ধ রণ করে দুর্গা সনে।
হেলায় কাটেন দেবী কবন্ধর বাণে ॥২৬
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
চণ্ডিকা বিজয় গান মধুর সংগীত ॥২৭

১। গাদীগাদী—পুঞ্জে পুঞ্জে।
২। ভরি—ধরি, ব্যাপিয়া

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

কবন্ধ সহিত রণ করেন শকতি।
অসুরের সেনাপতি করয়ে যুগতি ॥১
চিক্ষুরাক্ষ আদি করি যত সেনাপতি।
সভে মিলি এক স্থানে ভাবিছে যুগতি ॥২
এহি সেনাগণ লয়া জিনিলো সকল।
ত্রিভুবন জিনিলাঙ আর পুরন্দর ॥৩
হেন সেনা পড়ে আজি নারীর সমরে।
বিফল জীবন কেনে আছয়ে শরীরে ॥ ৪
কেনে ধনু ধরোঁ মোরা বীর ধরোঁ নাম।
ব্যর্থ শরীরে কেনে জেয়া[1] আছে প্রাণ ॥ ৫
কিমতে কহিব কথা রাজা বিদ্যমান।
কোন লাজে চাহিব তাহার মুখখান ॥ ৬
শুন সভ বীরগণ আমার বচন।
তোমার[2] সমরে ভঙ্গ যত দেবগণ ॥ ৭
নারীর সমরে দেখ পড়ে দৈত্যচয়।
আমার শরীরে এত দুঃখ নাহি সয় ॥ ৮
তোমরা করিয়া রণ মার দুষ্ট নারী।
অবলা নারীক ভয় কোন্ কার্য্যে করি ॥ ৯
সেনাপতির মুখে শুনি এতেক বচন।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে সেনা ধায় ততক্ষণ ॥ ১০

১। জেয়া—জিয়া, জীবিত।
২। তোমার—তোমাদের।

মহাযোদ্ধা বীর সভ সমরে পণ্ডিত।
যুঝিবার তরে চলে হইয়া ক্রোধিত ॥ ১১
যোদ্ধাবীরগণ সভ যুদ্ধে সাজ[১] হৈল।
দৈত্যদলে নানাবাদ্য বাজিতে লাগিল ॥ ১২
দিব্যরথে আরোহণ দিব্য ধনু হাথে।
চতুর্দ্দিকে ভবানীকে বেড়িলেক দৈত্যে ॥ ১৩
এতকালে কম্নে সভে বাণ বরিষণ।
মার মার করি ডাকে সভ সেনাগণ ॥ ১৪
চতুর্দ্দিকে হৈতে বাণ পড়ে সাঙ্গি সাঙ্গি।
কেহ শেল শূল মারে হীরাবান্ধা টাঙ্গি ॥ ১৫
কেহ শক্তি ফেলি মারে পাশ বজ্র বাণ।
নানা অস্ত্র এড়ে বীর খর খরসান ॥ ১৬
চোখ চোখ বাণ মারে মুষল মুদ্গর।
অগ্নিঅস্ত্র এড়ে কেহ বাণ কুঞ্জর ॥ ১৭
দিব্যশেল মারে কেহ বাণ ফণধর।
ঘন ঘন জিহ্বা নাড়ে তেজিছে গরল ॥ ১৮
ত্রিফলিয়া বাণ মারে কেহবা তিমির।
কাতি খাপর মারে কোন কোন বীর ॥ ১৯
নারাছি তিলক মারে মহাকোপমনে।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে বাণ এড়ে কোনজনে ॥ ২০
বন্দুক গোরাপ মারে মহাক্রোধ করি।
কোটি কোটি বাণ মারে মহাধনু ধরি ॥ ২১
গদা টাঙ্গি মারে কেহ ত্রিফলিয়া বাণ।
কোন কোন বীর মারে চোখ খরসান ॥ ২২

১। সাজ—সজ্জ, সজ্জিত।

চতুর্দ্দিকে শুনি যে বাণের ঠনঠনি।
স্বর্গে থাকি দেখি দেবের উড়িল পরাণি ॥ ২৩
মহাঘোর বাণ ছাড়ে যত দৈত্যগণ।
মহামায়া মধ্যে করি হাসে মাতৃগণ ॥ ২৪
জগতজননী তবে কোন কর্ম্ম কৈল।
নিজ ধনু ধরি তার গুণ সম্মার্জ্জিল ॥ ২৫
গাণ্ডীব ধরিয়া দুর্গা পূরিল টঙ্কার।
ঘোরনাদে দৈত্যগণ দেখে অন্ধকার ॥ ২৬
দিব্য অস্ত্র সন্ধান করিল মহামায়া।
ছাড়ি দিতে সেহি বাণ চলে অগ্নি হয়া ॥ ২৭
যতেক দৈত্যের বাণ কাটিল সত্বরে।
নির্ভরে বাঝিল[১] বাণ অসুর উপরে ॥ ২৮
কোটি পরণাম করি শ্রীনাথচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥ ২৯

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

অম্বিকা উপরে দৈত্য যত মারে বাণ।
দিব্য অস্ত্র ছাড়ি দেবী কৈল খানখান ॥ ১
দিব্য অস্ত্র এড়ে দেবী না করে অপেক্ষা।
দৈত্যের রথের কাটে ধ্বজ পতাকা ॥ ২
রথ কাটি পাড়ে কার কাটে রথের চাকা।
ধনুর্ব্বাণ কাটা গেল লাগিল ভেলকা[২] ॥ ৩

১। বাঝিল—বাধিল।
২। ভেলকা—ভেলকী, ধাঁধাঁ।

ধনুর্ব্বাণ সহে কার হস্ত কাটি পাড়ে।
বাণে মুণ্ড যায় কার রথে কন্ধ[১] পড়ে॥ ৪
একহস্ত একপদ কাটে কার শির।
দশভাগ করি কাটে কোন কোন বীর॥ ৫
কাহার নাসিকা কাটে কার কাটে কাণ।
ধড়ফড় করে কেঁহ বুকে ঠেকে বাণ॥ ৬
কার কন্ধ কাটে দুর্গা কার কাটে শির।
গজকুম্ভ হইতে ভূমে পড়ে কোন বীর॥ ৭
ঘণ্টা শব্দে যমঘর গেল কোন বীর।
মহাপাশে বন্দি পড়ে কোন কোন বীর॥ ৮
এহি মতে নাশে দেবী অসুরের বীর।
কবন্ধ করয়ে রণ কন্ধে নাহি শির॥ ৯
ভবানীর বাণ যত ব্যর্থ নাহি যায়।
একবাণে কাটি পাড়ে দৈত্য-বলচয়॥ ১০
রণস্থলে মিলিয়া হইল অস্ত্রগড়।
উঝটার ঘায়[২] মরে অসুর বিস্তর॥ ১১
নানাবাণ এড়ে দেবী রণের ভিতর।
যোদ্ধা বীরগণ সভ গেল যমঘর॥ ১২
হস্তীঘোড়া কাটি কৈল বালির প্রমাণ।
সমরে অসুরসৈন্য হৈল খানখান॥ ১৩
যেহি খানে রণ করে দেবী কাত্যায়নী।
রক্তে নদী হইল সাগর হেন জানি॥ ১৪

১। কন্ধ—কবন্ধদেহ।
২। উঝটা—উষ্টা, অসমান জমিতে পা ঠেকিয়া আছাড়।
ঘায়—অঘাতে।

রুধিরের নদীতে সাঁতারে ঘোড়া হাতি।
রথ রথী ভাসি যায় যোদ্ধা সেনাপতি ॥ ১৫
যদি জিতা[1] ছিল কেহ মৃতা করি শিরে।
সেহি দৈত্য ডুবি মৈল শোণিত-সাগরে ॥ ১৬
রক্তের নদীতে হৈল তরঙ্গ অপার।
গঙ্গা জলনিধি যেন হৈল একাকার ॥ ১৭
মহিষের সেনাগণ পড়িল সকল।
রুধিরসাগরে ভাসে রথ গজ বল ॥ ১৮
পতাকা সারথি আর যতেক পদাতি।
বাদ্যভাণ্ড ভাসে সভ যোদ্ধা সেনাপতি ॥ ১৯
একজন কতখণ্ড হয়া ভাসি যায়।
খলখল হাসে মা তরঙ্গ দেখি তায় ॥ ২০
হেন মতে মহিষের কটক মারিয়া।
আনন্দে বসিলা দেবী মাতৃগণ লয়া ॥ ২১
আপনে বসিয়া দুর্গা চিন্তিতে লাগিলা।
হেনকালে মাতৃগণ পীযূষ আনিলা ॥ ২২
দেবী বলে শুনহ তোমরা মাতৃগণ।
উদর ভরিয়া সুধা করাহ ভোজন ॥ ২৩
মাতৃগণে পাত্র পূরি দিল বারে বারে।
দেখি দেবগণ হৈল আনন্দ অন্তরে ॥ ২৪
স্তুতি করে দেবগণে বিবিধ বিধানে।
ত্রিভুবন রক্ষা কৈলে মারি দৈত্যগণে ॥ ২৫
তুমি সৃষ্টি স্থিতি মাতা প্রলয়কারিণী।
আদ্যা সনাতনী তুমি দেবী নারায়ণী ॥ ২৬

১। জিতা—জীতা, জীবিত।

পুষ্পবৃষ্টি করে দেবে ভবানী উপরে।
আনন্দিত হয়া[১] স্তুতি করে বারে বারে ॥ ২৭
সপ্তশত শ্লোক আছে মার্কণ্ডপুরাণে।
পদবন্ধ কৈল তাহা বুঝিতে কারণে ॥ ২৮
মহিষ অসুর সৈন্য ছিল বলবান।
ভবানী করিল তাহা রণে নিপাতন ॥ ২৯
প্রদক্ষিণে প্রণমিনু শ্রীনাথচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥ ৩০

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

কটক বিনাশ দেখি সেনাপতিগণ।
মহাকোপ হয়া চলে যুদ্ধের কারণ ॥ ১
মহিষের সেনাপতি চিক্ষুরাক্ষ নাম।
চলিল সংগ্রামে বীর হাথে ধনুর্ব্বাণ ॥ ২
দিব্য রথে চড়ি ধরে দিব্য শরাসন।
ভবানী উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ ৩
সঘনে বরিষে বাণ শুনি ছট্‌ছটি।
বৃক্ষের উপরে যেন পড়ে ঘনবৃষ্টি ॥ ৪
এহিরূপ বাণবৃষ্টি করিল আসিয়া।
অভয়া উঠিল হাসি দিব্য ধনু লয়া ॥ ৫
শরাসনে পূর্ণিত করিয়া দেবী বাণ।
অসুরের অস্ত্র কাটি করে খানখান ॥ ৬

১। হয়া—হইয়া।

একবাণ তিনখান রণস্থলে পড়ি।
দিব্য অস্ত্র পুন দুর্গা ধনুকেত যুড়ি ॥ ৭
ধ্বজ ছত্র পতাকা কাটিলা সেহিবাণে।
রথকাটি নিল দেবী সারথির জীবনে ॥ ৮
মকুট[১] কাটিয়া দুর্গা কাটে তার ধনু।
কবচ বিন্ধিয়া বিন্ধে চিক্ষুরাক্ষের তনু ॥ ৯
লীলায়ে ছাড়য় বাণ রত্রিং[২] হয়া পড়ে।
কোটি কোটি বাণ পড়ে অসুর উপরে ॥ ১০
রথ ধ্বজ ধনুর্ব্বাণ পড়িল সারথি।
চিক্ষুরাক্ষ বীর হৈল সমরে বিরথী ॥ ১১
চিক্ষুরাক্ষ বীর কোপে অগ্নি হেন জ্বলে।
জর্জ্জর হয়াছে বাণে তার কলেবরে ॥ ১২
খড়গ চর্ম্ম লয়া ধায় চিক্ষুরাক্ষ বীর।
মহা শব্দে পড়ে রণে প্রকাণ্ড শরীর ॥ ১৩
তীক্ষ্ণ ধার খড়্গ মারে সিংহের উপরে।
কোপে খড়গ মারিল দেবীর সব্য করে[৩] ॥ ১৪
প্রহারিল প্রাণ শক্তি অসুর প্রচণ্ড ॥
খড়গ ভাঙ্গি পড়ে রণে হয়া খণ্ড খণ্ড ॥ ১৫
খড়গ ব্যর্থ হইল যদি দেখিল অসুরে।
মহা কোপে জ্বলে বীর অগ্নি সম সরে ॥ ১৬
প্রলয় কালেত যেন অগ্নি প্রজ্বলিত।
চিক্ষুরাক্ষ বীর হৈল তেমত কুপিত ॥ ১৭

১। মকুট—মুকুট।
২। রত্রি=অত্রি; পর্ব্বত তুল্য গুরু, এতদ্দেশীয় উচ্চারণ
৩। সব্যকরে=পুথিতে "শব্দ করে" এই রূপ লেখা। ইহাতে অর্থ হয় না। "সব্য করে" পাঠ অর্থ সঙ্গত।

দন্তে ওষ্ঠ চাপে বীর রাঙ্গা দুই আখি।
কোপে কম্পমান ঘন দেবী পানে দেখি॥ ১৮
চিক্ষুরাক্ষ সেনাপতি কোন কর্ম্ম কৈল।
মহাশূল হাতে করি সমরে ধাইল॥ ১৯
ঝাকিলেক[1] শূল গাছ অতি কোপমনে।
কাঁপায়া এড়িল শূল পূরিয়া সন্ধানে॥ ২০
অসুরের শূল আইসে আকাশের পথে।
শূল দেখি নিজ শূল দেবী কৈল হাথে॥ ২১
শূল পানে হাতে করি সন্ধান পূরিল।
পড়্ পড়্[2] করি দুর্গা শূল ছাড়ি দিল॥ ২২
অসুরের শূল রণে শত খণ্ড করে।
চিক্ষুরাক্ষ বুকে শূল বাঝিল নির্ভরে॥ ২৩
বুকেত পড়িয়া বাণ পৃষ্ঠে হইল পার।
চিক্ষুরাক্ষ বীর পড়ে দেখি অন্ধকার॥ ২৪
নাকে মুখে কাণে রক্ত পড়ে পঞ্চধারে।
চিক্ষুরাক্ষ বীর মৈল দুর্গার সমরে॥ ২৫
এমত দুর্গার করি চরণ বন্দন।
চণ্ডিকা-বিজয় ভণে কমললোচন॥ ২৬

১। ঝাকিলেক=কম্পিত করিল, বিধুনিত করিল।
২। পড়্ পড়্=শব্দানুকৃতি শব্দ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

চিক্ষুরাক্ষ পড়িল যদি তিন লোক বৈরী।
চামর ধাইল তবে সিংহনাদ ছাড়ি॥ ১
দিব্য রথে আরোহণ চলিল ত্বরায়।
মহা কোপ হয়া বীর সমরে সামায়[১]॥ ২
সন্ধান পূরিয়া বীর শক্তি ফেলি মারে।
সেই শক্তি ভস্ম মাতা কৈল হুহুঙ্কারে॥ ৩
চামর দেখিল যদি শক্তি ক্ষয় হৈল।
কোপবান্ হয়া শূল লইয়া ধাইল॥ ৪
ঝাকিলেক শেল পাট পড়ে অগ্নি কণা।
মন্ত্রে তন্ত্রে এড়ে শূল করি বীরপণা॥ ৫
বিচিত্র কার্ম্মুক মাতা লয়া সব্য করে।
দশ হাতে শূল দুর্গা কাটে দিব্য শরে॥ ৬
রণস্থলে সিংহ উঠে চণ্ড নাদ করি।
আকাশে উঠিয়া পড়ে হস্তীর উপরি॥ ৭
সেনাপতি সহে ছিল যত করিবর।
কুম্ভ বিদরিয়া মারে সমর ভিতর॥৮
হেন মতে অসুরের হস্তিগণ মারি।
মহাশব্দে পড়ে হরি অসুর উপরি॥ ৯
চামর উপরে সিংহ পড়িল ত্বরায়।
সচকিত হয়া দৈত্য চারিদিগে চায়॥ ১০
দেখিতে না পায় হরি মাথার উপর।
কপালে মারিল সিংহ বজ্র চাপর॥ ১১

১। সামায়=সন্ধায়, প্রবেশ করে।

চামর দেখিল রণে ঘোর অন্ধকার।
পুনরপি মারে মুণ্ডে করের প্রহার ॥ ১২
চামর অসুর রণে চক্রাবত[1] ফিরে।
ধড়্ ফড়্ করি বীর গেল যম ঘরে ॥ ১৩
চামর পড়িল যদি সংগ্রাম ভিতর।
উদগ্র ধাইল তবে করিতে সমর ॥ ১৪
প্রগাণ্ড[2] দেখিয়া বৃক্ষ ধরি দিল টান।
ডাল মূল মুচড়িয়া[3] লইল মধ্য খান ॥ ১৫
ছোট নহে বৃক্ষ তিন যোজন প্রমাণ।
পাথর লইল করে বড় বলবান ॥ ১৬
গাছ পাথর লইয়া দৈত্য ধাইল সত্বর।
ভবানী উপর মারে গাছ পাথর ॥ ১৭
গদার প্রহারে দেবী তাহা কৈল গুড়া।
কোপে উপাড়িল দৈত্য পর্ব্বতের চূড়া ॥ ১৮
হাতেত লইয়া গিরি উঠে উচ্চ পথে।
তাহা দেখি মহামায়া গদা নিল হাতে ॥ ১৯
কাঁপায়া এড়িল গদা বোলে পড়্ পড়্।
গিরি সহে পড়ে দৈত্য সংগ্রাম ভিতর ॥ ২০
উদগ্র পড়িল যদি গদার প্রহারে।
ধড়্ ফড়্ করি বীর গেল যম ঘরে ॥ ২১
সমরে পড়িল যদি তিন সেনাপতি।
তাম্র সেনাপতি ধায় যুদ্ধ করি মতি ॥ ২২

১। চক্রাবত—চক্রাবর্ত্ত; চক্রের ন্যায় ঘূর্ণনে।
২। প্রগাণ্ড—প্রকাণ্ড।
৩। মুচড়িয়া—মোচড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া।

ভিন্দিপাল[1] অস্ত্র হাতে লইয়া ধাইল।
পার্ব্বতী উপরে বাণ কোপে ছাড়ি দিল ॥ ২৩
দিব্য ধনু ধরে দুর্গা দিব্য ধরে শর।
কাটিয়া ফেলিলা ভিন্দিপাল দিগন্তর ॥ ২৪
সেহি বাণ ফিরি আসি তাম্রক বাঝিল।
অন্তরীক্ষে গেল মুণ্ড রথে কন্ধ পৈল ॥ ২৫
তাম্র সেনাপতি যদি পড়িল সমরে।
উগ্রমুখ উগ্রবীর্য্য ধাইল সত্বরে ॥ ২৬
ভবানী চরণে মজুক মোর চিত।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত মধুর সঙ্গীত ॥ ২৭

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

কিবা জপরে পামর মন কি জপরে মন।
রাম পরম ধন—জপ সর্ব্বক্ষণ ॥ ধ্রু ॥
উগ্রমুখ উগ্রবীর্য্য দুই সেনাপতি।
গদা হাতে ধায় দোঁহে হইয়া পদাতি ॥ ১
দুর্গার নিকটে গেল সেই দুই জন।
এড়িল দুইটা গদা কোপ করি মন ॥ ২
জগত জননী মাতা কোন্[2] কর্ম্ম করিল।
সন্ধান করিয়া দেবী ত্রিশূল ছাড়িল ॥ ৩
দুই গোটা গদা তার হৈল খান খান।
দুই অসুরের বুকে বাঝে সেহি বাণ ॥ ৪

১। ভিন্দিপাল—ভিন্দিপাল।
২। কোন্—কি, প্রশ্ন বুঝাইতেছে

উগ্রমুখ উগ্রবীর্য্য দুই বীরবর।
ত্রিশূলের ঘায়ে দোহে গেল যম ঘর। ৫
তবে দৈত্য সেনাপতি বিড়ালাক্ষ নাম।
দেখে দৈত্যসেনা মৈল করিয়া সংগ্রাম ॥ ৬
এহি সেনাপতিগণ দেব পরাজিল।
নারীর সমরে সভ প্রাণ হারাইল ॥ ৭
আমি কোন জিনিতে পারিব দুষ্ট নারী।
আমাকে মারুক কিবা আমি তাক মারি ॥ ৮
এত বুলি গাণ্ডীব লইয়া দৈত্য করে।
দিব্য রথে চড়ি বীর চলিল সমরে ॥ ৯
ডাকিয়া কহিল বীর অভয়ার তরে।
সেনাপতি সেনাগণেক নাশিলে সমরে ॥ ১০
এতক্ষণ ছিল আমি কৌতুক দেখিয়া।
তোহোঁকে মারিতে এবে আইলু ধাইয়া ॥ ১১
কথো দিন জীবে যদি সংসার ভিতরে।
পলাইয়া যাহ তুমি অরণ্য ভিতরে। ১২
আজি মোর হাতে তোর নাহিক নিস্তার।
এত বুলি শরাসন লইল যুঝিবার ॥ ১৩
ধনুতে টঙ্কার দিয়া কৈল সিংহনাদ।
অসুরের দর্পে দেবে গণিল প্রমাদ ॥ ১৪
দিব্য রথে চড়ি ধরে বিচিত্র কার্ম্মুক।
অসুরের বিক্রমে দেবের নাহি সুখ ॥ ১৫
নানা অস্ত্র এড়ে বীর ভবানী উপরে।
ঘোর অন্ধকার কৈল সমর ভিতরে ॥ ১৬
নানা অস্ত্র এড়ে দৈত্য নাহি দিগপাশে।
কোটি কোটি বাণ পড়ে চক্ষের নিমিষে ॥ ১৭

এমত দেখিয়া হাসে জগতের মাতা।
নিজ ধনু হাতে নৈল বিধির বিধাতা॥ ১৮
ধনুতে টঙ্কার দিয়া পূরিল সন্ধান।
অসুরের অস্ত্র কাটে ছাড়ি এক বাণ॥ ১৯
সেহি অস্ত্রে কাটে দুর্গা বিড়ালাক্ষ বীর।
রণস্থলে পড়িল অসুর মহাবীর॥ ২০
দুর্দ্ধক দুর্ম্মখ দুই দৈত্যসেনাপতি।
মহাকোপে ধাইল সংগ্রাম করি মতি॥ ২১
সমরে আইসে দৈত্য অতি কোপ হয়া।
দুর্গাকে ধরিতে যায় বাহু পসারিয়া॥ ২২
অভয়া আছিলা তেন[১] হাতে শরাসনে।
পাশ অস্ত্র এড়ে দৈত্য বান্ধিতে কারণে॥ ২৩
জেন ধায়া আইল অসুর বলবান।
তেন দুর্গা বান্ধিয়া ফেলিল রণস্থান। ২৪
একে একে যুঝি মৈল যত সেনাগণ।
সর্ব্ব সেনাপতি গেল যমের সদন॥ ২৫
এমত দেখিয়া রণে দেখিয়া অসুরে।
মনে মনে চিন্তা করে কি হবে প্রকারে॥ ২৬
এহি দৈত্যগণে মোর প্রচণ্ড যুঝারে।
সর্ব্বসৈন্য পড়ে আজি নারীর সমরে॥ ২৭
দেবগুরু ভক্ত যদুনাথ তার নাম।
কমললোচন তার সুতের আখ্যান॥ ২৮

১। তেন—তখন। জেন—তেন; এদেশী অর্থাৎ কামতা-বিহারী কথা। কালক্ষণ বা ক্রিয়াপ্রকার অথবা একত্র উভয় অর্থই প্রকাশ করে। যেমন—তেমন।

প্রদক্ষিণে প্রণমিয়া শ্রীনাথচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুনে কমললোচনে॥ ২৯

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

রক্ষবীর অরে প্রাণ রাম রাম অরে।
সর্ব্ব তোমারে বিহনে মরিব মরিব রাম হে॥ ধ্রু
সৈন্য সেনাপতিগণ পড়িল সমরে।
দিব্যরথে থাকি দেখে মহিষ অসুরে॥ ১
এহি দৈত্যগণ মোর প্রচণ্ড যুঝারে।
সর্ব্ব সেনা মৈল আমার নারীর সমরে॥ ২
এহি সৈন্যে জিনিলেক এ তিন ভুবন।
নারীর সমরে সভে ত্যজিল জীবন॥ ৩
যে গেল সে গেল তাহা জিয়াইতে নারিব।
সমর করিয়া দুষ্ট নারীকে মারিব॥ ৪
অবলা মারিব হেন কোন বস্তুজ্ঞান।
মোর রণে ভঙ্গ আদি সহস্র নয়ান[১]॥ ৫
বজ্রের অধিক মোর দৃঢ় কলেবর।
বিশেষ শঙ্কর মোখে দিয়াছেন বর॥ ৬
কাহার শকতি মোখে কি করিতে পারে।
মারিব নারীকে আজি করিয়া সমরে॥ ৭
এতেক চিন্তিয়া বীর রথদিগে ধাইল।
মহাকোপ হয়া দৈত্য সমরে ধাইল॥ ৮

১। আদি সহস্র নয়ান—সহস্রনয়নাদি।

শীঘ্র রথ খেদাইয়া আইল নীয়ড়[১]।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে দন্ত কড়মড় ॥ ৯
ডাক দিয়া বলে দৈত্য শুনহে রমণী।
মোর বিদ্যমানে তোর এতেক পরাণি ॥ ১০
দৈত্যগণ আমার প্রকাণ্ড যুঝার।
সমরে সে সব তুমি করিলে সংহার ॥ ১১
মোর পরাক্রম কিবা জানিবেক নারী।
পালাইয়া প্রাণ রাখ শুনহে সুন্দরী ॥ ১২
নহেবা আমার সমরে হারাইবে প্রাণ।
এত বলি ধরে বীর দিব্য ধনুর্বাণ ॥ ১৩
ধনুর্গুণ ধরি বীর টঙ্কার পূরিল।
জলনিধি গিরি আর পর্ব্বত কাঁপিল ॥ ১৪
সমরে পশিল বীর হয়্যা ক্রোধবান্।
আকর্ণ পূরিয়া মারে দিব্য দিব্য বাণ ॥ ১৫
মহাকোপে যুদ্ধ করে অসুরের রাজ।
ঘোর শব্দে বাণ ছাড়ে যেন পড়ে বাজ ॥ ১৬
নানা অস্ত্রে ছাড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
অজয় অস্ত্র এড়ে দৈত্য বাণ কৃপাণ ॥ ১৭
নাগবাণ গজবাণ পর্ব্বত এড়িল।
সিংহ খুড়বাণ এড়ি তিমির ছাড়িল ॥ ১৮
অক্ষয় অস্ত্র অগ্নি অস্ত্র মহিষে ছাড়িল।
বজ্রমুষ্টি শব্দভেদী বাণ ছাড়ি দিল ॥ ১৯
পট্টিস কুঠার মারে খড়্গ খরসান।
শক্তি পাশ বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান ॥ ২০

১। নিয়ড়—নিকট।

নারাচ তিলক সে যেলক ভয়ঙ্কর।
আকর্ণ পূরিয়া ছাড়ে দিব্য দিব্য শর ॥ ২১
শেল শূল গদা টাঙ্গি মুষল মুদ্গর।
বৈরিসংহার মায়ে শেল ভয়ঙ্কর ॥ ২২
প্রলয় অস্ত্র রুদ্র অস্ত্র বিষ্ণু অস্ত্র আর।
জাঠি ঝকড়া ছাড়ে দুর্গা মারিবার ॥ ২৩
ভিন্দি পরশু মারে পাশ বজ্র আর।
পট্টিস কুঠার মারে সংগ্রাম ভিতর ॥ ২৪
দানব গন্ধর্ব্ব এড়ে হীরা বান্ধা টাঙ্গি।
হেলায় নির্ম্মুক[১] করে যার অঙ্গে লাগি ॥ ২৫
আকর্ণ পূরিয়া এড়ে বাণ সাঙ্গি সাঙ্গি[২]।
শরজাল অস্ত্র এড়ে বাণ ভৈরটাঙ্গি ॥ ২৬
নানা অস্ত্র এড়ে দৈত্য দেবীর উপর।
মহাশেল মারে যাথে ভাঙ্গে পুরন্দর ॥ ২৭
চোখ চোখ বাণ মারে পূরিয়া সন্ধান।
মধ্যে মহামায়া হাসে কেশরী বাহন ॥ ২৮
ত্রিগুণ জননী নিজ ধনু হাতে করি।
টঙ্কার পূরিল তাথে দেবী মহেশ্বরী ॥ ২৯
আকর্ণ পূরিয়া দেবী বাণ ছাড়িলা।
মহিষের বাণ কাটি অন্তরে ফেলিলা ॥ ৩০

১। নির্ম্মুক—নির্মুক্ত, খণ্ডিত।

২। সাঙ্গি সাঙ্গি—যে বস্তু বহন করিতে হইবে, তাহা দড়িতে বান্ধিয়া একটা দণ্ডের মধ্যভাগে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এই দণ্ডের দুই দুই মাথায় দুই জন লোক ঘাড়ে করিয়া বহন করিয়া লইয়া যায়। এইরূপ উহ্যমান বস্তুকে সাঙ্গি বলে। ভারে ভারে।

তবে দৈত্যরাজ বীর কোন কর্ম্ম কৈল।
তেজিয়া মহিষরূপ সিংহরূপ হৈল ॥ ৩১
কোটী পরণাম করি ভবানীচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥ ৩২

চত্বারিংশ অধ্যায়।

শরণ দে হে রাম শরণ দে।
তুমি না তরাইলে ভবে তরাইবে কে ॥ ধ্রু
মহিষে দেখিল দেবী বাণ ব্যর্থ কৈল।
সমরে কুপিত মত্ত সিংহরূপ হৈল ॥ ১
মহাপরাক্রম করি ফিরে রণস্থানে।
সেহি সিংহ কাটে দেবী ছাড়ি দিব্য বাণে ॥ ২
তবে সিংহরূপ ত্যজি সেহি বলবানে।
অসুর মুরতি পুন হৈল রণস্থানে ॥ ৩
দক্ষিণ হস্তেত খড়গ তাক্ষ্ণ খরশান।
বামকরে নিল চর্ম্ম প্রহর প্রমাণ[১]। ৪
শতেক যোজন দৈত্য দীর্ঘ কলেবর।
দশযোজন বীর আড়ে পরিসর ॥ ৫
ঘোরনাদ করি বীর ধাইল সমর।
পৃথিবী কাঁপায়া চলে দুর্গা মারিবার ॥ ৬
বিচিত্র কার্ম্মুকে মাতা যুড়ি দিব্যশরে।
খড়গচর্ম্ম সহিতে কাটিলা দৈত্যবরে ॥ ৭

১। প্রহর প্রমাণ—প্রহর বেলার পথের পরিমাণ।

সেহিরূপ ত্যজি বীর মত্তগজ হৈল।
শুণ্ডে জড়ি[1] সিংহ লয়া আকাশে চড়িল ॥ ৮
খলজন প্রতি দুর্গা কোন কর্ম্ম করে।
তীক্ষ্ণ কৃপাণে শুণ্ড কাটিয়া পাড়িলে ॥ ৯
গজমূর্ত্তি ততক্ষণে ত্যজে বলবান্।
মহিষ হইল দেখি কাঁপয়ে পরাণ ॥ ১০
প্রকাণ্ড শরীর তার ঘোর রূপ ধরে।
দুইগোটা শৃঙ্গ তার দেখি ভয় করে ॥ ১১
দীর্ঘ মহিষ হইল শতেক যোজন।
প্রহর প্রমাণ শৃঙ্গ রচিত কাঞ্চন ॥ ১২
বিচিত্র শরীর তার দেখি বিপরীত।
অতি ঝলমল দেখি কপালেত চিত[2] ॥ ১৩
চারি পায় শোভিত হীরার চারি খুর।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিছে বীরের রত্ন প্রচুর ॥ ১৪
স্বর্ণময় ঘণ্টা গলে ঘোরনাদ করে।
খিদ্র[3] ঘণ্টা কত সারি দেখিতে সুন্দরে ॥ ১৫
ঘাঘর চৌরাশি বহু সুবর্ণ রচিত।
আস্ফালিয়া ফিরে দৈত্য দেখি বিপরীত ॥ ১৬
রণে ঘোরনাদ করি মহিষ অসুরে।
শৃঙ্গ উঝালিয়া[4] গিরি ফেলি ফেলি মারে ॥ ১৭
এমত দেখিয়া দুর্গা অভয়া ভবানী।
বিচিত্র গাণ্ডীব করে লইল আপনি ॥ ১৮
হেলায় পার্ব্বতী দেবী এড়ে দিব্যশর।
পর্ব্বত ঠেলিয়া দুর্গা ফেলে দিগান্তর ॥ ১৯

১। জড়ি—জড়াইয়া। ২। চিত—চিত্র।
৩। খিদ্র—ক্ষুদ্র। ৪। উঝালিয়া—

মহিষের দুই চক্ষু অরুণ সমানে।
ঘন ঘন চাহে কোপে অম্বিকার পানে ॥ ২০
মহাদর্প করি ফিরে আস্ফালিয়া রণে।
অতিঘোর শব্দ করি করিছে গর্জ্জনে ॥ ২১
এমত দেখিয়া মাতা ভীমা ভগবতী।
বলিতে লাগিলা মাতা শুন মূঢ়মতি ॥ ২২
কি কারণে গর্জ্জন করিস ঘনঘন।
ক্ষেণেকে করিব নাশ তোর গর্জ্জন ॥ ২৩
তুই মূঢ়মতি দৈত্য জ্ঞানহীন জন।
ঘন ঘন কি কারণে করিস গর্জ্জন ॥ ২৪
তাবত গর্জ্জিয়া মূঢ় ফির রণমাঝ।
যাবত করিএ আমি মধুপান কাজ ॥ ২৫
এতবলি আনন্দে বসিল মহামায়া।
ডাকিনী যোগিনী আইল পীযূষ লইয়া ॥ ২৬
আনন্দে পূরিয়া পাত্র যত দেবীগণ।
অম্বিকার করে তারা দেন ঘনেঘন ॥ ২৭
মধুপানে মত্ত হইলা ত্রিজগত মাতা।
ভকতবৎসলা দেবী বিধির বিধাতা ॥ ২৮
তীক্ষ্ণ খড়গ হাতে লয়া উঠিলা অভয়া।
খলজনে কাল মাতা ভক্তজনে দয়া ॥ ২৯
মহিষ উপরে দেবী খড়গকোপ দিল।
মহিষ কন্ধের[১] পথে বিরণি[২] করিল ॥ ৩০
অর্দ্ধেক শরীর তার বাহির হইল।
পদাম্বুজে চাপি দুর্গা মহিষ ধরিল ॥ ৩১

১। কন্ধ—স্কন্ধ। ২। বিরণি—বিরাণি, বাইরাণি, বাহিরাণি, বাহিরাণ, বাহিরয়ন অর্থাৎ বহির্গমন।

খড়গচর্ম্ম হাতে করি দৈত্যরাজ কোপি।
দেবীকে মারিতে যায় দন্তে ওষ্ঠ চাপি ॥ ৩২
হরির পৃষ্ঠেতে দিয়া দক্ষিণ চরণ।
বামাঙ্গুলে মহিষ উপরে আরোহণ ॥ ৩৩
সব্য করে কেশ তার আকর্ষণ করি।
অসুর হৃদয়ে শূল মারে কোপ করি ॥ ৩৪
নাগহার ছিল দেবীর হৃদয় উপর।
পৃষ্ঠ দিয়া দৈত্যের বান্ধিল দুই কর ॥ ৩৫
কেশরী বাহন তবে কোন কর্ম্ম কৈল।
দক্ষিণ বাহাতে তার দশন ধরিল ॥ ৩৬
হেন মতে নানাক্লেশ অসুরে করিলা।
দৈত্যের উপরে দুর্গা কতক্ষণ ছিলা ॥ ৩৭
মহিষ পড়িল যদি ভবানী চরণে।
হাহাকার করে তার শেষ সৈন্যগণে ॥ ৩৮
কোপযুক্ত হয়া যায় বুঝিবার তরে।
হাতে অস্ত্র করি যায় রণ করিবারে ॥ ৩৯
দেবীগণ সহে রণ সেনাগণ কৈল।
মাতৃগণ মিলি তাহা সভাকে মারিল ॥ ৪০
হেনমতে মহিষ অসুর বধ করি।
আনন্দে বসিলা তবে দেবী মহেশ্বরী ॥ ৪১
খলখল করে মাতা করে মধুপান।
ডাকিনী যোগিনীগণ ধরিছে জোগান[১] ॥ ৪২
দেবগণ বলে দুর্গা রক্ষা কৈলা সৃষ্টি।
ব্রহ্মা আদি দেব তথা করে পুষ্পবৃষ্টি ॥ ৪৩

১। জোগান ধরিছে—জোগাইয়া দিতেছে।

আনন্দে দেবতাগণ স্তবন করিল।
মহিষমর্দ্দিনী নাম সেই হইতে হইল॥ ৪৪
সাবর্ণিক মন্বন্তরে মার্কণ্ড পুরাণে।
মহিষ হইল বধ অম্বিকার রণে॥ ৪৫
শিব আরাধিয়া দৈত্য সদগতি পাইল।
অভয়ার পদতলে শেষে স্থান পাইল॥ ৪৬
শুদ্ধ সদাচার দ্বিজ যদুনাথ নাম।
কমললোচন তার সুতের আখ্যান॥ ৪৭
শতত প্রণতি অতি শ্রীনাথচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল রচনে॥ ৪৮

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

মুনি বলে শুন রাজা, কহি পুণ্যকাজ,
যাথে মহাপাতক নাশনে।
পরে হইল যেন মত, কহিব সকল তত্ত্ব,
শুন দোঁহে হয়া সাবধানে॥ ১
অভয়া ভুবনেশ্বরী, সুররিপু দৈত্য মারি,
হরিষ করিলা দেবগণ।
মহিষ পড়িল রণে আনন্দিত ত্রিভুবনে,
স্তব করে দেবমুনিগণ॥ ২
মহিষ আইল রঙ্গে, সৈন্যসেনাপতি সঙ্গে,
অম্বিকার হাস্যনাদ শুনি।
হাথে নানা প্রহরণ, ধাইল অসুরগণ,
কম্পমান হইল দেবমণি॥ ৩

মহাযোদ্ধা সেনাপতি, হইয়া সংগ্রামমতি,
চতুর্দ্দিকে অভয়া বেড়িল।
আর যত সেনাগণ, করে ধরি প্রহরণ,
অসংখ্যাত রথগজ আইল ॥ ৪
একএক সেনাপতি, রণে জিনে সুরপতি,
দেবগণ নামে নহে স্থির।
দুর্গার সমর তলে, পড়িল সকল বলে,
সর্ব্বসেনা অসুরের বীর ॥ ৫
মহিষ অসুর বীরে, শিব দিয়াছেন বরে,
রণে কেহ নারে জিনিবার।
ইন্দ্র আদি দেবগণ, কেহ নাহি সহে রণ,
অস্ত্র কার নারে ভেদিবার ॥ ৬
ইন্দ্রবজ্রে নাহি ভয়, দুই হস্ত লোফি[১] লয়,
হস্তের চাপনে করে চূর।
ইন্দ্রাদি ভঙ্গ হইল, সুরপুর ছাড়িল,
পলাইয়া গেল অতি দূর ॥ ৭
অসুরের দর্পকথা, শুনিতে লাগয়ে ব্যথা,
তিলেক শতেক মায়া ধরি।
পলাইয়া দেবগণে, গেল যথা তিনগুণে[২],
দুঃখ সব করিলা গোহারি ॥ ৮
যতেক দেবতাগণে, আদি করি তিনগুণে,
অম্বিকারে স্তবনে তুষিয়া।
কাত্যায়ণী রূপ হৈলা, দেবে প্রহরণ দিলা,
আভরণ আদি সমর্পিয়া ॥ ৯

১। লোফি—লাকাইয়া টক্ করিয়া ধরিয়া।
২। তিনগুণে—ত্রিগুণে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

দৈত্যরাজ রণ কৈল, দুর্গা তাখে সংহারিল,
আনন্দিত হইল সর্ব্বলোক।
স্তুতি করে দেবগণ, কান্দে ঐরী নারীগণ,
ভাবে তারা শোক ॥ ১০
ইন্দ্রের নর্ত্তকীগণ, আসি দুর্গা সদন,
অপ্সরা গন্ধর্ব্ব আদি করি।
সুললিত গীত গায়, নানাবিধি বাদ্য বায়,
সর্ব্ব জন আনন্দে সাতরি[১] ॥ ১১
মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি, তাথৈ তাথৈ শুনি,
শিঙ্গা শঙ্খ বেণু বীণা গানে।
কারা পড়া বাজে সালি, দুন্দুভি ঝাঝর বলি,
আনন্দে তরল দেবগণে। ১২
দেব মুনিগণ যত, সভে হইয়া আনন্দিত,
নানাবিধি মঙ্গল রচিল।
ঘটে বারা[২] চূতডাল, তথি পরে দিব্যমাল,
সারি সারি কদলী রূপিল ॥১৩
দেখিতে সুন্দর অতি, রত্নময় দীপ তথি,
পুষ্প গন্ধ নানাবিধি কৈল।
কনক কলস চূড়ে, নেতের পতাকা উড়ে,
যত দুঃখ সব পাসরিল ॥১৪
যত বিদ্যাধরীগণ, আনন্দিত হয়া মন,
সুবেশ করিয়া নানাবিধি।
আনন্দে সরস চিত, গন্ধর্ব্ব আননে গীত,
স্তব করে মুনি ঋদ্ধি সিদ্ধি ॥১৫

১। সাতরি—সাঁতারি। ২। বারা—আরোপিত।

করিতে দুর্গার প্রীত, সুমঙ্গল রচিত,
একত্র হইয়া দেব মুনি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে, সবে হয়া কুতূহলে,
আর যত দেবতার মণি ॥১৬
আইলা সকল জন, সভার আনন্দ মন,
জয় দুর্গা বোলে সর্ব্ব জণ।
যত দেবতার নারী, দুর্গার চরণ ধরি,
জয় জয় বোলে ঘন ঘন ॥১৭
যত দেব মুনিগণ, স্তুতি করে অনুক্ষণ,
নানাবিধি অম্বিকা চরণে।
অভয়ার চরণে, কমল লোচনে,
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥১৮

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণি তব চরণে শরণ।
সঘনে কাঁপিছে খনু ভয় শমন ॥
শ্রীশ্রীদুর্গা পতিত পাবন।
তোমার চরণে মোর প্রাণ সমর্পণ ॥ ধ্রু
মহিষ অসুর পাত হৈল সুর অরি।
সেনাপতি সেনাগণ মহারণ করি ॥১
প্রজাপতি আদি করি যত দেবগণ।
সুরমণি শক্র আদি আনন্দিত মন ॥২

ভবানী চরণে স্তুতি করে বারে বারে।
প্রণাম করয়ে সবে নম্র করি শিরে ॥৩
পুলকে পূর্ণিত সভার কলেবরে।
জয় দুর্গা জয় দুর্গা বলে বারে বারে ॥৪
শক্তি রূপা তুমি মাতা সৃজন পালন।
তোমার চরণ মোর সভার স্তবন ॥৫
তুমি ত অম্বিকা দেবী সংসার পূজিত।
অসুর নাশিয়া দূর কৈলে সভ ভীত ।৬
তোমার প্রভাব কেহ কহিতে না পারে।
আছুক অন্যের কার্য্য তিন গুণে নারে ॥৭
তুমি মাতা তিন পুরী করিলে রক্ষণ।
প্রাণকর্ত্তা তুমি মাতা করিবে পালন ॥৮
দুর্জ্জন সৃজন দেবী তোমা হইতে হয়।
যাখে যেমত বুদ্ধি দেহ সেহি মত হয় ॥৯
লক্ষ্মীরূপা দেবী তুমি সৃজন অপার।
কাল হয়া থাক তুমি দুর্জ্জন গোচর ॥১০
সুবুদ্ধি হইয়া থাক পণ্ডিত হৃদয়।
তাহার শরীরে তুমি থাকহ শ্রদ্ধায় ॥১১
লজ্জা রূপা হয়া মাতা সর্ব্ব দেহে স্থিতি।
প্রদক্ষিণে প্রণাম করিয়ে প্রণতি ॥১২
তব রূপ সীমা দেবী কেবা দিতে পারে।
চরাচর রূপা তুমি সর্ব্ব কলেবরে ।১৩
জগতের হেতু তুমি ভবানী ভাবিনী।
হরিহর ব্রহ্মা আদি বোলেত তারিণী ।।১৪
তোমার আশ্রয় যত অখিলের প্রাণী।
পরম প্রকৃতি মাতা আদ্যা সনাতনী ॥১৫

ব্রহ্মা আদি দেবগণ আর পুরন্দর।
স্তব শুণে ত্রাণ সভে হইল একবার ॥১৬
সকল অসুরে যুদ্ধ কৈল তোমা সনে।
দিব্য স্থান দিলে তারে করিয়া নিধনে ॥১৭
দেবের আপদ খণ্ডে তোমার স্মরণে।
তোমার কৃপায় যজ্ঞ করে মুনিগণে ॥১৮
যজ্ঞ পূর্ণ হয় মাতা তোমার কারণে।
এহি ক্রমে স্বাহা নাম ধর ত্রিভুবনে ॥১৯
তোমাক যে জন পূজে অনেক প্রকারে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তুমি দেহ তারে ॥২০
সর্ব্ব বিদ্যা তুমি দেবী মুক্তি পদদাতা।
সর্ব্ব মন্ত্র তুমি দুর্গা সংসার পালিতা ।২১
সাম, আদ্য করি চারি বেদের বাখান[১]।
চারি বেদ মাতা তুমি সর্ব্বের প্রধান ।২২
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিণী তোমা জানি।
ভকত বৎসল তুমি পতিতপাবনী ॥২৩
ত্রিভুবন মধ্যে তুমি জ্ঞানরূপিণী।
দুর্গম সাগরে পার কৈলা নারায়ণি ॥২৪
ত্রিভুবনে মধ্যে মাতা শকতি তোমার।
দুর্গতি নাশিনি দুর্গা করহ নিস্তার ॥২৫
অল্প হাস্য যুক্তা দেবী শঙ্কর ঘরণী।
তপ্ত কাঞ্চন জিনি তব আভা খানি ॥২৬
যত অপরূপ মাতা তব ব্যবহার।
ক্রোধরূপ হইয়া কৈলে অসুর সংহার ২৭

১। বাখান—ব্যাখ্যান।

ত্রিভুবন ক্ষয় যায় তব রুষ্ট মনে
অসুর সংহার কৈলে দেখিলোঁ নয়ানে ॥২৮
যার তরে তুষ্ট তুমি থাকহ আপনে।
তার অষ্ট সিদ্ধি দেবী হয় ততক্ষণে ॥২৯
অভয়ার চরণে মজুক মোর চিত।
চণ্ডিকা-বিজয় গান মধুর সঙ্গীত ॥ ৩০

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

তারিণি গো মা।
তুয়া বিনে গতি নাই আর গো ॥ ধ্রু
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যতেক লোক বৈসে।
অভয়ারে স্তুতি সভে করিল বিশেষে ॥১
আপনে স্মরয়ে তোমা যোহি মহামতি।
কৃপা করি দুর্গা তুমি ঘুচাইবা দুর্গতি ॥২
তোমাকে স্মরয়ে যেবা সুখের সময়।
অশেষ প্রকারে সুখ সেহি জন পায় ॥৩
অতি ঘোর পাপ কৈল এহি দৈত্যগণে।
তাহার পাতক নাশ করিলে আপনে ॥৪
তোমার সমরে তারা প্রাণ হারাইল।
অন্তে তব চন্দ্র মুখ তাহারা দেখিল ॥৫
যত পুণ্য হইল তার কহিতে না পারি।
বিমানে চড়িয়া দৈত্য গেল সুরপুরী ॥৬

দিব্য স্থান পাইল সকল দৈত্যগণ ।
মুক্তি পাইল তোমা সহে করি রণ ॥৫
দুষ্ট কার্য্য কৈল যত অসুর সমাজে ।
তমু[১] দয়া করি তাখে দিলে মোক্ষ কাজে ॥৬
অসুরে তোমাকে কৈলে অস্ত্র অবতার ।
তমু তাখে কৈলে মাতা প্রেমের প্রচার ॥৭
সংগ্রামে নির্দ্দয়া দেবী কৃপা থাকে মনে ।
তিন গুণ আদি নারে কহিবার গুণে ॥৮
আপন সৃজন মাতা তোমা হৈতে হয় ।
তব নাম স্মরণে সকল সিদ্ধি কায় ॥৯
ত্রিভুবন বৈরী মারি খণ্ডাইলে দুর্গতি ।
দেবরূপী করি তাখে স্বর্গে দিলে স্থিতি ॥১০
আনন্দে স্বর্গতে তারা বিলাসন করে ।
তোমার মহিমা দেবী কে বলিতে পারে ॥১১
দেবের বাঞ্ছিত কার্য্য করিলে আপনে ।
এত শক্তি করে হেন আছে কোন জনে ॥১২
দৈত্য মারি দেব মুনি করিলে উদ্ধার ।
অনন্ত প্রণতি মাতা চরণে তোমার ॥১৩
পূর্ব্ব বহ্নি কোণ মাতা দক্ষিণ নৈঋতে ।
পশ্চিম বায়ব আর উত্তর ঈশানতে ॥১৪
তোমাকে স্তবন মাতা করে অষ্ট কোণে ।
সিদ্ধি ঋদ্ধি মুনি আর নর দেবগণে ॥১৫
তুমি যত রূপ ধর কহন না যায় ।
সর্ব্ব রূপে রক্ষা করি রাখ রাঙ্গা পায় ॥১৬

১। তমু—আধুনিক তেঁও—তবু।

সাম্য উগ্র আদি করি যতেক মূরতি।
যার যেহি ভাব তেন[1] তাহার সাক্ষাতি[2] ॥১৭
সাম্য মূর্ত্তি হয় মাতা সেবক সাক্ষাতে।
সেবা করি পায় উগ্র মূরতি দেখিতে ॥১৮
যার যেন ভক্তি মাতা তোমার চরণে।
সেহি রূপ ফল দেবী পায় সেহি জনে ॥১৯
যত প্রহরণ মাতা শঙ্খ আদি করি।
সভাতে দেবেক রক্ষা করিবে সুন্দরী ॥২০
যত পুষ্প আস্থ করিয়া নন্দনে।
ধূপ দীপ আর যত সুগন্ধ চন্দনে ॥২১
তব পূজা করিতে না জানে ত্রিভুবনে।
সেহি কিছু জানে যাথে তুমি সকরুণে ॥২২
দেবগণ তব পূজা স্তবন না জানে।
সুরগণে কৃপা কর আপনার গুণে ॥২৩
তুমি আদ্যা তুমি বিদ্যা তুমি নারায়ণী।
তুমি সর্ব্বহেতু মাতা জগৎ জননী ॥২৪
সতত প্রণতি করি শ্রীনাথচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুনে কমল লোচনে ॥২৫

১। তেন—তেন ভাবেন, সেই ভাবে।
২। সাক্ষাতি—সাক্ষাৎকার।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পানি পুটে নানা স্তব করে অম্বিকারে।
দেবগণ সব আর গন্ধর্ব্ব কিন্নরে।১
তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি সনাতনী।
তুমি ত্রিগুণী মাতা প্রকৃতিরূপিণী ॥২
দেবগণে কর কৃপা সর্ব্ব মঙ্গলা।
দুর্গতিনাশিনী তুমি সেবক বৎসলা ॥৩
ব্রহ্মা আদি দের মুনি প্রজা স্তুতি কৈল।
অভয়া মধুর বাক্য কহিতে লাগিল ॥৪
প্রীত পাইলোঁ আমি তোমার ভক্তিতে।
বর মাঙ্গি লেহ তোমা সভার বাঞ্ছিতে ॥৫
অম্বিকার কৃপা দৃষ্টি দেবগণে জানি।
আনন্দিত হয়া সভে কৈল বেদ ধ্বনি ॥৬
জয় দুর্গা জয় দুর্গা ধ্বনি সভাকার।
যদি বর দিবে মাতা বাঞ্ছিত আমার ॥৭
অসুর নাশিলে মাতা করিয়া সমর।
দুর্গতি খণ্ডন হৈল এহি মোক্ষবর[১] ॥৮
বরদাতা হয়া মাতা কৃপা কৈলা যদি।
আপদ কালেত মাতা স্মরি কৃপানিধি ॥৯
সেহি কালে আসি মাতা দিও পদ ছাঁয়া।
দুর্গতি নাশিবে মাও দেবেক করি দয়া ॥১০

১। মোক্ষবর=বিপন্মুক্তিবর অথবা মুখ্যবর।

আমরা তোমাকে মাগু করিলোঁ স্তবন।
ভক্তি ভাবে এহি কথা শুনে যেহি জন ॥১১
অষ্ট সিদ্ধি তাহার করিবে নারায়ণী।
এহি বর দেহ মাতা জগৎ জননী ॥১২
দেবের শুনিঞা এত ভক্তিযুক্ত বাণী।
বলিতে লাগিলা দুর্গা অভয়া ভবানী ॥১৩
যে কিছু করিলে তোমা মনের বাঞ্ছিত।
হইবে সকল সিদ্ধি কহিলোঁ নিশ্চিত ॥১৪
হেন বর দিয়া দেবী যত দেবগণ।
আপনার স্থানে গেলা কেশরীবাহন ॥১৫
দেব মুনি আনন্দিত হৈল পূর্ণ আশা।
বেদধ্বনি করি গেলা আপনার বাসা ॥১৬
মুনি বলে শুন রাজা আমার উত্তর।
কহিলোঁ সকল কথা তোমার গোচর ॥১৭
আর এক যোগ কথা কহিব এখনে।
ভক্তি ভাবে সেহি কথা শুন সাবধানে ॥১৮
শুম্ভ নিশুম্ভ রাজা আর সেনাপতি।
এখো এখো সেনাপতি জিনে বাস্তোস্পৃতি ॥১৯
সুরথে বোলেন মুনি পতিত পাবন।
কার বা বলে দৈত্য হৈল হেন মন ॥২০
এ সব বৃত্তান্ত কহ মুনি মহাতপা।
আদি অন্ত কহ মুনি মোরে করি কৃপা ॥২১
মেধসে বলেন রাজা কহিব এখনে।
যার সেবা করি দৈত্য হৈল বলবানে ॥২২

১। যোগ কথা কি? বাস্তোস্পাতি কি? পাঠ কি ঠিক?
২। হেন মন—হেন মান—হেন মত

সাবর্ণিক মন্বন্তরে মার্কণ্ড পুরাণে।
মহিষ অসুর বধ হইল সমাধানে ॥২৩
সতত প্রণতি করি শ্রীনাথ চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভণে কমল লোচনে ॥২৪

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

কহেন মেধস মুনি, শুন শুন নৃপমণি,
আদি অন্ত দৈত্যের কথনে।
কহিব সকল তত্ত্বে, ভক্তিভাবে এক চিত্তে,
কহি শুন হয়া সাবধানে ॥১
শুনহ সুরথ রাজ, কহিব সকল কাজ,
অভয়ার মহিমা যে জানি।
শুম্ভ নিশুম্ভ যবে, ছিল জননীর গর্ভে,
সেহি কালে হৈল তাতদানি[১] ॥২
দশ মাস পূর্ণ হৈল, সেহি নারী প্রসবিল,
দুই সুত হৈল একবারে।
জাতকর্ম্ম সমাপিলা, দিনে দিনে বাড়ে বালা,
দেখি মাতা আনন্দে সাত্তরে ॥৩
যে ছিল কুলধর্ম্ম, দিনে দিনে কৈল কর্ম্ম,
অন্নপ্রাশন আদি যত।

১। তাতদানি—বোধ হয় মৃতপিতৃক।

সপ্ত বৎসরের হইল, বিদ্যা দোহার ভরে দিল,
দুইজনে পুছে জননীত ॥৪
শুনগো শুনগো মাতা, কহিবে জনম কথা,
জনমিয়া কাথে নাহি দেখি।
কোন দেব আরাধিত, কাথে হৈলো দীক্ষিত,
সর্ব্বতত্ত্ব কহি কর সুখী ॥৫
এতেক শুনিয়া কথা, কহিতে লাগিলা মাতা,
শুন দুই প্রাণপুত্রবরে।
যখন জঠরে ছিলে, তব তাত সেহি কালে,
আদরিল কালদণ্ডধরে ॥৬
দৈত্যগুরু শুক্রবর, সেবে চন্দ্রশেখর,
সুখভোগ নানারূপ কৈল।
মাতৃমুখে শুনি কথা, দোহার ঘুচিল ব্যথা
ভার্গবেয়ে আদরি আনিল ॥৭
হেন বাক্য সভে শুনে, আইল তথা সেনাগণে,
পিতৃসেনাপতি সুতগণে।
শুক্রের নিকটে আসি, কহে সভে মৃদ্যভাষী,
প্রণমিল পড়িয়া চরণে ॥৮
পিতাক করিছ দাস, আমরা করি যে আশ,
কৃপা করি দেহত আশ্রয়।
তোমার কৃপার ফলে, আপন ভজন বলে,
সর্ব্ব কার্য্য করিয়ে বিজয় ॥৯
হেন সভ কথা হৈল উশনা সন্তোষ পাইল,
সভাকারে শিবমন্ত্র দিল।
শুম্ভ নিশুম্ভ বীর ধূম্রলোচন ধীর
রক্তবীজ চণ্ড মুণ্ড পাইল ॥১০

শিষ্য করি ছয় জন, শিখাইল প্রয়োজন,
যেন মতে শঙ্কর পূজিবে।
গজনের গীতশিক্ষা, কয়াইল সকল দীক্ষা,
যেহিরূপে ইষ্ট বর পাবে ॥১১
সর্ব্বতত্ত্ব জানাইল, শিষ্যগণে প্রণমিল,
দক্ষিণা দিলেন বহুবিধি।
উশনা চলিল বাস, দৈত্যসুত করি দাস,
শিব সেবা করে নিরবধি ॥১২
অন্য কার্য্য নাহি মনে, করে শিব আরাধনে,
নানাবিধি সম্ভার রচিয়া।
নানাবিধি স্তব করে, ছয় দৈত্য বীরবরে,
যায় বীর ভূমে গড়ি দিয়া ॥১৩
কথো দিন এক মনে, পূজা করে রাত্রি দিনে,
ছয় বীর একত্র রহিয়া।
মনে বড় আনন্দিত, গায় শঙ্করের গীত,
নাচে তারা উলঙ্গ হইয়া ॥১৪
এহি মত সেবা নিত[১] মনেতে নহিল প্রীত,
কদাচিত ইহাতে নহিল।
শুম্ভ নিশুম্ভের মাতা, স্মরিয়া স্বামীর কথা,
কথ দিনে যমঘরে গেল ॥১৫
কথ দিন থাকি ঘরে, দুই ভাই বীরবরে,
শুম্ভ নিশুম্ভ বলবান।
তপস্যা কারণে গেল, মহাবনে প্রবেশিল,
আনন্দে শিবের করে ধ্যান ॥১৬

১। নিত—নিত্য।

সব সমর্পণ কৈল, অম্বিকা-চরণ তল,
দেহ স্থান জীবন যৌবনে।
তোমার সেবক জনে, চণ্ডিকা-বিজয় ভুনে,
কৃপা কর কমললোচনে ॥১৭

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

দৈত্যরাজ সুত দুই প্রবেশে কাননে।
কায়মনোবাক্যে সেবে মহেশ-চরণে ॥১
পূজা জপ স্তব নানা বিধিমতে করে।
এহি মতে সেবে বীর শতেক বৎসরে ॥২
এহি মতে যজন করিল দুই বীরে।
সকরুণ কৃত্তিবাস নহিল তাহারে ॥৩
তবে কোন কর্ম্ম করে দুই বীরবর।
উর্দ্ধপদে সেবে আর শতেক বৎসর ॥৪
ইহাতে নহিল কৃপা জানিলেক মনে।
সলিলে প্রবেশ করে দুই বলবানে ॥৫
শীতকাল শেষেতে পাইল বলবানে।
শঙ্কর সেবিয়া মাত্র করে জলপানে ॥৬
তাহাতে নহিল দয়া জানিল দুই ভাই।
শিব শিব শব্দ মুখে বোলয় সদাই ॥৭
গ্রীষ্মকাল পাইয়া তারা কোন কর্ম্ম কৈল।
চতুর্দ্দিকে কুণ্ড করি অনল জ্বালিল ॥৮

দুই দিগে দুই স্তম্ভ রুপিল তখনে।
ঊর্দ্ধপদ হয়া বান্ধে আপন চরণে ॥৯
ঊর্দ্ধপদ বান্ধে তারা লোহার শিকলে।
দুই জনের কলেবর অগ্নিমধ্যে দোলে ॥১০
কলসে কলসে ঘৃত ঢালে নিরন্তর।
তাহার অনল উঠে এক প্রহর ॥১১
শিবমন্ত্র জপি রহে দুই মহাবলে।
আছুক অন্যের কার্য্য কেশ নাহি জ্বলে ॥১২
ঊর্দ্ধপদে এহিরূপে সেবে নিরন্তর।
শিবমন্ত্র জপে ঊর্দ্ধে সহস্র বৎসর ॥১৩
তবে শেষে ভূতনাথ সকরুণ হৈলা।
বৃষভ বাহনে প্রভু সাক্ষাত রহিলা ॥১৪
জটাভার হাড়মালা আর বিভূষণ।
দ্বিপিচর্ম্ম অর্দ্ধচন্দ্র করি আভরণ ॥১৫
অঙ্গতেজে উজ্জ্বলিত হইল কানন।
এমত জানিয়া দৈত্য মেলিল লোচন ॥১৬
মনোহর রূপ তারা দেখিল সাক্ষাতে।
স্তবন করয়ে দোহে নানাবিধি মতে ॥১৭
কহিতে লাগিলা শিব সকরুণ বাণী।
কি কারণে ক্লেশ করি দগধ পরাণি ॥১৮
তোমার সেবাতে তুষ্ট হৈলাম বহুতর।
মনের বাঞ্ছিত তোরা মাগি লেহ বর ॥১৯
এতেক শুনিয়া আনন্দিত হয়া মনে।
কহিতে লাগিলা দুহে শিবের চরণে ॥২০
দেবের দেবতা প্রভু দেব মহেশ্বর।
তোমার চরণ বন্দোঁ যোড় করি কর ॥২১

সত্ত্ব, রজ, তম, তুমি তিন গুণধর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারক যোগেশ্বর ॥২২
তুমি হরি তুমি হর তুমি প্রজাপতি।
অষ্ট বসু নবগ্রহ দশদিকপতি ॥২৩
আপনে সকল রূপ ধরিয়া সংহার।
সকল শরীর মধ্যে তব অবতার ॥২৪
তুমি মৃত্যুঞ্জয় প্রভু দেব শূলপাণি।
গঙ্গাধর হর তুমি অভূষণ ফণী ॥২৫
তুমি যোগী তুমি যোগ তুমি গৌরীপতি।
লইলে তোমার নাম ঘুচিবে দুর্গতি ॥২৬
নিবেদন করি প্রভু শুন মহেশ্বরে।
মনের বাঞ্ছিত প্রভু যদি দিবে বরে ॥২৭
আমার সমর নাহি সহে কোন জন।
ত্রিশূল সেবিত হাতে হইব নিধন ॥২৮
আমার সহিতে যদি রণ কেহ করে।
আছুক অন্যের কার্য্য ভঙ্গ পুরন্দরে ॥২৯
রাজ্যস্পদ দিবে প্রভু দুই সহোদরে।
নিবেদন করোঁ প্রভু দেবের ঈশ্বরে ॥৩০
দেবের দেবতা প্রভু যদি দিবে বর।
মনের বাঞ্ছিত এহি মোখে দেহ বর ॥৩১
সেবকের এত বাক্য শুনি কৃত্তিবাস।
এবমস্তু বুলি শিব চলিল কৈলাস ॥৩২
কপর্দ্দী সেবিয়া বর পাইল অসুরে।
আনন্দিত মনে গেল আপনার পুরে ॥৩৩
কমল লোচন দ্বিজ মনে ভাবি সার।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল প্রচার ॥৩৪

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

ভকত বৎসল হর পতিত পাবন।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বর দিলা হেন মন[১] ॥১
সেনাপতি সুত চারি দৈত্য বলবান।
যে মতে পাইল বর মহেশের স্থান ॥২
একে একে কহিব সকল বিবরণে।
মনের বাঞ্ছিত প্রাপ্তি হইল যেমনে ॥৩
চণ্ডমুণ্ড দুই ভাই শিব আরাধিতে।
নির্জ্জনে চলিল দোঁহে গিরি গুহাতে ॥৪
কায় মনোবাক্য এক করিয়া অসুরে।
ঊর্দ্ধ পদ হয়া জপ স্তব ধ্যান করে ।৫
এহি মতে ঊর্দ্ধ পদে অযুত বৎসর।
এক মনে সেবে শিব দুই সহোদর ॥৬
কথো দিন মহাদেব সকরুণ মনে।
ভকত বৎসল প্রভু পুরুষ পুরাণে ॥৭
দয়াময় মহেশ্বর কহিতে লাগিলা।
বহুতর ক্লেশ পাইয়া দুঁহে আরাধিলা ॥৮
তোমার সেবাত বশ হৈলোঁ বহুতর।
আমি তুষ্ট হৈলাম তোরা মাঙ্গি লহ বর ॥৯
এত বাক্য কহে যদি দেব ভূতনাথে।
আনন্দে তরল দৈত্য স্বর্গ পাইলা হাতে ॥১০
কহিতে লাগিলা দুঁহে করি যোড় কর।
মোর নিবেদন কিছু শুনহ ঈশ্বর ॥১১

১। হেন মন=হেন মান—হেন মত।

যত যোদ্ধাগণ বৈসে সংসার ভিতরে।
এ তিন ভুবনে যত আদি পুরন্দরে ॥১২
আমা সহে রণে ভঙ্গ হউক সভারে।
ত্রিশূল অধিক সেহি আমাকে সংহারে ॥১৩
সেবক বৎসল প্রভু পতিত পাবনে।
যদি ক্রেপা[১] থাকে বর দিবে এহি মনে[২] ॥১৪
এত বাক্য শুনিয়া মহেশ আজ্ঞা কৈল।
বাঞ্ছিত যতেক বর সেহি তোখে দিলো ।১৫
ইহা শুনি দুই ভাই আনন্দিত হৈল।
ভূমে পড়ি দুই ভাই প্রণাম করিল ।১৬
বৃষভ বাহনে হর গেলেন কৈলাসে।
আনন্দিত দৈত্য গেল আপনার বাসে ।।১৭
ধূম্রমোচন বর পাইল যে মতে।
তাহা কহি দিব এবে তোমার বিদিতে ।।১৮
জলনিধি কুলে বীর করিল গমন।
এথা একেশ্বরে বীর করিছে যজন ॥১৯
এক পদে কৃতাঞ্জলি দিবসে থাকেন।
রজনীতে করে বীর উদয় শয়ন ॥২০
নানা স্তব ধ্যান জপ করে বিধি মতে।
এহি মত কৈল সেবা বৎসর শতে শতে ॥২১
কথ দিনে অসুরে অনন্য মতি হয়া।
অহর্নিশি থাকে এক পদে ভর দিয়া ॥২২
কৃতাঞ্জলি হয়া ধ্যান করে নিরন্তর।
এহি রূপে সেবে বীর সহস্র বৎসর ॥২৩

১। ক্রেপা—কৃপা।
২। এহি মন—এহি মত—এই মত।

দয়াময় ভোলানাথ সকরুণ হয়া।
বলিতে লাগিল নিজ মূরতি ধরিয়া ॥২৪
শুন শুন কহি ধূম্রলোচন বীরবর।
তোমার সেবাতে তুষ্ট হৈলোঁ বহুতর ॥২৫
নিজবেশ ধরি আইলোঁ তোমা বিদ্যমানে।
বর লেহ বর লেহ যেহি তোমার মনে ॥২৬
কহিল ঈশ্বর তাক শুনিল অসুরে।
চক্ষু মেলি দেখি স্তুতি করিল বিস্তরে ॥২৭
দেব দেব মহাদেব প্রভু নিরঞ্জন।
চরণে শরণ লইনু পতিত পাবন ॥২৮
কৃপা করি প্রভু যদি দিবে বর দায়।
মনের বাঞ্ছিত দিবে হইয়া সহায় ॥২৯
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যতেক যোদ্ধাবীর।
আমার সম্মুখে কেহ রণে নহে স্থির ॥৩০
শুম্ভ নিশুম্ভ দুই আমার রাজনে।
তাখে যেই বধে মোখে মারে সেহি জনে।৩১
গৌরীপতি প্রভু মোখে যদি থাকে দয়া।
এহি বর দিবে মোখে না করিবে মায়া ॥৩২
দয়াময় ভূতনাথ এতেক শুনিলা।
এবমস্তু বলি শিব কৈলাসে চলিলা ॥৩৩
বর পায়া গেল দৈত্য আপন ভুবন।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুনে কমললোচন ॥৩৪

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

হেন মতে বর প্রাপ্তি হৈল পঞ্চ বলে।
রক্তবীজ কথা এবে কহিব সকলে।১
শুক্রের নিকটে কথোদিন সেবা কৈল।
ধ্যান পূজা স্তুতি জপ করিতে লাগিল॥২
এহি রূপে সেবে বীর সহস্র বৎসর।
তবে শুক্রে কহিলেন শুনহ উত্তর॥৩
শিব পূজা করিতে চলহ তীর্থকূলে।
ভজনে তথাতে শিব হবে সানুকুলে॥৪
গুরু দেব আজ্ঞা বীর সহস্রারে লয়া।
রক্তবীজ চলে বহু প্রণতি করিয়া॥৫
সমুদ্রের কূলে গিয়া দিল দরশন।
সেবিতে লাগিল মহাদেবের চরণ॥৬
নানাবিধি মতে সেবা করে নিরন্তর।
বহুতর ক্লেশ পায়া সেবে বীরবর॥৭
রক্তবীজ বীর তবে কোন কর্ম্ম কৈল।
মহাকুণ্ড করি তাথে যজ্ঞ আরম্ভিল॥৮
ঘৃত মধু শর্করাদি দিব্য বস্ত্র আর।
অখণ্ড শ্রীফল পত্র নাহি পারাপার॥৯
হেন রূপে যজ্ঞ বীর বহুতর কৈল।
কথোদিনে আত্মমেধ কাটিতে লাগিল॥১০
আপন রুধিরে বীর কৈল যে তর্পণ।
রক্ত মাংস সহে লেপি দেয় হুতাশন॥১১

ঘৃত মধু শর্করা সহিতে রক্তমেধে ।
নিরন্তর হুনে[১] রাত্রি দিবা নাহি ভেদে ॥১২
জীবনের আশা ছাড়ি সেবিতে লাগিল ॥
শতেক বৎসর এহি মতে সেবা কৈল ।১৩
তবে রক্তবীজ কহে শিব দয়াময় ।
আত্মমুণ্ডে পূন্না[২] দিব কহিল নিশ্চয় ।১৪
এত বলি কন্ধ কাটি দিল বীরবর ।
সাক্ষাত হইল তবে দেব মহেশ্বর ॥১৫
দয়াময় প্রভু সকরুণে কিছু কহি ।
বর লহ রক্তবীজ মনে লয় যেহি ॥১৬
তোমার সেবাতে বশ হইনু বিস্তর ।
মুণ্ড কাটি দিবে হেন সাহস অন্তর ॥১৭
সেবার সাহসে বশ হইলাঙ বহুতর ।
তোর যেহি মনে বাঞ্ছা মাঙ্গি লহ বর ॥১৮
এতেক শুনিয়া দৈত্য আনন্দিত হইল ।
বিধিমতে নানা স্তুতি করিতে লাগিল ॥১৯
শঙ্কর দেখিয়া বীর আনন্দিত মনে ।
কোটি পরিণাম কৈল শিবের চরণে ॥২০
কহিতে লাগিল কিছু নিবেদন ভাষ ।
মোখে যদি কৃপা তুমি কর কৃত্তিবাস ॥২১
রক্তবীজ নাম মোর হউক সফলে ।
রুধিরে হউক বীজ তব কৃপা বলে ॥২২
এক বিন্দু রক্ত যদি পড়ে রণস্থলে ।
আমার সমান বীর হয় মহাবল ॥২৩

১। হুনে বা হুমে—হোম করে।
২। পূন্না—পূর্ণাহুতি।

আর এক বর মাঙ্গো তোমার গোচরে।
ত্রিশূল সেবিত দেবে আমাকে সংহারে ॥২৪
দয়াময় প্রভু তুমি দয়া কৈল মোরে।
তোমার মহিমা কেহ জানিতে না পারে ॥২৫
আমি ত অধম জন কি বলিতে জানি।
আপনার গুণে দয়া কৈল শূলপাণি ॥২৬
সেবকের স্তুতি বাক্য শুনিঞা মহেশে।
বর দিয়া মহাদেব চলিলা কৈলাসে ॥২৭
মনের বাঞ্ছিত বর অসুরে পাইল।
শরীর যে মত ছিল ততোহধিক হইল ॥২৮
অসুরে পাইয়া বর আনন্দ অপার।
নাচিতে গাইতে গেল পুরে আপনার ॥২৯
কথো দিন ঘরে থাকি চলে বীরবর।
যথাতে আছে শুম্ভ নিশুম্ভ মহাবল ॥৩০
চারি সেনাপতি দুই রাজার নন্দন।
ছয় জন এক স্থলে হইল মিলন ॥৩১
যার যেহি সম্ভাষা করিয়া ছয় জনে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভনে কমললোচনে ॥৩২

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

চারি সেনাপতি দুই রাজার নন্দন।
ছয় দৈত্য এক স্থলে হইল মিলন ॥১
যেহি যেনন পাইল বর সেবি মহেশ্বর।
কহিল সকল কথা সভার গোচর ॥২

শুনি আনন্দিত হইল ছয় বীরবর।
সেনাপতিগণে যুক্তি চিন্তিল অন্তর ॥৩
ভার্গবেক আনিঞা করিল শুভক্ষণ।
নিবেদন করে সভে গুরুর চরণ ॥৪
চারি সেনাপতি মোক্ষ১ যত সেনাগণে।
অভিষেক করি কৈল শুম্ভক রাজনে ॥৫
নিশুম্ভ তাহার সভে করিয়া সকলে।
আনন্দ হইল তবে ছয় মহাবলে ॥৬
দিনে দিনে যত সেনা মহলা করিল।
পিতৃসৈন্য যত ছিল ততোধিক হইল ॥৭
শুম্ভ নিশুম্ভের তেজ বল সভে শুনি।
দিনে দিনে সেনা মিলি বাড়ে রাজধানী ॥৮
সুগ্রীব অসুরবীর রণে বলবান।
রাজদূত করি তার কৈল বহুমান ॥৯
সর্ব্বত্র ফিরয়ে দূত সর্ব্বতত্ত্ব জানে।
পর্ব্বত কানন আদি যত যত স্থানে ॥১০
পৃথিবীমণ্ডলে বৈসে যত রাজগণ।
একে একে জিনিলেক দৈত্যসেনাগণ ॥১১
অসুরের যুদ্ধ নরে সহিতে না পারে।
পলায় সকল রাজা ছাড়ি নিজপুরে ॥১২
বহুমুল্য ধন যত যার ঘরে পায়।
শুম্ভ নিশুম্ভের আগে আনিয়া ভেটায় ॥১৩
যাহার ঘরে কন্যা পায় পরম সুন্দরী।
তাহা নিঞা দেয় শুম্ভ নিশুম্ভের গোচরি ॥১৪

১। মোক্ষ—মুখ্য, প্রধান।

পৃথিবীতে যত লোক আছিল প্রবল।
তাহাকে জিনিয়া ধন লইল সকল ॥১৫
সেনাপতি সেনাগণ করয়ে ভ্রমণ।
অবনীর যত লোক স্থির নহে মন ॥১৬
হেনরূপে দৈত্যগণ অবনী জিনিল।
কথোদিনে পাতালেত দূত প্রবেশিল ॥১৭
পাতালেত দেখে যত তলাতলবাসী।
তাহা সভার ঘরে দেখে ধনরত্নরাশি ॥১৮
এমত দেখিয়া দূত শীঘ্র চলি গেল।
শুম্ভ নিশুম্ভের আগে গোচর করিল ॥১৯
দূতে প্রণমিঞা রাজে কহিল কথন।
অপরূপ দেখিলাঙ পাতালভুবন ॥২০
ঘরে ঘরে নানা রত্ন অমূল্য পাথর।
নানা ধনরত্ন দেখি পাতালনগর ॥২১
অবনী জিনিঞা ধন কৈল বহুতর।
পাতালের এক ঘর নহে সমসর ॥২২
এতেক দূতের বাক্য শুনিঞা রাজন।
চণ্ড মুণ্ড দুই ভাই আনে ততক্ষণ ॥২৩
শুন দুই মহাবল আমার বচন।
পাতাল জিনিঞা তোমরা আন যত ধন ॥২৪
দূতমুখে শুনিলাঙ সকল বচন।
দূত সঙ্গে লয়া রণে করহ গমন ॥২৫
রাজার শুনিল যদি এতেক ভারতী।
প্রণাম করিয়া চলে দুই সেনাপতি ॥২৬
দিব্যরথ সাজি আনি দিলেক সারথি।
যাত্রা করি রথে চড়ে দুই মহারথী ॥২৭

চণ্ড মুণ্ড সেনা চলে প্রচণ্ড ঝুঝার।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে চলে নাহি পারাপার ॥২৮
সিংহনাদ ছাড়ি চলে নানা বাদ্য বাজে।
চলিল সকল সেনা সংগ্রামের সাজে ॥২৯
দূত সঙ্গে করি যায় পাতালভুবন।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচন ॥৩০

পঞ্চাশৎ অধ্যায়।

চণ্ড মুণ্ড রণে যায় পাতালভুবন।
মারমার করি ডাক ছাড়ে সেনাগণ ॥১
কথো দূর গিয়া দৈত্য পাতাল পাইল।
সিংহনাদ ছাড়ি সেহি পুরী কাঁপাইল ॥২
মহাঘোর যুদ্ধ হইল পাতালনগর।
রসাতলবাসিগণ করয়ে সমর ॥৩
অসুরের রণ কেহ নারিল সহিতে।
গোচর করিল সভে নাগের সাক্ষাতে ॥৪
তবে নাগরাজাগণ কোপ করি মন।
নানা অস্ত্র লয়া চলে করিবারে রণ ॥৫
নানা বাণ বরিষয়ে অসুরের দল।
নাগরাজাগণেক শরেত কৈল তল ॥৬
তবে কোপমন হইল নাগরাজাগণ।
অসুর উপরে করে বাণবরিষণ ॥৭
গরল জ্বালাতে ভঙ্গ অসুরের দল।
কথো দৈত্য মৈল আর পলায় সকল ॥৮

সেনাগণ ভঙ্গ দেখি চণ্ড মুণ্ড বীর।
সিংহনাদ ছাড়ি চলে প্রকাণ্ড শরীর ॥৯
ধনুর টঙ্কার পূরি পশিল সমরে।
অস্ত্র বরিষণ করে নাগের উপরে ॥১০
অতিকোপে যুদ্ধ করে দুই সহোদর।
চক্ষের নিমিষে ছাড়ে কোটি কোটি শর ॥১১
সমর সহিতে নারে যত সেনাগণ।
দৈত্যের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥১২
গরল জ্বালাতে যেন অগ্নি পড়ে ঝাঁকে।
রথ ভস্ম হইল তার সর্ব্বলোকে দেখে ॥১৩
পূর্ব্বে পিনাকী বর দিয়াছেন অসুরে।
সর্ব্বত্র নির্ভয় দুঁহে চণ্ড মুণ্ড বীরে ॥১৪
শিবমন্ত্র জপে দুঁহে হৃদয় ভিতরে।
বিষের জ্বালাতে তাথে কি করিতে পারে ॥১৫
ভ্রমি পথে রণস্থলে ফিরে দুই বীর।
কোটি কোটি বাণ এড়ে প্রকাণ্ড শরীর ॥১৬
নানা অস্ত্র ছাড়ে দৈত্য নাহি সমাধান।
চক্ষের নিমিষে ছাড়ে কোটি কোটি বাণ ॥১৭
হলাহল ভরি[১] অস্ত্র ছাড়ে শেষগণ।
চণ্ড মুণ্ড তাহা নাহি করে বস্তুজ্ঞান ॥১৮
এহি মতে রণ হৈল অতি ঘোরতর।
অস্ত্রে অস্ত্রে নাগগণ হইল জর্জ্জর ॥১৯
সহিতে না পারে নাগ দৈত্যের সমর।
রণে ভঙ্গ দিল যত নাগের ঈশ্বর ॥২০

১। ভরি—ভরণ করিয়া, পূরণ করিয়া।

চণ্ড মুণ্ড দেখে ভঙ্গ দিল নাগগণ।
সকল দৈত্যেক ডাক দিল ততক্ষণ ॥২১
চণ্ড মুণ্ড বলে শুন যত সেনাগণ।
সমর জিনিল এবে লেহ রত্নধন ॥২২
পাতালেত যত ছিল বহুমূল্য ধন।
মণি-মাণিক্য আদি লয়া গেল দৈত্যগণ ॥২৩
প্রধান যতেক ধন আছিল পাতালে।
সকল লুটিয়া লইল যত দৈত্য বলে ॥২৪
চলিল অসুরগণ আপনার দেশ।
পুনরপি পাতালে আইল যত শেষ ॥২৫
চণ্ড মুণ্ড দুই বীর রণ-আভরণে।
ভক্তিভাবে প্রণমিল রাজার চরণে ॥২৬
পাতালপুরেত বীর যত পাইল ধন।
সভ আনি দিল দৈত্য রাজার সদন ॥২৭
দেখি আনন্দিত হৈল শুম্ভ রাজন।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচন ॥২৮

একপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

চণ্ড মুণ্ড দুই বীর পাতাল জিনিল।
বহুমূল্য ধনরত্ন লুটিয়া আনিল ॥১
শুম্ভ নিশুম্ভ রাজা দৈত্যের ঈশ্বর।
ধনরত্ন আনি দিল তাহার গোচর ॥২
এমত দেখিয়া রাজা আনন্দিত মনে।
চণ্ড মুণ্ডেক রাজা কৈল আলিঙ্গনে ॥৩

সভাতে বসিয়া কৈল নানা পুরস্কার।
পদাতি প্রত্যেকে দিল বস্ত্র-অলঙ্কার ॥৪
নানা ধনে সন্তোষ করিয়া সেনাগণ।
নানা মিষ্টদ্রব্য দিল করিতে ভক্ষণ ॥৫
মর্ত্ত্য পাতাল জিনিয়া অসুরপ্রবলে।
নানা রঙ্গ করে দৈত্য হাসে খলখলে ॥৬
নানা রঙ্গ গীতবাদ্য কৌতুক বিস্তর।
সদাই আনন্দ মন দৈত্যের ঈশ্বর ॥৭
মর্ত্ত্যে পাতালে চর ফিরে নিরন্তর।
যথা যেহি দেখি করে রাজাতে গোচর ॥৮
দিবারাত্রি ফিরে চর কতশত জন।
মর্ত্ত্য পাতাল আর পর্ব্বত কানন ॥৯
কথো দিনে মুনিগণ যজ্ঞ আরম্ভিল।
তপোবনে ঋষিমুনি আহরি আনিল ॥১০
সেহি কালে দূত ফিরে কানন-ভিতর।
বেদধ্বনি শুনি গেল যথা যজ্ঞস্থল ॥১১
কহিতে লাগিল দূত শুন সর্ব্বজন।
এবে যজ্ঞভাগ নাহি পাবে কোন জন ॥১২
শুম্ভ নিশুম্ভ রাজা মহা বলবান।
তাহার আগে যজ্ঞভাগ পাবে কোনজন ॥১৩
অতি পরাক্রম বীর তারা দুই ভাই।
যজ্ঞভাগ কেহ খায় শুম্ভের দোহাই ॥১৪
সতত প্রণতি অতি শ্রীনাথচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুনে কমললোচনে ॥১৫

দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

যজ্ঞস্থলে বিরোধ করিয়া দৈত্যদূতে।
শীঘ্রগতি যায় দূত রাজাক কহিতে ॥১
শুম্ভ নিশুম্ভের আগে নোঙাইল মাথা।
যজ্ঞস্থানের বিবরণ কহে সুভ কথা ॥২
এত শুনি দুই ভাই সাজ সাজ বোলে।
সেনাপতি সেনা সাজে যত দৈত্যবলে ॥৩
রথ গজ বাজি সাজে আর যত বল।
শঙ্খ পদ্ম লেখা সাজে অসংখ্যাত দল ॥৪
নানা বাদ্য বাজে কত লেখা নাহি জানি।
জলনিধি গিরি আর কাঁপিল অবনী ॥৫
শুম্ভ নিশুম্ভ চলে শিরে ছত্র ধরে।
পৃথিবী টলমল করে দৈত্যপদভরে ॥৬
ধায়া গিয়া অসুরে বেড়িল তপোবন।
যজ্ঞনাশ করি সভ করিল ভক্ষণ ॥৭
আনন্দে অসুরগণ নিজপুরে গেল।
চতুর্দ্দিগে দৈত্যদূত ফিরিতে লাগিল ॥৮
যেহি স্থানে মুনিগণ জপ-যজ্ঞ করে।
যজ্ঞনাশ করে তার যতেক অসুরে ॥৯
হেন ক্রমে নাহি আর পৃথিবী ভিতর।
মহাদুঃখ হইল মুনিগণের অন্তর ॥১০
কথো দিনে যুক্তি ভাবি যত মুনিগণ।
গোচর করিল যথা সহস্রলোচন ॥১১

শুন শুন দেবরাজ আর দেবগণ।
যজ্ঞনাশ হৈল মোর শুন নিবেদন ॥১২
যজ্ঞ আরম্ভন কেহ করি কোন স্থানে।
তাহাকে নাশয়ে দৈত্য করি অপমানে ॥১৩
এতেক কহিল মুনি দেবের সমাজ।
কোপমনে কহে ইন্দ্র দেবতার রাজ ॥১৪
শুনহ দেবতাগণ এ সভ কাহিনী।
অসুর প্রবল হইল আমি নাহি জানি ॥১৫
নবগ্রহগণ শুন আমার বচন।
অসুর মারহ গিয়া করি মহারণ ॥১৬
অসুরে হরিল যজ্ঞ দেবে করি হীন।
এহি রূপে দিনে দিনে হইবে প্রবীণ[১] ॥১৭
এহি মত যুক্তি হইল দেবের সমাজ।
সমর করিতে নবগ্রহ হৈল সাজ ॥১৮
যার যেহি বাহন তাহাতে আরোহণ।
হস্তে করি নিল সভে আত্মপ্রহরণ ॥১৯
নবগ্রহ চলে যজ্ঞ করিতে রক্ষণ।
স্বর্গ আচ্ছাদিয়া হৈল সমুহ বাজন ॥২০
নবগ্রহ সাজিতে সকল সৈন্য সাজে।
নানা অস্ত্র লয়া চলে নানা বাদ্য বাজে ॥২১
যজ্ঞ আরম্ভন কৈল যত মুনিগণ।
দেবতার সেনা চলে করিতে রক্ষণ ॥২২
যজ্ঞস্থল বেড়িয়া রহিল দেবগণ।
দূত বার্ত্তা দিল যথা দৈত্যের রাজন ॥২৩

১। প্রবীণ—প্রবল, মহৎ, শ্রেষ্ঠ। "প্রবীণ" শব্দ এখনও এই দেশে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সাজ সাজ বলি ডাকে দৈত্যের রাজন।
সারথিকে বলে রথ করহ সাজন ॥২৪
কোটি পরণাম করি শ্রীনাথচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥২৫

ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

সারথি শুনিল শুম্ভ নিশুম্ভের মুখে।
চলিল সারথি সভ রথ সাজাইতে ॥১
জলধর বর্ণ রথ দেখিতে সুন্দর।
সাজায় সারথি সভ রথ মনোহর ॥২
ষোড়শ প্রহর রথ সমর সময়।
ষোলক্রোশ পরিমাণ সতত থাকয় ॥৩
সেহি রথ সাজাইতে রাজা কৈল আজ্ঞা।
দুই শত মত্তকুঞ্জরে টানে চাকা ॥৪
চারি শত অশ্ব আর সেহি রথ টানে।
এখো এখো ঘোড়া রাখে দশ বলবানে ॥৫
ময়মত্ত১ হস্তী সভ ঐরাবতের নাতি।
উচ্চৈঃশ্রবা সম ঘোড়া চলে সেনাপতি ॥৬
দুই দুই ঘোড়া মধ্যে এখেক কুঞ্জর।
হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ যোদ্ধা বীরবর ॥৭
সুবর্ণের দণ্ডধ্বজ রথের উপর।
নেতের পতাকা দিছে অতি মনোহর ॥৮

১। ময়মত্ত—মদমত্ত।

তাহার উপরে সাজে চামর গঙ্গাজল।
রতন প্রবাল তাথে করে ঝলমল ॥৯
নেতের ওয়ারি[১] দিল দেখিতে সুন্দর।
স্থানে স্থানে নাগে দণ্ডে অমূল্য পাথর ॥১০
রূপার আওয়াস[২] রথে করে ঝলমল।
শরতে প্রকাশ যেন গগন মণ্ডল ॥১১
কাঞ্চনের যুদ্ধঘরা[৩] রথেত তুলিল।
বহুমূল্য ধনে তাহা সুসজ্জ করিল ॥১২
সোণার সাঁড়ক রুয়া[৪] সোণার ছাটুনি।
রজতের গুণে তাথে তুলিল বান্ধুনি ॥১৩
আন্ধারি[৫] পাড়িয়া নেতে ছাওনি চামরে।
কণক কলস দিল ভবন উপরে ॥১৪
চিত্র বিচিত্র স্তম্ভ ভবন মাঝার।
নানা বর্ণ শিলা তাথে স্তুম্ভ শোভাকার ॥১৫
নীল পীত শুক্ল কৃষ্ণ রঙ্গ পাথর।
ঝলক দর্পণ[৬] তাথে দেখিতে সুন্দর ॥১৬

১। ওয়ারি—আবরণ। ২। আওয়াস—আবাস।

৩। যুদ্ধঘরা—যুদ্ধ-ঘর।

৪। রুয়া—চালের ঊর্দ্ধাধোভাবে সংস্থাপিত বংশদণ্ড। সাঁড়ক—রুয়াগুলিকে সমন্তরালভাবে বান্ধিয়া রাখিবার জন্য লম্বালম্বিভাবে দেওয়া জোড় কাইম।

৫। আন্ধারী—সাড়ক বান্ধিয়া ছিটকিনি দেওয়ার পর লম্বা খড় অথবা বাঁশের নির্ম্মিত ধারা দিয়া প্রথমতঃ যে ছাউনি দেওয়া হয়, তাহাকে আন্ধারী বলে। এই ছাউনি দেওয়ার পর চালের ভিতর দিয়া আলোক চলাচল বন্ধ হয়, তজ্জন্য ইহাকে আন্ধারী বলে।

৬ ঝলক দর্পণ—ছোট ছোট চকল আয়না

হীরার বিথুকি[১] তাথে দেখিতে শোভন।
এক স্তম্ভে লাগাইল পঞ্চ রাজার ধন ॥১৭
সুবর্ণ আওয়াস ঘর দেখিতে সুন্দর।
চতুর্দ্দিকে লাগাইল হাড়িয়া[২] চামর ॥১৮
তাহাতে লম্বিত গজমুকুতার ঝরা[৩]।
অন্ধকার মধ্যে যেন দীপ্ত করে তারা ॥১৯
মধ্যে মধ্যে লাগে হীরামুকুতার খিচনি[৪]।
যুদ্ধঘরা শোভে যেন দেখি দিনমণি ॥২০
রথের উপরে কৈল মায়াসরোবর।
তৃষ্ণাতুর হৈলে বীর যাথে পিয়ে জল ॥২১
প্রহর প্রমাণ কৈল দীর্ঘ সরোবর।
ফটিক আকৃতি দেখি তারমধ্যে জল ॥২২
চারি ঘাট বান্ধিল কণক পাটিখানে[৫]।
রবির কিরণ যেন করে ঝলমলে ॥২৩
কাঞ্চনের তরু তীরে অতি মনোহর।
সেহি বৃক্ষে ধরিয়াছে মাণিকের ফল ॥২৪
মায়া-নিরমিত ফল অতি মনোহর।
নক্ষত্র বেষ্টিত যেন গগন মণ্ডল ॥২৫

১। বিথুকী—থুকি, থোকা, স্তবকা। "বিম্বুকী"ও পাঠ হইতে পারে, বিম্বুকী—বিম্বিকা।

২। হাড়িয়া—খুব বড় ও কাল। বোধ হয় কাল "হাঁড়ী" হইতে 'হাড়িয়া' শব্দের উৎপত্তি। কাল হাঁড়ীর মত ফুলা ও কাল।

৩। ঝরা—দেবগৃহাদি সাজনের নিমিত্ত কদম্বের ফুল্লপুষ্পের আকারবিশিষ্ট সোলাদ্বারা নির্ম্মিত সূত্রাবলম্বি সজ্জাবিশেষ।

৪। খিচনি—খচনি, খচন, রচনা।

৫। পাটিখানে—পাটিকাল অর্থাৎ পাটিকা অর্থাৎ ইটদ্বারা।

জল মধ্যে পদ্মপুষ্প ফুটিছে বিস্তর।
উড়ে পড়ে কেলি করে পক্ষী জলচর ॥২৬
রাজহংসগণ চরে দেখিতে সুন্দর।
কনক-কমলদলে পড়িছে ভ্রমর ॥২৭
মৃণাল খাইতে তাথে নামিছে কুঞ্জর।
ঘোরনাদ করে হস্তী শুনি ভয়ঙ্কর ॥২৮
হেন মত রথ করি কাঞ্চনে নির্ম্মাণ।
নানা মত করে রথে পুষ্পের উদ্যান ॥২৯
তমাল বকুল পুষ্প মালতী সুন্দর।
লেহালি বান্ধুলি যূথি চাঁপা নাগেশ্বর ॥৩০
লবঙ্গ মাধবীলতা মল্লিকা টগর।
কেতকী ধাতকিদলা জবা করবীর ॥৩১
পদ্ম পারিজাত কুন্দ রঙ্গন সুন্দর।
উদ্যানে রূপিল পুষ্প অতি মনোহর ॥৩২
নানা জাতি রোপে পুষ্প দেখিতে সুন্দর।
সৌরভ ধাইছে তাহার এক প্রহর ॥৩৩
রত্নময় হেন রথ করিয়া সাজন।
নানা অস্ত্র তুলি তাহা করিল পূরণ ॥৩৪
হেনরূপে দুই রথ করিল সাজন।
তাহা দেখি ভয় পায় সহস্রলোচন ॥৩৫
প্রদক্ষিণে প্রণমিয়া ভবানী চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুনে কমল লোচনে ॥৩৬

———

চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায় ।

একরূপ দুই রথ করিয়া সাজন ।
রথের নিকটে গেল ভাই দুইজন ।১
শুম্ভ নিশুম্ভ দুই দৈত্য রাজার নন্দন ।
সেনাপতিগণ চলে যুঝিবার মন ।।২
দুই রথে দুই ভাই হৈল আরোহণ ।
দিব্য দিব্য রথ সভ করিল সাজন ।।৩
সেনাপতিগণ তাথে হৈল আরোহণ ।
অশ্ব গজ রথ আর যত সেনাগণ ।।৪
অসংখ্য অর্ব্বুদ চলে দৈত্য-সেনাগণ ।
সদর্পে চলিল সেনা হাতে প্রহরণ ।।৫
মার মার করি যায় যুদ্ধ করি মন ।
সাজিলেক সৈন্যগণ হাতে নানা বান ।।৬
সৈন্যমাঝে বাদ্য বাজে শব্দ ঘোরতর ।
শরতের মেঘ যেন ডাকে ভয়ঙ্কর ।।৭
বাদ্য শব্দে দেবগণ হইল চমৎকার ।
অবনী পর্ব্বত আর কম্পিত সাগর ।।৮
কোলাহল শব্দ করি যায় সেনাগণ ।
মার মার করি কেহ ডাকে ঘনে ঘন ।।৯
ঘোর শব্দ শুনি ইন্দ্র আদি দেবগণ ।
আকাশ বিমানে সেনা করে নিরীক্ষণ ।।১০
শুম্ভ নিশুম্ভ চলে লয়া সেনাগণ ।
অসংখ্যাত রথ রথী তুরঙ্গ বারণ ।।১১

মার মার করি সভে করিল পয়ান।
(চলিল দৈত্যর রাজা যুদ্ধ করি মন)
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সর্ব্ব দেবগণ ॥১২
রথের ঘোষণা আর হস্তীর গর্জ্জন।
বাদ্যের শবদ শুনি স্থির নহে মন ॥১৩
গাণ্ডীবের টঙ্কার আর যোদ্ধার সিংহনাদ।
দেব মুনি ঋষি সিদ্ধি গণিল প্রমাদ ॥১৪
ঘোর শব্দ হইল শুনিতে লাগে ভয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল জীবচয় ॥১৫
চলিল অসুরগণ যজ্ঞ নাশিবার।
প্রবেশ করিল গিয়া বনের মাঝার ॥১৬
বেড়িলেক তপোবন যত সেনাগণ।
সমবল চারিদিগে করিল পাচন[১] ॥১৭
পূর্ব্বদিকে রহে শুম্ভ নিশুম্ভ রাজন।
অসংখ্যাত রথ রথী যত সেনাগণ ॥১৮
দক্ষিণে রহিল চণ্ড মুণ্ড বলবান।
ধূম্রলোচন পশ্চাৎ করিল পয়ান ॥১৯
উত্তরে রহিল রক্তবীজ বীরবর।
দিব্যরথে রহে বীর হাতে ধনুঃশর ॥২০
চতুর্দ্দিকে রথগজ তুরঙ্গম সেনা।
কটকে শিবির কৈল দুষ্ট দৈত্যজনা ॥২১
অশ্ব পদাতিক সৈন্য কে পারে গণিতে।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি নিল সমর-পণ্ডিতে ॥২২
নানা শব্দ ঘোর অতি চতুর্দ্দিকে শুনি।
মহাভয় পাইল সকল ঋষি মুনি ॥২৩

১। পাচন—বেষ্টন।

নবগ্রহ আদি করি সর্ব্ব দেবগণ।
ভয়েত ব্যাকুল হৈল কে করিবে রণ ॥২৪
মুনিগণে বোলে শুন নবগ্রহগণ।
অসুরে বেড়িল এবে করিব কেমন ॥২৫
তোমরা আসিয়া যজ্ঞ করাইলে আরম্ভ।
চতুর্দ্দিকে দৈত্যগণ করে মহাদম্ভ ॥২৬
কি মতে করিবে রক্ষা না দেখি উপায়।
মারহ অসুরগণ হইয়া সহায় ॥২৭
এত বাক্য কহে যদি সর্ব্ব মুনিগণ।
দেবগণ উঠে তবে করিবারে রণ ॥২৮
ঘোরনাদে মহাভয় দেবতা অসুরে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে যতেক অসুরে ॥২৯
অসুরে দেখিল যদি দেবতা সাজে রণে।
টিটিকারি দিল তবে যত দৈত্যগণে ॥৩০
দিব্যধনুক হাতে করি ধূম্রলোচন।
মার মার করি বীর ডাকে ঘনেঘন ॥৩১
দেবগণে মধ্যে করি অসুরে বেড়িল।
নানা অস্ত্র দৈত্যগণে মারিতে লাগিল ॥৩২
তবে দেবগণ নিজ বাহন উপর।
নানা অস্ত্র লয়া চলে করিতে সমর ॥৩৩
নানা অস্ত্র মারে দেবে অসুরে সংহারে।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে বাণ অসুরে প্রহারে ॥৩৪
ঘোরযুদ্ধ হৈল ধূম্রলোচনের দলে।
অগ্নি অস্ত্র এড়ে রণে দেবতা সকলে ॥৩৫
তবে কোন কর্ম্ম করে অসুর-সমাজ।
কোপেত বরুণ বাণ এড়ে রণমাঝ ॥৩৬

জলবৃষ্টি করি দৈত্য নিভাইল অনল।
অতি বড় কোপ হৈল দেবতা সকল ॥৩৭
তবে শরজাল কৈল অসুর উপর।
তাহাকে কাটিল দৈত্য ছাড়ি বহুশর ॥৩৮
তবে মহাকোপ হৈল অসুরের সেনা।
নানা অস্ত্র ছাড়ে সভে করি বীরপণা ॥৩৯
ঘন ঘন বাণ ছাড়ে নাহি দিশপাশে।
কোটি কোটি বাণ পড়ে চক্ষের নিমিষে ॥৪০
চারিদিকে থাকি দৈত্য কৈল মহামার।
দিবসের মধ্যে কৈল ঘোর অন্ধকার ॥৪১
নানা অস্ত্র এড়ে নবগ্রহের উপর।
মহাকোপে ছাড়ে দৈত্য চোখ চোখ শর ॥৪২
বাণে বাণে দেবগণ হইল জর্জ্জর।
রুধিরের ধারায় তিতিল কলেবর ॥৪৩
অসংখ্যাত বাণ মারে যত দৈত্যগণ।
তাহা এড়াইতে দেবে কি করিবে রণ ॥৪৪
ধনু টানিবার দেবের বাহু নাহি বল।
বাহনে রহিতে নারে হইল বিকল ॥৪৫
অসহ্য বেদনা পায়া নবগ্রহগণ।
রণ ছাড়ি পলাইল রাখিয়া জীবন ॥৪৬
অসুরে জিনিল রণ দেব পলাইল।
আনন্দে অসুরগণ যজ্ঞভাগ লৈল ॥৪৭
নবগ্রহগণ গেল ইন্দ্রের ভুবন।
কহিল সকল আদি অন্ত বিবরণ ॥৪৮
নবগ্রহমুখে কথা শুনিল বাসবে।
কি উপায় করি দেব মনে মনে ভাবে ॥৪৯

প্রদক্ষিণে প্রণমিয়া শ্রীনাথ চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুনে কমললোচনে ॥৫০

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

যজ্ঞনাশ হইল হেন শুনি সুরপতি।
সভা সতে[১] বোলে চিন্তা করহ যুগতি ॥১
কিমতে মারিব দৈত্য শুন দেবগণ।
যজ্ঞনাশ কৈল দৈত্য মারি গ্রহগণ ॥২
এতেক ইন্দ্রের কথা শুনি দেবগণ।
কহিতে লাগিল সভে করি কোপমন ॥৩
প্রবল হইয়া দৈত্য যজ্ঞনাশ করে।
সকল দেবতা মিলি করিব সমরে ॥৪
দৈত্যকে জিনিব হেন কোন বস্তু জ্ঞান।
দেবতার অস্ত্রে দৈত্য হারাবে পরাণ ॥৫
যগুপি তাহাতে দৈত্য নহে পরাজিত।
তবে চিন্তা করিহ পাইয়া মনে ভীত ॥৬
সমর করিব সবে করি যুক্তি সার।
সর্ব্বদেব চলি গেল পুরে আপনার ॥৭
এথা মর্ত্ত্যপুরে দৈত্য নিত্য করি রণ।
বশীভূত কৈল পৃথিবীর রাজাগণ ॥৮
সকল অসুরসেনা নিত্য দেশে ফিরে।
যথা যজ্ঞ করে তাকে যুদ্ধ করি মারে ॥৯

১। সতে—সহিতে।

অবনীতে যত রাজা ছিল বলবান।
ধর্ম্মশীল সদাচার.........বান ॥১০
যার ঘরে যেহি দ্রব্য ভাল হেন শুনি।
তাহাকে অসুরে লয় বধিয়া পরাণি ॥১১
নরলোক নাগলোক গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
যক্ষ রাক্ষস আদি দানব অমর ॥১২
সভাক জিনিল রণে প্রবল অসুরে।
লইল সকল ধন যার যেহি ঘরে ॥১৩
হেনমতে অসুরেক ভয় হইল বড়।
দৈত্যসহে ঝুঝিবার কেহ নহে দড় ॥১৪
এহিরূপে নষ্ট কৈল সকল ভুবন।
অহর্নিশি চিন্তা সভে করে মনে মন ॥১৫
রাজগণে মুনিগণে যজ্ঞ নাহি করে।
যদি কেহ যজ্ঞ করে অসুয়ে সংসারে ॥১৬
কথোদিনে যজ্ঞ-মন বশিষ্ঠ হইল।
ইন্দ্র গোচরিয়া সব সম্ভার করিল ॥১৭
পৌলস্ত আনিয়া কৈল যজ্ঞ আরম্ভন।
দেবকুলে ঘরে ঘরে কৈল আমন্ত্রণ ॥১৮
বশিষ্ঠের ঘরেত যতেক দেবগণ।
যজ্ঞকার্য্যে যায় সভে আনন্দিত মন ॥১৯
ব্রহ্ম ঋষি আদি করি যত মুনিগণ।
আইল সকল লোক বশিষ্ঠ ভুবন ॥২০
দশদিকপাল আর অষ্ট বসুগণ।
নবগ্রহ আইল আর যত দেবগণ ॥২১
বাস্তোষ্পতি আদিদেব আপন বাহনে।
আনন্দিতে সভে আইল বশিষ্ঠ ভুবনে ॥২২

সভাকে আসন দিল পাদ্যার্ঘ্য আর।
মধুপর্ক দিয়া কৈল মান সভাকার ॥২৩
নিমন্ত্রণে আইল মুনি ত্রিভুবন জন।
আসনে বসিল সভে বশিষ্ঠ সদন ॥২৪
যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ করিল শুভক্ষণে।
বেদধ্বনি কৈল তবে দেবমুনিগণে ॥২৫
শুম্ভ নিশুম্ভের চর ভ্রমণ করিতে।
শুনিঞা বেদের ধ্বনি হৈল সচকিতে ॥২৬
যজ্ঞস্থানে আসি চর দেখিয়া সকল।
কহিতে চলিল যথা দৈত্য মহাবল ॥২৭
দৈত্যার নিকটে গিয়া সকলি কহিল।
এ কথা শুনিয়া দৈত্য গর্জ্জিতে লাগিল ॥২৮
অম্বিকার চরণে মজুক মোর চিত।
চণ্ডিকা-বিজয় গান মধুর সঙ্গীত ॥২৯

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

শুম্ভ নিশুম্ভের চরণে নোঙাইল মাথা।
কহিতে লাগিল দূত যজ্ঞের বারতা ॥১
দেবগণে মুনিগণে যজ্ঞ আরম্ভিল।
বশিষ্ঠে সকল লোক আহবি[১] আনিল ॥২
দেবলোক নরমুনি নাগলোক আর।
সভাকে দেখিলোঁ রাজা বশিষ্ঠের দুয়ার ॥৩

১। আহবি—আহ্বান করিয়া।

যজ্ঞ আরম্ভিল মুনি সভাকে আদরি।
আদেশ পাইলোঁ। যেহি তাহা আমি করি ॥৪
যে দেখিলোঁ। তাহা আসি কহিলোঁ। বচন।
যেহি মনে হয় রাজা কর সেহি মন[১] ॥৫
দুতের মুখেত শুনি এতেক বচন।
দুই ভাই জ্বলিল প্রলয় হুতাশন ॥৬
মোর আগে যজ্ঞভাগ খাবে দেবগণে।
তবে কেনে ধরোঁ। মুঞি বিফল জীবনে ॥৭
সাজ সাজ ডাক পাড়ে দুই মহাবলে।
মহারোল করি সাজে অসুরের দলে ॥৮
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে রথ সাজায় সারথি।
নানা আভরণ পরি সাজে মহারথী ॥৯
কতেক অক্ষৌহিণী সাজে প্রধান কুঞ্জর।
গণ্ডেত সিন্দুর সাজে শুণ্ডেত মুদ্গর ॥১০
গলে গজঘণ্টা সাজে দোখ ভয়ঙ্কর।
পৃষ্ঠদেশে সারি সারি ঘণ্টা ঘাঘর ॥১১
অসংখ্যাত ঘোড়া সাজে বর্ণ বিবর্ণ।
কোটি কোটি তাথে যোদ্ধা সাজে শ্যামকর্ণ ॥১২
প্রধান প্রধান ঘোড়া সাজয় বাউতে[২]।
নানা ধনরত্নে অশ্ব করি বিরচিতে ॥১৩
দিব্য বস্ত্র-অলঙ্কার পরি বীরবরে।
বাজি আরোহণ দৈত্য নানা অস্ত্র ধরে ॥১৪
রথ সব সাজায় সারথি মহাজন।
এখোরথে নাগাইল কতো রাজার ধন ॥১৫

১। সেহি মন—সেহি মনে, সেই মত।
২। বাউতে—বায়ুতে, বায়ুবেগে, সত্বর।

অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে রথ সাজে থরে থর।
নানা অস্ত্র পূর্ণ করি নিল যুদ্ধঘর ॥১৬
বাইশ অক্ষৌহিণী সেনা সাজে দর্প করি।
কটকের পদভরে কাঁপে দরি-গিরি ॥১৭
দিব্যরথে চড়ি চলে অসুররাজন্।
পৃথ্বী আচ্ছাদিয়া হৈল যুদ্ধের বাজন ॥১৮
ছত্রিশ অক্ষৌহিণী বাদ্য বাজিছে বিশালে।
অবনী কাঁপায়া সব চলে দৈত্যবলে ॥১৯
নানা বাদ্য বাজে তাহে নাহি পরিমাণ।
বাদ্যশব্দে পৃথিবী হইল কম্পমান ॥২০
চলিল অসুররাজ করিবারে রণ।
অবনী ছাড়িয়া চলে স্বর্গে সেনাগণ ॥২১
সারথি সারথি ঠেকে রথে ঠেকে রথ।
কুঞ্জরে কুঞ্জরে ঠেকে অশ্ব না পায় পথ ॥২২
রথের ঘোষণা আর ঘোড়ার গর্জ্জন।
হস্তীর গভীর নাদে পূরে ত্রিভুবন ॥২৩
সিংহনাদে বীরগণ ধনুর টঙ্কার।
বাদ্যভাণ্ড বাজে শব্দ কি কহিব আর ॥২৪
মারমার করি যায় করিতে সমর।
অসুর চলিল শব্দ হৈল ঘোরতর ॥২৫
পর্ব্বত কাঁপিল আর সাগরের জল।
ঘোরশব্দে অবনী করিছে টলমল ॥২৬
পদভরে কম্পমান পাতাল হইল।
দেবগণ সহে স্বর্গ কাঁপিতে লাগিল ॥২৭
বৃহস্পতি বোলে সভে কর অবধান।
ঘোরশব্দ শুনি হের স্বর্গ কম্পমান ॥২৮

অনুমানে বুঝি সাজি আইসে অসুর
যজ্ঞনাশ করি যুদ্ধ করিবে প্রচুর ॥২৯
অহর্নিশি গতিমতি অম্বিকা-চরণে ।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥৩০

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ।

আইসে অসুরগণ যজ্ঞ বিনাশিতে ।
তাহা দেখি দেবগণ হৈল সচকিতে ॥১
বৃহস্পতি বলে শুন দেবের সমাজ ।
আইল অসুরসৈন্য করি মহাসাজ ॥২
অসংখ্যাত দৈত্য আইল করি ঘোরনাদ ।
যজ্ঞ পূর্ণ না হইল ফলিল প্রমাদ ॥৩
সমর করিতে সভে হইবে সত্বর ।
শুম্ভ নিশুম্ভর রণ বড় ত প্রখর ॥৪
দেবগুরু কহে যদি এতেক বচন ।
সাজিল সকল দেব করিবারে রণ ॥৫
বজ্র হাতে করি ইন্দ্র চড়িল ঐরাবতে ।
সাজিল দেবের রাজা সংগ্রাম করিতে ॥৬
দশদিকপাল সাজে নানা বাদ্য বাজে ।
নবগ্রহগণ সব অর্ক আদি সাজে ॥৭
অষ্টবসুগণ সাজে যুদ্ধ করি মনে ।
মারিব অসুরগণ কোন বস্তুজ্ঞানে ॥৮
দেবতার সেনা সাজে অক্ষয় অব্যয় ।
ঝুঝিতে চলিল সুরপতি মহাশয় ॥৯

নানা বাদ্য বাজে স্বর্গে শুনি ভয়ঙ্কর।
চলিল সকল দেব করিতে সমর ॥১০
হেনকালে অসুরের সৈন্য আইল ধায়া।
কহিতে লাগিল কিছু সদর্প করিয়া ॥১১
শুনহে দেবতাগণ কিবা তোর দিন।
যজ্ঞভাগ খাও তোরা হইয়া প্রবীণ ॥১২
শুম্ভ নিশুম্ভ রাজা তোমার প্রধান।
অনুভাগ যজ্ঞ তাখে না করিয়া দান ॥১৩
তার ফলভোগ আইজ হইবে তোমার।
মহারণ করি আজি করিব সংহার ॥১৪
সর্ব্বসৈন্য দুই দলে হৈল দেখাদেখি।
গালাগালি বোলাবুলি হৈল মুখামুখি ॥১৫
অসুরের সেনাপতি চণ্ড মুণ্ড বীর।
দেবতার মধ্যে গর্জ্জে নির্ভয় শরীর ॥১৬
শুনহ দেবতাগণ করহ বড়াই।
যজ্ঞভাগ খাও তোখে রাজ আজ্ঞা নাই ॥১৭
রাজা না গোচরি[1] বেটা করিয়াছ কাজ।
তেন ফল পাবে আজি যুদ্ধে কর সাজ ॥১৮
এত বলি অস্ত্র হাতে করে দৈত্যবর।
সিংহনাদ ছাড়ে বীর রণের ভিতর ॥১৯
অসুরের সেনা সভ কোন কর্ম্ম কৈল।
দেবগণ বেড়ি দৈত্য চতুর্দ্দিক হইল ॥২০
চণ্ড মুণ্ড রণে কৈল ধনুর টঙ্কার।
টলমল করে পৃথ্বী দরী গিরি আর ॥২১

১। গোচরি—গোচর করিয়া, অনুমতি লইয়া। তেন—তেমন, তাদৃশ বা তজ্জন্য।

ইন্দ্র বলে শুন দেব আমার উত্তর।
মারহ সকল দৈত্য করিয়া সমর ॥২২
বাসবের মুখে শুনি এতেক বচন।
যুঝিতে বাহির হৈল অষ্টবসুগণ ॥২৩
চণ্ড মুণ্ড সহে তারা করিবারে রণ।
হাতে অস্ত্র করি কহে তর্জ্জন বচন ॥২৪
শুনরে অধম দৈত্য তোমার কুদিন।
দেবতাকে মন্দ বোলে হইয়া প্রবীণ[১] ॥২৫
সমূলে মজিবে আজি দেবতার রণে।
মিথ্যা অহঙ্কার করি মর কি কারণে ॥২৬
বোলাবুলি গালাগালি হইল বিস্তর।
অস্ত্র হানে দৈত্যগণ দেবের উপর ॥২৭
অষ্টবসুগণ মিলি করে মহারণ।
চণ্ড মুণ্ড অসুরের যত সেনাগণ ॥২৮
নানা অস্ত্র মারে দেবে অসুরে সংহারে।
অসুরে বেড়িয়া মারে বিবিধ প্রকারে ॥২৯
প্রকাণ্ড অসুরগণ রণেত প্রবীণে।
অসংখ্যাত সেনায়ে করয়ে মহারণে ॥৩০
এথ্ এথ বীরে পারে সমন জিনিতে।
এমত অর্ব্বুদ সেনা না প্যার গণিতে ॥৩১
চারিদিকে থাকি করে বাণ বরিষণ।
এক বসু বেড়ি নিল কোটি কোটি জন ॥৩২
পর্ব্বত উপরে যেন হয় বরিষণ।
অসুর উপরে তেন পড়ে অস্ত্রগণ ॥৩৩

১। প্রবীণ—প্রবল, প্রধান।

চক্ষের নিমিষে পড়ে কোটি কোটি শর।
গদা টাঙ্গি মারে কেহ মূষল মুদ্গর ॥৩৪
সকল দেবতাগণ বেড়িল অসুরে।
দিব্যরথে যুঝে কেহ মত্ত কুঞ্জরে ॥৩৫
এখো এখো দেবতাক বেড়িয়া অসুরে।
কোটি কোটি দৈত্য এড়ে দিব্য দিব্য শরে ॥৩৬
ন্যায়যুদ্ধ কেহ নাহি করয়ে অসুরে।
বেড়িয়া মারয়ে অস্ত্র দেবের উপরে ॥৩৭
অসুরের পতি তথা ডাকে মারমার।
অস্ত্রে রণস্থল কৈল ঘোর অন্ধকার ॥৩৮
চক্ষের নিমিষে পড়ে বাণ অর্ব্বুদ।
দেবের নাহিক সাধ করিবারে যুদ্ধ ॥৩৯
দেবগণ অসুরেক মারিতে না পারে।
কাটিতে দৈত্যের বাণ হইল ফাঁপরে ॥৪০
এক কাটে কোটি পড়ে দেবের উপরে।
বিকল হইল দেব অসুর সমরে ॥৪১
এহিমত রণ হৈল দিবস রজনী।
কার বাণে অগ্নি জ্বলে কার বাণে পানি ॥৪২
দ্বাদশ দিবস রণ হৈল ঘোরতরে।
দিবানিশি ভেদ কিছু নাহিক সমরে ॥৪৩
সেনাগণ সহে দিকপাল ইন্দ্র আদি।
আপনার দলে নবগ্রহ আদি আদি ॥৪৪
আপনার বল সহে যুঝে বসুগণ।
আর স্বর্গবাসী যত সভে করে রণ ॥৪৫
অসুরের সহে সভে করয়ে সমর।
বাণে বাণে দেবগণ হইল জর্জ্জর ॥৪৬

সংগ্রাম না সহে দেবে হইল ফাঁফর।
পালায় সকল দেব ছাড়িয়া সমর ॥৪৭
অসুরে দেখিল ভঙ্গ দিল দেবগণ।
যজ্ঞ বিনাশিতে সভে নাগিল দৈত্যগণ ॥৪৮
যে কিছু যজ্ঞের ভাগ খাইল অসুরে।
দেবপুরে যত ধন তাহা লুট করে ॥৪৯
এহি মতে গেল সেহি দিবসের রণ।
সকল অসুর গেল আপন ভবন ॥৫০
পলায়া সকল দেব চিন্তিতে নাগিল।
দুর্জ্জয় অসুরগণ জিনিতে নারিল ॥৫১
কিমত প্রকারে দৈত্য করিব নিধন।
মহাচিন্তা ভাবে ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥৫২
দেবের যুকতি কিছু নহে সমাধান।
যজ্ঞভাগ লইল দৈত্য করি অপমান ॥৫৩
সর্ব্বদেব সহে যুক্তি করে দেবরাজ।
অথ্য কোন যুক্তি হয় অসুর-সমাজ ॥৫৪
প্রদক্ষিণে প্রণমিয়া অম্বিকা-চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুনে কমললোচনে ॥৫৫

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

রজনী পোহায়া গেল প্রত্যূষ বিহানে।
শুম্ভ নিশুম্ভ আদি উঠে দৈত্যগণে ॥১
নিত্যকার্য্য সমাধিয়া কৈল স্নানদান।
শিবপূজা করে সবে বিবিধ বিধান ॥২

নানা ভোগদ্রব্য খায় আনন্দিত মন।
কর্পূর তাম্বুলে করে মুখের শোধন ॥৩
দিব্য বস্ত্র পরে আর দিব্য অলঙ্কার।
সেনাগণ সভে আইল রাজার দুয়ার ॥৪
শুম্ভ নিশুম্ভ রাজা রত্ন সিংহাসনে।
বসিয়াছে দুই ভাই আনন্দিত মনে ॥৫
চারি সেনাপতি আসি নোঙাইল শির।
মহাবলবান সভে প্রকাণ্ড শরীর ॥৬
একে একে সেনাগণ নত কৈল মাথা।
একো সেনাপতির সৈন্য শঙ্খপদ্ম লেখা ॥৭
সভাতে পাইল সভে পাত্রমিত্রগণে।
রাজাকে প্রণাম করি বসিল আসনে ॥৮
হেনকালে কহে কথা অসুরের পতি।
কালি রণে পলায়া গেল দেব শচীপতি ॥৯
বুঝিলাঙ দেবতার যত বাহুবল।
হীনবলী প্রধান স্থানেত কোন ফল ॥১০
ইন্দ্র খেদাড়িয়া নিব স্বর্গ অধিকার।
আর দেব অধিকার লইব সভার ॥১১
দশদিকপালেক যুদ্ধেত খেদারিয়া।
তাসভার অধিকার লইব কাড়িয়া ॥১২
অর্ক আদি নবগ্রহ অষ্টবসু আর।
খেদাড়িয়া লইব সকল অধিকার ॥১৩
যেন, যোগ্য যেহি জন থাকে সেহিস্থানে।
কেহ নাহি বোলে তাখে নাহি অপমানে ॥১৪

১ যেন—তুল্যার্থে, তৃতীয়া বিভক্তি।

হীনবলী হয়্যা করে স্বর্গ অধিকার।
অপমান করি লব ইন্দ্রপদ তার ॥১৫
এতবাক্য হৈল যদি রাজতুণ্ড হইতে।
পাত্রমিত্রগণ সভে লাগিল কহিতে ॥১৬
তুমি মহারাজা বলে মহাবলবান।
ত্রিভুবন মধ্যে দেখি তুমি সে[১] প্রধান ॥১৭
আমরা তোমার দাস যত সেনাগণ।
যেহি আজ্ঞা কর তাহা সাধি প্রয়োজন ॥১৮
দেবেক জিনিব হেন কোন বস্তু জ্ঞান।
ছাড়ায়্যা লইব স্বর্গ করি অপমান ॥১৯
সেনাপতিগণে কহে করি অঙ্গীকার।
অবশ্য তোমাক দিব স্বর্গ অধিকার ॥২০
যদ্যপি তোমাকে নারি ইন্দ্রপদ দিতে।
বিফলে ধরিব কেনে চাপ-শর হাতে ॥২১
এত শুনি হইল রাজা আনন্দিত মন।
জয় শিব জয় শিব বোলে সর্ব্বজন ॥২২
সৈন্য সেনাপতি কহে প্রতিজ্ঞা বচন।
সভাকে প্রসাদ দিতে রাজা কৈল মন ॥২৩
রথ গজ বাজি আর বস্ত্র অলঙ্কার।
নানা ধনরত্ন দিল পদ্মিনী নারী আর ॥২৪
সেনাপতি সেনাগণে কৈল বিভূষিত।
রাজার প্রসাদ পায়্যা সভে আনন্দিত ॥২৫
যার যেহি যোগ্য দ্রব্য পায় সেহি জন।
দৈত্যগণে পাইল সহস্র রাজার ধন ॥২৬

১। সে—অব্যয়, অবধারণে।

সভাজনের তরে[১] কহে শুম্ভ রাজন।
কাইল যাব অমরাতে করিবারে রণ ॥২৭
সর্ব্ব সৈন্যগণে রাজপ্রসাদ পাইয়া।
নিজপুরে যায় সভে বিদায় হইয়া ॥২৮
আনন্দিত মনে সভে রজনী বঞ্চিল।
রাম স্মরণে সভার প্রভাত হইল ॥২৯
নিত্য নিয়মিত কার্য্য করি সমাধান।
রাজা আদি করি সভে করে স্নানদান ॥৩০
শিব আরাধন করে শুচি হয়া কায়।
একমনে পূজা করে মহেশের পায় ॥৩১
নানা দ্রব্য ভোগ করি অভরণ পরে।
সাজ সাজ পড়ে সাড়া কহিতে সমরে ॥৩২
অহর্নিশি প্রণমিয়া শ্রীনাথ চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভনে কমললোচনে ॥৩৩

ঊনষষ্ঠি অধ্যায়।

সাজ সাজ ডাক পাড়ে অসুররাজনে।
অমরা যাইব দৈত্য করিবারে রণে ॥১
অসুরের সেনা সাজে বর্ণ বিবর্ণ।
মত্তগজ দিব্যরথ ঘোড়া শ্যামকর্ণ ॥২
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে রথ অসংখ্য কুঞ্জর।
অসংখ্যাত ঘোড়াতে সওয়ার ধনুর্দ্ধর ॥৩

১। তরে—উদ্দেশে।

মহারথী রথে চড়ে কেহ চড়ে গজে ।
শঙ্খ পদ্ম লেখা সেনা অসুরের সাজে ॥৪
সাজসাজ বলি সেনা মধ্যে হইল রোল ।
বাদ্যশব্দে কেহ কাণে নাহি শুনে বোল ॥৫
ছত্রিশ অক্ষৌহিণী বাজে দুন্দুভি বাজন ।
অক্ষৌহিণী বাহাত্তর সাজিছে দৈত্যগণ ।৬
শুম্ভ নিশুম্ভ যাবে স্বর্গে দিতে হানা ।
বাদ্যের শব্দে হৈল পৃথিবী কম্পমানা ॥৭
হেনকালে দেবগণ ইন্দ্র আদি করি ।
নারদ মুনিকে পাঠাইল যত্ন করি ॥৮
ইন্দ্র বোলে শুনহ নারদ মুনিবর ।
প্রবোধ বচন কহ অসুরের গোচর ॥৯
বিরিঞ্চি করিল সৃষ্টি তিনলোক বৈসে ।
স্বর্গে দেব মর্ত্ত্যে নর পাতালেত শেষে ॥১০
দেবতার মধ্যে রাজা বিধি যোখে কৈল ।
মর্ত্ত্যপুরে রাজা সেহি প্রধান হইল ॥১১
পৃথিবীর যত রাজা সভার ভিতর ।
রাজচক্রবর্ত্তী করি দুই বীরবর ॥১২
দেবহিংসা যদি নাহি করে দৈত্যেশ্বরে ।
কথো কাল সুখে রাজ্য করুক সংসারে ॥১৩
নহেবা মজিবে সভে দেবের মায়াতে ।
সমরে যাইবে সভে যমের সভাতে ॥১৪
দেবচক্র বিষম কহিবে তপোধন ।
কহিবে এমত যাথে ক্ষেমা হয় রণ ॥১৫
এতেক শুনিয়া মুনি ইন্দ্রের বচন ।
ঢেঙ্কি আরোহণে মুনি চলিল তখন ॥১৬

শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই যাত্রার কারণে।
মঙ্গল রচিয়া বসি আছে দুইজনে ॥১৭
হেনকালে সভাতে মুনি দিলা দরশন।
মুনিক দেখিয়া সভে কৈল সম্ভাষণ ॥১৮
শুনহ নারদ মুনি কেনে আইলে এথা।
যে কার্য্যে আসিছ তাহা কহ তত্ত্বকথা ॥১৯
এতেক শুনিঞা মুনি কহিতে লাগিল।
তোমাকে কহিতে মোখে ইন্দ্রে পাঠাইল ॥২০
তিন পুরী করি সৃষ্টি ব্রহ্মাএ করিল।
যার যেহি যোগ্যস্থান তাথে নিয়োজিল ॥২১
স্বর্গে দেবগণ বৈসে মর্ত্ত্যে নরলোক।
পাতালে বসিতে নাগ করি দিলা যোগ ॥২২
পিতামহ দেবে যাখে দিল যেহি স্থান।
স্বস্থান পতিত হইলে নাহি পরিত্রাণ ॥২৩
মর্ত্ত্যপুর মধ্যে তুমি প্রধান রাজন।
অবনীমণ্ডলে তোমার করিবে পূজন ॥২৪
অবনীতে যত যত আছে রাজগণ।
রাজচক্রবর্ত্তী করি করিবে পূজন ॥২৫
দেবতার হিংসা না করিবে কদাচিত।
পশ্চাৎ দেবের চক্রে হবে বিপরীত ॥২৬
যুক্তি করে দেবগণ তোমার কারণ।
হিত করিবার আইলোঁ তোমার সদন ॥২৭
এতেক শুনিল যদি ঋষির বচন।
কহিতে লাগিল তবে দৈত্যের রাজন ॥২৮
বিরিঞ্চি করিল সৃষ্টি তাথে লোক বৈসে।
যার যেহি যোগ্যস্থান পাইল বিশেষে ॥২৯

উত্তম স্থানেত বৈসে হয়্যা অল্পজন।
উত্তমে দেখিতে তাহা ছাড়ে কি কারণ ॥৩০
আমি মর্ত্ত্যপুরে থাকি ইন্দ্র অমরাতে।
দুই জনে রণ করি জানিব সাক্ষাতে ॥৩১
আমাকে জিনিলে আমি তাখে ভঙ্গ করি।
যেহি জিনে সেহি হবে স্বর্গে অধিকারী ॥৩২
আপনে চলহ মুনি দেবের সমাজ।
সংগ্রাম করিতে সর্ব্বদেব হউক সাজ ॥৩৩
এত শুনি গেল মুনি ইন্দ্রের গোচর।
কহিল অসুরের কথা মহামুনিবর ॥৩৪
সতত প্রণতি করি অম্বিকা চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভণে কমললোচনে ॥৩৫

ষষ্ঠিতম অধ্যায়।

শুম্ভ নিশুম্ভর কথা লয়্যা তপোধন।
দণ্ডমাত্রে উপস্থিত ইন্দ্র বিদ্যমান ॥১
কহিতে লাগিল মুনি দৈত্যের বারতা।
অনেক কহিল তাখে সামঞ্জস কথা ॥২
প্রচণ্ড অসুর যত কহে ব্যবহার।
হীনবলী জন করে স্বর্গে অধিকার ॥৩
আমি মহাবলী রাজা অবনীত বসি।
অল্প জন স্বর্গে বৈসে হয়্যা শচীপতি ॥৪
জানিল সমর হবে অসুরের সনে।
বোলেচালে কিছু নহে যুদ্ধে দেহ মনে ॥৫

সকল কটক সাজি বাহির হইল।
যাত্রাতে বসিছে দৈত্য সাক্ষাতে দেখিলে। ॥৬
এত বলি গেল মুনি আপনার বাস।
দেবগণে লয়া ইন্দ্র চিন্তিছে হুতাশ ॥৭
হেনকালে যাত্রা করে দৈত্যের ঈশ্বর।
নানা বাদ্য বাজে শব্দ শুনি লাগে ডর ॥৮
সুমঙ্গল যাত্রাকালে দেখি বিধিমতে।
আনন্দে চলিল দৈত্য অমরা লইতে ॥৯
আগে আগে চলিল যতেক ফণিকার।
তার পাছে চলিল ধানুকী পাটোয়ার ॥১০
তার পাছে চলে যত খড়গচর্ম্মধারী।
নানাবিধি চলে পাছে পতকাওরারি ॥১১
তার পাছে চলে সভে ঘোড়াতে সোয়ার।
যার এক অশ্বে পারে পৃথিবী জিনিবার ॥১২
মহামত্ত করিগণ তার পাছে যায়।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে রথ তার পাছে ধায় ॥১৩
তার পাছে দিব্যরথে করি আরোহণ।
শুম্ভ নিশুম্ভ চলে ইন্দ্রের সদন ॥১৪
চারিদিকে রথে চড়ি পাত্রমিত্রগতি।
দিব্যরথে চড়ি চলে চারি সেনাপতি ॥১৫
মার মার করি যায় করিতে সমর।
পদভরে বসুমতী কাঁপে থর থর ॥১৬
অসুরের দর্পেতে পাতালে কাঁপে ফণী।
আচ্ছাদিত ধূলায়ে হইল দিনমণি ॥১৭
ছত্রিশ অক্ষৌহিণী বাদ্য বাজিছে বিশাল।
বাইশ অক্ষৌহিণী সেনা অসুরের দল ॥১৮

নানা বাদ্য বাজয়ে দুন্দুভি আদি করি।
মহাঘোর শব্দ তাহা কহিতে না পারি ॥১৯
রথের ঘোষণ তাথে হস্তীর গর্জ্জন।
চিরৎকার শব্দ করি চলে অশ্বগণ ॥২০
কোদণ্ডের টঙ্কার বীরের সিংহনাদ।
ঘোরশব্দে তিনলোক গণিল প্রমাদ ॥২১
স্বর্গ কাঁপিল আর কাঁপিল পাতাল।
মর্ত্ত্যপুর কম্পমান দরি গিরি আর ॥২২
কহিলেন ডাকি ইন্দ্র যতেক দেবতা।
আইল অসুরগণ শুনহ বারতা ॥২৩
কি করিব কিবা হবে কহনা যুকতি।
কি মতে অসুর হাতে পাব অব্যাহতি ॥২৪
তাহার যুদ্ধের তত্ত্ব জানহ সকলে।
মহামার করিল বশিষ্ঠে যজ্ঞস্থলে ॥২৫
বাসবের মুখে শুনি এতেক বচন।
কহিতে লাগিল তবে যত দেবগণ ॥২৬
আইল অসুর সাজি অমরানগর।
সংগ্রাম করিব সভে যতেক অমর ॥২৭
তুমি সুরপতি দেব সভার প্রধান।
সভে মিলি রণ করি দেখ বিদ্যমান ॥২৮
শরীরেত জ্ঞানবল থাকে যতক্ষণ।
ভঙ্গ নাহি দিব কেহ অসুরের রণ ॥২৯
এত যুক্তি কৈল সভে দেবের সমাজ।
নিজপুরে গিয়া সভে কৈল যুদ্ধসাজ ॥৩০
নানা বাদ্য বাজে স্বর্গে শুনি লাগে ভীতে।
শক্ত হইল দেবগণ সমর করিতে ॥৩১

বজ্রপাণি হয়া ইন্দ্র ঐরাবতে চড়ি।
আর সব দেব চলে হাতে অস্ত্র করি ॥৩২
অভয়া চরণে রে মজুক নিজ চিত্ত।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত মধুর সঙ্গীত ॥৩৩
শতত প্রণতি করি শ্রীনাথ চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥৩৪

একষষ্ঠিতম অধ্যায়।

সর্ব্ব দেব মিলি যুদ্ধের সাজ কৈল।
হাতে অস্ত্র করি নিজ বাহনে চড়িল ॥১
হেনকালে দৈত্যগণ অমরা আইল।
সুরপুরী বেড়ি বাণ ছাড়িতে লাগিল ॥২
তবে দেবগণ যায় হাতে করি বাণ।
ডাকিয়া কহিল দৈত্য সভে অল্পজ্ঞান ॥৩
দেব মুনি হিংসা কর হইয়া প্রবল।
অচিরাতে পাবে আজি তার প্রতিফল ॥৪
গালাগালি বোলাবুলি বাড়ে ক্রোধভার।
বাক্য অবশেষ হৈল অস্ত্র অবতার ॥৫
মহাকোপে দেবগণ রণে হানা দিল।
অসুরের সেনা সব কাটিতে লাগিল ॥৬
কার হাতপাও কাটে কার কাটে মাথা।
ভূমেত পড়িয়া কেহ স্মরয়ে বিধাতা ॥৭

চৌরঙ্গ১ করিয়া কাটে কোন কোন জন।
কার নাক কার কাণ কয়য়ে ছেদন ॥৮
কার স্কন্ধ কাটে কার সভড়ায়২ অস্ত্র।
ভূমেত পড়িয়া কেহ সিকটায় দন্ত ॥৯
কোন কোন দৈত্য মৈল অস্ত্রের প্রহারে।
বাণে মুণ্ড গেল কার করে ধড়ফড়ে ॥১০
কার রথ ধনু কাটি বুকে বাঝে বাণ।
অস্ত্রাঘাতে কথো বীর তেজিল পরাণ ॥১১
এহি মতে সেনাগণ কাটিতে লাগিল।
রথগজ অশ্বসেনা অসংখ্যাত পৈল ॥১২
সেনার দেখিল যদি এতেক বিড়ম্বন।
মহাক্রোধে জ্বলিল অসুর তিনজন ॥১৩
ধূম্রলোচন আর বীর চণ্ড মুণ্ড।
কোপে রাঙ্গা হৈল চক্ষু যেন অগ্নিকুণ্ড ॥১৪
দন্তে ওষ্ঠ চাপি চাহে দেবতার পানে॥
রক্তবর্ণ দুই আখি যেন হুতাশনে ॥১৫
গাণ্ডীব তুলিয়া ধরি সিংহনাদ ছাড়ে।
ধনুতে টঙ্কার পূরি দন্ত কড়মড়ে ॥১৬
আমার সাক্ষাতে সেনা করহ নিধন।
আজি রণে তোমার বাচিবে কোন জন ॥১৭
এত বুলি দিব্যরথে তিন বীরবর।
শীঘ্রগতি ধায় কোপে করিতে সমর ॥১৮

১। চৌরঙ্গ—চতুরঙ্গ, চারি অঙ্গ, চারি খণ্ড।

২। সভড়ায়—সবটায়, সমস্ত; বগুড়া অঞ্চলের কথা। সিকটায়—কটকট করিয়া বাহির করে।

দিব্য ধনু ধরে দৈত্য দিব্য ধরে শর।
আকর্ণ পূরিয়া মারে দেবের উপর ॥১৯
দেবগণ মধ্যে দৈত্য চতুর্দ্দিকে হৈল।
নানা অস্ত্র ছাড়ি দিল অন্ধকার হৈল ॥২০
দেবগণ ছাড়ে বাণ অসুরে সংহারে।
দৈত্যগণ ছাড়ে বাণ দেবের উপরে ॥২১
দেবাসুরে যুদ্ধ হৈল অতি ঘোরতর।
সেনাপতিগণে মারে চোখ চোখ শর ॥২২
দেবতার অস্ত্র করে তৃণহেন জ্ঞান।
অসুরে মারয়ে বাণ পূরিয়া সন্ধান ॥২৩
ইন্দ্র আদি দেব সব একত্র হইল।
অসুর উপরে বাণ মারিতে লাগিল ॥২৪
যত অস্ত্র মারে দেবে অসুরে সংহারে।
কোপে দৈত্যগণ মারে দিব্য দিব্য শরে ॥২৫
নানা অস্ত্র মারে দৈত্য নাহি দিশপাশ।
যুদ্ধভার দেখি দেব গণিল হুতাশ ॥২৬
শুম্ভ নিশুম্ভ তথা ডাকে হান হান।
তিন সেনাপতি কোপে ছাড়ে নানা বাণ ॥২৭
মহাযোদ্ধা সেনাপতি প্রকাণ্ড শরীর।
অস্ত্র ছাড়ি দিবসেত করিল তিমির ॥২৮
কোটি পরণাম করি অম্বিকা-চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥২৯

দ্বিষষ্ঠিতম অধ্যায়।

দেবাসুর যুদ্ধ হৈল অতি ঘোরতর।
দুই দলে বাদ্য বাজে শুনি ভয়ঙ্কর ॥১
নানা অস্ত্র ছাড়ে দেবে অসুরে সংহারে।
দৈত্যগণ ছাড়ে কোপে দিব্য দিব্য শরে ॥২
অসুরে ছাড়য়ে বাণ জাঠি ঝগড়া।
বুরুজ কাম্বুজ মারে শেল বড়া বড়া ॥৩
পর্ব্বত অস্ত্র মারে দৈত্য দেবের উপর।
অগ্নি অস্ত্র বাউ অস্ত্র মারিছে তোমর ॥৪
গদা ডাঙ[১] মারে কেহ সিংসপি খাপর।
ত্রিফলিয়া বাণ মারে কেহ ফণিধর ॥৫
খুরবাণ মারে আর বাণ কৃপাণ।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান ॥৬
শরজাল কৈল দৈত্য দেবের উপর।
মহাগদা মারি দৈত্য বোলে পড়পড়ং ॥৭
দিব্য দিব্য বাণ মারে হীরাবান্ধা টাঙ্গি।
হেলায়ে নির্ম্মূল করে যার অঙ্গে লাগি ॥৮
দানব অস্ত্র এড়ে কেহ বাউ অস্ত্র আর।
প্রলয় অস্ত্র এড়ে কেহ পট্টিশ কুঠার ॥৯
নারাচ তিলক মারে বেলক ভয়ঙ্কর।
বন্দুক গোরাপ মারে দেবের উপর ॥১০

১। ডাঙ—দণ্ড অথবা বাড়ি।
২। পড়পড়—পট্‌পট্‌ শব্দ।

ভিন্দি পরশু মারে পাশ বজ্রবাণ।
রুদ্র বিষ্ণু বাণ মারে পূরিয়া সন্ধান ॥১১
তিমির ত্রিশূল মারে সপ্তভেদি বাণ।
চতুর্দ্দিগে হৈতে পড়ে কোটি কোটি বাণ ॥১২
চাপে এক ছাড়ে লক্ষ কোটি হয়া চলে।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে পড়ে ঐরির উপরে ॥১৩
হেন অস্ত্র কোটি কোটি ছাড়ে সেনাপতি।
দেবগণে বোলে আজি নাহি অব্যাহতি ॥১৪
অস্ত্র ছাড়ি দৈত্যগণ অস্ত্রে কৈল গড়১।
উঝটে মরয়ে যে পলায় দেয় নড় ॥১৫
চতুর্দ্দিকে শুনি যে বাণের ঠনঠনি।
ক্ষেণেক তিমির রোলে ক্ষেণে যেন পাণি ॥১৬
নানা অস্ত্র ছাড়ে দৈত্য নাহি অবসান।
আকর্ণ পূরিয়া মারে চোখ চোখ বাণ ॥১৭
ঘোর যুদ্ধ করে দৈত্য নাহি দেয় ভঙ্গ।
আস্ফালিয়া মারে বাণ রণের তরঙ্গ ॥১৮
দেবগণে যত অস্ত্র করয়ে প্রহার।
তাহা কাটি পাড়ে দৈত্য রণের মাঝার ॥১৯
দেবতার অস্ত্র নাহি ফুটে দৈত্যগায়।
অসুরের প্রহারে দেবের হয় ভয় ॥২০
অস্ত্রে অস্ত্রে দেবগণ হইল জর্জ্জর।
রুধিরের ধারায়ে তিতিল কলেবর ॥২১
দ্বাদশ রজনী দিবা দেবাসুরে রণ।
প্রমাদ গণিল ঋষি সিদ্ধি মুনিগণ ॥২২

১। গড়—লম্বা স্তূপ। উঝটে—উঠা খাইয়া, আছাড় খাইয়া। নড়—দৌড়।

অস্ত্রে ক্ষত সর্ব্ব দেব হৈল বহুতর।
প্রমাদ গণিল মনে যতেক অমর ॥২৩
সমরে দারুণ এহি অধম অসুর।
সর্ব্ব দেব অঙ্গে বাণ ফুটিল প্রচুর ॥২৪
অশোক মন্দার যেন ফুটিল বসন্তে।
তেনমতে রক্তে রাঙ্গা দেবের পৃরিতে ॥২৫
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
সমরে বিকল সভে ভাবে মনেমন ॥২৬
প্রচণ্ড অসুর রণে মহাবলবান।
অস্ত্রে অস্ত্রে সব বীর হইল খান খান ॥২৭
সেনাপতি সেনার যতেক পরাক্রম।
তাহার নৃপতি সহে যুঝে কোন জন ॥২৮
ধনুর্গুণ টানিতে বাহুতে নাহি বল।
জিনিতে নারিব তবে থাকি কোন ফল ॥২৯
এত যুক্তি ভাবি মনে যতেক দেবতা।
রণে ভঙ্গ দিল সভে হৃদে পায়া ব্যথা ॥৩০
দেবগণ ভঙ্গ হইল অসুরে দেখিলা।
তাড়াতাড়ি করি অস্ত্র ছাড়িতে লাগিলা ॥৩১
কথোদূরে হেনমতে ভঙ্গ দেবগণে।
অসুরের সেনাপতি আনন্দিত মনে ॥৩২
রাজাকে প্রণামে সভে রণ আভরণে।
রণজয় দেখি আনন্দিত দৈত্যগণে ॥৩৩
শুম্ভ নিশুম্ভ দুঁহে দেখিল রণজয়।
কোলাকোলি করে সভে আনন্দ হৃদয় ॥৩৪
জয় জয় শব্দ হইল অসুরের দলে।
হাতে ধনু করি নাচে যত মহাবলে ॥৩৫

অম্বিকার পদ সদা করিয়া স্মরণ।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচন ॥৩৬

ত্রিষষ্ঠিতম অধ্যায়।

রণ জিনি দৈত্যগণ, আনন্দ সভার মন,
আদি করি দৈত্যের ঈশ্বর।
পাত্রমিত্র সেনাগণ, যত যত সভাজন,
কহে কথা রাজার গোচর।১
তুমি রাজা মহাতপা, তোমাকে শিবের কৃপা,
সেহি ফল হইল এমন।
অমরাতে রণ কৈল, সুরগণ পলাইল,
তোরে কৃপা কৈল পঞ্চানন ॥২
চল এবে ইন্দ্রপুরে, ইন্দ্র হও দৈত্যবরে,
সুখভোগ কর দেবপুরে।
একালে এমত হৈল, পরকালে চিহ্ন পাইল,
দিব্য গতি দিবে মহেশ্বরে ॥৩
আমরা সেবিল হর, দিলা প্রভু যেই বর,
বুঝিলাঙ সকলি সাফল।
পুরুষ প্রতিজ্ঞা কৈল, সেহি সব পূর্ণ হৈল,
ইন্দ্রাসনে বৈস মহাবল।৪
শুম্ভ নিশুম্ভ রায়, উত্তর কহিল তায়,
শুনহ যতেক সেনাগণ।
আমি রাজা ভববলে, আর শিব-সেবাফলে,
রণে পলাইল দেবগণ ॥৫

চলহ সকল জন, লহ গিয়া ইন্দ্রাসন,
দেবগণে যত অধিকার।
এত বাক্য হৈল যবে, সর্ব্বসেনাগণ তবে,
পথে কৈল মঙ্গল প্রচার ॥৬
ঘটবারা[১] দীপ আদি, কদলি রূপিল বিধি,
নানারূপে মঙ্গল রচিয়া।
নানা বাদ্য বাজে রঙ্গে, দৈত্যসেনা লয়া সঙ্গে,
ইন্দ্র হৈল সুরপুরে গিয়া ॥৭
দেবযোগ্য দ্রব্য যত, অসুরে লইল তত,
সুরপুরে দৈত্য অধিকারী।
অসুরের সেনাগণ, স্বর্গে করে ভ্রমণ,
ফিরে যত দেবতার বাড়ী ॥৮
দেখে যত দেবপুরী, ধনরত্ন সব এড়ি,
পলাইল সকল দেবতা।
অমরের আওয়াসে, আনন্দে অসুর বৈসে
দেবগণ ভাবে দুঃখব্যথা ॥৯
অসুর প্রবল হৈল, দেবতার পুরী নিল,
লইল সভার অধিকার।
ইন্দ্র বরুণ যম, চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন,
পলাইল ছাড়িয়া আগার ॥১০
ইন্দ্র আদি দেবগণে, পলাইয়া গেল বনে,
অসুরের ভয়ে কম্পমান।
প্রচণ্ড অসুরবর, লইল দেবের ঘর,
খেদাইল করি অপমান ॥১১

১। ঘটবারা—বাহিরে ঘটস্থাপন

আনন্দে অসুর যত,   স্বর্গে সভে অবিরত,
দৈত্য আদি নিয়োজে রাজন।
শুম্ভ নিশুম্ভ রায়,   সেনাগণ তরে কয়,
শুন সভে আমার বচন ॥১২
ইন্দ্র আদি পলাইল,   স্থান সব শূন্য হৈল,
তা'সভাকে কর অধিকার।
পাত্রমিত্রগণ তরে,   বোলে রাজা উচ্চস্বরে,
পাঠাও যে যোগ্য হয় যার ॥১৩
এত শুনি সেনাগণ,   কৈল সব নিয়োজন,
দেবস্থানে অসুর রহিল।
দিক্‌পালে অধিকার,   নবগ্রহগণ আর,
সর্ব্বস্থানে অসুরে লইল ॥১৪
দুই ভাই দৈত্যেশ্বরে,   দেবের আচার করে,
দশদিকপালের সকল।
লইল গ্রহ অধিকার,   অষ্টবসুগণ আর,
দৈত্যগণ হইয়া প্রবল ॥১৫
এত জানি দেবগণ,   চিন্তা করে সর্ব্বক্ষণ,
সর্ব্বদেব একত্র হইয়া।
অসুরে সকল নিল,   ধনরত্ন যত ছিল,
কত বন ফিরিব ভ্রমিয়া ॥১৬
সকল দেবতা মিলি,   প্রজাপতি পাশে চলি,
কহি গিয়া দুঃখ নিবেদন।
যেমত উচিত হয়,   করিবেন মহাশয়,
তবে শোক হবেক খণ্ডন ॥১৭
চিন্তিয়া এমত কাজ,   চলে দেবসমাজ,
বিরিঞ্চির স্থানে উতরিল।

দেখিলেন প্রজাপতি, দেবগণে করে স্তুতি,
যত দুঃখ সব নিবেদিল ॥১৮
বিধাতা কহেন কথা, শুন সর্ব্ব দেবতা,
কেন ফির কাননে কাননে।
অভয়া দিয়াছে বর, তাহা নাহি মনে স্মর,
সভে করি তাহাকে স্মরণে ॥১৯
ভবানী ভুবনমাতা, নিবেদিয়ে দুঃখকথা,
কৃপা করি হইবে সদয়।
অম্বিকার কৃপাফলে, অসুর নাশিব হেলে,
নহিলে কিমতে সৃষ্টি রয় ॥২০
অভয়া চরণতলে, কমললোচন বোলে,
মোরে কৃপা কর নিজগুণে।
তোমা বিনে ভবে আর, অন্য কে করিবে পার,
চণ্ডিকা-বিজয় গীত ভূনে ॥২১

চতুঃষষ্ঠিতম অধ্যায়।

এত শুনি দেবগণ ব্রহ্মার বচন।
সর্ব্ব দেবগণ হৈল আনন্দিত মন ॥১
ব্রহ্মার চরণে সভে প্রণাম করিল।
পাণিপুটে স্তুতি সভে করিতে লাগিল ॥২
রজোগুণে সৃষ্টি সৃজিলে আপনে।
দিয়াছেন অধিকার করিয়া যতনে ॥৩
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন যত।
প্রবল অসুরে তাহা সব কৈল হত ॥৪

এতেক শুনিয়া প্রজাপতি মনে মানি।
হংসবাহনে ব্রহ্মা চলিল আপনি ॥৫
ইন্দ্র আদি দেবগণ চলিল সহিতে।
পর্ব্বত নিয়ড়ে[১] যায় ভবানী স্মরিতে ॥৬
হিমালয় শিখরে যতেক দেবগণ।
ব্রহ্মা আদি চলে তথা করিতে স্তবন ॥৭
পর্ব্বত নিকটে গিয়া দিল দরশন।
বেদধ্বনি করিল যতেক দেবগণ ॥৮
স্মরিয়া ভবানী ভীমা দেবী নারায়ণী।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা করে স্তুতিবাণী।৯
ব্রহ্মা আদি দেবগণ হয়া একমতি।
পানিপুটে স্তুতি করে স্মরিয়া পার্ব্বতী ॥১০
নম নম বন্দেঁ মাতা শিবা মহামায়া।
দেবগণে দুর্গামাতা কিছু কর দয়া ॥১১
তুমিত ভবানী দেবী ত্রিভুবনে সার।
পড়িলে সঙ্কটে মাতা কে করিবে পার ॥১২
আত্মাসনাতনী মাতা সংসারের সার।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সর্ব্ব ফলদার[২] ॥১৩
কল্যাণী তোমার নাম সিদ্ধিকারিণী।
সেবক নিস্তার কর উরিয়া ভবানী ॥১৪
লক্ষ্মীরূপা তুমি দেবী ত্রিভুবনসার।
কোটি পরণাম দেবী চরণে তোমার ॥১৫
নারায়ণী নারসিংহী ভবানী ভাবিনী।
অপর্ণা পার্ব্বতী দুর্গা মৃড়াণী শর্ব্বাণী ॥১৬

১। নিয়ড়ে—নিকটে।
২। ফলদার—বোধ হয় ফলাধার।

অম্বিকা চণ্ডিকা তুমি সিদ্ধিদায়িণী।
তুমি রৌদ্রী তুমি সৌম্যা কুণ্ড রূপিণী ॥১৭
সুপ্রতিষ্ঠা দেবী তুমি সংসারের সার।
কীর্ত্তিরূপা মাতা তর পদে পরিহার ॥১৮
তুমি বিষ্ণুরূপ ধরি পালনকারিণী।
ত্রিভুবন মধ্যে তুমি চৈতন্য রূপিণী ॥১৯
নমো নমো সুরেশ্বরী সংসারের সার।
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কর একবার ॥২০
তুমি ত উৎপত্তি দেবী প্রলয়কারিণী।
তুমি মায়া তুমি দয়া বিঘ্নবিনাশিনী ॥২১
তুমি শক্তিরূপা হয়া সর্ব্বদেহে বাস।
সর্ব্ব প্রাণী জীব তুমি সর্ব্ব তুয়া দাস ॥২২
তুমি দেবী বিষ্ণুরূপা তুমিত সাচার[১]।
তুমি লজ্জারূপা দেবী তোমাতে সংহার ॥২৩
স্থিতিরূপে উপভোগ করহ আপনে।
ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে থাক সর্ব্বক্ষণে ॥২৪
প্রাণীর শরীর মধ্যে থাক অনুক্ষণ।
ধর্ম্মবৃত্তিরূপে কর জগৎ রক্ষণ ॥২৫
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মাতা তুমি মহেশ্বর।
তুমি সর্ব্ব দেবমাতা তুমি পুরন্দর ॥২৬
দেবগণে এত স্তুতি করে বারে বারে।
পূর্ব্বে স্তুতি কৈলে মাতা তাথে দিলে বরে ॥২৭
আপদে পড়িয়া মাতা করিয়ে স্মরণ।
উদ্ধারহ দেবগণ জগত জীবন ॥২৮

১। সাচার—সংসার কি? লিপিকর ভ্রম হইতে পারে।

তুমি দেবী বর দিলে কৃপা করি মনে।
চরণে শরণ নিলোঁ করহ রক্ষণে ॥২৯
পূর্ব্বে আজ্ঞা কৈলে মাতা আপদে স্মরিহ।
পড়িলু সঙ্কটে মাতা পদছায়া দেহ ॥৩০
তুমি দেবী তুমি দেব তুমি সর্ব্বময়।
তুমি সর্ব্বহেতু তোমা বিনে কিছু নয় ॥৩১
তুমি সদাশিব দেবী ব্রহ্মা বিষ্ণু আর।
কাতরে তোমারে ডাকি করহ নিস্তার ॥৩২
তারিণী তোমার নাম জগতে বিদিত।
বিপদে স্মরণ করি পায়া তুষ্ট ভীত ॥৩৩
তুমি মাতা তুমি পিতা প্রণমি সদাই।
তুমি না করিলে দয়া যাব কার ঠাই ॥৩৪
তুমি পশুবাহিনী পশুকে বিনাশিনী।
খগেন্দ্রবাহিনী তুমি হংসরূপিনী ॥৩৫
প্রণতেক কৃপা কর সর্ব্ব মঙ্গলা।
পাদপদ্মে দেহ স্থান সেবকবৎসলা ॥৩৬
তোমা বিনে ত্রিভুবনে বন্ধু নাহি আর।
রক্ষিণী করহ রক্ষা তবে সে উদ্ধার ॥৩৭
শুক্ল কৃষ্ণ রক্ত পীত আর যত বর্ণ।
কেবা জানে ধ্যান পূজা কেবা জানে ধর্ম্ম ॥৩৮
তুমিত প্রখরা মাতা তুমি অতিলম্ব।
সেবক বৎসলা দেবি তুমি সর্ব্বধর্ম্ম ॥৩৯
তুমি মায়া দয়া মাতা তুমি সে জননী।
তোমার চরণ বন্দোঁ জোড় করি পাণি ॥৪০
তুমি জলস্থল মাতা কুমতি সুমতি।
গুল্ম লতা দরি গিরি তুমি ভগবতী ॥৪১

পতিত পাবনী নাম জগতে বিদিত।
পতিতে তোমাকে ডাকে না হবে বঞ্চিত ॥৪২
গয়া গঙ্গা গোদাবরী যমুনা ঘর্ঘরা[১]।
সর্ব্বতীর্থময় দেবী তুমি ধাত্রীধরা ॥৪৩
সর্ব্ব পীঠ তুমি মাতা অসিদ্ধি সাধনী।
জরামৃত্যুহরা রোগশোক বিনাশিনী ॥৪৪
দেবগণে কৈল যদি এত স্তুতিবাণী।
অভয়া দুর্গার হৈল আকুল পরাণী ॥৪৫
আসন অস্থির দেবীর স্পন্দে ডানি আঁখি।
দন্তে জিহ্বা ধরে বহু নিমিষ দেখি ॥৪৬
ধ্যানস্থা হইয়া দেবী জানিল কারণ।
সঙ্কটে পড়িয়া দেবে করয়ে স্মরণ ॥৪৭
এত জানি ভগবতী ভাবে মনে মনে।
চলিল ভবানী মাতা রক্ষণ কারণে ॥৪৮
এমত তারিণী পদ করিয়া বন্দন।
চণ্ডিকা-বিজয় ভনে কমললোচন ॥৪৯

পঞ্চষষ্ঠিতম অধ্যায়।

কিসে বা ভজিব শ্যাম কমলজ পদে।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ হয়াছে বিবাদে ॥
জপ যজ্ঞ ভাবহীন ভাগ্যসমন্বিতে।
মহিমা সকল তোমার পারি কি বলিতে ॥

১। ঘর্ঘর—কবির বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী নদী, ঘাঘট্।

দেখিয়া ভবের ভাব ভয় বড় মনে!
তুয়া চরণে শরণ বিনে কিছু নহে আনে।
ভকত বৎসলা মাতা করুণালোচনী।
বিষম অন্তক দলে তুমি সে তারিণী।
বিরিঞ্চি ধিয়ানে তোমার নাহি দৃষ্টিপাত।
তরাহ আপন গুণে দ্বিজ যদুনাথ॥ ধ্রু

দেবতার এত স্তুতি,   চঞ্চল হইল মতি,
অভয়া বরদারূপিণী।
সেবকের স্মরণে,   অস্থির হইয়া মনে,
অমঙ্গল ভাবেন ভবানী॥১
সদা উচাটন মনে,   রসনা ধরে দশনে,
গমনে উঝট বাঝে নখে।
আসন সদায় নড়ে,   কপালে টনক পড়ে,
কেন এত অমঙ্গল মোখে॥২
অন্তর্য্যামী দুর্গামাতা,   জানিল সকল কথা,
বিপদে স্মরয়ে দেবগণ।
যাইব সর্ব্বথা তথা,   উদ্ধারিব দেবতা,
নহে তবে কে লবে শরণ॥৩
এত ভাবি মহামায়া,   দেবগণে করি দয়া,
স্নান ছলে জাহ্নবীর তীরে।
হিমালয় গিরিবরে,   আইল গঙ্গা একধারে,
মন্দ মন্দ সুগন্ধি-সমীরে॥৪
আসি দুর্গা সেহি স্থলে,   কৌতুক দেখিছে জলে,
বোলে কিছু অভয়া পার্ব্বতী।
দেবগণে করে ধ্বনি,   শিরে করি জোড়পাণি,
কার তরে করে এত স্তুতি॥৫

দুর্গা কহে এত কথা, আর কেহ নাহি তথা,
উত্তর করিতে কোন জন।
দুর্গার শরীর-কোষে, মাতৃ এক দিব্যবেশে,
হয়া তেহোঁ করিল বচন।৬
ভকত বৎসলা জয়া, শিব দুর্গা মহামায়া,
তোমার মহিমা কেবা জানে।
যত দেখ চরাচর, সব তোমার কিঙ্কর,
তুমি সর্ব্বদেবের প্রধানে ॥৭
ভূত কথা কহি আমি, অবধানে শুন তুমি,
যেহি কালে মহিষ বধিলে।
সেকালে দেবতাগণে, স্তুতি করে একমনে,
কৃপা করি বর তারে দিলে ॥৮
সঙ্কটে পড়হ যবে, আমাকে স্মরিহ তবে,
উদ্ধার করিব সেহি দায়।
পড়িয়ে সঙ্কটে তলে, দেবগণে স্তুতি বলে,
নিস্তার করহ মহামায়া ॥৯
শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য, শিব সেবা করে নিত্য,
মত্ত ঘোর কঠোর সেবনে।
বর দিলা ভূতনাথ, ত্রিভুবনে নাহি পাত১,
হবে দৈত্য যাহাতে নিধনে ॥১০
ত্রিশূলে অধিক জেহি, সমরে মারিবে সেহি,
আর কেহ নারে জিনিবার।
দেবগণ সহে রণ, কৈল বাণ বরিষণ,
দৈত্যগণ প্রচণ্ড যুঝার ॥১১

১। পাত—পাত্র।

রণে দেব খেদাড়িল, স্বর্গে সেহি রাজা হৈল,
কৈল সব দেবের অধিকার।
দশ দিকপালগণ, আর অষ্ট বসুজন,
নবগ্রহ আদি দেবতার ॥১২
ধন অধিকার লইল, দেবতা হুতাশ পাইল,
সভে তব চরণে শরণ।
কৃপা করি ভক্তজনে, কর দেবী উদ্ধারণে,
তবে স্থির হয় দেবগণ ॥১৩
শুনিয়া এতেক বাণী, বোলে দেবী নারায়ণী,
দৈত্যগণ নাশিব আপনে।
বপুকোষে উপাদান, বলি তব অবধান,
কৌশিকী বলিয়া ত্রিভুবনে ॥১৪
অথা[১] যত দেবগণ, ধ্যান করে অনুক্ষণ,
দেখে মাতা জাহ্নবীর তীরে।
আনন্দিত দেবগণ, বেদধ্বনি ঘনে ঘন,
গেলা তথা পুলক শরীরে ॥১৫
প্রদক্ষিণে প্রণিপাত, করে আদি সুরনাথ,
অম্বিকার চরণ কমলে।
দেখিয়া দুখানি পা, মুখে গদ গদ রা,
ভাসিল আনন্দ অশ্রুজলে ॥১৬
অভয়া বলেন শুন, ইন্দ্র আদি দেবগণ,
যেহি ভয় হয়াছ কম্পিত।
তাহাকে নাশিব বলে, কৃপা করি দেবগণে,
এহি বাক্য বলিলোঁ নিশ্চিত ॥১৭

১। অথা—অথ, অনন্তর।

শুনিয়া দেবতাগণ, আনন্দ সভার মন,
বেদধ্বনি প্রণমে চরণে।
চণ্ডিকাবিজয় গীত, অভয়ার মনপ্রীত,
কমল লোচনে দ্বিজে ভূনে ॥১৮

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

ভবানীর ইঙ্গিত, শুনিয়া নিশ্চিত,
দেবতার মনে বড় সুখ।
আনন্দে তরল, দেবতা সকল,
নাহি ভাবে শোক দুঃখ ॥১
আদি সুরনাথ, করি প্রণিপাত,
ছাড়ি চলে হিমালয়।
সর্ব্ব দেবগণে, রহিলা কাননে,
ইন্দ্র আদি সুরচয় ॥২
তবেত অভয়া, কৈল কোন মায়া,
বরণ হইল কালী।
কালিকা আখ্যান, দেবের বাখান,
তিন দেবে স্তুতি বাণী ॥৩
হিমালয় গিরি, রহিলা সুন্দরী,
দেবগণে করি দয়া।
ভকত নিস্তার, খল-জন কাল,
কত জান দেবী মায়া ॥৪
শুম্ভ নিশুম্ভ, দৈত্যবর জম্ভ,
যাহার যত্তেক চর।

ফিরয়ে রাত্রি দিনে, সকল ভুবনে,
দেখে যে করে গোচর ॥৫
চণ্ডমুণ্ডবর, অসুর দুর্ব্বার,
দুই দৈত্য সহোদর।
আসি হিমালয়ে, ভ্রমণ করয়ে,
দেখিল ভকতবৎসল ॥৬
ভবানী দেখিল, ত্বরিতে চলিল,
দুইজনে লঘু গমনে।
রাজাকে দেখিল, দুহে প্রণমিল,
কহে সব বিস্ময়মানে ॥৭
শুনহ রাজন, করি নিবেদন,
দেখিল যেমত নারী।
সকল সংসার, ভ্রমি অনিবার,
নাহি দেখি কারগারি[১] ॥৮
নারী-রূপ সীমা, কি দিব উপমা,
তুলনায় নাহি স্থান।
কাহার সুন্দরী, কেন হিমগিরি,
নাহি পাইল সন্ধান ॥৯
অতি অপরূপ, দেখিল স্বরূপ,
কোটি চন্দ্রে মুখ-শোভা।
রাত্রি দিবাভেদ, হেম পরিচ্ছেদ,
তাহার অঙ্গের আভা ॥১০
অর্ক কোটি জিনি, অঙ্গ আভাখানি,
চন্দ্র কোটি সমন্বিত।

১। কারগারি—কার আগারে?

হেন অনুমানি, চক্ষু ফুটে জানি,
দেখি লাগে আচম্বিত[১] ॥১১
তোমার ভাণ্ডারে নানারত্ন-বরে,
দেবের দুর্লভ যত।
দেবগণ নারী, নৈল রণ করি,
নাহিক তাহার মত ॥১২
ঘোর রণ করি, বাসব খেদাড়ি,
গজরত্ন নৈল বলে।
পুষ্পক বিমান, বিরিঞ্চি নির্ম্মাণ,
আর পারিজাত মালে ॥১৩
উচ্চৈঃশ্রবা হয়, নৈল মহাশয়,
আর যত দেবধন।
মহাপদ্মনিলে, কুবের জিনিলে,
করি মহা ঘোররণ ॥১৪
সাগর জিনিলে, দিব্যমাল্য নিলে,
কিঞ্জল্ক পঙ্কজমালে।
রত্নময় হার, করিয়া প্রহার,
বরুণেত নৈল হেলে ॥১৫
ইন্দ্র যমসনে, কৈলে মহারণে,
করি তার দর্প চুর।
কাল দণ্ড করি, নইলে খেদাড়ি,
নৈলে বৈবস্বতপুর ॥১৬
কুবের আপনে, দিল আনি ধনে,
মহাপাশ অস্ত্র জানি।

১। আচম্বিত—আশ্চর্য্য।

যত রত্নবরে, নিলেন সাদরে,
রণে পলাইয়া অপমানি ॥১৭
ধ্বজ ছত্র নিলে, জিনিয়া আপনে,
তাহার উপমা নাঞি।
আর যত ধন, দিলে দেবগণ,
আপনে জান গোসাঞি ॥১৮
তোমার ভাণ্ডারে, আছে ধনবরে,
দেবের দুর্ল্লভ যত।
দেখিল স্ত্রীধন, তার কটিতল,
সৃষ্টে নাহি তার মত ॥১৯
আর যত ছিল, ত্রৈলোক্য ভিতর,
বহু মূল্য দিব্য ধন।
জিনিয়া তাহাকে, দিলাম তোমাকে,
করি মহা ঘোর রণ ॥২০
ত্রৈলোক্য ভিতরে, তোমার সোসরে,
নাহি আর কোন জন।
তেমতি অঙ্গনা, দৈব নিয়োজনা,
বিবাহ করহ আন ॥২১
হিমের পর্ব্বতে, গেলাঙ ভ্রমিতে,
আচম্বিতে পৈল দৃষ্টি।
যে অঙ্গ দেখিল, নঞান রহিল,
নাহি দেখি হেন সৃষ্টি ॥২২
এত বাক্য শুনি, কহে দৈত্যমণি,
শুন চণ্ডমুণ্ড বীর।
পুনর্ব্বার শুনি, দেখিলে রমণী,
সকল কহ সুধীর ॥২৩

কিমত নয়ান, কিমত বয়ান,
কিমত দশনপাঁতি।
কিমত সুবেশ, কেমন মাথে কেশ,
কেমন মধ্যদেশভাতি ॥২৪
কিমত নাসা, কহ তার ভাষা,
কহ উরুযুগ আর।
কিমত শ্রবণ, কেমন আভরণ,
কেমন কুচযুগভার ॥২৫
কিমত বয়েস, ধরে বা কি বেশ,
গমন কিমত গভীর।
পুনর্ব্বার শুনি, তোর মধু বাণী,
কহ কহ মহাবীর ॥২৬
এতেক শুনিল, দুঁহে প্রণমিল,
চণ্ডমুণ্ড দৈত্যবর।
যেমত দেখিলো, তেন গোচরিলো
পুন শুন রাজ্যেশ্বর ॥২৭
সেহিত রমণী ত্রৈলোক্য জননী,
কমললোচন ভূনে।
তাহার চরণে, যাইব নিদানে,
চণ্ডিকা-বিজয় গানে ॥২৮

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

শুনিয়া রাজার কথা দুই মহাবীর।
ভক্তিযুক্ত হয়া দুঁহে নোঙাইল শির ১

কহিতে লাগিল শুন রাজা রাজ্যেশ্বর ।
যে দেখিলোঁ৷ অপরূপ পর্ব্বত উপর ॥২
দুই সহোদর গেলাঙ ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
অপরূপ অঙ্গনা দেখিলাঙ আচম্বিতে ॥৩
শরত পূর্ণিমা কোটি অর্কের মিলনে ।
তাহা জিনি দশদিগ উজ্জ্বল বরণে ॥৪
ভূরুর ভঙ্গিমা দেখি অনঙ্গ মূর্চ্ছিত ।
খঞ্জন গঞ্জন তিন আঁখি বিকশিত ॥৫
এ তিন নঞানে শোভে কাজল গরল ।
বদনকমলে যেন পড়িছে ভ্রমর ॥৬
তার মধ্যে শোভে নাসা তিলফুল জিনি ।
কনক জড়িত তাহে গজমুক্তামণি ॥৭
তাহার উপমা নাহি ত্রিভুবন মাঝে ।
বদনকমলে সেই আভরণ সাজে ॥৮
কপালে সিন্দুর ফোটা তিমির বিনাশে ।
চন্দনের বিন্দু শোভে তার চারিপাশে ॥৯
তাহার উপমা শুন অতি বিপরীত ।
তরুণ অরুণ যেন নক্ষত্রে বেষ্টিত ॥১০
এবল লতায়[১] শোভে মণির কুণ্ডল ।
কোটি সূর্য্য শোভে যেন গগন মণ্ডল ॥১১
কলাপীকলাপ শোভে শিরে কেশ ভার ।
কণককর্ণিকা কন্ধে পরে শোভাকার ॥১২
আষাঢ়ে নবীন মেঘ যেন অন্ধকার ।
তার মধ্যে ঘন যেন তড়িৎ সঞ্চার ॥১৩

১। এ বল লতায়ে—এ কাণ লতায়ে ।

বাহুলতা শোভে যেন মৃণাল সঙ্কাশ।
দশ নখ অগ্রে দশ বিধুর প্রকাশ ॥১৪
করেত কঙ্কন সাজে অপূর্ব্ব নির্ম্মিত।
হীরা নীলা মতি পানা কনকে জড়িত ॥১৫
বাহাতে কেয়ুর তেনমত নিরমাণ।
ঝাপা যুগ দোলে তাহে বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥১৬
অঙ্গুলে অঙ্গুরী শোভে কত কত জাতি।
তরুণ অরুণকর দিব্য নখপাতি ॥১৭
মধ্যদেশ হালে তার বসন্তের বাতে।
নাভিসরোবর হেন শোভিছে তাহাতে ॥১৮
তরুণ অরুণদাম তাহার উপর।
গজকুম্ভ জিনি শোভে দুই পয়োধর ॥১৯
তাহার তুলনা নাহি তোমার গোচরে।
করী জলপান যেন করে সরোবরে ॥২০
কি কহিব গ্রীবা শোভা নানা আভরণে।
হীরা নীলা মতিপলা জড়িত কাঞ্চনে ॥২১
লক্ষের কাঁচলি শোভে হৃদয় উপরে।
তাহাতে লম্বিত গজ মুকুতার মালে ॥২২
বনমালা গলে শোভে বহুমূল্য ধনে।
আজানুলম্বিত পয়োধর সুশোভনে ॥২৩
নিতম্ব উপরে শোভে বিচিত্র বসনে।
তথিপর মনোহর ঘাঘর কাঞ্চনে ॥২৪
খিদ্র ঘণ্টিকা তাহে পুরুটে রচিত।
সুমধুর নাদ তাহে শুনি সুললিত ॥২৫
চরণকমল তার কি কহিব আর।
দেখিলে পড়য়ে দুই আখির জলধার ॥২৬

গদগদ করে প্রাণ হেন মনে ধরি।
পদধূলি লই কোটী পরণাম করি ॥২৭
তোমার চরণে বার নিবেদন মোর।
চরণের পানে চাহ বিভা নবে[1] তোর ॥২৮
চরণ দেখিলে প্রণমিবে সেইক্ষণে।
নমস্তি[2] গুরুকে বিভা করিবে কেমনে ॥২৯
পদযুগলের রাজা কি কব বাখান।
যেন নিজ মাতৃপদ দেখি বিদ্যমান ॥৩০
তাথে রূপহীন এহি মহাজ্যোতির্ম্ময়।
চরণের রূপে দশদিক প্রকাশয় ॥৩১
দশটা অঙ্গুলি আগে দশ চান্দ ভাঁসে।
শরৎ কালেতে যেন গগনে প্রকাশে ॥৩২
দুখানি চরণপানে দেখা নাহি যায়।
দেখিলে করয়ে মন পড়ি তার পায় ॥৩৩
পাদপদ্ম বাজে কিবা সুনাদ নূপুর।
কোকিলের ধ্বনি জিনি বচন মধুর ॥৩৪
হেন অপরূপ রাজা দেখিয়া নঞানে।
ত্বরিত গমনে আইল তোমার সদনে ॥৩৫
কহিলোঁ সকল যত দেখিল নয়ানে।
করহ উচিত যেহি লয় তোমার মনে ॥৩৬
এতেক শুনিয়া শুম্ভ নিশুম্ভ রাজনে।
মরমে হানিল তার মদনের বাণে ॥৩৭
হাসিতে লাগিল তারা প্রসন্ন বদনে।
সুগ্রীব দূতেক রাজা ডাকিল তখনে ॥৩৮

১। নবে—না হবে।
২। নমস্তি—নমস্যা।

ততক্ষণে সেহিত সুগ্রীব প্রণমিল।
পাণিপুট করিয়া সাক্ষাৎ দাঁড়াইল ॥৩৯
চণ্ড মুণ্ড মুখেত রাজা শুনিয়া সকল।
হরিষে আদেশ করে তুই সহোদর ॥৪০
শীঘ্রগতি যাও তুমি হিমগিরিবর।
যথা আছে হেন রামা চলহ সত্বর ॥৪১
কহিবে আমার রূপগুণ আভরণ।
যেমতে আইসে তাহা করিবে যতন ॥৪২
এতেক বলিয়া তাখে দিল গুয়া পান।
প্রসাদ দিলেন হার কণক নির্ম্মাণ ॥৪৩
রাজাকে প্রণাম করি সুগ্রীব অসুরে।
ত্বরিতে চলিল বীর হিমগিরিবরে ॥৪৪
শুদ্ধ মতি অতি যদুনাথ দ্বিজবর।
কমললোচন নাম তার পুত্রবর ॥৪৫
সহস্রারে ধ্যান করি শ্রীনাথচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল রচনে ॥৪৬

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

রাজার আদেশ পায়, সুগ্রীব অসুর ধায়,
পাইল পর্ব্বতরাজ্যেশ্বর।
অম্বিকার পদ দেখি, দূত মনে হৈলা সুখী,
প্রণমিল করি জোড় কর ॥১
কহিতে লাগিল চর, অভয়ার বরাবর,
শুনহ রমণী-শিরোমণি।

শুম্ভ নিশুম্ভ রাজে, পাঠিল[1] তোমার কাছে,
অবধান কর মোর বাণী ॥২
সেহি দুই মহারাজে, এ তিন ভুবনমাঝে,
কেহ নাহি তাহার সমান। *
ইন্দ্র আদি দেবগণে পলায় হারিয়া রণে
ইন্দ্রপদ করি সমাধান ॥৩
দৈত্যরাজ ইন্দ্র হইল, সর্ব্বদেব খেদাড়িল,
স্বর্গে কার নাহি অধিকার।
ত্রিভুবন মাঝে রাজা দুই ভাই মহাতেজা,
রূপগুণ কি কহিব আর ॥৪
ইন্দ্রআদি দেবগণ স্তুতি করে সর্ব্বক্ষণ,
যজ্ঞভাগ সভে দেন আগে।
মর্ত্ত্যে যত নরগণ, সভে করে পূজন,
পাতালের যত নাগ ভাগে ॥৫
সিদ্ধি গন্ধর্ব্বগণ, আর ত্রিভুবন জন,
সভে কাঁপে থরথর ডরে।
ত্রিভুবনে যত ধন, আনি দিল সর্ব্বজন,
দেছি সব রাজার ভাণ্ডারে ॥৬
সুরপতি আদি দিল, তিন ধনুবর ছিল,
রাজাভরে করিয়া স্তবনে।
ঐরাবত কুঞ্জর, উচ্চৈশ্রবা অশ্ববর,
আর দিল পুষ্পক বিমানে ॥৭

১। পাঠিল—পাঠাইল।
২। সমাধান—সমাদান, গ্রহণ অথবা সমাধা করিয়া শেষ করিয়া অর্থাৎ ছাড়িয়া দিয়া।

আর যত লোক বৈসে, বহুমূল্য ধন অংশে,
দিয়া সভে করিয়া প্রণতি।
মহারাজা ধনুর্দ্ধর, অতি বড় সুন্দর,
স্তুতি করে আদি সুরপতি ॥৮
স্ত্রীরত্ন তুমি নারী, ভজ দৈত্যে সুন্দরী,
শুম্ভ নিশুম্ভ মহাশয়।
যাথে তব লয় মন, ভজ রামা সেহিজন,
তবে নানা সুখভোগ হয় ॥৯
নানা সুখ নানা কেলি, হবে মহাপাটেশ্বরী,
হবে তোর ত্রিলোক কিঙ্কর।
মান পরিহর তুমি, যোগ্য তোর স্বামী,
মহাতেজা দৈত্যের ঈশ্বর ॥১০
যাবত যৌবন আছে, ভজ দেবি দৈত্যরাজে,
গলিত যৌবন কেবা চাহে।
এরূপ যৌবন তোমা, বৃথা কাজে যায় রামা,
হিত কহি নাহি শুন তাহে ॥১১
রাজভোগ নানাবিধি তোরে মিলাইল বিধি,
অবশ্য করহ অবধান।
তোর রূপগুণ যেন, বিধি বর দিল তেন,
মোর বাক্য পাবে পরমাণ ॥১২
দূতের বচন শুনি, রোষে দেবী নারায়ণী,
মুখে কহে মধুর বচন।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত, অভয়ার মনপ্রীত,
রচিল কমল-লোচন ॥১৩

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

দূতের এতেক বাক্য শুনিয়া ভবানী।
অন্তরে হইল কোপ দেবী ত্রিনয়ণী ॥১
মুখে মধু করি কিছু কহিল বচন।
যতেক কহিলে দূত নিশ্চয় বচন ॥২
আমার বচন কিছু শুনিয়া শ্রবণে।
তবে যেহি যুক্তি আইসে বলিবে বচনে ॥৩
শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ত্রৈলোক্য ঈশ্বর।
রূপে গুণে ধনে বলে দুই সমসর ॥৪
যতেক কহিলা তুমি এক মিথ্যা নয়।
কুকার্য্য করিছি আমি বালক সময় ॥৫
পূর্ব্বে সুরমুণি যত বালক সহিত।
প্রসঙ্গে কহিল কথা সভার বিদিত ॥৬
যেহি জনে জিনে মোরে করিয়া সমরে।
যে জন সংগ্রামে মোরে দর্প চূর্ণ করে ॥৭
যেহি বলবান মোখে পরাজিবে রণে।
ত্রিভুবন মধ্যে পতি হবে সেহি জনে ॥৮
প্রতিজ্ঞা করিছি আমি সভার গোচর।
এবে কি করিব তাহা কহ বীরবর ॥৯
পর্ব্বত উপরে আমি আছি একেশ্বরে।
এ সভ বৃত্তান্ত সভ করেগো গোচরে ॥১০
শুম্ভ নিশুম্ভ রাজা দুই সহোদর।
রূপে গুণে বলে তারা এক সমসোর ॥১১

যার মনে লয় সেহি অসুর সাজিয়া।
বিবাহ করুক সেহি রণে পরাজিয়া ॥১২
যুদ্ধে পরাজিবে মোখে যেহি বলবানে।
স্বয়ম্বর মালা তাখে দিব শুভক্ষণে ॥১৩
এত বাক্য হইল যদি অম্বার তুণ্ডে।
আকাশ ভাজিয়া পৈল্ সুগ্রীবের মুণ্ডে ॥১৪
কহিতে লাগিল দৈত্য হবি যোড় কর।
নিবেদন করি দেবি তোমার গোচর ॥১৫
যেন[১] তুমি স্ত্রীরত্ন দেবী গুণবতী।
ত্রৈলোক্য ঈশ্বর তেন[২] পাবে নিজ পতি ॥১৬
ইহাতে বাহুল্য কথা বোল অকারণ।
আমি তোখে হিত কহি তাখে দেহ মন ॥১৭
জীবন যৌবন দেবি দিনা দুইচারি।
গলিত যৌবনকালে কেহনা আদরি ॥১৮
বহু যত্ন করি মোখে পাঠাইল রাজন।
তোর রূপগুণ শুনি তুষ্ট হয়া মন ॥১৯
প্রাণ সমর্পিবে রাজা তোমার চরণে।
ভাল গুণবতি অন্য নাহি কর মনে ॥২০
অন্তঃপুরে আছে কত লক্ষ নারীগণ।
হইয়া তোমার দাসী করিবে সেবন ॥২১
দেবগন্ধর্ব্বের কন্যা পদ্মিনী সারি সারি।
সবার প্রধানা তুমি রাজরাজ্যেশ্বরী ॥২২
খঞ্জন গমনী তুমি গমন মন্থরে।
তোমা বহি নারী নাহি এ তিন সংসারে ॥২৩

১। যেন—যে প্রকার। ২। তেন—সেই প্রকার।

দৈত্যরাজধিক৩ কেহ নাহি ত্রিভুবনে।
নিশ্চয় কহি যে হিত শুনহ বচনে ॥২৪
ত্রৈলোক্য ঈশ্বরী হয়া সুখ ভুঞ্জ গিয়া।
নহে সত্য কহ তাখে ভেটাও আনিয়া ॥২৫
শুনহ রমণি ধনি পড়হ চরণে।
পাঠাইছে রাজা মোখে করিয়া যতনে ॥২৬
চিরদিন নাহি রহে এরূপ যৌবন।
ইহা বুঝি ভজ দেবি সেহি মহাজন ॥২৭
ত্রিভুবনে যত বৈসে আদি পুরন্দরে।
দৈত্যরাজ ভয়ে সভে পালায় অন্তরে ॥২৮
তুমি নারী হয়া কহ এমত উত্তর।
না জুয়ায় নারী হয়া করিতে সমর ॥২৯
এতেক শুনিয়া নারী দূতের কথন।
কহিতে লাগিলা কিছু মধুর বচন ॥৩০
আনহ রাজাকে তুমি শীঘ্রগতি গিয়া।
বিবাহ করুক তেঁহ সংগ্রাম জিনিয়া ॥৩১
অভয়ার এত বাক্য শুনিয়া নিষ্ঠুর।
কাহিতে লাগিল কোপে সুগ্রীব অসুর ॥৩২
দেখিল তোমার দেবি দুষ্টার চরিত্র।
অহঙ্কার করিয়া করিলে বিপরীত ॥৩৩
শুম্ভ নিশুম্ভ আগে রণে হয়ে স্থির।
ত্রিভুবনে নাহিক এমত কেহ বীর ॥৩৪
যত দৈত্য আছে দেবি তার অনুচর।
রণে পলাইল আদি দেব পুরন্দর ॥৩৫

৩। ধিক—অধিক।

সেনাপতিগণ তার সমরে অমর।
তাহারা জিনিল যত সংসার ভিতর ॥৩৬
দৈত্যেশ্বর সম বীর নাহি ত্রিভুবনে।
একেত অবলা তুমি একেশ্বরে বনে।৩৭
তোমাকে জিনিবে হেন কোন বস্তু জ্ঞান।
এক পদাতিকে তোখে দিবে অপমান ॥৩৮
মোর আগে তুমি এত কর অহঙ্কার।
অপমান দিয়া করও সাক্ষাত রাজার ॥৩৯
মিনতি করিল তাখে নহিলা সদয়।
নাঙ্গুনা১ হইল তোর কহিল নিশ্চয় ॥৪০
হাস্য মুখে গেলে হৈত সর্ব্বত্র কুশল।
চুলে ধরি লয়া গেলে হবে অমঙ্গল ॥৪১
তোর এত কথা মোর প্রাণে নাহি সয়।
চুলে ধরি লয়া জামু যথা মহাশয় ॥৪২
পৃথ্বী প্রদক্ষিণ করও দিনে সাতবার।
চারড়ে সুমেরু গিরি পারি ভাঙ্গিবার ॥৪৩
তোখে জিনিলে নাহি পৌরুষ আমার।
সাগর বান্ধিতে পারি শরের প্রহার ॥৪৪
রাজা নাহি কহে নিতে অপমান দিয়া।
যে করে সে হবে তোখে নিমু ছেছুড়িয়া ॥৪৫
কোটি পরণাম করি অম্বিকা চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুনে কমললোচনে ॥৪৬

১। নাঙ্গনা—লাঞ্ছনা

সপ্ততিতম অধ্যায়।

তর্জ্জন গর্জ্জন করে সুগ্রীব অসুরে।
মুখে মধু কহে দুর্গা কুহে কুপিত অন্তরে ॥১
কহিতে লাগিল দুর্গা শুন যত জন।
প্রীত করি কহি কথা তাতে দেহ মন ॥২
রাজার সভাতে যত প্রচণ্ড যুঝার [১]।
মহাপরাক্রম রাজা (বিক্রমে দুর্ব্বার) ॥৩
প্রতিজ্ঞা করিছি আমি অতি অল্প জ্ঞানে।
শুম্ভ নিশুম্ভ রাজা না ছিল তখনে ।৪
সভা বিদ্যমানে কৈল প্রতিজ্ঞা পূরণ।
এখন সে সব আর না যায় খণ্ডন ॥৫
তার সেনাপতিগণ মহাধনুর্দ্ধর।
মহাবলবান তেঁহোঁ রাজরাজ্যেশ্বর ॥৬
তুমি যে কহিলে লবে অপমান দিয়া।
মহাযোদ্ধা বীর তুমি শুন মন দিয়া ॥৭
লইয়া যাইবে তুমি পরাজিয়া রণে।
কোপে পরিহরে যদি সেহিত রাজনে ॥৮
তবে কোন যুক্তি হবে শুন বীরবর।
ইহা জানি আমা সহে করিবে সমর ॥৯
তোখে পাঠাইল রাজা বার্ত্তা উদ্ধারিতে।
অন্যোচিত [২] হয় তোখে চুলে ধরি নিতে ॥১০

১। যুঝার—যোদ্ধৃ।
২। অনোচিত—অনুচিত।

তাহারা শুনিলে পাছে পাবে অপমান।
ইহা বুঝি চল শীঘ্র রাজা বিদ্যমান ॥১১
তার আদেশ যদি চুলে ধরি নৈতে।
পুনর্ব্বার তবে তুমি আসিহ লইতে ॥১২
এতেক শুনিয়া দৈত্য দেবীর বচন।
কান্দিতে কান্দিতে বীর করিল গমন ॥১৩
ধীরে ধীরে যায় বীর চিত্ত নহে স্থির।
মনে মনে চিন্তিত সুগ্রীব মহাবীর ॥১৪
সর্ব্ব সৈন্য থাকিতে আমাক পাঠে[১] রাজা।
মিথ্যা এত কাল মুঞি কৈনু তার পূজা ॥১৫
সাধিতে নারিনু আজ্ঞা করিল রাজনে।
বিফল শরীরে মোর কেন আছে প্রাণে ॥১৬
কেন বা আইল[২] আমি হিমগিরি রাজ।
একেশ্বরে আসিরা করিল নষ্ট কাজ ॥১৭
কোথা হইতে দুষ্ট নারী আইল নিকটে।
সাধিতে নারিল কার্য্য পড়িল সঙ্কটে ॥১৮
আমাকে আদেশ কৈল রাজরাজ্যেশ্বর।
নারীর বচনে মোর ফাটে কলেবর ॥১৯
যদি আদেশিত মোখে ধরিয়া লইতে।
তবে অপমান দিয়া লইতাঙ সাক্ষাতে ॥২০
করিবে ইঙ্গিত[৩] মোখে যত বীর বয়।
আইল সুগ্রীব অঙ্গনাতে পাইয়া ডর ॥২১
যে হউক সে হউক তাহা কি করিব আর।
লইতে আদেশ হৈলে পারি প্রতিকার ॥২২

১। পাঠে—পাঠায়। ২। আইল—আইলাম, করিল—করিলাম।
৩। ইঙ্গিত—তাচ্ছিল্য, ঠাট্টা।

এ সভ রহস্ত আমি কহিব রাজারে।
যে কহে সে কহে লাজ কি করিব তারে ॥২৩
অপমানে নৈন্তে রাজা আজ্ঞা নাহি হয়।
সম্মানে কহিল এত তাহাতে না যায় ॥২৪
এতেক চিন্তিয়া দূত করিল গমন।
ধীরে ধীর যায় বীর চিন্তে মনে মন ॥২৫
নঞানের জল পড়ে কান্দে ঘনে ঘন।
রাজার দুয়ারে দূত হইল দরশন ॥২৬
সাবর্ণিক মন্বন্তরে মার্কণ্ডপুরাণে।
দেব্যা দূত সম্বাদ হইল সমাধানে ॥২৭
শুদ্ধ সদাচার দ্বিজ যদুনাথ নাম।
কমল লোচন তার সুতের আখ্যান ॥২৮
দোহাকার গতি মতি শ্রীনাথ চরণে।
চণ্ডিকা-বিচয় গীত করিল রচনে ॥২৯

এক সপ্ততিতম অধ্যায়

দেবীর বচনে বীর ভাবি দুঃখ ভার।
উপনীত হইল বীর রাজার দুয়ার ॥১
শুম্ভ নিশুম্ভ রাজা বাড়ীত বসিয়া।
পাত্র মিত্র সেনাপতি সর্ব্ব সৈন্য লয়া।২
বাদ্য গীত নাট রঙ্গ নানা কুতূহলে।
রাজাক করয়ে স্তুতি যত মহাবলে ॥৩

হেন কালে দূত যায়্যা দিল দরশন।
ভক্তিবান হয়্যা দূত বন্দিল চরণ ॥৪
সুগ্রীব কহিল যত ছিল বাদুর্ব্বাদ[১]।
আদ্য অন্ত কহে দূত দেবীর সম্বাদ ॥৫
যেহি মাত্র শুনে রাজা সুগ্রীবের কথা।
মহাক্রোধে কহে কথা ঘন নাড়ে মাথা ॥৬
দন্তে ওষ্ঠ চাপি বীর রাজা কৈল আখি।
সকল সেনার পানে একে একে দেখি ॥৭
ঈষদ্ হাঁসিয়া কহে শুন সেনাগণ।
নারীর শুনিলে এত প্রতিজ্ঞা বচন ॥৮
একেত অবলা জাতি আরো একেশ্বরী।
কোন বলে কহে কথা এত অহঙ্কারী ॥৯
যাইব আপনে সেহি নারী দেখিবার।
দেখিব সাহস তার রণ করিবার।১০
এত কথা কহে যদি অসুরের পতি।
ততক্ষণে প্রণমিল ধূম্রলোচন সেনাপতি ॥১১
কহিতে লাগিল বীর সদর্প করিয়া।
নারীর সমরে তুমি যাইবে সাজিয়া ॥১২
আমি তোমার সেনাপতি ত্রিভুবন মাঝে।
দেব গন্ধর্ব্ব আদি যত বীর আছে ॥১৩
আজ্ঞা কর রাজা তুমি যদি আমা তরে।
এক দিনে বান্ধি আনি দেঙু[২] সভাকারে ॥১৪
এ তিন ভুবনে বৈসে কোন বস্তু জ্ঞান।
আমার প্রহারে কার নাহি পরিত্রাণ ॥১৫

১। বাদুর্ব্বাদ—বাদানুবাদ।
২। দেঙু—দেঔ—দিব।

চাপড়ে ভাঙ্গিতে পারি সুমেরু অচল ।
শর বরিষণে বান্ধোঁ সাগরের জল ॥১৬
এতেক সদর্প শুনি রাজা মহাবীর ।
হাঁসিতে লাগিল দোহে প্রকাণ্ড শরীর ॥১৭
কহিতে লাগিল দুই দৈত্য সহোদরে ।
কোন কার্য্য যাব আমি নারীর সমরে ॥১৮
ধূম্রলোচন বীর আমার কটক প্রধানে ।
ত্রিভুবন জিত[১] তুমি করি মহারণে ॥১৯
তোমার অগ্রেতে কেবা স্থির হবে রণে ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি কাহার পরাণে ॥২০
চল সেনাপতি বীর আপনার বলে ।
প্রচণ্ড যুঝার সেনা আছে তোর দলে ॥২১
চলহ ত্বরিত ধার হিমালয় গিরি ।
অহঙ্কার করে তথা কি মত সুন্দরী ॥২২
বচনে আইসে যদি রথে তুলি আন ।
নহে চুলে ধরি আন করি অপমান ॥২৩
আনিতে তাহাকে যদি কেহ বাধা করে ।
দেব দানব আর গন্ধর্ব্ব কিন্নরে ॥২৪
ত্রিভুবনে যত বৈসে নাহি উপরোধ ।
কাটিহ সমরে তাথে যে করে বিরোধ ॥২৫
এতেক আদেশ শুনি সেনাপতি বীর ।
প্রণাম করিয়া চলে নির্ভয় শরীর ॥২৬
শিরে পাণি পুট করি অম্বিকা চরণে ।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুণে কমললোচনে ॥২৭

১। জিত—জিন—জয় কর।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

শুম্ভ নিশুম্ভের আজ্ঞা পাইল অসুরে।
ধূম্রলোচন বীর চলিল সমরে ॥১
নিজ সেনা ত্বরে কহে যুদ্ধের কারণ।
সাজ সাজ বলি বীর ডাকে ঘনে ঘন ॥২
নব অক্ষৌহিণী সেনা সাজিছে প্রধানে।
এক এক বীর রণে যম জিতে[১] বাণে ॥৩
হিমালয় যাবে দৈত্য করিবার রণ।
সারথিকে বোলে রথ করহ সাজন ॥৪
নীল মেঘ দিব্য রথ দেখি ভয়ঙ্কর।
ছোট নহে রথ খান দশ প্রহর ॥৫
সেহি রথ সাজিতে রথীর হৈল আজ্ঞা।
দুই শত মত্ত কুঞ্জরে টানে তার চাকা ॥৬
চারি শত অশ্ব আর সেহি রথ টানে।
যার এক ঘোড়া রাখে দশ বলবানে ॥৭
ময়মত্ত[২] গজ সব ঐরাবতের নাতি।
উচ্চৈঃশ্রবা সম ঘোড়া চড়ে সেনাপতি ॥৮
দুই দুই ঘোড়া মধ্যে একেখ কুঞ্জর।
তার পৃষ্ঠে আরোহণ যোদ্ধা বীরবর ॥৯

১। জিত—জিতে—জিনি এপ্রকার।
২। ময়মত্ত—মদমত্ত।

কাঞ্চনের দণ্ড ধ্বজ রথের উপর।
কুতুবা[১] নেতের উড়ে পতকা সুন্দর ॥১০
তাহার উপরে বান্দে চামর গঙ্গাজল।
রত্ন প্রবাল লাগে করে ঝল মল ॥১১
নেতের ওয়ারি দিল তাহার উপর।
স্থানে স্থানে দণ্ডে লাগে অমূল্য পাথর ॥১২
রূপার আওয়াস রথে করে ঝল মল।
শরতে প্রকাশ যেন গগন মণ্ডল ॥১৩
কাঞ্চনের যুদ্ধ ঘরা রথেত তুলিল।
বহুবিধি ধনে তাহা সুসজ্জ করিল ॥১৪
সোনার সাঁড়ক রূয়া সোনার ছাটনি।
রজতের গুণে তাথে তুলিল বান্ধনি ॥১৫
আন্ধারি পাড়িয়া নেতে ছাইছে চামরে।
কনক কলস দিল চালের উপরে ॥১৬
ফটিকের স্তম্ভ দিল ভবন মাঝার।
নানা বর্ণে শিলা দিল মধ্যে মধ্যে তার ॥১৭
নীল কৃষ্ণ রক্ত পীত শুক্ল পাথর।
ঝলক দর্পণ[২] তাহে দেখিতে সুন্দর ॥১৮
হীরার বুম্বুকা[৩] তাথে দেখি সুশোভন।
এক স্তম্ভে লাগাইল পঞ্চর রাজার ধন ॥১৯

১। কুতুবা—অক্ষর চিনিয়া পাঠটী উদ্ধার করা হইল। অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় না। "কুতু বা" বোধ হয় "কুতো বা" অর্থাৎ কোথাও।

২। ঝলক দর্পণ—চঞ্চল দোদুল্যমান ক্ষুদ্র দর্পণ বলে।

৩। বুম্বুকা—বিম্বিকা।

সুবর্ণ আওয়াস ঘর করে ঝল মল।
চতুর্দ্দিকে লাগাইল ছাড়িয়া চামর ॥২০
তাহাতে লম্বিত গজ মুকুতার ঝারা।
অন্ধকার মধ্যে যেন দীপ্ত করে তারা ॥২১
মধ্যে মধ্যে নাগে হীরা মুকুতা খিচনি।
যুদ্ধ ঘর আভা যেন দেখি দিনমণি ॥২২
রথের উপরে কৈল মায়া সরোবর।
তৃষ্ণাতুর হৈলে তাথে খাইতে চাহে জল ॥২৩
প্রহর প্রমাণ কৈল মায়া সরোবর।
ফটিক আকৃতি দেখি তার মধ্যে জল ॥২৪
কাঞ্চনের তরু তীরে শোভে মনোহর।
তাহাতে শোভিছে সব মাণিকের ফল ॥২৫
বারি মধ্যে পদ্ম পুষ্প ফুটিছে বিস্তর।
উড়ে পড়ে কেলি করে পক্ষী জলচর ॥২৬
রাজহংসগণ চরে দেখিতে সুন্দর।
কণক কমল দলে পড়িছে ভ্রমর ॥২৭
মৃণাল খাইতে তাথে নামিছে কুঞ্জর।
ঘোর নাদ করে তাথে শুনি ভয়ঙ্কর ॥২৮
সারথি করিল রথ কাঞ্চনে নির্ম্মাণ।
নানারূপে করে তাথে পুষ্পের উদ্যান ॥২৯
নেহালি বান্ধুলি যূথি মল্লিকা টগর।
লবঙ্গ মাধবীলতা চাঁপা নাগেশ্বর ॥৩০
তমাল বকুল পুষ্প মালতী সুন্দর।
স্থল পদ্ম পারিজাত অতি মনোহর ॥৩১
কেতকী ধাতকী দলা জবা করবীরে।
পদ্ম পারিজাত কুন্দ বকুল সুন্দরে ॥৩২

নানা পুষ্প উদ্যানে রূপিল মনোহর।
সৌরভ ধাইল তার এক প্রহর ॥৩৩
রত্নময় রথ খান করিল সাজন।
যত অস্ত্র তোলে তাহা না যায় লিখন ॥৩৪
হেন মতে দিব্য রথ করিয়া সাজন।
সাক্ষাত করিল যথা ধূম্রলোচন ॥৩৫
অম্বিকার চরণেরে মজুক মোর চিত।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত মধুর সঙ্গীত ॥৩৬

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

অথা[১] বলবান বীর ধূম্রলোচন।
গঙ্গাজলে কৈল বীর স্নান তর্পণ ॥১
দিব্য বস্ত্র পরি বীর শুচি হৈল কায়।
নানাবিধি মতে বীর মহেশ পূজয় ॥২
ধুপ দীপ নৈবেদ্য আর গন্ধ পুষ্প দিয়া।
নানা ভোগ বস্তু দিল মঙ্গল রচিয়া ॥৩
এক মন চিত্তে পূজে শিবের চরণ।
শিব পূজা করি বীর হৈল শুদ্ধ মন ॥৪
পূজা সাঙ্গ করি বীর করিল ভোজন।
কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন ॥৫
নানা আভরণ পরে বীর মহাকাল।
কেয়ুর কঙ্কণ পরে তাড় তোড়ল ॥৬

১। অথা—অথ।

গলাতে পরিল বীর মণি মুক্তাহার।
বহু মূল্য ধন পরে বিবিধ প্রকার ॥৭
দিব্য বস্ত্র পরে বীর কবচ কুণ্ডল।
মাথাতে পরিল বীর সুবর্ণ টোপর ॥৮
চন্দনের ফোটা ভালে দেখিতে সুন্দর।
দিব্য পুষ্প মাল্য পরে গন্ধ মনোহর ॥৯
যাত্রার কারণে বৈসে বীর মহাবল।
বিচিত্র আসনে বৈসে রচিয়া মঙ্গল ॥১০
হেন কালে দিব্য রথ করিয়া সাজন।
সাক্ষাত করিল যথা ধূম্রলোচন ॥১১
এক অক্ষৌহিণী সাজে দিব্য দিব্য রথে।
মণি মুক্তা আদি তাথে লাগে বিধি মতে ॥১২
দুই অক্ষৌহিণী সাজে যোদ্ধা গজবল।
শুণ্ডেতে মুদ্গর বান্ধা পৃষ্টেত পাথর ॥১৩
দুই অক্ষৌহিণী সাজে ঘোড়াতে সোয়ার।
চারি অক্ষৌহিণী সাজে প্রচণ্ড যুঝার ॥১৪
পদাতি সাজিল চারি অক্ষৌহিণী সেনা।
দিব্য অভরণ গায় অস্ত্র ধরে নানা ॥১৫
সাজ সাজ বলি দৈত্য ডাকে ঘনে ঘন।
চারি অক্ষৌহিণী বাজে যুদ্ধের বাজন ॥ ৬
নানা বাদ্য বাজে তাহা লিখিতে না পারি।
মহা ঘোর শব্দে কাঁপে অহি মহীপুরী ॥ ৭
যাত্রা করে ধূম্রলোচন মহাবল।
সেহি কালে দেখে বীর যত অমঙ্গল ॥১৮
বাম বাহু স্পন্দে আর বাম লোচন।
বাম অঙ্গ পুলকিত হয় ঘনে ঘন ॥১৯

পিঙ্গলিয়া১ মেঘে তথা বহেন্ত শোণিত।
বিনে যুদ্ধে কাটা মুণ্ড লোটায় ভূমিত ॥২০
পৃষ্ঠের দিগেতে শব্দ বোলে কাট কাট।
সমুখে গৃধিনী খগে মারে পাখ সাট ॥২১
এত অমঙ্গল দেখি ধূম্রলোচন।
ভুবন বিজয়া বীর ভাবে মনে মনে ॥২২
ইতিন২ ভুবন আমি জিনিল সমরে।
মোর সহে যুদ্ধ করে আছে কোন বীরে ॥২৩
অঙ্গনা আনিতে রায় করিল আদেশ।
তাথে অমঙ্গল কেনে দেখি যে বিশেষ ॥২৪
যদি কেহ থাকে তার করিতে বিরোধ।
সমরে কাটিব তাখে নাহি উপরোধ ॥২৫
মোর রণে ভঙ্গ ইন্দ্র আদি দেবগণ।
ইন্দ্র বজ্রঘাতে মোর না গেল জীবন ॥২৬
এ তিন ভুবন মধ্যে যত লোক বৈসে।
সভাকে বান্ধিয়া আনো এক দিবসে ॥২৭
তবে এত অমঙ্গল কিসের কারণ।
কি কথা কহিব গিয়া রাজার সদন ॥২৮
অমঙ্গল দেখি যদি যাত্রা পরিহরি।
হাসিবে সকল মোর ত্রিভুবন বৈরী ॥২৯
যে হউক সে হউক আমি মৃত্যু নাহি জানি।
এক যুদ্ধে মৃত্যু হইলে পাইব শূলপাণি ॥৩০

১। পিঙ্গলিয়া—পিঙ্গলিক=পিঙ্গলবর্ণ
২। ই তিন—এ তিন।

মনে মনে এত চিন্তি যুক্তি কৈল সার।
হিমালয় যাব আমি রণ করিবার ॥৩১
এত অমঙ্গল দেখি ভয় না মানিল।
মহা কোপ মন করি সমরে চলিল ॥৩২
দিব্য ধনু ধরে বীর দিব্য ধরে শর।
নাকে রথে চড়ি দৈত্য চলিল সত্বর ॥৩৩
ধূম্রলোচন বীর প্রকাণ্ড শরীর।
পর্ব্বত প্রমাণ যার স্কন্ধে দেখি শির ॥৩৪
নব্বই প্রহর দৈত্য দীর্ঘ কলেবর।
নবম প্রহর বপু আড়ে পরিসর ॥৩৫
শাল তরু সম নখ দেখি ভয়ঙ্কর।
মার মার করি যায় করিতে সমর ॥৩৬
কুঞ্জরে কুঞ্জরে ঠেকে ঘোড়ায় না পায় পথ।
সারথি সারথি ঠেকে রথে ঠেকে রথ ॥৩৭
অসুরের সেনা চলে কানে কানে জোড়া।
বাউ[১] ভর করি চলে বীর বড়া বড়া ॥৩৮
মার মার করি সভে করিল উঠানি।
আচ্ছাদিত ধুলায় করিল দিনমণি ॥৩৯
অসুরের সেনা যায় বাউ ভর করি।
দণ্ড মাত্রে উপনীত হৈল হিমগিরি ॥৪০
কমল লোচন দ্বিজ মনে ভাবি সার।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল প্রচার ॥৪১

১। বাউ—বায়ু।
২। উঠানি—উট্‌ঠনি = উত্থান।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

মহাকোপে চলে নব অক্ষৌহিণী সেনা।
মার মার করি যায় রণে দিতে হানা ॥১
উপনীত হৈল সভে হিমগিরিবরে।
পর্ব্বত বেড়িল গিয়া প্রচণ্ড অসুরে ॥২
হিমালয় বেড়ি উঠে অসুরের দল।
পর্ব্বতে চড়িয়া দেখে অভয়া মঙ্গল ॥৩
অম্বিকার রূপ দেখি বোলে দৈত্যগণে।
এমত সুন্দরী নাহি এ তিন ভুবনে ॥৪
চলহ রমণি ধনি রাজ সম্ভাষণে।
তোমাকে কহি যে হিত কর অবধানে ॥৫
রাজা সঙ্গে থাকি রামা কর রাজ ভোগ।
পর্ব্বত কাননে থাকি সাধ কিবা যোগ ॥৬
যেমত সুন্দরী তুমি তেন[১] আছে বর।
বিচিত্র রথেত চড়ি চলহ সত্বর ॥৭
শুম্ভ নিশুম্ভ দুই দৈত্যের ঈশ্বর।
স্তুতি করে দেবগণ আদি পুরন্দর ।৮
দৈত্যরাজ জান দেবী ত্রিভুবন সার।
তাহার অধিক ত্রিভুবনে নাহি আর ॥৯
শুনহ সুন্দরি দেবি দৈবের ঘটন।
যেমত সুন্দরী তুমি তেমত রাজন ॥১০
নানা রূপ কহে কথা অসুর সকল।
না দেন উত্তর দেবী অভয়া মঙ্গল ॥১১

১। তেন—তেমত, তাদৃশ।

ভাল মন্দ দুর্গাদেবী না কহে বচন।
মহাকোপে বলে কিছু ধূম্রলোচন ॥১২
শুনহ শুনহ শুন মুগধী[1] রমণি।
উত্তর না দেহ এবে পাবে অপমানি ॥১৩
ইচ্ছায় যাইবে তবে রথে চড়ি যাবে।
ত্রৈলোক্য ঈশ্বরী হবে সর্ব্ব সুখ পাবে ॥১৪
নহে বা চুলেত ধরি লইব ছেঁচুড়িয়া।
তবে রাজা না রাখিবে তোরে করি দয়া ॥১৫
প্রতি ফল দিয়া তোখে রাজা মহাশয়।
সেনাগণ তরে দিবে বলিল নিশ্চয় ॥১৬
ইন্দ্র আদি দেবগণ যারে করে স্তুতি।
শুম্ভ নিশুম্ভ রাজা ত্রিভুবন পতি ॥১৭
কাহার গরবে তুঞি করিস গুমান।
তার বিদ্যমানে তোখে দিব অপমান ॥১৮
যদি কেহ মধ্যে আসি করয়ে বিরোধ।
খড়্গে মুণ্ড কাটিব তার নাহি উপরোধ ॥১৯
ধূম্রলোচন বীর আমি জানে ত্রিভুবনে।
মোর সহে যুঝে হেন আছে কোন জনে ॥২০
ত্রিভুবনবাসী মোর ভয়ে কম্পমান।
আমার সাক্ষাতে কেহ নাহি ধরে বাণ ॥২১
শুনহে অবলা রামা তুমি দুষ্ট নারী।
উত্তর না দেহ কেনে শুন হে সুন্দরি ॥২২
এত বাক্য শুনি দেবী বোলে ধীরে ধীরে।
বিনা যুদ্ধে নাহি যাব শুনহ উত্তরে ॥২৩

১। মুগধী—মুগ্ধা।

তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে।
তুমি ছেঁচুড়িয়া নিতে রাখে কোন জনে ॥২৪
আমার প্রতিজ্ঞা যেহি রণে পরাজিবে।
ত্রিভুবন মধ্যে মোর সেহি পতি হবে ॥২৫
কোটি পরণাম করি অম্বিকা-চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুনে কমললোচনে ॥২৬

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

অসুরের বাক্যে দুর্গা দিলেন উত্তর।
বিনা যুদ্ধে না যাইব শুন বীরবর ॥১
এতেক কহিল দুর্গা মধুর বচন।
মহাকোপে জ্বলে বীর ধূম্রলোচন ॥২
কোপে সেনাপতি বীর যুক্তি কৈল সার।
ধরিয়া লইম নারী সাক্ষাতে রাজার ॥৩
তবেত অসুর বীর কোন কর্ম্ম কৈল।
মহাকোপে অম্বিকারে ধরিতে ধাইল ॥৪
বাহু পসারিয়া চলে ধরিতে ভবানী।
তার পদভরে কাঁপে পাতাল মেদিনী ॥৫
অভয়া দেখিল দৈত্য ধাইল সত্বরে।
ধূম্রলোচন বীর কৈলা হুহুঙ্কারে ॥৬
সেনাপতি ভস্ম হইল দেখি সেনাগণ।
ধাইল সকল দৈত্য করিবারে রণ ॥৭

মহাকোপে সেনাগণ ধাইল সমরে।
দন্তে ওষ্ঠ চাপি ধায় নানা অস্ত্র করে ॥৮
দুর্গাকে প্রণমি সিংহ মহাবলবান্।
প্রচণ্ড ছাড়িয়া ডাক হৈল আগুয়ান ॥৯
অসুরের সেনা মধ্যে পরে লাফ দিয়া।
নানা রূপে সেনা মারে অবস্থা[১] করিয়া ॥১০
কামড়ে মারিল কাখো নখে কাখো চিরে।
অসুরের সেনা মধ্যে মহামার করে ॥১১
চড়চাপড়ে মারে লাথির প্রহারে।
হাহাকার শব্দে কেহ গেল যমঘরে ॥১২
দুই হস্ত সহে কার মুণ্ড ছিড়ি পাড়ে।
বড় বড় বীরগণ মারিল কামড়ে ॥১৩
হস্তপদ ছিড়ি কার মুণ্ড ছিড়িল।
কথ কথ দৈত্যগণ আছাড়ি মারিল ॥১৪
একহস্ত একপদ অর্দ্ধেক শরীর।
হৃদয় বিদারি মারে কথো কথো বীর ॥১৫
চক্ষের নিমিষে পরে কোটি কোটি শির।
আর্ত্তনাদ করি মরে বড় বড় বীর ॥১৬
চণ্ডনাদ করে হরি করে চণ্ড রণ।
হাতে অস্ত্র করিতে নারে কোন কোন জন ॥১৭
সিংহেক মারিতে যদি চাহে কোন বীর।
অস্তুরীক্ষে সিংহে তার ছিড়ি ফেলে শির ॥১৮
দৈত্যসেনা মধ্যে সিংহ করে মহামার।
জলধরে ফিরে যেন তড়িত সঞ্চার ॥১৯

১। অবস্থা—দুরবস্থা। অবস্থা শব্দটী রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দুরবস্থা অর্থে সাধারণ লোকে ব্যবহার করে।

বাছিয়া বাছিয়া দৈত্য ধরে বড়া বড়া।
করয়ে রুধির পান চিরি বুকের কড়া[১] ॥২০
পিঙ্গাক্ষ নামে বীর বলে মহাবল।
দেখি সিংহে বিনাশিল অসুর সকল ॥২১
মহাকোপে দৈত্যবীর গদা নীল করে।
প্রহর প্রমাণ গদা দেখি ভয়ঙ্করে ॥২২
লাফে হরি পড়ে তার রথের উপরি।
অসুরে তাড়িল মাথে দোহাতিয়া বাড়ি ॥২৩
সিংহের মুণ্ডেত গদা তাড়িল অসুরে।
খণ্ড খণ্ড হয়া গদা পড়িল সমরে ॥২৪
পিঙ্গাক্ষের মধ্যদেশে ধরে সিংহবরে।
আছাড়ি মারিল দৈত্য গেল যমঘরে ॥২৫
নব অক্ষৌহিণী সেনা প্রচণ্ড যুঝার।
রণস্থলে নারে কেহ অস্ত্র ধরিবার ॥২৬
নানা বিড়ম্বন করি মারে দৈত্যবল।
দুইদণ্ড মধ্যে বীর মারিল সকল ॥২৭
অসুরের সেনা যদি হৈল সমাধানে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥২৮

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

নব অক্ষৌহিণী সেনা সিংহে বিনাশিল।
মরা ছল পাতি দুই পদাতি আছিল ॥১

১। বুকের কড়া—বুকের অস্থিপিঞ্জর বা ছাতি।

পলাইয়া গেল তারা রাজার গোচরে।
প্রণাম করিয়া দুহে কৈল জোড় করে ॥২
ভগ্নদূতে কহে শুন রাজা মহাশয়।
ধূম্রলোচন বীর আদেশিলা হিমালয় ॥৩
আপনার সেনা লয়া সেই মহাবীর।
হিমালয় গেল বীর নির্ভয় শরীর ॥৪
সর্ব্বসৈন্য লয়া বীর পর্ব্বত বেড়িল।
ভুবনমোহন রূপ অঙ্গনা দেখিল ॥৫
তাহাকে কহিল বহু স্তুতিপ্রণয় বাণী।
অহঙ্কার বিনা কিছু না কহে রমণী ॥৬
নব অক্ষৌহিণী সেনা পর্ব্বত বেড়িল।
একেশ্বরে নারী তাথে ভয় না মানিল ॥৭
তবে সেনাপতি বীর মহাকোপ হৈল।
অঙ্গনা ধরিতে বাহু পসারি ধাইল ॥৮
করে অস্ত্র ধরি নারী না কৈল সমরে।
ধূম্রলোচন বীর ভস্ম কৈল হুহুঙ্কারে ॥৯
সেনাপতি মৈল যদি সংগ্রাম ভিতর।
ধাইল সকল সেনা করিতে সমর ॥১০
ধূম্রলোচনের সেনা প্রচণ্ড যুঝার।
এক অক্ষৌহিণী রথ যায় যুঝিবার ॥১১
দুই অক্ষৌহিণী যায় মত্তকুঞ্জর।
কাঁটায় বেষ্টিত শুণ্ডে লোহার মুদ্গর ॥১২
দুই অক্ষৌহিণী ধায় ঘোড়াতে সোয়ার।
চারি অক্ষৌহিণী ধায় পদাতি যুঝার ॥১৩
নানা অস্ত্র লয়া সভে ধাইল সমরে।
দেবীর বাহন সিংহ যুঝিতে সত্বরে ॥১৪

দুই দণ্ড মধ্যে সেনা নাশিল সকল।
করে অস্ত্র ধরিতে নারিল দৈত্যবল ॥১৫
নানা বিড়ম্বন করি কটক মর্দ্দিল।
ধূম্রলোচনের সেনা কেহনা রহিল ॥১৬
দেখিয়া বিস্মিত হৈল ভয় লাগে মনে।
এমত সংগ্রাম নাহি করে কোন জনে ॥১৭
দেবীর বাহন সিংহ মহাবলবান।
উহার সমরে কার নাহি পরিত্রাণ ॥১৮

... ...

রণে ক্ষেমা করিয়া পলাহ বীরবর ॥১৯
দূতমুখে শুনি দৈত্য এতেক বচন।
প্রলয়ের অগ্নি যেন জ্বলিল তখন ॥২০
দন্ত ওষ্ঠ চাপি বীর লোহিতলোচন।
একে একে চাহে রাজা যত সেনাগণ ॥২১
চণ্ড মুণ্ড বীর দুই সমরে নিষ্ঠুর।
তাহাকে আদেশে শুম্ভ নিশুম্ভ অসুর ॥২২
চণ্ড মুণ্ড বীর শুন আমার বচন।
হিমালয় যাহ তুমি করিবারে রণ ॥২৩
সেনাপতি বীর মোর প্রচণ্ড যুঝারে।
অঙ্গনা হইয়া তাথে মারিল সমরে ॥২৪
বিষম সমর করে কেমত অঙ্গনা।
দুষ্ট নারী মার তুমি করি বিড়ম্বনা ॥২৫
ধরিতে পারহ তবে আনিবে ধরিয়া।
চুলে ধরি আন তারে অপমান দিয়া ॥২৬
সাবর্ণিক মন্বন্তরে মার্কণ্ডপুরাণে।
ধূম্রলোচন বীরবধ হইল সমাধানে ॥২৭

এমত দুর্গার করি চরণ বন্দন।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুনে কমললোচন ॥২৮

সপ্ত সপ্ততিতম অধ্যায়

শুনিএগ দূতের কথা অসুররাজন।
মহাকোপ হয়া বোলে শুন দৈত্যগণ ॥১
মোক্ষ[১] সেনাপতি মারে আর সেনাগণ।
নারী হয়া এত করে শুন সর্ব্বজন ॥২
চণ্ড মুণ্ড বীর তুমি প্রচণ্ড যুঝার।
তোর বলে জিনি আমি সকল সংসার ॥৩
তোমাকে পাঠাই এবে আনিতে অঙ্গনা।
তাহার বিক্রমে জানি[২] পাসর আপনা ॥৪
শীঘ্রগতি যাহ লয়া আপনার সেনা।
আনহ রমণী ধনী করি বীরপনা ॥৫
আপনার ইচ্ছায়ে যদি আইসে সুন্দরী।
বিচিত্র বিমানে তুলি আনহ আদরি ॥৬
ইচ্ছাতে না আইসে যদি সেহি দুষ্টনারী।
অপমান দিয়া তাথে আন চুলে ধরি ॥৭
আনিতে না পার যদি সেহিত সুন্দরী।
মারিহ তথাতে তারে মহারণ করি ॥৮

১। মোক্ষ—মুখ্য।
২। জানি—অব্যয়=জনি (কমতাবিহারী) যেন। যেন আপনা পাসরিওনা।

তাহার বাহন সিংহ আনিহ ধরিয়া।
সভাতে প্রসাদ দিব সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া ॥৯
ধরিতে না পার যদি সিংহ বীরবর।
কাটিহ তাহার শির করিয়া সমর ॥১০
পলায়া আইস যদি জীবনের আশে।
নিশ্চয় কহিল তোখে মারিব সবংশে ॥১১
নারীতে হারিয়া যদি লুকি[1] থাক ঘরে।
সর্ব্ব নারীগণ তোখে উপহাস্য করে ॥১২
নারীতে হারিয়া যদি ঘরে থাক আসি।
বীরের ভিতরে তোর অপযশ ঘুষি ॥১৩
মরণ অধিক তোর হবে অপমান।
তেকারণে আমি তোর না লব পরাণ ॥১৪
রাজার এতেক বাক্য চণ্ড মুণ্ড শুনি।
দুই ভাই কোপে যেন জ্বলন্ত আগুনি ॥১৫
কহিতে লাগিল দোহে সদর্প বচন।
আমার বচন কিছু শুনহ রাজন ॥১৬
ত্রিভুবন জিনিঞা যতেক ধন আনি।
তোমার ভাণ্ডারে তাহা শুন নৃপমণি ॥১৭
ইন্দ্র বজ্র করি মোর কোন বস্তু জ্ঞান।
সমুদ্র খাইতে পারি করি জলপান ॥১৮
নাথির প্রহারে পৃথ্বী করি রসাতল।
চাপড়ে ভাঙ্গিতে পারি সুমেরু অচল ॥১৯
ত্রিভুবন বৈরী যদি হয় একদিনে।
তবে চণ্ড মুণ্ডের যোগ্য নহেত রণে ॥২০

১। লুকি—লুকাইয়া।

কি কারণে বল রাজা এত ছল করি ।
জীয়ন্তে আনিব নারী সবাহনে ধরি ॥২১
বজ্রের অধিক মোর দৃঢ় কলেবরে ।
দেবতার অস্ত্র মোখে না ফুটে সমরে ॥২২
কি কারণে ছলে মোখে বলিলা বচন ।
সর্ব্বথা আনিব নারী সহিতে বাহন ॥২৩
নারীর প্রহার করি কোন বস্তু জ্ঞান ।
সবাহনে ধরি আনি দিব বিদ্যমান ॥২৪
যদি অঙ্গনা ধরি নাহি দিয়ে আনি ।
খড়্গে পিতা কাটও আর হরও জননী ॥২৫
যদ্যপি নারীকে নাহি আনি দিতে পারি ।
তবে কি কারণে প্রাণ শরীরেত ধরি ॥২৬
চণ্ড মুণ্ড এত বাক্য প্রতিজ্ঞা করিল ।
প্রাণ ভাই বলি রাজা আলিঙ্গন দিল ॥২৭
প্রসাদ করিল রাজা তারে নানা ধন ।
মণিময় হার দিল রাজ অভরণ ॥২৮
সহস্রেক রথ দিল বিচিত্রি নির্ম্মাণ ।
দুই লক্ষ হস্তী দিল করিয়া সন্ধান ॥২৯
পঞ্চশত পাইল দুহে স্বর্গ বিদ্যাধরী ।
কোটি অশ্ব দিল রাজা দুহারে আদরি ॥৩০
কহিতে লাগিল রাজা মধুর বচন ।
যাহ হিমালয় তোরা ভাই দুইজন ॥৩১
আপনার সৈন্য লয়া যাহ শীঘ্রগতি ।
বাহন সহিতে ধরি আনহ যুবতী ॥৩২
এতেক শুনিল যদি চণ্ড মুণ্ড বীর ।
রাজাকে প্রণাম করে নোঙাইয়া শির ॥৩৩

সভা জন সম্ভাষিয়া বীর দুই জনে।
আপনার পুরে দুহে করিল গমনে ॥৩৪
অম্বিকার চরণে মজুক মোর চিত।
চণ্ডিকাবিজয় গীত মধুর সঙ্গীত ॥৩৫

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

রাজস্থানে বিদায় হইয়া দুই বীর।
আপনার পুরে গেল প্রচণ্ড শরীর ॥১
গঙ্গাজলে দুই ভাই কৈল স্নান দান।
শিব পূজা করিয়া করিল জলপান ॥২
কর্পূর তাম্বুলে করে মুখ সংস্কার।
দিব্য বস্ত্র পরে বীর আর অলঙ্কার ॥৩
চণ্ড অসুর দীর্ঘ শতেক যোজন।
আড়ে পরিসর দেই দশ যোজন ॥৪
মুণ্ড অসুর সেহি সমান শরীর।
একরূপ আভরণ পরে দুই বীর ॥৫
কর্ণেতে কুণ্ডল পরে করে ঝলমল।
মাথার মুকুট ঠেকে গগন মণ্ডল ॥৬
নানা আভরণ পরে দুই বলবান।
চণ্ডমুণ্ড দুই ভাই একুহি পরাণ ॥৭
সাজ সাজ বলিয়া কটকে পৈল সাড়া।
রথ রথী সাজে সেনা আর গজ ঘোড়া ॥৮

তিন অক্ষৌহিণী রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
সাজায় সারথি সভ হয়্যা সাবধান ॥৯
ময় মত্ত হস্তী সাজে ঐরাবতের নাতি।
চারি অক্ষৌহিণী সাজে মহাযোদ্ধা হাতী ॥১০
গণ্ডেত সিন্দুর সাজে শুণ্ডেত মুদ্গর।
গলে রণ ঘণ্টা সাজে পৃষ্ঠেত পাথর ॥১১
তার চারি পাশে সাজে ঘণ্টা সারি সারি।
সুবর্ণে রচিত দণ্ড মহা মত্তকরী ॥১২
সুবর্ণের যুদ্ধ ঘরা পৃষ্ঠের উপরি।
তাথে যোদ্ধা বীর সব নানা অস্ত্রধারী ॥১৩
উচ্চৈশ্রবা সম ঘোড়া সাজে সারি সারি।
দশ বলবানে ঘোড়া রাখিতে না পারি ॥১৪
সুবর্ণে রচিত অশ্ব দেখিতে সুন্দর।
পঞ্চ অক্ষৌহিণী সাজে অশ্ব মহাবল ॥১৫
অষ্ট অক্ষৌহিণী সেনা প্রচণ্ড যুঝার।
সমরে সিষ্ঠুর সভে অসুর দুর্ব্বার ॥১৬
নানা অস্ত্র লয়া সাজে অসুরের দল।
বিক্রমে বিশাল সেনা সাজে মহাবল ॥১৭
চণ্ডমুণ্ড পরিয়া রণের আভরণ।
সারথিকে বোলে রথ করহ সাজন ॥১৮
সমর করিতে যাবে হিমগিরি রাজ।
বিজ সারথি করে দিব্য রথ সাজ ॥১৯
ষোড়শ প্রমাণ রথ বলে পরিসর।
রক্তবর্ণ রথ খান দেখি ভয়ঙ্কর ॥২০
সেহি রথ সাজিতে রথীর হৈল আজ্ঞা।
দুই শত মত্ত কুঞ্জরে টানে তার চাকা ॥২১

চারি শত অশ্ব আর সেই রথ টানে।
যার এক ঘোড়া রাখে দশ বলবানে ॥২২
ময় মত্ত হস্তী সব ঐরাবতের নাতি।
উচ্চৈঃশ্রবা সম ঘোড়া চড়ে সেনাপতি ॥২৩
দুই দুই ঘোড়া মাঝে এখেক কুঞ্জর।
তার পৃষ্ঠে আরোহণ এখো ধনুর্দ্ধর ॥২৪
সুবর্ণের দণ্ডধ্বজ রথের উপর।
নেতের পতাকা উড়ে দেখি মনোহর ॥২৫
তাহার উপরে বান্ধে চামর গঙ্গাজল।
রত্ন প্রবাল নাগে করে ঝলমল ॥২৬
নেতের ওয়ারি দিল তাহাতে সুন্দর।
স্থানে স্থানে লাগাইল অমূল্য পাথর ॥২৭
কত শত অস্ত্র দৈত্য রথেতে তুলিল।
বহু মূল্য ধনে তাহা সুসজ্জ করিল ॥২৮
সোনার সাড়ক রুয়া সোনার ছাটনি।
রজতের গুণা দিয়া তুলিল বান্ধনি ॥২৯
আন্ধারি পাড়িয়া নেতে ছাইল চামরে।
সুবর্ণ কলস দিল চালের উপরে ॥৩০
ফটিকের স্তম্ভ নাগে ঘরের মাঝার।
নানা বর্ণে শিলা নাগে[১] মধ্যে মধ্যে তার ॥৩১
শুক্ল কৃষ্ণ নীল পীত রক্ত পাথরে।
ঝলক দর্পণ নাগে দেখিতে সুন্দরে ॥৩২
এক স্তম্ভে লাগাইল ধন বহুতর।
হীরার বুম্বকি[২] তাথে দেখিতে সুন্দর ॥৩৩

১। নাগে—লাগায়।
২। বুম্বকি—বিম্বিকা।

সুবর্ণ আওয়াস ঘর দেখি মনোহর।
চতুর্দ্দিকে নাগাইল হাড়িয়া চামর ॥৩৪
তাহাতে লম্বিত গজ মুকুতার ঝরা।
অন্ধকার মধ্যে যেন দীপ্ত করে তারা ॥৩৫
মধ্যে মধ্যে নাগে হীরা মুকুতা খিচনি।
যুদ্ধ ঘরা আভা যেন দেখি দিনমণি ॥৩৬
রথের উপরে কৈল মায়া সরোবর।
তৃষ্ণাতুর হইলে খাইতে চাহে জল ॥৩৭
প্রহর প্রমাণ কৈল দীর্ঘ সরোবর।
ফটিক আক্রেতি[১] জল তাহার ভিতর ॥৩৮
চারি ঘাট বন্ধিল কণক পটিখানে[২]।
রূপেক লাগিল তাথে হিঙ্গুল হরিতালে।।৩৯
কাঞ্চনের তরু তীরে শোভে মনোহর।
তাহাতে শোভিছে সব মালিকের ফল॥ ৪০
জল মধ্যে পদ্ম পুষ্প ফুটিছে বিস্তর।
উড়ে পড়ে কেলি করে পক্ষ জলচর ॥৪১
রাজহংস সরোবরে দেখি বহুস্তর।
কনক কমল দলে পড়িছে ভ্রমর ॥৪২
মৃণাল খাইতে তাথে নামিছে কুঞ্জর।
ঘোর নাদ করে হস্তী শুনি ভয়ঙ্কর ॥৪৩
বিচিত্র বিমানে কৈল নানা চমৎকার।
পুষ্পের উদ্যান কৈল অতি শোভাকর ॥৪৪
নেহালি বান্ধুলি জুতী মল্লিকা টগর।
লবঙ্গ মাধবীলতা চাঁপা নাগেশ্বর ॥৪৫

১। আক্রেতি—আকৃতি।
২। পাটিখান—পাটিকা, ইট।

তমাল বকুল পুষ্প মালতী সুন্দরী।
স্থলপদ্ম কমল পারিজাত মনোহর ॥৪৬
কেতকী ধাতকী দলা জবা করবীর।
পদ্ম পারিজাত কুন্দ রঙ্গন সুন্দর ॥৪৭
উদ্যানে রূপিল পুষ্প অতি মনোহর।
তাহার সৌরভ ধায় এক প্রহর ॥৪৮
রত্নময় রথ খান করিয়া সাজন।
নানা অস্ত্র তুলি তাথে করিল পূরণ ॥৪৯
এক রূপ দুই রথ করিয়া সাজন।
ত্বরিতে আনিল চণ্ডমুণ্ডের সদন ॥৫০
রথ দেখি আনন্দিত হইল মহাবল।
যাত্রা করে দুই বীর অসুর প্রবল ॥৫১
কোটি পরণাম করি অম্বিকা চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥৫২

ঊনাশীতিতম অধ্যায়

চণ্ডমুণ্ড বীর যাবে হিমগিরি রণে।
মঙ্গল রচিয়া যাত্রা করে দুই জনে ॥১
অমঙ্গল দেখি বীর যাত্রার সময়।
মুকুট খসিয়া তার ভূমিতে পঁড়য় ॥২
বাম বাহু স্পন্দে আর বামলোচন।
বাম অঙ্গ পুলকিয়া উঠে ঘন ঘন ॥৩

পিঙ্গল মেঘেতে আসি বরিষে শোণিত।
বিনা যুদ্ধে কাটা মুণ্ড লোটায় ভূমিত ॥৪
অমঙ্গল দেখি দুহে হৈল ক্রোধ মন।
এত অমঙ্গল কেনে আমার সদন ॥৫
কেবা কি করিতে পারে আমাখে সমরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর দানব কিন্নরে ॥৬
ইন্দ্র আদি দেবগণ ভয়ে কম্পমান।
আর সব লোক বৈসে কোন বস্তু জ্ঞান ॥৭
এত চিন্তি যাত্রা করে দুই মহাবীর।
দিব্যধনু হাতে কৈল প্রকাণ্ড শরীর ॥৮
চণ্ডমুণ্ড দুই ভাই একহি পরাণ।
লাফে রথে চড়ি সভে করিল পয়ান ॥৯
হিমালয় যায় দুহে করিবারে রণ।
পৃথ্বী আচ্ছাদিল হৈল যুদ্ধের বাজন ॥১০
দুন্দুভি ঝাঝর বাজে পড়াহ মাদল।
ঢাক ঢোল বাদ্যেতে হইল কোলাহল ॥১১
দোশরি মুহরি বাজে কাংস্য করতাল।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে ডমরু কাহাল ॥১২
ঝাঝিঝমক বাজে আর জগঝম্প।
দামা দগড় বাজে শিঙ্গা শঙ্খ ডম্ফ ॥১৩
এহি মতে নানা বাদ্যে দশ অক্ষৌহিণী।
ঘোর শব্দে কার কথা কেহ নাহি শুনি ॥১৪
নানা বাদ্য বাজে শব্দ শুনি ভয়ঙ্কর।
কর্ণে তালি লাগে আর কাঁপে মহীধর ॥১৫
আগে আগে চলিল যতেক কণিকার।
তার পাছে চলিল ধানুকী পাটোয়ার ॥১৬

তার পাছে চলে বীর খড়্গচর্ম্ম লয়া।
ঘাঘর নূপুর বস্ত্রে উত্তম সাজিয়া ॥১৭
তার পাছে চলিল ঘোড়াতে আসোয়ার।
তার পাছে হস্তীগণ যায় যুঝিবার ॥১৮
তার পাছে রথ সব চলে সারি সারি।
তার পাছে চণ্ডমুণ্ড দিব্যরথে চড়ি ॥১৯
হস্তীয়ে হস্তীয়ে ঠেকে ঘোড়ায় না পায় পথ।
সারথি সারথি ঠেকে রথে ঠেকে রথ ॥২০
চণ্ডমুণ্ড বীর যায় করিবারে রণ।
বিশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধে সুভাজন ॥২১
দশ অক্ষৌহিণী বাদ্য বিবিধ বিধান।
মহাঘোর শব্দ শুনি পৃথ্বী কম্পমান ॥২২
মার মার করি দৈত্য যায় হিমগিরি।
কেহ পথে চলি যায় বাউ ভর করি ॥২৩
শীঘ্রগতি গেল সতে হিমের শিখর।
পর্ব্বত বেড়িল গিয়া অসুর সকল ॥২৪
সর্ব্ব সৈন্য লয়া বেড়ে চণ্ডমুণ্ড বীর।
পর্ব্বতে উঠিল গিয়া নির্ভয় শরীর ॥২৫
ত্রৈলোক্যমোহিনী দুর্গা দেখিল সকলে।
চণ্ডমুণ্ড কহে কিছু অভয়ার তরে ॥২৬
শুনহ রমণি ধনি আমার বচন।
আপন ইচ্ছাতে চল রাজার সদন ॥২৭
নহে বা তোমাকে আজি করি বিড়ম্বন।
বাহন সহিতে তোখে করিব নিধন ॥২৮
এ রূপ যৌবন তোর যাবে বৃথা কাজে।
ইহা বুঝি রামা তুমি ভজ দৈত্যরাজে ॥২৯

আমাকে পাঠিল[1] রাজা তোমাখে লইতে।
যদ্যপি চলহ তুমি আপন ইচ্ছাতে ॥৩০
দিব্যরথে তুলি নিব করিা সম্মান।
নহেবা আমার হাতে পাবে অপমান ॥৩১
চণ্ডমুণ্ড নামে মোরা দুই সেনাপতি।
আমার হাতেত কারো নাহি অব্যাহতি ॥৩২
ত্রৈলোক্য-বিজয়ী দুই মহা ধনুর্দ্ধর।
আমার সমরে আদি ভঙ্গ পুরন্দর ॥৩৩
অন্য কেহ নাহি আইসে তোমাকে লইবার।
চণ্ডমুণ্ড বীর এহি সমরে দুর্ব্বার ॥৩৪
এ রূপ যৌবন নাশ কর কি কারণ।
এখনে শুম্ভ নিশুম্ভের লহগা স্মরণ ॥৩৫
ত্রিভুবনেশ্বরী হবে শুনহ সুন্দরি।
দৈত্যরাজ হইতে কার নাহি অধিকারী ॥৩৬
ধূম্রলোচন আইল তোমাকে লইতে।
নব অক্ষৌহিণী সেনা তাহার সহিতে ॥৩৭
তোমার সহিতে সেহি আসি কৈল রণ
সেহি সেনা সব তুমি করিলা নিধন ॥৩৮
তাহার কারণে যদি ভয় কর মনে।
সে সব তোমার দোষ ক্ষেমিবে রাজনে ॥৩৯
শুনহ সুন্দরি দেবি তোখে কহি হিত।
আপনে না গেলে শেষে হবে বিপরীত ॥৪০
এতেক বচনে দুর্গা না দিল উত্তর।
মহাক্রোধ হইল চণ্ডমুণ্ড বীরবর ॥৪১

১। পাঠিল—পাঠাইল।

সেনাগণ ভয়ে কহে সেই দুই বীর।
এহি দুষ্ট নারীর সমরে কাট শির ॥৪২
প্রদক্ষিণে প্রণমিঞা শ্রীনাথচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুণে কমললোচনে ॥৪৩

অশীতিতম অধ্যায়

নানারূপে কহে চণ্ড মুণ্ড সেনাপতি।
না দিলা উত্তর কিছু দেবী ভগবতী ॥১
সেনাগণের ভরে কহে চণ্ড মুণ্ড সেনাপতি।
যুদ্ধের আরম্ভ তোরা কর শীঘ্রগতি ॥২
এত শুনি দৈত্যগণ করে গণ্ডগোল।
ধর ধর মার মার চতুর্দ্দিকে রোল ॥৩
কেহ বলে ধর নারী বাহন সহিতে।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি লইল সমর পণ্ডিতে ॥৪
কেহ বোলে ইহাক কর খণ্ডখণ্ড।
মারমার করি অথা ডাকে চণ্ডমুণ্ড ॥৫
কেহ বলে অবলা নারীকে কিবা ভয়।
ত্বরিতে মারহ রামা বিলম্ব না সয় ॥৬
কেহ বলে দৈত্য মারি পাইয়াছে আশ[১]।
আজি তোখে রণে কাটি করিমু বিনাশ ॥৭
কেহ বোলে ইহাকে বান্দহ এহিস্থানে।
নারী হয়া না করে যেন এতেক গুমানে ॥৮

১। আশ—আশা, উৎসাহ।

কেহ বোলে ইহাকে বান্ধহ শীঘ্র করি ।
কেহ বোলে কাটি পাড় এহি দুষ্টনারী ॥৯
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া যতেক দৈত্যগণ ।
ধরমার কাট শব্দ করে সর্ব্বক্ষণ ॥১০
কেহ কেহ ধাইল লইয়া ধনুশরে ।
কেহ কেহ ধায় খড়গচর্ম্ম লয়া করে ॥১১
কেহ গদা টাঙ্গ লয়া ধাইল সত্বরে ।
কেহ হাতে লয়া যায় মুষল মুদ্গরে ॥১২
শেল শূল লয়া ধায় কোন কোন বীর ।
কেহ খড়্গ লয়া ধায় কাটিবার শির ॥১৩
ধরিতে ধাইল কেহ বাহু পসারিয়া ।
দন্ত কড়মড়ি ধায় নানা অস্ত্র লয়া ॥১৪
মহাদর্প করি কহে তর্জ্জন গর্জ্জন ।
দেবীকে মারিতে ধায় দৈত্যসেনাগণ ॥১৫
সকল অসুরগণে বোলে কুবচন ।
কোপে রক্তবর্ণ দেবীর এ তিন লোচন ॥১৬
চতুর্দ্দিগে শুনিয়া দৈত্যের কটুবাণী ।
মহাক্রোধ হৈলা দুর্গা অভয়া ভবানী ॥১৭
প্রলয়কালের যেন অগ্নিতেজ বাণে ।
সূর্য্য দ্বাদশ যেন উদয় গগনে ॥১৮
একাদশ রুদ্র যেন সংহার কারণ ।
দৈত্যের বিক্রমে দুর্গা হৈলা তেমন ॥১৯
রক্তবর্ণ হৈল দেবীর এ তিনলোচন ।
লোহিত বরণ দুর্গার ও চান্দবদন ॥২০
জবা পুষ্পের বর্ণ হৈল কলেবর ।
মহাকোপে অভয়া কাঁপিছে থরেথর ॥২১

অধর ওষ্ঠ কাঁপে কোপযুক্ত মনে।
হস্তপদ আদি সব হৈল কম্পমানে ॥২২
সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত দেবী ক্রোধযুক্ত হয়া।
কেশরীবাহন যুদ্ধস্থলেত দাঁড়ায়া ॥২৩
ভ্রুকুটি কুটিলে দেবী চাহে চরিভিতে।
ললাট হইতে কালী হৈল আচম্ভিতে ॥২৪
কৃষ্ণবর্ণ ধরে কালী করালবদনা।
খড়গচর্ম্ম করে ধরে বিকট দশনা ।২৫
চতুর্ভুজ ধরে দেবী খট্টাঙ্গধারিণী।
মনুজ মুণ্ডের মালা সর্ব্বাঙ্গে শোভিণী ॥২৬
দীপিচর্ম্ম পরিধান দেখি ভয়ঙ্কর।
শরীরের মাংসচর্ম্ম শুখান[১] সকল ॥২৭
মুখ পরিসর তার কি বলিব আর।
ত্রিভুবন পারে একগ্রাসে গিলিবার ॥২৮
জিহ্বাগোটা কালিকার বাসুকী সমান।
লহলহ দেখি ঐরীর উড়িল পরাণ ॥২৯
রক্তবর্ণ দুই চক্ষু মহাজ্বালাধর।
ধবল পর্ব্বত হেন দন্ত ভয়ঙ্কর ॥৩০
মধুকর জিনি মাথে কেশজটাভার।
অবনি লম্বিত কেশ দেখি যে তাহার ॥৩১
কালীর নাসিকা যেন নীলাচলগিরি।
ত্রিভুবন কাঁপাইল মুখশব্দ করি ॥৩২
তিন সূর্য্য সমতেজ এ তিন নঞান।
মহাকোপে ধায় দেবী করিবারে রণ ॥৩৩

১। শুখান—শুষ্ক।

অতিকোপেত কালী খাইল রণস্থল।
নাশেন অসুর আর হাসে খলখল ॥৩৪
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে কত কোটি জন।
চণ্ডিকা-বিজয় ভণে কমললোচনে ॥৩৫

একাশীতিতম অধ্যায়

ভয়ঙ্কর রূপ কালী দেখি দৈত্যগণ।
মহামত্ত হস্তীগণ নাগায় তখন ॥১
ময়মত্ত হস্তীগণ ঐরাবতের নাতি।
তার পৃষ্ঠে আরোহণ যোদ্ধাসেনাপতি ॥২
হস্তীর দশন সভ কণকে রচিত।
গলে গজঘণ্টা সাজে অতি বিপরীত ॥৩
গণ্ডেত সিন্দুর শোভে দেখিতে সুন্দর।
খিত্র[১] ঘণ্টিকা বাজে সর্ব্বাঙ্গে বিস্তর ॥৪
সুবর্ণের যুদ্ধঘরা[২] পৃষ্ঠের উপরি।
তাথে যোদ্ধা বীর সব নানা অস্ত্র ধরি ॥৫
পর্ব্বতপ্রমাণ হস্তী দেখি ভয়ঙ্কর।
শুণ্ডেত বান্ধিছে তার লোহার মুদ্গর ॥৬
হস্তীর গমন যেন বিদ্যুৎ সঞ্চার।
পৃষ্ঠে থাকি বীরগণ করে মহামার ॥৭

১। খিত্র—ক্ষুদ্র।
২। যুদ্ধঘরা—যুদ্ধঘর।

হেনমত্ত হস্তীগণ চারি অক্ষৌহিণী।
মহামার কৈল বেড়ি কালী ঠাকুরাণী ॥৮
অসুর দেখিয়া কালীর নাহি বস্তুজ্ঞান।
সমরে ধাইল কালী হয়া কোপমান ॥৯
হেন মহামত্ত হস্তী শতে শতে ধরি।
লীলায়ে ফেলেন কালী জিহ্বার উপরি ॥১০
বিকট দশনে চিড়ে দেখি ভয়ঙ্কর।
নাশিলেন ঠাকুরাণী অসুর বিস্তর ॥১১
শতে শতে হস্তী ধরি ঘাড় মুচড়িয়া।
মুখে ফেলি পিয়ে রুধির দুই হস্ত দিয়া ॥১২
করালবদনী কালী হাসে খলখলে।
আজানুলম্বিত গলে বনমালা দোলে ॥১৩
মহামার করি কালী রণমধ্যে ফিরে।
পদভরে বসুমতী টলমল করে ॥১৪
সহস্রে সহস্রে হস্তী মুখেত ফেলিয়া।
কড়মড়ি খায় কালী দশনে চিবায়া ॥১৫
লক্ষলক্ষ হস্তীগণ গেলেন শমনে।
মাংসপিণ্ড করে তাহা হস্তের চাপনে ॥১৬
নীলায়ে[১] ফেলিয়া কালী মুখের মাঝার।
দশনে চিবায়া তাহা করয়ে সংহার ॥১৭
কি করিতে পারে কালীক অস্ত্রপ্রহারে।
তাহার শোণিত সব পূরিয়া খাপরে ॥১৮
কোপদৃষ্টে অসুরের পানে ঘন চায়।
চকচকি[২] পিয়ে লহে অমিঞা পরায় ॥১৯

১। নীলায়ে—লীলায়ে।
২। চকচকি—চপচপি, চপচপ করিয়া।

খলখলি হাসে কালী মুণ্ডমালা গলে।
ভ্রমরা জিনিয়া জটা পদতলে দোলে ॥২০
তালতরু সম কেশ শিরে উভজটা।
তিন চক্ষু জ্বলে যেন কত সূর্য্যচ্ছটা ॥২১
সাগর সমান মুখ অতি ভয়ঙ্কর।
নাভিগোটা দেখি যেন সুমেরু গহ্বর ॥২২
লহলহ করে জিহ্বা রক্তধারা পড়ে।
তড়িৎ সঞ্চারে করে দন্ত কড়মড়ি ॥২৩
ডাকিনী যোগিনীগণ সদা ফিরে সঙ্গে।
মুণ্ড আভরণ তারা পরাইল রঙ্গে ॥২৪
মণির মুকুট কেহ করি যত্নবান্।
শিরে পরাইয়া দিল হয়া সাবধান ॥২৫
করে পরাইল কেহ বিচিত্র কঙ্কন।
বাহাতে কেয়ূর দিল অতি সুশোভন ॥২৬
গলে মণিময় হার কালীকে পরায়।
কালিকা ধাইছে তারা সঙ্গে সঙ্গে ধায় ॥২৭
নানা অলঙ্কার দিল ডাকিনী যোগিনী।
পীযূষ রুধির কেহ কেহ দেয় আনি ॥২৮
আনন্দে রক্তপান করে কালীঠাকুরাণী।
সদা পান করি কালী গমনলোচনী[1] ॥২৯
লক্ষলক্ষ ধরি কালী করী দৈত্যগণে।
দশনে মথিয়া তাহা করয়ে ভক্ষণে ॥৩০
হাড়মালা গলে দেবী খলখল হাসে।
নব অক্ষৌহিণী হস্তী চামুণ্ডা বিনাশে ॥৩১

১। গমনলোচনী—ঘূর্ণিতনয়না।

অম্বিকার চরণে মজুক মোর চিত।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত মধুর সঙ্গীত ॥৩২

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

হস্তীর বিনাশ দেখি যত সেনাগণ।
তিন অক্ষৌহিণী রথ ধায়ে ততক্ষণ ॥১
নানা অস্ত্র লয়া ধায় মহাকোপমনে।
দিব্য ধনু লয়া করে বাণ বরিষণে ॥২
একএক বীর যেন পর্ব্বত আকার।
কালীর উপরে করে অস্ত্র অবতার ॥৩
দিব্য ধনু ধরি কেহ করে ঘোর রণ।
ধনুর টঙ্কার শব্দে পূরে ত্রিভুবন ॥৪
নাগঅস্ত্র এড়ে কেহ কালীর উপর।
শেলশূল মারে কেহ বাণ যে কুঞ্জর ॥৫
প্রলয় অস্ত্র এড়ে কেহ বাণ কৃপাণ।
মহাগদা এড়ে কেহ পূরিয়া সন্ধান ॥৬
তিমির অস্ত্র এড়ে কেহ বজ্র ভিন্দিপাল।
অক্ষয় এড়িছে কেহ অসুর বলবান্ ॥৭
নাগ অস্ত্র এড়ে কেহ দেবীর উপর।
নারাচ বেলক মারে জাঠি ভয়ঙ্কর ॥৮
শেল শূল মারে কেহ শিংশপি খাপর। P 166
গদাভাঙ্গ মারে কেহ মুষল মুদ্গর ॥৯

তিন্দি পরশু মারে কালীর উপর।
তাহা দেখি ঠাকুরাণী করে মহামার ॥১০
রুদ্র অস্ত্র এড়ে কেহ চামুণ্ডা উপর।
কোপেত চামুণ্ডা দেবী করে থরথর ॥১১
জাঠি ঝগড়া মারে তীক্ষ্ণ কৃপাণ।
গিরি অস্ত্র এড়ে কেহ পূরিয়া সন্ধান ॥১২
দিব্য শেল এড়ে কেহ ত্রিফলিয়া আর।
ঘন গরজন করে বোলে পাড়্পাড়্[১] ॥১৩
নানা অস্ত্র এড়ে কেহ হীরাবান্দা টাঙ্গি।
বুরুজ কাম্বুজ মারে বাণ তৈরটাঙ্গি ॥১৪
তিন অক্ষৌহিণী রথে মহাযোদ্ধাগণ।
পাঁচ অক্ষৌহিণী আর অশ্ববাহন ॥১৫
অষ্ট অক্ষৌহিণী আর পদাতি ঘুঝার।
নানা অস্ত্র লয়া সভে করে মহামার ॥১৬
ত্রিভুবন জিনি সেহি দৈত্যসেনাগণ।
প্রাণশক্তি এড়ে সভে নানা প্রহরণ ॥১৭
পর্ব্বত উপরে যেন হয় বরিষণ।
কালীর উপরে তেন পড়ে অস্ত্রগণ ॥১৮
পতিতপাবনী শ্যামা কোন কর্ম্ম কৈল।
মুখ পসারিয়া অস্ত্র ভক্ষিতে লাগিল ॥১৯
হড়হড়ি মহাশব্দে অস্ত্রক চিবায়।
কোটি কোটি দৈত্য কাটি রুধিরে তেঁতায়[২] ॥২০
লক্ষে লক্ষে রথরথী যত সেনা পায়।
দুই হস্তে ধরি ধরি মুখেত ফেলায় ॥২১

১। পাড়্পাড়্—পট্ পট্ শব্দ।
২। তেঁতায়—তিতায়, ভিজায়।

লক্ষে লক্ষে ঘোড়া হাতী রথ সেনাগণে।
ধরি মাংসপিণ্ড করে হস্তের চাপনে ॥২২
দুই হস্তে চিপি তার সত্ত্ব[১] করে পানে।
মাংসপিণ্ড মুখে ফেলি মথেন দশনে ॥২৩
অসুরের রথ সব প্রকাণ্ড নির্ম্মাণ।
পঞ্চ আদি যোড়শস্তে প্রহরপ্রমাণ ॥২৪
দিব্য ঘোড়া হস্তী কত শতে টানে চাকা।
তাথে যুদ্ধঘর আর ধ্বজপতাকা ॥২৫
নানা অস্ত্র তুলি রথ করিছে পূর্ণিত।
তাহাতে সারথি রথী সমরে পণ্ডিত ॥২৬
যেহি রথে জিনে দৈত্য এ তিন ভুবন।
যার ডরে পলাইয়া ফিরে দেবগণ ॥২৭
হেন দৈত্য এড়ে বাণ বিবিধ বিধান।
না ফুটে কালীর অঙ্গে নাহি বস্তুজ্ঞান ॥২৮
হেন রথরথী কালী হাজারে হাজারে।
দুই হস্তে ধরি ফেলে মুখের ভিতরে ॥২৯
দশনে মথিয়া তাহা করেন ভক্ষণে।
অট্ট অট্ট হাসে কালী করালবদনে ॥৩০
মহাকোপে ধায় কালী সমরসমাজ।
দুই হাতে ধরি সৈন্য ফেলে মুখের মাঝ ॥৩১
লক্ষলক্ষ দৈত্যসেনা ধরি দুই হাতে।
আকাশে কেলিয়া তার তলে মুখ পাতে ॥৩২
বিকট দশনে তাহা চিবায়া বিনাশে।
করালবদনী কালী অট্ট অট্ট হাসে ॥৩৩

১। সত্ত্ব—সত্ত্ব (যথা—আমসত্ত্ব)

পরিধান ছিল কালীর ব্যাঘ্রের অজিনে।
খসিয়া পড়িল তাহা ঘোর মহারণে ॥৩৪
পীযূষ রুধির কালী প্রচুর ভক্ষণে।
নগ্ন হৈল রণে কালী কিছু নাহি জানে ॥৩৫
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে এমত দেখিল।
অসুরের হস্ত কাটি তাথে পরাইল ॥৩৬
নানা বর্ণে দৈত্য পাণি ভুজঙ্গে গাঁথিয়া।
কালীর কটিতে সভে পরাইল গিয়া ॥৩৭
কোটি পরণাম হেন কালীর চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥৩৮

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

ডাকিনী যোগিনীগণ নানা বাদ্য বায়।
পীযূষ রুধির পাত্র সতত যোগায় ॥১
আনন্দে গমন কালীর এ তিন নঞান।
মহাবেগে ধায় দেবী নাশে দৈত্যগণ ॥২
সহস্রে সহস্রে রথ আকাশে ফেলিয়া।
হস্তীঘোড়া দৈত্যগণ তার সহে দিয়া ॥৩
সকল গ্রাসেন দেবী মুখপাতি তলে।
করাল বদনে কালী হাসে খলখলে ॥৪
দন্ত কড়মড়ে কোটি বজ্রাঘাত ধ্বনি।
পদভরে থরথর কাঁপিছে মেদিনী ॥৫

কালীকার পদভরে পৃথিবীমণ্ডল।
পদ্মপত্রের জল যেন করে টলমল ॥৬
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সে প্রমাদ অনুমানি।
আকাশে উঠিল গিয়া সাগরের পানি ॥৭
পাতালের নাগলোক পায়া বড় ত্রাস।
গোচর করিল সভে অনন্তের পাশ ॥৮
অনন্ত কহেন শুন যত সেনাগণ।
অভয়দায়িনী করে অসুর মর্দ্দন ॥৯
তার পদভরে কাঁপে অহি মহীপুর।
যাবত কালীকা নাশে প্রচণ্ড অসুর ॥১০
তোমরা শুনহ সভে আমার বচন।
মোক্ষ[১] নাগগণ আছ যত বলবান্ ॥১১
শণ্ড[২] যুক্ত হয়া সভে পৃথ্বী ধর শিরে।
অবনী না হয় নাশ যেন পদভরে ॥১২
কালিকা চামুণ্ডা দেবী চণ্ডনিনাদিনী।
তবে সে তাহার ভর সহিবে অবনী ॥১৩
এতেক চিন্তিয়া যুক্তি যত নাগগণে।
অনন্তের সহে সভে নড়িল তখনে ॥১৪
স্থানে স্থানে অবনী ধরেন ফণিধরে[৩]।
সর্ব্ব করীগণ আর রাজরাজ্যেশ্বরে ॥১৫
অনন্তাদি নাগে পৃথ্বী ধরে শক্ত হয়া।
তথাপি অস্থির মহী পদভর পায়া ॥১৬
মহাবেগে ফিরে রণে কালীঠাকুরাণী।
বেগবাতে গেল বহু দৈত্যের পরাণি ॥১৭

১। মোক্ষ—মুখ্য। ২। শণ্ড—দৃঢ়।
৩। ফণিধর—ফণাধর।

তড়িৎ সঞ্চারে ফিরে অভয়দায়িনী।
সহিতে না পারে ভর ভুজঙ্গ অবনী ॥১৮
সঙ্কটে পড়িল মহী নাহিক নিস্তার।
অনন্তাদি নাগগণে পায় দুঃখভার ॥১৯
কালীকার পদভর সহিতে না পারে।
শঙ্কটে পড়িয়া মহী ডাকে উচ্চস্বরে ॥২০
হেটেত ধরিল মাথে সর্ব্ব নাগগণ।
উপরে কালীর পদে করিছে মর্দ্দন ॥২১
দুইদিগ চাপনে মোর প্রাণ যায় খসি।
কোন দেব ত্রাতা মোখে ত্রাণ কর আসি ॥২২
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর শচীপতি।
অর্কআদি নবগ্রহ দশদিগপতি ॥২৩
এহিবার ত্রাণ কর প্রাণ মোর যায়।
ত্রাহিত্রাহি করি মহী সঘনে চেঁচায় ॥২৪
ইন্দ্র আদি দেবগণ যুদ্ধ দেখে রয়া।
তাহারা শুনিল পৃথ্বী কান্দে ব্যস্ত হয়া ॥২৫
তরাতরি[১] গেল সভে যথা প্রজাপতি।
গোচর করিল সভে করিয়া প্রণতি ॥২৬
ব্রহ্মা বোলে শুন ইন্দ্রআদি দেবগণ।
উনমতা রণে করে অসুর মর্দ্দন ॥২৭
তার আগে স্থির হয় কাহার শকতি।
সভে মিলি যাই চল যথাতে শ্রীপতি ॥২৮
বিষ্ণুর সাক্ষাতে সব করিয়ে গোচরে।
তেঁহবা করিতে কিছু পারে প্রতীকারে ॥২৯

১। তরাতরি—ত্বরাত্বরি।

এত বলি চলে ব্রহ্মা দেবগণ লয়া।
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর স্থানে উত্তরিল গিয়া ॥৩০
যার যেহি সম্ভাষা করিয়া বিধিমতে।
রণবিবরণ ব্রহ্মা কহিল সাক্ষাতে ॥৩১
নারায়ণ বোলে ব্রহ্মাআদি দেবগণ।
ক্রোধকালে তার আগে যায় কোনজন ॥৩২
একবার সেহি বিটি মোরে গিলিছিল।
সে সব যাতনা ভাগ্যে পুণ্যে এড়াইল ॥৩৩
আগমে প্রমাণ ইহা জানে বুধজনে।
তাহা না লিখিল গ্রন্থ বিস্তার কারণে ॥৩৪
বিষ্ণু বোলে ব্রহ্মাআদি শুন দেবগণে।
কার প্রাণে যায় কোপ কালীর সদনে ॥৩৫
সৃষ্টিনাশ হয় ক্রমে যাই নিবেদিতে।
পুন যদি গ্রাসে তাথে পারি কি করিতে ॥৩৬
সভে মিলি যাই চল কৈলাস শিখরে।
কহি যে সকল তত্ত্ব শঙ্কর গোচরে ॥৩৭
এত বলি গেলা সভে কৈলাশ শিখরে।
দেখেন বিভোর হয়া বসিছে শঙ্করে ॥৩৮
যদুনাথে নতি শত শ্রীনাথচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥৩৯

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মাবিষ্ণু ইন্দ্র আর যত দেবগণ।
পৃথিবী নিস্তার হেতু কৈলাসে গমন ॥১

আনন্দে বিভোর হর বসিছে আসনে।
নন্দী আদি অনুচর আনন্দিত মনে ॥২
কেহ মুখবাদ্য করে কেহ করে গান।
কেহ নৃত্য করে কেহ করয়ে ধেয়ান ॥৩
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পড়িয়া বসিছে পঞ্চানন।
এক জানুপর আর পদ আরোপণ ॥৪
অর্দ্ধেক মুদ্রিত চক্ষু অর্দ্ধবিকসিত।
মন্দমন্দ হাস্য কোটি বিধু প্রকাশিত ॥৫
বিজয়া ধুতূরা বিষ প্রচুর আহারে।
অধরে ধরিয়া শিঙ্গা ফুঁকে বারেবারে ॥৬
নাহি ফুক দেন শিঙ্গা বিভোরে ধরিয়া।
ঢুলি ঢুলি পড়ে শিব উলঙ্গ হইয়া ॥৭
এমত বিচার সর্ব্ব দেবেত দেখিয়া।
পাণিপুটে করে স্তুতি সমুখে দাঁড়ায়া ॥৮
তুমি হরি তুমি হর তুমি প্রজাপতি।
তিন গুণ ধর তুমি মহাযোগপতি ॥৯
তুমিত দেবের দেব সর্ব্বদেবসার।
পতিতপাবন হর তুমি নৈরাকার ॥১০
কি বলিতে জানি প্রভু তোমার মহিমা।
আর কি বলিব চারিবেদে নাহি সীমা ॥১১
দয়াময় প্রভু তুমি কৃপার সাগর।
নিবেদন করে দেবে অবধান কর ॥১২
এমত দেখি যে প্রভু সৃষ্টি হৈল নাশ।
এবার করহ রক্ষা শুন কীর্ত্তিবাস ॥১৩
তুমি বিনা অবনীর নাহিক নিস্তার।
আপনে করহ রক্ষা তবে সে উদ্ধার ॥১৪

ব্রহ্মাআদি দেবে করে এত স্তুতিবাণী।
অন্তরে জানিঞা চক্ষু মেলে শূলপাণি ॥১৫
সৃষ্টিনাশ কথা শুনি পুছিলা মহেশে।
কি কারণে স্তুতি কর কহিবা বিশেষে ॥১৬
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা কহিতে লাগিল।
চণ্ড মুণ্ড সহে যুদ্ধ শ্যামার হইল ॥১৭
তার পদভরে স্থির নহে তিনলোক।
সদয় হইয়া দেবের দূর কর শোক ॥১৮
তথাতে অস্থির পৃথ্বী কালীপদভরে।
ত্রাহিত্রাহি করি মহী ডাকে নিরন্তরে ॥১৯
ঈষৎ হাঁসিয়া কথা কহে মৃত্যুঞ্জয়।
করিব সৃষ্টির রক্ষা বলিন নিশ্চয় ॥২০
মহেশের কথা শুনি বোলে দেবগণ।
মহাক্লেশ পায় মহী শুন নিবেদন ॥২১
যদ্যপি সদয় হৈলা শুন মহাশয়।
ত্বরিতে করহ রক্ষা বিলম্ব না সয় ॥২২
মহী খণ্ডখণ্ড যদি হৈল পদভরে।
তবে কি করিবে ত্রাণ শুন মহেশ্বরে ॥২৩
এত স্তুতি করে দেব অতি নম্র হয়া।
অবনী রাখিতে হর ধিক[১] হৈল দয়া ॥২৪
রণস্থলে যাইতে শিবের ইচ্ছা হইল।
করিতে অবনী রক্ষা মহেশ চলিল ॥২৫
ত্বরিতে চলিল হর দেবগণ লয়া।
হেমন্ত গিরিতে সভে উত্তরিল গিয়া ॥২৬

১। ধিক—অধিক।

দেবগণ দেখে কালী ধায় রণস্থলে।
ভ্রমরা জিনিয়া জটা পদতলে দোলে ॥২৭
ধায়া ধায়া কাটে ঐরি হাসে অট্টে অট্টে।
কোটি কোটি দৈত্য মরে সমর দপট্টে ॥২৮
অমৃত শোণিত পানে উন্মত্তা হইয়া।
দিগম্বরী হয়া দৈত্য কাটে কাটে ধায়া ধায়া ॥২৯
পীযুষ রুধির পাত্র পূরি গুরুতর।
ডাকিনী যোগিনীগণ যাচে নিরন্তর ॥৩০
দেবগণ দেখিয়া কালীর ব্যবহার।
পাণিপুটে স্তুতি সভে করে বারম্বার ॥৩১
ব্রহ্মা হরিহর আদি দেব পুরন্দর।
জোড়হস্তে স্তুতি সভে করে নিরন্তর ॥৩২
নানা স্তব করে দেবে বেদ উচ্চারিয়া।
সংগ্রাম তরঙ্গে কালী নাহি করে দয়া ॥৩৩
শিরে পাণিপুটে সদা নানা স্তুতি বলি।
ফিরিয়া না চান কালী সমরপাগলী ॥৩৪
সমর করয়ে কালী হয়া উনমতা।
প্রমাদ গণিল মনে সকল দেবতা ॥৩৫
শিরে পাণিপুট করি অম্বিকা-চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥৩৬

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

নানা মতে স্তুতি করে যত দেবগণে
মর্ত্ত্যপাতালে আর যত নাগগণে ॥১

রণ কুতূহলে দেবী নাহি করে দয়া।
অসুর বিনাশে শ্যামা ধাইয়া ধাইয়া ॥২
মহেশ বোলেন এবে নাহি প্রতিকার।
আমি না করিলে নাহি সৃষ্টির নিস্তার ॥৩
এত বলি মহাদেব উলঙ্গ হইল।
সংগ্রামের রণস্থলে শবরূপে পৈল ॥৪
রণস্থল যুড়ি শিব শবরূপে পড়ে।
সমর করেন কালী তাহার উপরে ॥৫
কালিকা হইল শিব শবেত বাহিনী।
তবে সে তাহার ভর সহিল অবনী ॥৬
দেবগণ দেখে রক্ষা হইল সংসারে।
বেদধ্বনি করি স্তুতি করে উচ্চস্বরে ॥৭
নানা স্তব করে দেবে না যায় লিখন।
অহি মহী লয়া কিছু শুনহ বচন ॥৮
পৃথিবী বোলেন মোখে রাখিল শঙ্কর।
পদভরে প্রাণ মোর করে ধড় ফড় ॥৯
পতিত পাবন তুমি দেব পঞ্চানন।
তুমি বিনে অনাথের বন্ধু কোন জন ॥১০
জলনিধি মথনে ঘোর উঠিল গরল।
তিন লোক দহে যেন প্রবল অনল ॥১১
বিবিধ বিধানে স্তুতি কৈল দেবগণ।
তবেত সদয় প্রভু হৈলা পঞ্চানন ॥১২
প্রবল গরল তুমি ভক্ষিলা আপনে।
তিন লোক ত্রাণ তাথে কৈলে নারায়ণে ।১৩
রণধাড়ি করি কালী অসুর নাশয়।
তার পদ ভর মোর প্রাণে নাহি সয় ১৪।

চণ্ডিকা চামুণ্ডা কালী প্রচণ্ডরূপিণী।
প্রচণ্ড অসুরনাশে কালী ঠাকুরাণী ॥১৫
তার পদ ভর সহে কাহার শকতি।
ত্রাহি ত্রাহি ডাকোঁ মুঞি করিয়া কাকুতি ॥১৬
আমাকে সদয় হয়্যা করিলে নিস্তার।
বিষম সঙ্কটে মোখে করিলে উদ্ধার ॥১৭
তুমি তিন গুণ প্রভু সংসারের সার।
তুমি বিনে পতিতের বন্ধু নাহি আর ।১৮
সৃজন পালন নাশ তোমা হইতে হয়।
মৃত্যুঞ্জয় প্রভু তুমি হইলে সদয় ॥১৯
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে জানি।
আপনার গুণে দয়া করিলে আপনি ॥২০
অবনী করিল এত স্তবন শঙ্করে।
নাগলোক লয়্যা কিছু শুনহ উত্তরে ॥২১
পৃথ্বী স্থির হৈল যদি নাগে পাইল ত্রাণ।
মহেশ প্রণমে সভে হয়্যা ভক্তিমান ॥২২
ফণিপতি আদি বলে চূর্ণ হইল মাথা।
কৃপাময় পঞ্চানন হৈলে নাগত্রাতা ॥২৩
পড়িল সঙ্কটে নাহি ছিল কোন হেতু।
দৈত্যগণ নাশে কালী হয়্যা ধূমকেতু ।২৪
স্তবন না শুনে মাতা নাহি করে দয়া।
মুণ্ড চূর্ণ হইল তার পদভর পায়্যা ॥২৫
আমার শকতি তাহা ধরিতে কি পারি।
আপনার গুণে দয়া কৈলে ত্রিপুরারি ॥২৬
সৃষ্টি রক্ষা কৈলে প্রভু দেব পঞ্চানন।
তুমি দয়াময় প্রভু পতিতপাবন ॥২৭

ফণিগণে স্তুতি করে বিবিধ বিধানে।
অথা মহামায় কালী করে দৈত্যগণে ॥২৮
কমললোচন দ্বিজ মনে করি সার।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল প্রচার ॥২৯

ষড়শীতিতম অধ্যায়

মহাবল করি কালী অসুর সংহারে।
ডাকিনী যোগিনী শিবা নানা সেবা করে ॥১
নানা আভরণে কালী অতি শোভা করে।
ক্ষণে ক্ষণে নাচে কালী দেখিতে সুন্দরে ॥২
পতির উপরে কালী ফিরে রণস্থল।
অবহেলে নাশে কালী অসুর সকল ॥৩
শবের কুণ্ডল কালীর শোভিছে শ্রবণে।
নানাবর্ণ শিরে দোলে জটা সুশোভনে ॥৪
করে কর করি বন্ধ কটিতে কিঙ্কিণী।
নানা বর্ণে দৈত্য মুণ্ডমালা সুশোভিনী ॥৫
নানা আভরণ শোভে নাগগণ রঙ্গে।
ডাকিনী যোগিনী শিবা ফিরে কালীর সঙ্গে ॥৬
সর্ব্বাঙ্গে রুধির কালীর অতি শোভা করে।
কালিন্দী পূজিছে যেন জবা করবীরে ॥৭
সদা নৃত্য করে কালী দেখিতে সুন্দরে।
ডাকিনী যোগিনী শিবা চৌদিগে ফুকরে ॥৮

জিহ্বা গোটা বহি বহি রক্ত পড়ে ধারে।
বিদ্যুৎ সঞ্চারে ফিরে দন্ত কড়মড়ে ॥৯
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র আর যত দেবগণ।
পাণি পুটে স্তুতি সভে করে অনুক্ষণ ॥১০
রণ কুতূহলে কালী অট্ট অট্ট হাসে।
খাইয়া অসুরগণ কোটি কোটি গ্রাসে ॥১১
কনক মাণিক্য মণি আভরণ অঙ্গে।
নানা বর্ণে সর্পগণ শোভে তার সঙ্গে ॥১২
ডাকিনী যোগিনীগণ নানা বাদ্য বায়।
ক্ষণে ক্ষণে নাচে কালী পাগল পরায় ॥১৩
কালীর এমত ভাব দেখি দেবগণ।
মনে ভয় পায়া স্তুতি করে সর্ব্বক্ষণ ॥১৪
নানা স্তুতি করে যত ত্রিভুবনে বৈসে।
আনন্দে বিভোর কালী সংগ্রামেত রোষে ॥১৫
ত্রিভুবনে করে স্তুতি মহা ভয় পায়া।
ভক্তজন তরে কালীর ধিক হৈল দয়া ॥১৬
দক্ষিণের ঊর্দ্ধকরে অভয়দায়িনী।
অধোকরে ভক্তগণে আশীষ কারিণী ॥১৭
রণরসে হৈল কালী পাগল পরায়।
ভক্তজন প্রতি মাতা তথাপি সদয় ॥১৮
দুষ্ট জন প্রতি দেবী সংহারমূরতি।
তিলেক নাহিক দয়া খল জন প্রতি ।১৯
বাম ঊর্দ্ধকরে দেবী মহা খড়গ লয়া।
প্রচণ্ড অসুরগণ কাটে ধায়া ধায়া ॥২০
অধো বাম করে দেবী ছিন্নমুণ্ড লয়া।
রক্ত পান করে ঘন মুখে মুণ্ড দিয়া ॥২১

স্থধা পান করে দেবী পীযূষ রুধিরে।
আজানুলম্বিত কালী মুণ্ডমালা দোলে ॥২২
মহাবেগে ধায় কালী সমর করিতে।
সহস্রে সহস্রে দৈত্য মরে বেগ বাতে ॥২৩
রথ রথী গজ ঘোড়া কালীর পদ ভরে।
অস্থরের সেনাগণ কোটি কোটি মরে ॥২৪
কালীর বিষম রূপ দেখি কথো বীর।
মহা ভয় পায়্যা তারা তেজিল শরীর ॥২৫
কথো অস্থরগণ পড়িল অস্ত্রঘাতে।
ঘোর যুদ্ধ করি কালী অস্থর নিপাতে ॥২৬
যদুনাথ কহে মাতা শুনহ ভবানি।
নিজগুণে কর দয়া পতিত পাবনি ॥২৭
কোটি পরণাম করি শ্রীনাথ চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥২৮

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

প্রচণ্ড চণ্ডিকা কালী চণ্ড নিনাদিনী।
সেবকের তরে মাতা জননী রূপিণী ॥১
ঘোর যুদ্ধ করি কালী অস্থর নিপাতে।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে দৈত্য পড়ে অস্ত্রঘাতে ॥২
পদভরে রথ গজ আর দৈত্যগণে।
দণ্ড ধ্বজ হস্তী ঘোড়া পর্ব্বত প্রমাণে ॥৩

বিদ্যুৎ সঞ্চারে কালী ফিরে রণস্থল।
সংগ্রামের ভূমি কৈল কর্দ্দমসকল ॥৪
অস্থি মাংস রক্ত আর কাটা অস্ত্র যত।
রথ ধ্বজ দণ্ড ছত্র আর ইতি যত ॥৫
ইহাতে কর্দ্দম হয়া রক্ত বয়া যায়।
মহানদী হৈল তাহে সাগর পরায় ॥৬
অথা দৈত্য বীর সব মহা কোপমনে।
কালীর উপরে করে বাণ বরিষণে ॥৭
বাণে আচ্ছাদিয়া দৈত্য গগনমণ্ডল।
প্রাণশক্তি অস্ত্র এড়ে অসুরসকল ॥৮
করালবদনী কালী মুখ মেলি হাসে।
অসুরের অস্ত্র সব ধরিয়া গরাসে ॥৯
লক্ষ লক্ষ সেনা কালী দুই হস্তে ধরি।
মুখে পেলি[১] দিয়া তাহা দশনে সংহারি ॥১০
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে সেনা কাটি রক্ত পিয়ে।
করে মথি নাচে কালী মাংসপিণ্ড নিয়ে ॥১১
প্রলয়ের অগ্নিকুণ্ড কালীর বদন।
তাহাতে আহুতি কালী দেয় ঘনে ঘন ॥১২
মাংসপিণ্ড করে কালী কাটি কাটি বলে।
সত্তু[২] পান করে তার চিপি করতলে ॥১৩
মাংসপিণ্ড করে ধরি কুন্তেত পেলিয়া[৩]।
খল খলি হাঁসে কালী মুখ পসারিয়া ॥১৪

১। পেলি—ঠেলি।
২। সত্ত—সত্ত্ব; যথা আমসত্ত্ব।
৩। পেলিয়া—ঠেলিয়া দিয়া; বা ফেলিয়া।

অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে সেনা কোটি কোটি রথ।
চক্ষের নিমিষে কালী করে অস্ত্রগত ॥১৫
মুখ মেলি তলে কালী চারিহস্তে ধরি।
রথ রথী সেনা অশ্ব মহামত্ত করী ॥১৬
কোটি কোটি পেলি দেন করাল বদনে।
মহাকুণ্ডে শ্যামা মাতা করেন হরণে ॥১৭
এহিরূপে কালী দেবী অসুর সংহারে।
দিব্যরথে চাপি দেখে চণ্ড মুণ্ড বীরে ॥১৮
প্রকাণ্ড ধনুক হাতে দিব্য অস্ত্র আর।
বিস্মিত হইল দেখি কালীর ব্যবহার ॥১৯
অনিমিখ হৈল দোহে অচল নঞান।
চণ্ড মুণ্ড রহে যেন চিত্রের নির্ম্মাণ ॥২০
অসুরের সেনা সব কাটি কাটি মারে।
বীরপনা নাহি কার চিন্তিত অন্তরে ॥২১
অস্ত্র নাহি ফুটে কালী না করে সমরে।
*   *   ন পেট ধরি ধরি পূরে ॥২২
নানারূপে যুদ্ধ কৈল মহা যোদ্ধাগণে।
করাল   *   *   সনে ॥২৩
এতেক চিন্তিয়া ভঙ্গ দিল দৈত্যগণে।
ধায়া ধায়া ধরি কালী পূরিছে বদনে ॥২৪
পলায় অসুরগণে রণে ভঙ্গ যত।
রুধির সাগরে পড়ি ভাসে অবিরত ॥২৫
রথ রথী ভাসে আর যোদ্ধাসেনাগণে।
অশ্ব গজ ভাসে সব মহা ঘোর রণে ॥২৬
কোটি কোটি সেনাগণ ডুবি মরে তথি।
শোণিত সাগরে মরে মহা যোদ্ধারথী ॥২৭

অট্ট অট্ট হাসে দেবী করালবদনে।
ধরি ধরি দৈত্যসেনা পূরিছে আস্যনে ॥২৮
সেনাগণ ভঙ্গ দেখি চণ্ড মুণ্ড বীর।
চমকিত হয়্যা উঠে দুহার শরীর ॥২৯
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
চণ্ডিকা বিজয়-গান মধুর সঙ্গীত ॥৩০

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

নাচে তবে শ্যামা মাতা ঘোররূপিণী।
রণজয় মত্ত দেবী অসুরনাশিনী ॥১
খড়গ খাপর করে সহ যে যোগিনী।
সঘনে ফুকরে তারা জয় ভবানী ॥২
রণভূমি করদম অসুর রুধিরে।
অযুতে অযুতে শিবা সঘনে বিহরে ॥৩
জয় দুন্দুভি বাজে ঐরিবল ফুটে।
ত্রিগুণাদি সুর স্তুতি[১] শির পাণিপুটে ॥৪
দ্বিজ যদুনাথ বাণী ভবভয়ানলে।
রাখহ করুণাময়ি ও পদকমলে ॥৫
চণ্ড মুণ্ড দেখে নিজ সেনার দুর্গতি।
সচকিত হয়্যা উঠে দুই সেনাপতি ॥৬
সজ্ঞান হইয়া বীর দেখে রণস্থলী।
কালীর সমরে সৈন্য বিনাশ সকলি ॥৭

১। স্তুতি—স্তুতি করে।

যে কিছু রণশেষ অসুর আছিল।
শোণিতসাগরে তারা ডুবিডুবি হৈল ॥৮
তথাপি কালীকা ক্ষেমা[১] নাহি দেন রণে।
খায়াধায়া ধরি সেনা পূরিছে আপনে ॥৯
এমত দেখিয়া রণে দুই মহাবীর।
অতি কোপে ধায় রণে প্রকাণ্ড শরীর ॥১০
শতেক যোজন বীর দীর্ঘ কলেবর।
দশ যোজন দেহ তার আড়ে পরিসর ॥১১
শিখর সমান ধনু হাতে হুহুঙ্কার।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র লয়্যা বীর ধায় যুঝিবার ॥১২
ধনুতে টঙ্কার দিয়া পূরে সিংহনাদ।
ত্রিভুবন কাঁপে লোক গুণে পরমাদ ॥১৩
নানা অস্ত্র এড়ে দুহে মহাক্রোধমনে।
ত্রিভুবন ভঙ্গ হৈল যার ঘোররণে ॥১৪
নানা অস্ত্রে চণ্ডমুণ্ড ছাইল গগন।
অস্ত্র বিনে নাহি দেখি রবির কিরণ ॥১৫
প্রলয়ের অগ্নি যেন জ্বলে দুই বীরে।
প্রাণশক্তি এড়ে বাণ কালীর উপরে ॥১৬
পর্ব্বত উপরে যদি এড়ে তারা বাণ।
মহাগিরি এক বাণে হয় খানখান ॥১৭
সেহি সব অস্ত্র দৈত্য পূরিয়া সন্ধান।
চক্ষের নিমেষে এড়ে কোটি কোটি বাণ ॥১৮
মহাকোপে চণ্ডমুণ্ড ছাড়ে যত বাণ।
না ফুটে কালীর অঙ্গে নাহি বস্তুজ্ঞান ॥১৯

১। ক্ষেমা—ক্ষমা, বিরতি।

সিংহনাদ করি করে বাণ বরিষণে।
ফিরি না চাহিল কালী চণ্ডমুণ্ডর পানে ॥২০
নানা অস্ত্র মারে তারা মহাক্রোধ মনে।
অট্টঅট্ট হাসে কালী করালবদনে ॥২১
রণস্থলে চলে কালী রক্ত মধুপানে।
অরুণ নয়নে চাহে চণ্ডমুণ্ডর পানে ॥২২
মুখ মেলি শ্যামাদেবী খলখল হাসে।
যত অস্ত্র মারে দৈত্য সকল গরাসে ॥২৩
চণ্ডনাদ ছাড়ে রণে কালী ঠাকুরাণী।
তাহা শুনি দুই বীরের উড়িল পরাণি ॥২৪
তবে ভয় পায়া চণ্ড যায় পলাইয়া।
তাহাকে সমরে কালী ধরেন ধাইয়া ॥২৫
রণভূমে কালী তার আকর্ষিয়া কেশে।
খড়্গে মুণ্ড কাটি কালী অট্টঅট্ট হাসে ॥২৬
চণ্ডের প্রচণ্ড মুণ্ড লয়া দেবী করে।
রক্ত পান করি দেবী হাসে উচ্চস্বরে ॥২৭
চণ্ডবীর পৈল যদি কালীকার রণে।
সচকিত হয়া মুণ্ড ছাড়ে নানা বাণে ॥২৮
ত্রিভুবনেজিত[১] দৈত্য ছাড়ে যত বাণ।
রেখ নাহি মুটে অঙ্গে নাহি বস্ত্রজ্ঞান ২৯
এমত দেখিল দেবী মুণ্ডের সমরে।
তাহাকে ধাইল দেবী মহাখড়্গ করে ॥৩০
কেশ ধরি মুণ্ডের পাড়িল ভূমিতল।
খড়্গে মুণ্ড কাটি কালী হাসে খলখল ॥৩১

১। ত্রিভুবনেজিত—ত্রিভুবন জয়, ত্রিভুবনবিজয়ী।

রণস্থলে কালিকা শোণিত করে পানে।
বরিষার জল যেন বহে নদীগণে ॥৩২
চণ্ডমুণ্ড মারি কালী জয় কৈল রণ।
অট্টঅট্ট হাসে কালী নাচে ঘনেঘন ॥৩৩
শুদ্ধমতি অতি যদুনাথ দ্বিজবর।
কমললোচন দ্বিজ তার বংশধর ॥৩৪
কোটি পরণাম হেন কালীর চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় শুনে কমললোচনে ॥৩৫

ঊনবতিতম অধ্যায়

চণ্ড মুণ্ড মরিল রণে,　　আনন্দ কালীর মনে,
তাণ্ডব করেন রণস্থলে।
বিশ অক্ষৌহিণী বল,　　পড়িল সমরতল,
দেবগণ আনন্দ সকলে ॥১
সর্ব্বদেবগণ মিলি,　　আনন্দিতে কোলাকুলি,
নৃত্য করে সকল অমরে।
সভার সমান চিত্ত,　　গন্ধর্ব্বে গাইল গীত,
চণ্ডমুণ্ড পড়িল সমরে ॥২
চণ্ডমুণ্ড শির করে,　　কালীদেবী নৃত্য করে,
দেখে বোলে জয় ভবানী।
কালীর উপরে দেবে,　　পুষ্পবৃষ্টি করি সেবে,
নাচে কালী করালবদনী ॥৩

সর্ব্বাঙ্গে রুধির কালী, বরণ হয়াছে ভালি,
করে ধরি মুণ্ড দুই গোটা।
কেশরীবাহন যথা, আছেন ত্রিগুণ মাতা,
তার তরে দিল কালী ভেটা ॥৪
কালী করে স্তবন, আর যত দেবগণ,
আনন্দিত হইল ভবানী।
চণ্ডমুণ্ড শির দেখি, অভয়া হইল সুখী,
কালীর তরে বোলে দুর্গাবাণী ॥৫
শুনহ শুনহ কালী, সমর করিছ ভালি,
করিলেন দেবের উপকার।
বিশ অক্ষৌহিণী সেনা, চণ্ডমুণ্ড দিল হানা,
তাহে তুমি করিলে সংহার ॥৬
নাশিলা অসুরচয়, কৈলে তুমি রণজয়,
দুই মুণ্ড আনি দিলে মোরে।
চণ্ডমুণ্ড বিনাশিলে, সেহি মুণ্ড আনি দিলে,
চামুণ্ডা বুলিবে সভে তোরে ॥৭
চামুণ্ডা আখ্যান শুনি, সুরা নয়ে বেদধ্বনি,
কালীদেবী আনন্দিত মন।
দেবীর চরণতলে, সর্ব্বদেবে স্তুতি করে,
নিজস্থানে গেলা দেবগণ ॥৮
চরখাবাড়ীতে ঘর, যদুনাথ পুত্রবর,
নাম তার কমললোচন।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত, অভয়ার মনপ্রীত,
ভক্তিভাবে শুন সর্ব্বজন ॥৯

নবতিতম অধ্যায়

অথা রণস্থল, যত দৈত্যবল,
সকল হইল নিধন।
যেবা ছিল শেষ, পলাইয়া গেল দেশ,
যাইতে পাইল শমন ॥১
পলায় অসুরে, রুধির সাগরে,
পড়ি ডুবি ডুবি মরে।
দুইটী অসুরে, সাতরি রুধিরে,
তাহারা পাইল পারে ॥২
তরাতরি গেল, রাজপুর পাইল,
শুম্ভ নিশুম্ভের ঠাঞি।
রাজার সভাতে, ঘন শ্বাসবাতে,
ঘন পাছুপানে চাই ॥৩
দেখিয়া রাজন, ভাবে মনেমন,
দূতেক শুছয়ে বাণী।
শুন শুন চর, কেন চিন্তা কর,
দুহে সচকিত কেনি ॥৪
এত শুনি চর, কৈল যোড়কর,
রাজাকে যোগাইয়া মাথা।
কহিতে বচন, ওষ্ঠ কাঁপে ঘন,
মুখে নাহি আইসে কথা ॥৫
স্থির হয়া চর, কহিল উত্তর,
শুনহ দৈত্যর রাজা।

তোমার আদেশে, চলিল বিশেষে,
চণ্ড মুণ্ড হয়া সাজ ॥৬
বিশ অক্ষৌহিণী, যোদ্ধা বীর গণি,
গেল হিমালয়গিরি।
চৌদিগে বেড়িয়া, পর্ব্বতে চড়িয়া,
দেখিল দিব্য সুন্দরী ॥৭
অনেক কহিল, তাহা না মানিল,
বিষম হইল রণ।
কালিকা মুরতি, উপজিল তথি,
সকল হইল নিধন ॥৮
কটক সহিতে, লাগিল যুঝিতে,
বিশ অক্ষৌহিণী বলে।
কালিকা উপরে, নানা অস্ত্র মারে,
নাশিল কালিকা সকলে ॥৯
মুখ মেলি কালী, গরাসে সকলি,
চণ্ডমুণ্ড যত সেনা।
যত যত বীর, খড়্গে কাটে শির,
পিয়ে রুধিরের পানা ॥১০
বড় ডাক ছাড়ি, যেন ফিরে তড়ি[1],
মহাখড়্গ করি হাতে।
ধায়া কাটে শির, পিয়য়ে রুধির,
সমরে লজ্ঞার পাতে ॥১১
কোটি কোটি ধরি, রথ অশ্ব করী,
ফেলি দেয় আননে।

১। তড়ি—তড়িৎ।

করাল বদনে, বিকট দশনে,
চিবায়া করেন ভক্ষণে ॥১২
সেনা বিনাশিল, পশ্চাতে ধাইল,
মহাঅসি করি হাতে।
চণ্ডমুণ্ড কেশে, ধরিয়া বিশেষে,
খড়্গ কোপে কৈল পাতে ॥১৩
মোরা পলাইয়া, দূরে ছিনু রয়া,
সকল হইল নাশে।
রণ বিবরণ, কৈল নিবেদন,
আসিয়া তোমার পাশে ॥১৪
এতেক শুনিয়া, কোপমন হয়া,
সভাসদে বলে বাণী।
চণ্ডমুণ্ড সনে, যোদ্ধা সেনাগণে,
নাশিল হয়া রমণী ॥১৫
মার্কণ্ড পুরাণে, দেবীর স্তবনে,
সাবর্ণিক মন্বন্তরে।
চণ্ডমুণ্ড পাতে, চামুণ্ডার হাতে,
আনন্দ দেবের অন্তরে ॥১৬
কমললোচন, করে নিবেদন,
অম্বিকার পদতলে।
তোমার চরণ, সেবি অনুক্ষণ,
চণ্ডিকা-বিজয় বোলে ॥১৭

একনবতিতম অধ্যায়

চণ্ডমুণ্ড মৈল হেন দূতমুখে শুনি।
শুম্ভ নিশুম্ভ হইল জ্বলন্ত আগুনি ॥১
মহাকোপ হৈল দুহে লোহিত লোচন।
সেনাগণের তরে রাজা কহেন বচন ॥২
শুনহ সকল বীর আমার উত্তর।
অঙ্গনা দেখিতে যাব হিমালয় শিখর ॥৩
সর্ব্বসৈন্য সাজ হবে নানা অস্ত্র ধরি।
সাক্ষাতে দেখিব যুঝে কি মত সুন্দরী ॥৪
একেশ্বরী নারী হয়্যা করয়ে সমর।
রণ করি মারে মোর যত বীরবর ॥৫
তিন সেনাপতি মোর প্রচণ্ড যুঝার।
তাহাকে কেমন নারী করিল সংহার ॥৬
অবশ্য দেখিব গিয়া সেহি নারীজন।
ত্বরিতে করহ সাজ সর্ব্ব সেনাগণ ॥৭
এত বুলি অন্তঃপুরে করিল গমন।
সেনাগণ গেল সভে আপন ভবন ॥৮
নিজপুরে গিয়া রাজা কৈল স্নানদান।
ইষ্টপূজা করে সবে বিবিধ বিধান ॥৯
পূজা সাজ করিয়া করিল জলপান।
কর্পূর তাম্বুল খায় সানন্দ বয়ান ॥১০
নানা অলঙ্কার পরে ভাই দুইজন।
দেবের দুর্লভ দ্রব্য করে আভরণ ॥১১
বিচিত্র বসন পরে দুই সহোদর।
মণির মুকুট পরে মাথার উপর ॥১২

মণিমাণিক্য আদি কনক খিচনি।
মুকুটের আভা যেন দেখি দিনমণি ॥১৩
কর্ণেত কুণ্ডল দিল করে ঝলমল।
বাহাতে পরিল দুহে তার তোড়ন ॥১৪
গলাতে পরিল রাজা মণিময় হার।
অন্ধকার মধ্যে যেন তড়িৎ সঞ্চার ॥১৫
পুরুটে রচিত পরে নানা আভরণ।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল দোহে সুগন্ধি চন্দন ॥১৬
সুগন্ধি কুসুম পরে দুই মহাবল।
কর্পূর তাম্বুল খায় হাসে খল খল ॥১৭
হিমালয় যাবে রাজা দেখিতে অঙ্গনা।
সারথিকে বোলে রথ করহ সাজনা ॥১৮
শুনিঞা রাজার কথা সারথি সুজন।
ত্বরিতে চলিল রথ করিতে সাজন ॥১৯
ইন্দ্র জিনি নিল রাজা পুষ্পক বিমান।
রাজহংসে বহে রথ বিরিঞ্চি নির্ম্মাণ ॥২০
সতত থাকয়ে রথ দ্বাদশ যোজন।
সারথি করেন সাজ রথের সাজন ॥২১
শুদ্ধ কাঞ্চনে রথ করিছে নির্ম্মাণ।
হীরামন মাণিক্য লাগিছে স্থান স্থান ॥২২
প্রধান যতেক দ্রব্য ত্রিভুবনে আছে।
চাহিলে পাইএগ তাহা পুষ্পকের মাঝে ॥২৩
পৃথ্বীখান তুলিলে রথে সহে ভর।
কত কত ভাতি[১] দেখি তাহে যুদ্ধ ঘর ॥২৪

১। ভাতি—জাতি।

নানা অস্ত্র তুলি রথ করিল পূরণ ।
সারথি করিল হেন পুষ্পক সাজন ॥২৫
প্রদক্ষিণে প্রণমিঞা অম্বিকা চরণে ।
চণ্ডিকা-বিজয় ভণে কমললোচনে ॥২৬

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

শুম্ভ আরোহণ হৈল পুষ্পক বিমান ।
নিশুম্ভর রথ করে সারথি নির্ম্মাণ ॥১
নীলবর্ণ রথ খান দেখি ভয়ঙ্কর ।
ত্রিশ প্রহর সেহি রথ পরিসর ॥২
সেহি রথ টানে পঞ্চ শত মত্ত করী ।
সহস্র অশ্ব আর তাহার ভিতরি ॥৩
উচ্চৈঃশ্রবা সম ঘোড়া দেখি ভয়ঙ্কর ।
যার এক ঘোড়া রাখে দশ ধনুর্দ্ধর ॥৪
দুই দুই ঘোড়া মধ্যে এথেক কুঞ্জর ।
তার পৃষ্ঠে আরোহণ যোদ্ধা বীরবর ॥৫
এক এক হস্তী যেন পর্ব্বত সোসর ।
কাঁটায় বেষ্টিত শুণ্ডে লোহার মুদ্গর ॥৬
সুবর্ণের দণ্ডধ্বজ রথের উপর ।
কত বানাতের উড়ে পতাকা সুন্দর ॥৭
তাহার উপর বান্ধে চামর গঙ্গাজল ।
স্থানে স্থানে লাগাইল অমূল্য পাথর ॥৮

হীরা নীলা মতি পানা কাঞ্চনের জড়া।
ঝলে দীপ্ত করে যেন অন্ধকারে তারা ॥৯
সুবর্ণ আওয়াস ঘর দেখিতে সুন্দর।
নানারূপে নির্ম্মাইল তাথে যুদ্ধ ঘর ॥১০
ছোট নহে ঘর খান তিন প্রহর।
বহু মূল্য ধন তাথে নাগে থরে থর ॥১১
কনকে সাঁড়ক রূয়া কনকে জটান।
রজতের গুণে তাথে তুলিল বান্ধনি ॥১২
আন্ধারি পড়িয়া নেতে ছাইল চামরে।
কনক কলস দিল চালের উপরে ॥১৩
সুবর্ণ আওয়াস ঘর দেখিতে সুন্দর।
চারি দিগে বান্ধে তাথে হাড়িয়া চামর ॥১৪
নানা বর্ণে লাগে তাথে অমূল্য পাথর।
মধ্যে মধ্যে লাগিল চামর গঙ্গাজল ॥১৫
তার মধ্যে লাগে গজ মুকুতার ঝরা।
অন্ধকার মধ্যে যেন দীপ্ত করে তারা ॥১৬
হীরার ঝুমুকি[1] তাথে দেখি মনোহর।
ঝলক দর্পণ তাথে করে ঝল মল ॥১৭
ফটিকের স্তম্ভ লাগে ভবন মাঝার।
নানা বর্ণে শিলা লাগে মধ্যে মধ্যে তার ॥১৮
রক্ত পীত নীল কৃষ্ণ লাগায় পাথর।
চিত্র বিচিত্র স্তম্ভ দেখি মনোহর ॥১৯
মধ্যে মধ্যে লাগে হীরা মুকুতা খিচনি।
যুদ্ধ ঘরা আভা যেন দেখি দিনমণি ॥২০

১। ঝুমুকি—ঝিঁঝকা, ক্ষুদ্র গোলক।

নানা রূপে নির্ম্মাইল রথ মনোহর।
তাহাতে নির্ম্মাণ কৈল মায়া সরোবর ॥২১
দীর্ঘ সরোবর কৈল প্রহর প্রমাণ।
চারি দিকে কৈল ঘাট কনক নির্ম্মাণ ॥২২
তার মধ্যে দিব্য[1] তোলে ফটিক আকৃতি।
কনক কানন তাহে কৈল মহামতি ॥২৩
তার মধ্যে মধ্যে কৈল কনক কমল।
মধু পান করে তাথে ভ্রমরী ভ্রমর ॥২৪
মৃণাল খাইতে তাথে নামিছে কুঞ্জর।
ঘোর নাদ করে হস্তী শুনি ভয়ঙ্কর ॥২৫
রাজহংস আদি চরে পক্ষী জলচর।
নানা ক্রীড়া করে খগে দেখি মনোহর ॥২৬
চতুর্দ্দিকে তীরে রোপে স্বর্ণ তরুবর।
হেম গাছে শোভা করে মাণিকের ফল ॥২৭
নানা রূপে সেহি রথ করিল নির্ম্মাণ।
বহু বিধি শোভে তাথে পুষ্পের উদ্যান ॥২৮
নেহালি বান্ধুলি রোপে চাপা নাগেশ্বর।
টগর তুলসি দলা দেখি মনোহর ॥২৯
রঙ্গন মাধবী লতা মল্লিকা টগর।
পলাশ মন্দার যুতি গন্ধ মনোহর ॥৩০
কেতকী ধাতকী আর জবা করবীরে।
পদ্ম পারিজাত আর রঙ্গন সুন্দরে ।৩১
তমাল বকুল রোপে মালতী কাঞ্চন।
স্থল পদ্ম পারিজাত গুলাপের বন ॥৩২

১। দিব্য? "দ্রব্য" কি? দ্রব্য শব্দ এদেশে "দরব" বা "দিরব" এইরূপ ব্যবহার হয়।

উদ্যানে রোপিল পুষ্প অতি মনোহর।
সৌরভ ধাইছে তার এক প্রহর ॥৩৩
রত্নময় রথ খান করিয়া সাজন।
নানা অস্ত্র তুলি তাথে করিল পূরণ ॥৩৪
পুষ্পক সমান রথ করিল সাজন।
নানারূপে নিরমিল সারথি সুজন ॥৩৫
দুই রথ দিল গিয়া রাজার গোচর।
রথ দেখি আনন্দিত হৈল দৈত্যেশ্বর ॥৩৬
দুর্গার আদেশে শ্রীকমললোচন।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল রচন ॥৩৭

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

সাজ সাজ ডাক ছাড়ে অসুরের পতি।
মহাশব্দে সাজে সব যোদ্ধা সেনাপতি ॥১
চৌরাশি কোটি সাজে কম্বু[1] সেনাপতি।
চৌরাশি কোটি রথ তাহার সঙ্গতি ॥২
সেনাপতি শতেক সাজিল ধূম্রগণ।
শত মহাধূলি[2] সাজে যোদ্ধা বীরগণ ॥৩
কালক[3] অসুরগণ রাজার আদেশে।
তিশ পঞ্চ ষাটি সংখ্যা সাজয় বিশেষে ॥৪

১। কম্বু—অসুরের জাতিবিশেষ।
২। মহাধূলি—মহাবলী ?
৩। কালক—কালকের।

এথ এথ বীর সাজে যমের দোসর।
ত্রিভুবন জিনে সভে মহাধনুর্দ্ধর ॥৫
রক্ত বীজ বীর সাজে প্রচণ্ড যুঝার।
যার নামে স্থির নহে এ তিন সংসার ॥৬
বিশ অক্ষৌহিণী সেনা রঙ্গে সাজে তার।
এথ এথ বীর পারে পৃথ্বী জিনিবার ॥৭
অসুরের সেনা সাজে মহাদর্প করি।
সমর করিতে সাজে নানা অস্ত্র ধরি ॥৮
শুম্ভ নিশুম্ভের সেনা মহাবলবান।
অষ্ট অক্ষৌহিণী রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥৯
রথ আরোহণ বীর প্রচণ্ড যুঝার।
যার এথ বীরে জিনে এ তিন সংসার ॥১০
পোন্দ্র[১] অক্ষৌহিণী সাজে মত্ত কুঞ্জর।
শুণ্ডেত বান্ধিছে তার লোহার মুদগর ॥১১
গলে গজ ঘণ্টা সাজে দেখি ভয়ঙ্কর।
গণ্ডেত সিন্দুর সাজে পৃষ্ঠেত পাথর ॥১২
খিদ্র[২] ঘণ্টিকা সাজে তাতে কত সারি।
কনকের যুদ্ধ ঘরা পৃষ্ঠের উপরি ॥১৩
পর্ব্বত প্রমাণ হস্তী দেখি ভয়ঙ্কর।
তার পৃষ্ঠে আরোহণ যোদ্ধা বীরবর ॥১৪
সত্তর অক্ষৌহিণী সাজে যোদ্ধা অশ্ববর।
পর্ব্বত প্রমাণ ঘোড়া দেখি ভয়ঙ্কর ॥১৫
পৃষ্ঠেত সোণার জিন তাথে কত ধন।
মহাযোদ্ধা বীরগণ তাথে আরোহণ ॥১৬

১ পোন্দ্র—পোন্দর পোনর, পনর।
২ খিদ্র—ক্ষুদ্র। যুদ্ধঘরা—যুদ্ধঘর।

অতি তেজবান ঘোড়া চাহে উড়িবার।
দিনে তিন বার পারে পৃথ্বী ভ্রমিবার ॥১৭
অক্ষৌহিণী বত্তিশ পদাতি সাজে আর।
যার এক বীর পারে যম জিনিবার ॥১৮
যাত্রা করে রক্তবীজ বীর মহাবল।
সেহি সময় দেখে বীর যত অমঙ্গল ॥১৯
তাহা দেখি রক্তবীজ ভয় না মানিল।
মহাকোপ মনে বীর যুদ্ধেত চলিল ॥২০
বিচিত্র রথেত চড়ি রক্তবীজ বীর।
আপনার সেনা লয়া হইল বাহির ॥২১
প্রকাণ্ড ধনুক হাতে চলে কোপ মনে।
ত্রিভুবন জিনি বীর নাহি বস্তু জ্ঞানে ॥২২
শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই যাত্রার কারণে।
আসনে বসিয়া দৈত্য করি শুভক্ষণে ॥২৩
সেহি কালে অমঙ্গল দেখি মহাশয়।
মাথার মুকুট খসি ভূমিতে পড়য়ে ॥২৪
বাম বাহু স্ফন্ধে[১] আর বাম লোচন।
বাম অঙ্গ পুলকিয়া উঠে ঘন ঘন ॥২৫
পৃষ্ঠের দিগেত শব্দ হয় কাট কাট।
সমুখে গিধিনী[২] খগে মারে পাখসাট ॥২৬
পিঙ্গল মেঘেত আসি বরিষে শোণিত।
বিনে যুদ্ধে কাটা মুণ্ড লোটায় ভূমিত ॥২৭
অমঙ্গল দেখি দোহে ভাবিতে লাগিল।
কিসের কারণে এত অশুভক্ষণ হৈল ॥২৮

১। স্ফন্দে—স্পন্দে।

২। গিধিনী—গৃধিনী, মাংসাহারী এক প্রকার পক্ষী।

আমার সমরে ভঙ্গ এ তিন ভুবন।
আমার সাক্ষাতে রণ করে কোন জন ।২৯
ইন্দ্র আদি দেবগণ ভয়ে কম্পমানে।
মর্ত্ত্য পাতালে যোদ্ধা আছে কোন জনে ॥৩০
কি করিতে পারে মোখে কাহার পরাণে।
অমঙ্গল হৈল এত কিসের কারণে ॥৩১
নারীকে আনিতে যাব হিমালয় গিরি।
তাথে অমঙ্গল মোখে কি করিতে পারে ॥৩২
আমার কটক যতক যমের দোসরে।
ত্রিভুবন ভঙ্গ হইল যাহার সমরে ॥৩৩
নারীর প্রহার করি কোন বস্তু জ্ঞান।
আনিব সেহিত রামা করি অপমান ॥৩৪
ঘরেত থাকিব যদি দেখি অমঙ্গল।
ইঙ্গিত করিবে মোখে দেবতা সকল ॥৩৫
যথা তথা পলায়া যাই মৃত্যু নাহি জিনি।
সমরে নিধন হৈলে পাব শূলপাণি ॥৩৩
এতেক চিন্তিয়া যুক্তি দুই সহোদরে।
যাত্রা করে দুই দৈত্য করিতে সমরে ॥৩৭
কমল লোচন মতি অভয়া চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল রচনে ॥৩৮

চতুর্ব্বতিতম অধ্যায়

শুম্ভ নিশুম্ভ যাবে করিবারে রণ।
ত্রিভুবন আচ্ছাদিল যুদ্ধের বাজন ॥১

দুন্দুভি ঝাঝর বাজে রাড্ডাহমাদল।
মোদগড় বাদ্যে হইল কোলাহল ॥২
শিঙ্গা শঙ্খ বাজে কত কাংস্যকরতাল।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে ডমরু ব্রাহাল ॥৩
বেণু বীণা বাজে আর বাজে জগঝম্প।
বাদ্যের শব্দ শুনি ভূমি হৈল কম্প ॥৪
দোস্রিরি মুহরি বাজে শুনি সুললিত।
গজপৃষ্ঠে দামা বাজে শুনি লাগে ভীত ॥৫
ভেরু সানাগ্রি বাজে রণশিঙ্গা আর।
ঝনি ঝমকী বাজে মুরুজ আপার ॥৬
ডম্ফ করতাল বাজে মাদল আপার।
ঢাক ঢোল বাজে তাহা শুনি লাগে ডর ॥৭
বীরঢাক বাজে তাথে তিনতিন কাটী।
তোলপাড় হইল অসুরপুরের মাটি ॥৮
নানা বাদ্য বাজে তাহা লিখিতে না পারি।
ছত্তিস অক্ষৌহিণী বাজে কতকত সারি ॥৯
যাত্রা করি চলে বীর অসুররাজনে।
লাফে রথে চড়ি বীর করিল গমনে ॥১০
সদর্পে চলিল সবে করিবারে রণ।
সিংহনাদ পূরি চলে যত সেনাগণ ॥১১
কম্বুসেনাপতি সভে চলিল সকল।
ধূম্রলোচন সেনাপতি চলে লয়া নিজদল ॥১২
কালক অসুরগণ চলিল সকল।
রক্তবীজ সেনা ধায় করিতে সমর ॥১৩
মারমার করি বীরগণে করে ধ্বনি।
আচ্ছাদিত ধূলায় করিল দিনমণি ॥১৪

আগে আগে চলিল যতেক কণিকার।
তার পাছে ধাইল ধানুকী পাটোয়ার ॥১৫
তার পাছে ধায় বীর খড়্গচর্ম্ম ধরি।
মারমার করি ধায় মহাশব্দ করি ॥১৬
তার পাছে ধায় দৈত্য অশ্ববাহন।
তার পাছেপাছে চলে কুঞ্জরবাহন ॥১৭
তার পাছে চলে বীর রথ আরোহণ।
তার পাছে চলে সব সেনাপতিগণ ॥১৮
তার পাছে দিব্য রথে অসুররাজন্।
মহাকোপে চলে দুহে করিবারে রণ ॥১৯
অতিবেগে ধায় সেনা করিবারে রণ।
বীরগণে সিংহনাদ পূরে ঘনেঘন ॥২০
রথের ঘোষণা আর ধনুকটঙ্কার।
বীরগণ সিংহনাদে পূরিল সংসার ॥২১
ঘোড়ার চেথার[১] শব্দ অতি বিপরীত।
হস্তীর গম্ভীরনাদে শুনি লাগে ভীত ॥২২
ছত্রিস অক্ষৌহিণী বাদ্যের শব্দ পরচণ্ড।
ঘোর শব্দে ত্রিভুবন থরথর কম্প ॥২৩
স্বর্গ কাঁপিল আর যত সুরগণ।
রিদ্ধি সিদ্ধি কাঁপে আর গন্ধর্ব্ব চারণ ॥২৪
অবনী কাঁপিল আর যত নরলোক।
মহাভয় পায়া সভে মনে চিন্তে শোক ॥২৫
পর্ব্বত কাঁপিল আর উথলে সাগর।
ঘোরশব্দে বসুমতী করে থরথর ॥২৬

১। চেথার—চিকার, চীৎকার।

তলাতল মহাতল হৈল কম্পমান।
মহাভয় পাইল যত নাগগণ ॥২৭
ভয়ে সূর্য্য ছাড়িলেন আপন কিরণ।
জলধর আড়ে হৈল অরুণ গমন ॥২৮
ত্রিভুবন লোক সব প্রমাদ গণিল।
জীবনের আশা ছাড়ি সকলে রহিল ॥২৯
অতি বেগে ধায় সেনা বিক্রমে বিশাল।
অসুরের বীরগণ সংগ্রামেত কাল ॥৩০
গাণ্ডীব লুফিয়া ধরে করে বীরদাপ।
সিংহনাদ পূরে কেহ পাড়ে লাফঝাঁপ ॥৩১
সংসার ছাইয়া চলে অসুরের লোক।
সমরে অসুরসেনা নাহি দুঃখশোক ॥৩২
হস্তীয়ে হস্তীয়ে ঠেকে ঘোড়ায় না পায় পথ।
সারথি সারথি ঠেকে রথে ঠেকে রথ ॥৩৩
মহাদর্প করি সব অসুর ধাইল।
কমললোচন কহে মরিতে চলিল ॥৩৪
কোটি পরণাম অতি শ্রীনাথ-চরণে।
ণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল রচনে ॥৩৫

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

শুম্ভ রাজা কহে শুন যত দৈত্যবলে।
আমার সাজন শব্দ মহাগণ্ডগোলে ॥১

একেশ্বরী আছে সেহি নারী অল্পমতি।
হিমগিরি ছাড়িয়া পলায় জানি কতি।।২
কথোকথো সেনা গিয়া পর্ব্বত বেড়হ।
অঙ্গনার তরে তোরা কিছু না বুলিহ।।৩
এত শুনি সেনাগণ রাজার ভারতী।
সপ্তকোটি দৈত্য নিয়োজিল শীঘ্রগতি।।৪
ত্বরিতে চলিল সেনা হিমগিরিরাজ।
পর্ব্বত পাইয়া তারা সাধে রাজকাজ।।৫
হিমালয় বেড়িয়া রহিল দৈত্যগণ।
নিঃশব্দে রহিল সভে না কয়ে[১] বচন।।৬
কথো দৈত্যগণ উঠি পর্ব্বত উপরি।
উকি দিয়া চাহি তারা দেখিল সুন্দরী।।৭
কহিতে লাগিল আসি সেনার ভিতর।
কভু নাহি দেখি নারী এমত সুন্দর।।৮
চণ্ডমুণ্ড বীর ভাল রাজাকে কহিল।
আদেশ পাইল তাথে প্রাণ হারাইল।।৯
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভুবন নিরন্তর।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর চারণ কিন্নর।।১০
মর্ত্ত্য নরলোক আর পাতালেত শেষ।
আর যত দেশবাসী আছয়ে বিশেষ।।১১
প্রতি ঘরেঘরে মোরা ফিরি অহর্নিশি।
কোথাহ না দেখি ভাই এমত রূপসী।।১২
শুম্ভনিশুম্ভ রাজা বড় ভাগ্যবান্।
তেকারণে হেন নারী হৈল অধিষ্ঠান।।১৩

১। না কয়ে—না কহে।

আর এক বিস্ময় লাগিল মোর মনে ।
একেশ্বরী নারী হয়্যা করে মহারণে ॥১৪
চণ্ডমুণ্ড বীর আর ধূম্রলোচন ।
মহাবলবান্ বীর জিনে ত্রিভুবন ॥১৫
শুম্ভনিশুম্ভ রাজা তাহার কারণে ।
কোথাহূ না কৈল রণ না ধরিল বাণে ॥১৬
ত্রিভুবন জিনে তার এখ এখ বীরে ।
হেন তিন বীর পড়ে ইহার সমরে ॥১৭
অসুরের কাল দেখি এহিত অঙ্গনা ।
বুঝন না যায় কিবা ইহার মন্ত্রণা ॥১৮
মনে মনে চিন্তে সভে অসুরের সেনা ।
এহিত নারীর যুদ্ধে নাহি বীরপণা ॥১৯
ত্রিভুবন ভঙ্গ যেহি অস্ত্রের প্রহারে ।
নারীর কোমল অঙ্গ ভেদিতে না পারে ॥২০
সেনাগণে এত যুক্তি চিন্তে মনেমনে ।
হেনকালে রাজদলে দিল্ল দরশনে ॥২১
মারমার করি যায় যত সেনাগণ ।
মহাকোপে ধায় সেনা করিবারে রণ ॥২২
নানা অস্ত্র করে ধরি ধায় বীরবর ।
ত্বরিতে বেড়িল গিয়া হিমালয় শিখর ॥২৩
হস্তী ঘোড়া রথ সেনা চতুর্দ্দিকে হইল ।
মারমার করি সভে উঠিতে লাগিল ॥২৪
প্রদক্ষিণে প্রণমিয়া শ্রীনাথচরণে ।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥২৫

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়

মারমার করি সেনা চউদ্দিগে বেড়িল।
ঘোর শব্দ করি দৈত্য পর্ব্বত বিড়িল ॥১
কাটকাট মারমার এহি বোল শুনি।
অসুরের শবদে গগনে মহাধ্বনি ॥২
শুম্ভনিশুম্ভ রাজা সিংহনাদ ছাড়ে।
খণ্ডপ্রলয় কিবা কোটি বজ্র পড়ে ॥৩
এমত দেখিয়া ইন্দ্রআদি দেবগণে।
আকাশে রহিল সভে চাপিয়া বিমানে ॥৪
সর্ব্ব দেবগণে মনে পাইল হুতাস।
এমত জানিয়া দুর্গা মনেমনে হাঁস ॥৫
শব্দ শুনি অভয়ার কেশরীবাহন।
ঘোর শব্দে কম্পিত হইল ত্রিভুবন ॥৬
তবে তিনলোকমাতা কোন কর্ম্ম কৈল।
ঘণ্টাশব্দে ত্রিভুবন কম্পমান কৈল ॥৭
ধনুর টঙ্কারে কৈল অভয়া ভবানী।
তাহা শুনি বিপক্ষের উড়িল পরাণি ॥৮
মহাশব্দ কল্লে কালী মুখখানি মেলিয়া।
আপনা পাসরে লোক শুন মন দিয়া ॥৯
ঘণ্টার শবদ আর ধনুক টঙ্কার।
সিংহের গর্জ্জন তাথে শুনি চমৎকার ॥১০
মহাশব্দে ত্রিভুবন করে টলমল।
নড়িল পর্ব্বত আর সপ্ত সাগর ॥১১

শুনিয়া এমত শব্দ যত দৈত্যবল।
ত্বরিতে বেড়িল গিয়া অভয়া মঙ্গল ॥১২
দেবী সিংহ আর কালী এ তিন বৈকৃতি।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি নৈল তিনশঙ্খ রথী ॥১৩
নানা অস্ত্র বরিষণ করে সভ সেনা।
সিংহনাদ ছাড়ি সভে করে বীরপণা ॥১৪
তাহা দেখি দেবী কালী কোপমন করে।
চক্ষুর নিমিষে সেনা কোটি কোটি মারে ॥১৫
বিধি নারায়ণ আর দেব মহেশ্বর।
সর্ব্ব দেবগণ আদি দেব পুরন্দর ॥১৬
এ সভ দেবের অঙ্গে তেজ নিঃসরিল।
যার শক্তি সেহি মূর্ত্তি সেহি বর্ণ হৈল ॥১৭
সেহি হস্ত পদ মুখ সেহিত বাহন।
সেহিত অঙ্গের আভা সেহি প্রহরণ ॥১৮
হংসবিমানে শক্তি আপনে ব্রহ্মাণী।
চতুর্মুখা চতুর্ভুজা লোহিতবরণী ॥১৯
ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি করে দণ্ড কমণ্ডলে।
বিকটদশনা দেবী মুণ্ডমালা গলে ॥২০
মণি আভরণ অঙ্গে যেন চন্দ্রকলা।
রক্তবস্ত্র পরিধান ভয়ঙ্কর নীলা[১] ॥২১
নারায়ণশক্তি দেবী গরুড়বাহনে।
পীতবাস পরিধান দিব্য আভরণে ॥২২
দীর্ঘকেশে বান্ধে চূড়া মালতীর মালে।
কৃষ্ণবর্ণ ধরে দেবী মুণ্ডমালা গলে ॥২৩

১। নীলা—লীলা।

কেয়ূর কঙ্কন হার চতুর্ভুজ ধরে।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম চারি অস্ত্র করে ॥২৪
নানা আভরণ অঙ্গে শোভে সেহি দেবী।
সদা হাস্যযুক্তা মাতা সেহিত বৈষ্ণবী ॥২৫
প্রদক্ষিণে প্রণমিয়া অম্বিকা-চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥২৬

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

মহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলধারিণী।
শুক্লবর্ণ ধরে দেবী মুণ্ডমালিনী ॥১
দ্বিপিচর্ম্ম পরিধান অর্দ্ধচন্দ্র শিরে।
ফণিমণি পরিধান ঊর্দ্ধজটা ধরে ॥২
ভয়ঙ্কর রূপ দেবী দ্বিভুজধারিণী।
সম্বিদে অসরে[১] ঘূর্ণ এ তিন নঞ্‌ণী ॥৩
কার্ত্তিক শকতি দেবী মউর বাহনে।
দুই ভুজে ধরে দেবী দুই প্রহরণে ॥৪
শক্তিপাশ ধরে দেবী অতি মনোহরে।
মণিমুকুট শিরে গৌরবর্ণ ধরে ॥৫
বিচিত্র বসন পরে দিব্য অলঙ্কার।
কপালে তিলকমণি অতি শোভাকার ॥৬
গজমুক্তামণি দোলে হৃদয় উপরি।
মহাতেজবান দেবী সেহিতে কৌমারী ॥৭

১। সম্বিদে, অসরে—সম্বিদে, আসবে।

বারাহী শকতি রূপ মহাঘোরতরে।
সিংহবাহিনী দেবী মহাখড়গ ধরে ॥৮
কৃষ্ণবর্ণা সেহি দেবী বিকট দশনা।
সর্ব্ব গায়ে দীর্ঘ লোমা করাল বদনা ॥৯
মহাঘোর রূপা দেবী মুণ্ডমালা গলে।
অতি দীর্ঘ জটা শিরে দোলে পদতলে ॥১০
নারসিংহী শক্তি দেবী নৃসিংহরূপিণী।
হিরণ্য দৈত্যেক সেহি নখে বিদারিণী ॥১১
অতি ভয়ঙ্কর রূপ নখ খরতরে।
নরের আকৃতি দেহা মুখ সিংহবরে ॥১২
প্রকাণ্ড শরীর দেবী মহাঘোরতর।
যার মুখ শব্দে কাঁপে এ তিন নগর ॥১৩
ইন্দ্রাণী শকতি ঐরাবতে আরোহণ।
দিব্য রূপ ধরে দেবী সহস্র নঞান ॥১৪
বিচিত্র বসন পরে দিব্য অলঙ্কারে।
মণির মকুট পরে করে বজ্রধরে ॥১৫
এক এক শক্তি সহে অনন্ত নায়িকা।
সেহি রূপ প্রহরণ বাহন বাহিকা ॥১৬
ডাকিনী যোগিনী সভে নানা মূর্ত্তি ধরে।
নানা আভরণ পরে নানা অস্ত্র ধরে ॥১৭
এ সভ নায়িকা সঙ্গে করি ত্রিলোচন।
অম্বিকা গোচরে শিব করিল গমন ॥১৮
ভবানীর তরে কহে দেব পঞ্চানন।
সংহার অসুর সঙ্গে লয়া শক্তিগণ ॥১৯
শুনিঞা শিবের বাক্য পার্ব্বতী হাসিল।
অভয়ার অঙ্গ হইতে তেজ নিঃসরিল ॥২০

উগ্র মূর্ত্তি সেহি দেবী দেখি ভয়ঙ্কর।
লোহিত বসন পরে গৌর কলেবর ॥২১
রক্ত পদ্মাসনা দেবী দেখিতে সুন্দর।
অসংখ্যাত শিবাগণ সঙ্গে অনুচর ॥২২
নানা অস্ত্র ধরে দেবী অতি খরতর।
চণ্ডিকা তাহার নাম রণে ভয়ঙ্কর ॥২৩
সেহিত চণ্ডিকা-দেবী হয়া কোপ মন।
উচ্চৈস্বরে কহে তেহ কর্ক্কশ বচন ॥২৪
কহিতে লাগিল তেঁহ শুনহে শঙ্কর।
আমার বচনে তুমি চলহ সত্বর ॥২৫
শুম্ভ নিশুম্ভ যথা দৈত্যের ঈশ্বর।
কহিবে সম্বাদ মোর শু [illegible] মহেশ্বর ॥২৬
ত্রিভুবনে রাজা হৌক সহস্র নয়ন।
যজ্ঞ ভাগ খাউক যতেক দেবগণ ॥২৭
যার যেহি অধিকার সেহি দেবে করে।
তবে তার মৃত্যু নাহি হইবে সমরে ॥২৮
পাতাল পূরেত তাখে দিন[১] অধিকারে।
আপনার সৈন্য লয়া চলুক সত্বরে ॥২৯
তবে ত্রিভুবনে তার নাহিক বিনাশ।
নিশ্চয় কহিন[২] তাখে করিন অশ্বাস ॥৩০
যদ্যাপি না শুনে দুষ্ট তোমার বচন।
কহিবে এথাতে আসি দোহে করি রণ ॥৩১
সংগ্রামে নাশিব তাখে সেনাগণ আর।
মোর শিবাগণে রক্ত মাংস খাবে তার ॥৩২

১। দিন—দিলাম।

২। কহিন—করিলাম। করিন—করিলাম।

পূর্ব্বে তোমার সেবা করিছে অসুরে।
মনের বাঞ্ছিত তুমি তাখে দিলে বরে ॥৩৩
সেহি বর পায়া দৈত্য জিনে ত্রিভুবন।
অমরা লইল খেদাড়িয়া দেবগণ ॥৩৪
যে হৈল সে হৈল তাহা খেম্মিন[১] সকলে।
ত্রিভুবন পতি হৈল তব পূজা ফলে ॥৩৫
রায় বারে তোমাকে পাঠিন তে কারণে।
অসুর বুঝায়া মৃত্যু করাহ রক্ষনে ॥৩৬
কোটি পরণাম করি অম্বিকাচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥৩৭

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

এত কথা চণ্ডিকা কহিল শিব তরে।
অসুরের দলে প্রভু চলে রায়বারে ॥১
শিবের সহিতে শিবা দিল এক জনে।
শিব দূতী নাম তার হৈল ত্রিভুবনে ॥২
রায়বারে চলে শিবা আর পঞ্চানন।
ত্বরিতে চলিল যথা দৈত্যের রাজন ॥৩
শঙ্কর দেখিয়া উঠে যত দৈত্যগণ।
ভক্তিভাবে প্রণমিল শিবের চরণ ॥৪
শুম্ভ নিশুম্ভ দুই দৈত্যের ঈশ্বর।
পাণিপুটে দাড়াইল শিবের গোচর ॥৫

১। খেম্মিন—ক্ষমা করিলাম।

কহিতে লাগিল দৈত্য মৃদুমন্দ ভাষি।
ত্রিভুবন গুরু প্রভু কোন কার্য্যে আসি ॥৬
এতেক শুনিয়া কহে দেব শূলপাণি।
আদি অন্ত যত কহিছিলা ঠাকুরাণী ॥৭
শুনিয়া শিবের বাক্য দৈত্যের নন্দন।
প্রদক্ষিণে মহেশের বন্দিল চরণ ॥৮
কহিতে লাগিল রাজা হস্ত যোড় করি।
কৃপা করি বর মোখে দিলা ত্রিপুরারী ॥৯
সেহি বলে ত্রিভুবন করিন্ শাসন।
আমার সহিতে কেহ নাহি করে রণ ॥১০
ইন্দ্রপদ হৈল প্রভু তোমার কৃপাতে।
আর যত দেবগণ করে যোড় হাতে ॥১১
তুমি আজ্ঞা কৈলে প্রভু ত্রিশূল সেবিতে।
সমরে আমাকে সেহি করিবে নিপাতে ॥১২
নারী হয়া করে প্রভু যত অহঙ্কার।
তিন সেনাপতি মোর করিল সংহার ॥১৩
সাক্ষাতে দেখিব সেহি অঙ্গনার রণ।
আপনে না কহ কিছু তাহার কারণ ॥১৪
এত বলি প্রণমিল শিবের চরণে।
মহেশ চলিয়া গেল অভয়ার স্থানে ॥১৫
অসুরে কহিল যত সকল কহিলা।
মহেশের বাক্যে দুর্গা ঈষৎ হাসিলা ॥১৬
তবে মৃত্যুঞ্জয় প্রভু বৃষভ বাহনে।
কৈলাশ গিরিতে হর করিলা গমনে ॥১৭
অথা অসুরের রাজা পাত্র মিত্র লয়া।
যুক্তি চিন্তা করে সবে একত্র বসিয়া ॥১৮

নারী হয়া করে দেখ এত অহঙ্কার।
তিন সেনাপতি মোর করিল সংহার ॥১৯
আর মহাদেবেক পাঠিল রায়বারে।
এথা আইলে দৈত্যগণ করিবে সংহারে ॥২০
পুরুবে আমাকে বর দিয়াছে মহেশে।
ত্রিশূল সেবিত দেবে সমরে বিনাশে ॥২১
যদ্যপি সেহিত দেবে নারীরূপ হয়।
সংগ্রামে নাশিবে তাহা খণ্ডন না যায় ॥২২
জীবন কৃপণ হয়া পলাইব যবে।
ত্রিভুবনে অপযশ ঘুষিবেক তবে ॥২৩
অবশ্য যাইব আমি নারীর সমরে।
জয় শিব জয় শিব ধ্বনি সভে করে ॥২৪
এত যুক্তি চিন্তি সভে আপন বাহনে।
সর্ব্ব সেনাগণ চলে করিবারে রণে ॥২৫
মার মার করি চলে যত সেনাগণ।
পর্ব্বত বেড়িয়া সভে নৈল ততক্ষণ ॥২৬
ধনুতে টঙ্কার দিয়া সিংহনাদ পূরে।
মহাপরাক্রমে দৈত্য ধাইল সমরে ॥২৭
প্রদক্ষিণে প্রণমিয়া শ্রীনাথ চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥২৮

নবনবতিতম অধ্যায়

মার মার শব্দ করে যত দৈত্যগণ।
পর্ব্বত বেড়িয়া করে বাণ বরিষণ।১

মার মার কাট কাট চতুর্দ্দিগে ধ্বনি।
অসুরের দর্প বিনে কিছু নাহি শুনি ॥২
চতুর্দ্দিগে থাকিয়া দৈত্যের সেনাগণে।
একবারে নানা অস্ত্র করে বরিষণে ॥৩
কেহ শক্তি এড়ে কেহ মূষল মুদ্গর।
গদা টাঙ্গি মারে কেহ চোখ চোখ শর ॥৪
শর জাল করে কেহ দেবীর উপর।
গিরি অস্ত্র মারে কেহ বাণ তোমর ॥৫
পট্টিস কুঠার মারে খাঁড়া খরশান।
সিংহ অস্ত্র এড়ে কেহ পূরিয়া সন্ধান ॥৬
গজ অস্ত্র এড়ে কেহ বাণ ফণাধর।
ঘন ঘন জিহ্বা নাড়ে তেজিছে গরল ॥৭
অক্ষয় অস্ত্র ছাড়ে কেহ আর খুরবাণ।
ভিন্দি পরুশ[১] মারে পূরিয়া সন্ধান ॥৮
অগ্নি অস্ত্র এড়ে কেহ দেবীর উপর।
নারাচ তিলক সে বেলখ ভয়ঙ্কর ॥৯
গরুড় অস্ত্র এড়ে কেহ খড়্গ এক ধারা।
শেল শূল মারে কেহ জাঠি ঝগড়া ॥১০
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে কেহ বাণ কৃপাণ।
প্রলয় অস্ত্র এড়ে কেহ পূরিয়া সন্ধান ॥১১
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে কেহ বা বরুণ।
বন্ধুক গোরাপ মারে কেহ বা অরুণ ॥১২
অজয় অস্ত্র মারে কেহ সপ্তভেদী বাণ।
বাউ অস্ত্র এড়ে কেহ পূরিয়া সন্ধান ॥১৩

১। পরুশ—পরশু।

জয় অস্ত্র মারে কেহ দেবীর উপর।
রুদ্র অস্ত্র মারে কেহ সমর ভিতর ॥১৪
বিষ্ণু অস্ত্র ছাড়ে কেহ বাণ তিমির।
সমরে দানব অস্ত্র ছাড়ে কোন বীর ॥১৫
গন্ধর্ব্ব বাণ এড়ে কেহ দেবীর উপর।
কাটায় বেষ্টিত কেহ এড়িছে মুদ্গর ॥১৬
চাপে এক ছাড়ে লক্ষ কোটি হয়্যা পড়ে।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে ওড়ে বৈরির উপরে ॥১৭
হেন বাণ কোটি কোটি ছাড়িছে অসুরে।
সূর্য্যের কিরণ হীন কৈল শরজালে ॥১৮
চারি দিগে থাকিয়া অসুরে ছাড়ে বাণ।
নানা অস্ত্র ছাড়ে সভে নাহি সমাধান ॥১৯
চতুর্দ্দিগে শুনি যে বাণের চড় চড়ি।
ক্ষেণেকে তিমির হয় ক্ষেণে যেন তড়ি ॥২০
ঘোর অন্ধকারে হৈল অস্ত্রের প্রহারে।
স্বর্গে থাকি চিন্তা পায় যতেক অমরে ॥২১
যত অস্ত্র মারে দৈত্য লিখিতে না পারি।
প্রাণ শক্তি এড়ে বাণ কোপ মন করি ॥২২
তবে জগতের মাতা ধনু কৈল করে।
টঙ্কার পূরিল দেবী দিগ দিগান্তরে ॥২৩
শরাসনে বাণ যুড়ি পূরিল সন্ধান।
অসুরের বাণ কাটি কৈল খান খান ॥২৪
তবেত চামুণ্ডা দেবী রুষিল সমরে।
খট্টাঙ্গ তাড়িয়া দৈত্য কোটি কোটি মারে ॥২৫
এমত দেখিয়া ধায় অসুর বিস্তরে।
কমণ্ডলু তোয়ে বহু ব্রহ্মাণী সংহারে ॥২৬

তবেত কৌমারী দেবী শক্তি হাতে করি।
চক্ষের নিমেষে কাটে অসুর বিস্তরি ॥২৭
ধাইল বৈষ্ণবী দেবী গরুড় বাহনে।
চক্রাঘাতে কোটি কোটি মারে দৈত্যগণে ॥২৮
ঐরাবতে আরোহণ হইলা ইন্দ্রাণী।
অতি কোপে ধায় রণে হয়া বজ্রপাণি ॥২৯
বহু দৈত্যগণ মারে বজ্রের প্রহারে।
আনলে পতঙ্গগণ যেন পড়ি মরে ॥৩০
মহেশ্বরী দেবী রণে বৃষভবাহিনী।
শিরে অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ত্রিশূলধারিণী ॥৩১
চক্ষের নিমেষে মারে দৈত্য কোটি কোটি।
শূল তেজে দৈত্য নাহি বাচে এক গুটি ॥৩২
বারাহী মুখের শব্দ যেহি দৈত্য শুনে।
চূর্ণ হয়া সেহি সব দৈত্য পড়ে রণে ॥৩৩
কমললোচন মতি অভয়া চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল রচনে ॥৩৪

শততম অধ্যায়

মাতৃগণ মারেন অসুর সেনাগণ।
নানারূপে নাশে দৈত্যে করি বিড়ম্বন ॥১
নারসিংহী মাতৃ ধায় সমর মাঝার।
ঘোর নাদ ছাড়ি মারে অসুর দুর্ব্বার ॥২
বাছিয়া বাছিয়া ধরে বড় বড় বীর।
নখে বিদারিয়া বক্ষ পিয়য়ে রুধির ॥৩

কথো দৈত্য মারি পেলেন[১] সমরে।
মহাঘোর রূপ দেখি কথো দৈত্য মরে ॥৪
শিবদূতী মাতৃ রণে চণ্ড নাদে হাসে।
মহাযোদ্ধা বীরগণ পড়ি মরে ত্রাসে ॥৫
শিব দূতী শিবারূপা সংগ্রাম ভিতরে।
ভক্ষণ করেন মাংস আর রুধিরে ॥৬
অসুরের রক্ত মাংস পুরিয়া উদর।
প্রকাণ্ড শরীর হৈল দেখি ভয়ঙ্কর ॥৭
কালিকা সমর মাঝে হাসে খল খল।
কোটি কোটি দৈত্যগণ নাশয়ে প্রবল ॥৮
দুই হস্তে ধরিয়া অর্ব্বুদ সেনাগণ।
আননে পেলিয়া[২] তাহা করয়ে ভক্ষণ ॥৯
রথ রথী সেনাগণ আর যত ঘোড়া।
মুখে ফেলি দিল কালী বীর বড়া বড়া ॥১০
মড়মড়ি চিবে কালী বিকট দশনে।
তাহা দেখি দৈত্যগণ ভয় পায় মনে ॥১১
এহি মত মাতৃগণ করে ঘোর রণ।
অথা দৈত্যগণ করে বাণ বরিষণ ॥১২
যেহি দৈত্য বাণ বৃষ্টি করয়ে সমরে।
তাহাকে ধরিয়া কালী পূরাণ উদরে ॥১৩
নানা বিড়ম্বনে সেনা মাতৃগণে নাশে।
ভুবন জননী দুর্গা খল খল হাসে ॥১৪

১। পেলেন—ঠেলিয়া যান, সৈন্যসমূহের অভিমুখে সবলে অগ্রসর হন।

২। পেলিয়া—ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া।

কেহ কাটে কেহ চিরে কেহ করে গ্রাস।
দেখিয়া দৈত্যের সেনা মনে পায় ত্রাস ॥১৫
অস্ত্র ধরে যেহি বীরে তাখে করে পাতে।
তাহা দেখি সেনাগণ মনে মনে চিন্তে ॥১৬
সমর সুমাজে যদি অস্ত্র না মারিব।
তবে কেনে মিথ্যা কাজে প্রাণ হারাইব ॥১৭
ত্রিভুবন জিনিলাঙ যেহি অস্ত্রঘাতে।
সে সকল বাণে নারী নাহি পাতে ॥১৮
আছুক মারিতে কার্য্য রেখ নাহি ফুটে।
ভক্ষণ করয়ে বাণ হাসে খট খটে ॥১৯
এত যুক্তি মনে মনে চিন্তে দৈত্যগণে।
মহাভয় পায় সেনা মাতৃকার রণে ॥২০
মাতৃগণে অথা বহু করয়ে প্রহার।
অসুরের সেনাগণ করয়ে সংহার ॥২১
মাতৃগণ অবতার না সহে অসুরে।
রণ ছাড়ি সেনাগণ পলায় অন্তরে ॥২২
অস্ত্র ছাড়ি পলাইল কোন কোন জন।
মুক্তকেশ করি ভঙ্গে কথো দৈত্যগণ ॥২৩
বস্ত্র ছাড়ি দিগম্বরে ধায় কথো সেনা।
ভবানীর রণে কার নাহি বীরপণা ॥২৪
সেনার রুধিরে তথা হয়াছে সাগর।
তাহাতে পড়িয়া মরে অসুর বিস্তর ॥২৫
সমর ছাড়িয়া ভঙ্গে বীর বড়া বড়া।
রথ রথী পলাইল আর গজ ঘোড়া ॥২৬
যোদ্ধা বীর পলাইল আর সেনাপতি।
মহাভয় পলাইয়া কেবা গেল কতি ॥২৭

রুধির সাগরে সাঁতারে ঘোড়া হাতী।
পারাপার নাহি সেনা ডুবি মরে তথি ॥২৮
এত বড় দেখিয়া সেনার বিড়ম্বনা।
রক্তবীজ বীর ধায় করি বীরপনা ॥২৯
কমললোচন দ্বিজ মনে ভাবি সার।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল প্রচার ॥৩০

একাধিকশততম অধ্যায়

সেনার দুর্গতি দেখি রক্তবীজ বীর।
মহাকোপবান হৈল নির্ভয় শরীর ॥১
সেহি রক্তবীজ বীর মহাধনুর্দ্ধর।
প্রকাণ্ড শরীর তার শুনহ উত্তর ॥২
ছয় কুড়ি যোজন দীঘল[১] কলেবর।
দ্বাদশ যোজন দৈত্য আড়ে পরিসর ॥৩
মুণ্ডগোটা দেখি যেন ত্রিকূট পর্ব্বতে।
সুমেরুর শৃঙ্গ যেন নখগুলা হাতে ॥৪
সহস্র কুঞ্জরে টানে তার রথখান।
শিখর সমান দেখি হাতে ধনু খান ॥৫
পূর্ব্বে মহাদেব তাখে দিয়াছেন বর।
রক্তবিন্দু পড়ে যদি মৃত্তিকা উপর ॥৬
তাথে হৈতে বীর হয় সেহিত প্রবল।
সেহি বল পরাক্রম সেহি মহাবল ॥৭

১। দীঘল—দীর্ঘ

সেহি বর্ণ সেহি কর্ণ সেহি হস্ত পাওঁ।
সেই কলেবর দৈত্য মুখে সেহি রাও[১] ॥৮
হেন মহাবীর চলে বুঝিতে কারণে।
মহাগদা হাতে লৈল রচিত কাঞ্চনে ॥৯
সিংহনাদ ছাড়ে রক্তবীজ বলবান।
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল হইল কম্পমান ॥১০
দন্তে ওষ্ঠ চাপি বীর সমরে ধাইল।
ইন্দ্রাণী মাতৃর সহে যুদ্ধ গিয়া দিল ॥১১
দিব্য রথে আরোহণ বীর দর্প করি।
পাকায়া[২] মারিল গদা ইন্দ্রাণী উপরি ॥১২
সেহি দৈত্য রণে গদা প্রহর প্রমাণ।
মহাকোপে ছাড়ে গদা পূরিয়া সন্ধান ॥১৩
আইসে কাঞ্চন গদা অগ্নিবৃষ্টি করি।
ইন্দ্রাণী তাড়িল বজ্র তাহার উপরি ॥১৪
বজ্রের প্রতাপে গদা ভষ্ম হৈল রণে।
নির্ভরে বান্ধিল বজ্র অসুরের বদনে ॥১৫
পূর্ব্বে বর দিয়াছেন মহেশ ঠাকুর।
তেকারণে[৩] বজ্রাঘাতে না মরে অসুর ॥১৬
তাহাতে রুধির গলে নাহি দিশ পাশ।
মাতৃর অস্ত্রেত দৈত্য নাহি হয় নাশ ॥১৭
যত রক্ত পাত হৈল বিন্দু পরমাণে।
তত রক্ত বীজ হৈল শুন সাবধানে ॥১৮

১। রাও—রাব; শব্দ।
২। পাকায়া—আধুনিক উচ্চারণ "পাকেয়া"; পাক দিয়া ঘুরাইয়া।
৩। তেকারণে—সেই কারণে।

মহাগদা হাতে করি সেহি দৈত্যগণ।
মাতৃগণ সহে তারা করে ঘোর রণ ॥১৯
রক্তবীজ বীর মনে চিন্তিতে লাগিল।
যাত্রাকালে অমঙ্গল বাড়ীত দেখিল ॥২০
ত্রিভুবনে বৈসে যত যোদ্ধা বীরগণ।
মোর সনে যুঝে হেন আছে কোন জন ॥২১
নারী হয়া রণে মোর গদা ব্যর্থ কৈল।
এত চিন্তি কোপে দৈত্য অন্তরে জ্বলিল ॥২২
রক্তবীজগণ ধায় গদা লয়ে হাতে।
ঘোর যুদ্ধ করে সভে মাতৃগণের সাথে ॥২৩
অসুরের ভাব এত ইন্দ্রাণী দেখিল।
কোপবতী হয়া বজ্র পুনশ্চ তাড়িল ॥২৪
তাহাতে অসুর রক্ত গলে খরতর।
রক্তবীজগণ তাথে হৈল বহুতর ॥২৫
নানা অস্ত্র লয়া যুঝে রক্তবীজগণে।
বৈষ্ণবী দেখিল তাহা গরুড় বাহনে ॥২৬
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি হস্তে ধরি।
সমরে ধাইল মাতা মহাকোপ করি ॥২৭
পাকায়া এড়িল চক্র বোলে পড় পড়।
বহু রক্তবীজ কাটে সমর ভিতর ॥২৮
যত রক্ত পাত হয় লিখিতে না পারি।
বিন্দু পরমাণে দৈত্য হৈল সারি সারি ॥২৯
এক কাটে কোটি কোটি হয় দৈত্যগণ।
নানা অস্ত্র লয়া তারা করে ঘোর রণ ॥৩০
তবে ত ইন্দ্রাণী দেবী গদা নৈল হাতে।
কোটি কোটি মারে রক্তবীজ গদাঘাতে ॥৩১

বৈষ্ণবীর চক্র তথা রণ স্থলে ফিরে।
চক্ষের নিমিষে দৈত্য কোটি কোটি মারে ॥৩২
তার রক্ত ভূমে পড়ে সমর সমাজে।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে জন্মি অস্ত্র লয়া যুঝে ॥৩৩
এমত দেখিয়া রণ কৌমারী কোপিল।
নিজ শক্তি এড়ি দৈত্য কাটিতে লাগিল ॥৩৪
বারাহী রুষিল রণে মহা অসি লয়া।
রক্তবীজ কাটে তেঁহো রণে ধায়া ধায়া ॥৩৫
তবে মহেশ্বরী দেবী বৃষভ বাহনে।
শূলপাণি হয়া তেঁহো ধাইলেন রণে ॥৩৬
মহাকোপে এড়ে শূল অসুর উপরে।
বহু দৈত্য পড়ে রণে শূলের প্রহারে ॥৩৭
তাহাতে শোণিত পড়ি ভূমি না যায় দেখা।
রক্তবীজ হৈল তাথে নাহি লেখা জোঁখা ॥৩৮
নানা অস্ত্র লয়া সভ প্রচণ্ড অসুর।
ঘোর যুদ্ধ করে সভে কাঁপে মহীপুর ॥৩৯
পঞ্চ মাতৃ করে রণে অস্ত্র অবতার।
তাহাতে পড়য়ে দৈত্য নাহি পারাপার ॥৪০
তাহার রুধির পড়ে পৃথিবী ভিতর।
বিন্দু পরিমাণে রক্তে জন্মে ঘোরতর ॥৪১
বিংশতি উত্তর শত যোজন দীঘল।
দ্বাদশ যোজন দৈত্য আড়ে পরিসর ॥৪২
একরূপ কত কোটি রক্তবীজ হৈল।
নানা বাণ লয়া সভে সমরে পশিল ॥৪৩
পর্ব্বত প্রমাণ ধনু কেহ হাতে করি।
বাণবৃষ্টি করে ঘন মাতৃর উপরি ॥৪৪

যদুনাথসুত শ্রীকমললোচন।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল রচন ॥৪৫

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়

শোণিতে জন্মিল রক্তবীজ বহুতর।
মাতৃর সহিতে রণ করে ঘোরতর ॥১
কেহ বা লইয়া গদা করয়ে প্রহার।
কেহ খড়্গ লয়া যুঝে নব তীক্ষ্ণ ধার ॥২
কেথ বা পট্টিশ হাতে করে ঘোর রণ।
কেহ ধনু লয়া করে বাণ বরিষণ ॥৩
কেহ দুই হাতে তুলি মহা শেল এড়ে।
কেহ ক্রোধ করিয়া প্রলয় বাণ ছাড়ে ॥৪
কোন কোন রক্তবীজ ত্রিশূল এড়িল।
কেহ শর-জাল করি অন্ধকার কৈল ॥৫
কোন রক্তবীজ রণে অর্দ্ধচন্দ্র ছাড়ে।
পট্টিশ কুঠার রণে কেহ কেহ এড়ে ॥৬
বন্দুক এড়িছে কেহ পূরিয়া সন্ধান।
কোন রক্তবীজ এড়ে চোখ চোখ বাণ ॥৭
নানা অস্ত্র ছাড়ে যত রক্তবীজগণে।
আকাশে থাকয়ে অস্ত্র নাহিক পতনে ॥৮
সূর্য্যের কিরণ ঢাকে থাকে যত বাণ।
ঘোর অন্ধকার করি থাকে রণস্থান ॥৯
যদি মাতৃগণ দৃষ্টি করে রণঘোরে।
এক বাণে দৈত্যবাণ কাটি ফেলে দূরে ॥১০

মাতৃগণে করে ঘন বাণ বরিষণ।
তাহার শোণিতে হয় রক্তবীজগণ ॥১১
এক মারে কোটি কোটি হয় রক্তবীজে।
বাড়িতে লাগিল দৈত্য সমর সমাজে ॥১২
মাতৃগণে অস্ত্র করে নাহি সমাধান।
যত রক্তবীজ হৈল নাহি পরিমাণ ॥১৩
হিমালয় গিরি হৈল রক্তবীজময়।
তাহা পূরি[১] বাড়িয়া চলিল দৈত্যচয় ॥১৪
পূর্ব্বে শিবে সেবি রক্তবীজে পাইল বর।
রক্তবিন্দু পড়ে যদি পৃথিবী উপর ॥১৫
বিন্দু পরমাণে হয় রক্তবীজ বর।
সেহি বল বুদ্ধি সব সেহি ধনুঃশর ॥১৬
মহেশের বরে রক্তবীজ মহাবল।
বাড়িয়া চলিল দৈত্য অবনিমণ্ডল ॥১৭
ক্রমে ক্রমে রক্তবীজ অবনী ছাইল।
যথা দৃষ্টি চলে তথা রক্তবীজ হৈল ॥১৮
পৃথিবী ভরিয়া হৈল রক্তবীজময়।
তার পদ ভরে তরুগিরি নাহি রয় ॥১৯
অথা মাতৃগণ যুঝে নাহি দেন ভঙ্গ।
বাণ বৃষ্টি করে সঙ্গে সমর-তরঙ্গ ॥২০
পৃথিবী ভরিয়া যত রক্তবীজ হৈল।
কত কোটি অক্ষৌহিণী লিখিতে নারিল ॥২১
এমত যুদ্ধের ভাব দেখি দেবগণ।
মহাভয় পায়া করে দুর্গাকে স্তবন ॥২২

১। পূরি—পূর্ণ করিয়া

নানাস্তব করে দেবে চারিবেদ মতে।
তবেত সদয় মাতা হইল তাহাতে ॥২৩
দেবতার ভয় দূর করিতে ভবানী।
মনে মনে যুক্তি চিন্তা কৈলা নারায়ণী ॥২৪
তবে জগতের মাতা কেশরী উপর।
রক্তবীজ বৃদ্ধি দেখি পৃথিবী ভিতর ॥২৫
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা কোন কর্ম্ম কৈল।
ঈষৎ হাসিয়া মাতা কালীকে ডাকিল ॥২৬
কোটি পরণাম করি অম্বিকা চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥২৭।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়

রক্তবীজ বৃদ্ধি দেখি অভয়া ভবানী।
কালীকে ডাকিয়া মাতা কহে কিছু বাণী।১
শুনহে কালিকাদেবী আমার বচন।
পৃথিবী পূরিল দেখ রক্তবীজগণ ॥২
এমতে ইহার মৃত্যু নাহিক সমরে।
এক যুক্তি আছে দৈত্য বিনাশের তরে ॥৩
মাতৃগণের হস্তে উহার নাহিক মরণ।
পূর্ব্বে বর দিয়াছেন দেব পঞ্চানন।৪
ত্রিশূল সেবিত দেবে ইহাকে সংহারে।
রক্ত বিন্দু ভূমে পড়ি হয় সেহি বীরে ॥৫
মাতৃর প্রহারে হৈল শোণিত পতন।
অবনী ভরিল দেখ রক্তবীজগণ ॥৬

আকাশে থাকিয়া দেবে মহা ভয় পায়।
তুরিতে মারিব দৈত্য বিলম্ব না সয় ॥৭
অবনী জুড়িয়া জিহ্বা মেলহ আপনে।
রক্তবীজগণ মারি করিয়ে নিধনে ॥৮
নিজ ধনু ধরি আমি অস্ত্র ক্ষেপিব।
তাহার শোণিত যত জিহ্বা পড়িব ॥৯
তোমার জিহ্বাতে নাহি জনম উহার।
রক্ত মাংস খায়া পূর উদর তোমার ॥১০
এত বাক্য কহে যদি ত্রিজগত মাতা।
ভাল আজ্ঞা বলি কালী ঘন নাড়ে মাথা ॥১১
হিমালয় থাকি কালী জিহ্বা বাড়াইল।
সকল পৃথিবী কালী জিহ্বাতে ঢাকিল ॥১২
রমণাতে ফিরে যত রক্তবীজগণ।
সিংহনাদ ছাড়ি করে বাণ বরিষণ ॥১৩
নানা অস্ত্র ছাড়ে দৈত্য রণের তরঙ্গ।
বাণ বৃষ্টি করে সদা নাহি দেয় ভঙ্গ।১৪
হরি পৃষ্ঠে থাকি অথা অভয়া ভবানী।
নিজ ধনু করে নৈলা দেবী নারায়ণী ॥১৫
ধনুর্গুণ সম্মার্জ্জিয়া পূরিল টঙ্কার।
কূর্ম্মসহে পৃথিবী লাগিল কাঁপিবার ॥১৬
তিন বাণ যুড়ি মাতা পূরিল সন্ধান।
আকর্ণ পূরিয়া মাতা ছাড়ে দিব্য বাণ ॥১৭
সেহিত অস্ত্রের নাম দীপ্ত অগ্নিকলা।
কোটি রক্তবীজ কাটি পুন টোনে আইলা ॥১৮

১। টোন—তূণ।

কালীর জিহ্বাতে সেহি রক্ত গোলা পড়ে।
ধড় মুণ্ড পড়ি তাখে করে ধড়[১] ফড়ে ॥১৯
করাল বদন কালী বিকট দশন।
চিবায়া অসুর কোটি করিল ভক্ষণ ॥২০
পুন অর্দ্ধচন্দ্র বাণ অভয়া ছাড়িল।
কোটি রক্তবীজ কাটি খণ্ড খণ্ড কৈল ।২১
তা সভার রক্ত কালী করিলেন পানে।
অস্থি মাংস চিবি কালী করেন ভক্ষণে ॥২২
পুনরপি অস্ত্র ছাড়ে দেবী মহামায়া।
কোটি রক্তবীজের মুণ্ড ফেলিল কাটিয়া ২৩
তার রক্ত মাংস অস্থি চামুণ্ডা গরাসে।
তথাপি অসুরগণ নাহি করে ত্রাসে ॥২৪
রক্তবীজগণ সব বিপুল শরীর।
পর্ব্বত সোসর যার কন্ধে দেখি শির ॥২৫
বিংশতি উত্তর শত দীর্ঘ কলেবর।
দ্বাদশ যোজন বীর আড়ে পরিসর ॥২৬
এমত অসুরগণ কোটি কোটি ধরি।
আননে ফেলিয়া কালী দশনে সংহারি ॥২৭
যতেক দেবতা রণ দেখে এক দৃষ্টি।
সর্ব্ব দেবগণ মিলি করে পুষ্প বৃষ্টি ॥২৮
জগতজননী দুর্গা পুন ছাড়ে বাণ।
কোটি রক্তবীজ কাটি কৈল খান খান ॥২৯
কোটি পরণাম করি শ্রীদুর্গা চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল বচনে ॥৩০

১। ধড়—গলা হইতে শরীরের নিম্নভাগ।

চতুরধিকশততম অধ্যায়

রক্তবীজ কাটে দুর্গা ছাড়ি দিব্য বাণ।
কোটি দৈত্য কাটি মাতা কৈল খান খান ॥১
কালীর জিহ্বাতে পড়ে রক্ত মেধ[১] তায়।
ভক্ষণ করেন কালী তাম্বুল পরায় ॥২
আনন্দে ভবানী করে বাণ বরিষণ।
রক্ত মাংসে করি কালী উদর পূরণ ॥৩
তীক্ষ্ণ অস্ত্র ছাড়ি মাতা অসুর বিনাশে।
সিংহ পৃষ্ঠে দুর্গা দেবী খল খল হাসে ॥৪
এমত সমর যবে দেখে মাতৃগণ।
অম্বিকাকে স্তুতি[২] করি ত্যজে সবে রণ ॥৫
তবেত ত্রিগুণ মাতা দেবি সনাতনী।
দীপ্ত অগ্নিকলা বাণ লইলা তখনি ॥৬
ধনুর্গুণ যুড়ি বাণ পূরিলা সন্ধানে।
আকর্ণ পূরিয়া দেবী ছাড়িলেন বাণে ॥৭
অম্বিকার সেহি বাণ আকাশেত ছুটি।
অভয়া সাক্ষাতে আইল কোটি দৈত্য কাটি ॥৮
পুনরপি অস্ত্রের তরে দেবী আজ্ঞা করে।
চল প্রহরণ তবে অসুর সমরে ॥৯
রক্তবীজগণ তুমি কর নিপাতন।
তবে হে আসিয়[৩] পুন আমার সদন ॥১০

১। মেধ—মেদ ২। স্তুতি—স্তুতি।
৩। আসিয়—আসিহ; আসিও।

অভয়ার এত বাক্য অস্ত্রেত শুনিল।
প্রলয়ের অগ্নি যেন তেজোবান হৈল ॥১১
ভবানীকে প্রদক্ষিণ হয়া সেহি বাণ।
ফিরিয়া চলিল অস্ত্র সংগ্রামের স্থান ॥১২
রণস্থানে ফিরে বাণ রক্তবর্ণ হয়া।
কোটি কোটি রক্তবীজ ফেলিছে কাটিয়া ॥১৩
রণ মধ্যে ফিরে বাণ হয়া পরচণ্ড।
কোটি কোটি রক্তবীজ করে খণ্ড খণ্ড ॥১৪
রক্তবর্ণ দেখি বাণ ফিরে সৌদামিনী।
চক্ষের নিমিষে বধে কোটি কোটি প্রাণী ॥১৫
এক দৈত্য কত খণ্ড হইয়া পরে রণে।
সঙ্গীর্ণ কদলী যেন না সহে পবনে ॥১৬
এহি মত রণস্থলে ফিরে সেহি বাণ।
রক্তবীজ দৈত্য কাটি কৈল খান খান ॥১৭
অথাত্তে চামুণ্ডা দেবী রক্তবীজ গণে।
আননে পড়িত্তে তাহা করয়ে ভক্ষণে ॥১৮
সাগর অধিক দেখি কালীর উদরে।
দশনে মথেন কথো সমুচ্চয়[১] পূরে ॥১৯
কালীর জিহ্বার অগ্রে রক্তে স্রোত চলে।
বরিষা কালেত যেন বহে গঙ্গা জলে ॥২০
তাথে কোটি কোটি জন্মে রক্তবীজগণে।
দুই হস্তে ধরি কালী পূরিছে বদনে ॥২১
কভো কভো চিরে কালী বিকট দশনে।
কথো কথো গিলি করে উদর পূরণে ॥২২

১। সমুচ্চয়—সমুদয়।

রক্তবীজ দেহা আর তাহার শোণিতে।
সকল গরাসে কালী না পড়ে ভূমিতে ॥২৩
অথা রণস্থলে বাণ ফিরে অন্তরীক্ষে।
চক্ষের নিমিষে কাটি পাড়ে লক্ষে লক্ষে ॥২৪
কার মুণ্ড কাটে কার বুকে বাঝে বাণ।
ললাট চিরিল কার নখে গেল প্রাণ ॥২৫
কোটি দৈত্য কাটে বাণে চৌরঙ্গ[১] করিয়া।
তিন খণ্ড করি কাখে ফেলিল কাটিয়া ॥২৬
এক হস্ত এক পদ মস্তক সহিতে।
দুই খণ্ড করি তাহা পাড়িল জিহ্বাতে ॥২৭
প্রদক্ষিণে প্রণমিঞা অম্বিকা চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥২৮

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়

অভয়ার বাণ রণে দীপ্ত অগ্নিকলা।
রক্তবীজগণ কাটি খণ্ড খণ্ড কৈলা ॥১
বিধিমতে কাটে বাণ রক্তবীজ বীরে।
আনলে পড়িতে যথা চামুণ্ডা সংহারে ॥২
অন্তরীক্ষে ফিরে বাণ রক্তবীজ নাশে।
সুপক্ক বদরী যেন পড়য়ে বাতাসে ॥৩
এহি মতে পড়ে দৈত্য নাহি দিশ্ পাশ।
তথাপি প্রচণ্ড দৈত্য নাহি করে ত্রাস ॥৪

১। চৌরঙ্গ—চতুরঙ্গ ; চারিখণ্ড।

নানা অস্ত্র মারে দৈত্য যেহি জিয়ে রণে।
দন্তে ওষ্ঠ চাপি সভে কোপে ছাড়ে বাণে ॥৫
অম্বিকার বাণ ফিরে তড়িৎ সঞ্চারে।
মুণ্ড কাটি ফেলে দৈত্য তবু অস্ত্র মারে ॥৬
এহি মত ঘোর যুদ্ধ একবাণে কৈল।
অসুরের দল সৃভ কাটিয়া পাড়িল ॥৭
বসন্তে ফুটয়ে যেন অশোক কিংশুক।
রাঙ্গা বর্ণে ফিরে বাণ কাটে দৈত্যলোক[১] ॥৮
রক্তবাজ নাম যত সমরে আছিল।
দীপ্ত অগ্নি ফলা বাণে সকল কাটিল ॥৯
সেহি অস্ত্র রণ স্থলে ভ্রমিয়া দেখিল।
সকল পড়িল রণে ফিরিয়া চলিল ॥১০
অম্বিকারে প্রদক্ষিণ হয়া সেহি বাণে।
শীঘ্রগতি লুকাইল দুর্গার চরণে ॥১১
সেহি অস্ত্র গোটা দেবী হস্তেত লইলা।
চুম্বন করিয়া বাণ টোনেত রাখিলা ॥১২
রক্ত মাংস খাইয়া চামুণ্ডা রণ স্থলে।
মহামত্ত হয়া মাত্তা নাচে কুতূহলে ॥১৩
অনন্ত সমান জিহ্বা সম্বরিল কালী।
আনন্দে মগন হয়া নৃত্য করে ভালি ॥১৪
ডাকিনী যোগিনী শিবা চৌদিকে ফুকরে।
রণ স্থলে কোটি কোটি সবলে বিহরে ॥১৫
আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ।
পুষ্প বৃষ্টি করি তারা সেবে অনুক্ষণ ॥১৬

১। দৈত্যলোক,—দৈত্যসমূহ, হিন্দির ন্যায় বহুবচন। এখানকার রূপ দৈত্যলা।

রক্তবীজ পাত হইল দেখিল অমরে।
উচ্চৈঃস্বরে বেদ ধ্বনি করে বারে বারে ॥১৭
প্রচণ্ড অসুর যদি হৈল নিপাতনে।
জয় দুর্গা জয় দুর্গা বোলে ঘনে ঘনে ॥১৮
নানা বাদ্য বাজায়েন ডাকিনী যোগিনী।
নৃত্য করে কালী দেবী করাল বদনী ॥১৯
মাতৃগণ নাচে আনন্দিতে রণস্থল।
সংগ্রামে পড়িল রক্তবীজ মহাবল ॥২০
মন্দ মন্দ হাসে দুর্গা কেশরী বাহনে।
বিদ্যুতের প্রভা যেন মুকুতা দশনে ॥২১
মুখ পদ্ম বিকাসিত ভাসিল রণস্থলে।
সর্ব্বদেব ভাসিল আনন্দের জলে ॥২২
পিতৃগুরু ইষ্টদেব এহি তিন জন।
কোটি পরণাম করে কমললোচন ॥২৩
শ্রীনাথ চরণে করি মনে যত আশ।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল প্রকাশ ॥২৪

ষড়ধিকশততম অধ্যায়

রক্তবীজ পড়ে রণে, দেখি দৈত্য রাজনে,
চমকিত হয়া কিছু বোলে।
নিশুম্ভ অনুজ তরে, বোলে কিছু ধীরে ধীরে,
রক্তবীজ পৈল মহাবলে ॥১
কোথা ছিল দুষ্ট নারী, কে আনিল হিমগিরি,
এথা আসি ফেলায় প্রমাদ।

সুগ্রীব পাঠায়া দিল, তার কথা না মানিল,
যেহি হেতু হইল বিবাদ ॥২
কহিলেন স্তুতিবাণী, না মানিল রমণী,
অহঙ্কারে বলিল বচন।
রোষযুক্ত হইল মন, পাঠিন[১] অসুরগণ,
সেনাপতি ধূম্রলোচন ॥৩
প্রচণ্ড অসুরগণ, সিংহে করে নিপাতন,
সেনাপতি ভস্ম হুহুঙ্কারে।
ইহা শুনি হৈল ক্রোধ, পাঠাইল[২] মহাযোধ,
চণ্ডমুণ্ড দুই মহাবীরে ॥৪
অতি পরচণ্ড দল, সঙ্গে করি দৈত্য বল,
পর্ব্বতে আইল যুঝিবার।
এহি কালী দুষ্ট জন, সেনা কৈল নিপাতন,
চণ্ডমুণ্ড করিল সংহার ॥৫
দূত মুখে শুনি কথা, মরমে লাগিল ব্যথা,
শীঘ্র গতি করিল সাজন।
হইল সংগ্রাম মতি, তোমা লয়া সংহতি,
সঙ্গে আর মহাযোদ্ধাগণ ॥৬
যেহি মোর দৈত্যগণ, পরাজিল ত্রিভুবন,
সেহি সব রণে হৈলা নাশ।
রক্তবীজ মহাবীর, যার নামে নহে স্থির,
ত্রিভুবনে যারে করে ত্রাস ॥৭
মহাযোদ্ধা সেনাগণ, রণে হইল নিপাতন,
এহি শোক হৃদয় মাঝার।

১। পাঠিন—পাঠাইলাম।
২। পাঠাইল—পাঠাইলাম।

রক্তবীজ সেনাপতি, সমরে পণ্ডিত অতি,
কালী তাখে করিল সংহার ॥৮
বাইশ অক্ষৌহিণে, সঙ্গে মোর সেনাগণে,
আইল দৈত্য প্রচণ্ড যুঝার।
নারীর সমরে পড়ে, কদলী যেমত ঝড়ে,
আর কেহ নাহি যুঝিবার ॥৯
তুমি আমি হৈন[১] শেষ, কি বলি যাইব দেশ,
শুনহে হৃদয় বলবান।
সেনার অঙ্গনাগণ, আসিবে সকল জন,
কি বলিব প্রবোধ বচন ॥১০
শুনিয়া শুম্ভের কথা, নিশুম্ভ পাইল ব্যথা,
কহে কিছু শুনহ বচন।
এককালে কৈলে গুরু, সোধলাঙ কল্পতরু,
ছয় বীরে পাইল বর দান ॥১১
চারি বীর তার মধ্যে, পড়িল নারীর যুদ্ধে,
ত্রিগুণ[২] সেবিত যারে নাশে।
আছিল শিবের প্রীত, এরে দেখি বিপরীত,
হেন জন নারীতে বিনাশে ॥১২
কহে দৈত্য বীর দাপ, না ভাবিহ মনে তাপ,
রণ আমি করিব আপনে।
এ তিন ভুবন জিনি, ইন্দ্র হৈল দৈত্যমণি,
এখনে পলাইব কি কারণে ॥১৩
ত্রিভুবন জিনিয়া যেহি, নারীতে হারিয়া সেহি,
যদি পলাইয়া যাই দেশে।

১। হৈন—হইলাম।
২। ত্রিগুণ—বোধ হয় "ত্রিশূল" পাঠ ঠিক।

বৈরী ত্রিভুবনে জানি, কহিবে এহি বাণী,
ঘুষিবেক এহি অপযশে ॥১৪
অবশ্য করিব রণ, পরাজিব নারীগণ,
মোর রণে কেবা হবে স্থির।
নারীকে লইতে গিরি, অসি বীর দর্প করি,
পলাইয়া যাবে কোন বীর ॥১৫
আমি যদি মন করি, পৃথিবী তুলিতে পারি,
কোন বস্তু নারীর সমর।
আজি পরাজিব রণে, দুরাচার নারীগণে,
কোন পলাইয়া যাব ঘর ॥১৬
কমললোচন কয়, শুন দৈত্য মহাশয়,
ঘরে তুমি যাইবে কিমতে।
বিরিঞ্চি লিখন যত, খণ্ডন না যায় তত,
বিধি রাখে ধরি কর্ম্মসূতে ॥১৭
সাবর্ণিক মন্বন্তরে, মার্কণ্ডপুরাণবরে,
দেবীর মাহাত্ম্য সপ্তসতী।
রক্তবীজ বধ ইতে, বিরচিল যদুনাথে,
সহস্রারে বন্দিন ভগবতী ॥১৮

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়

সুরথ রাজনে বোলে শুন মহামুনি।
তোমাতে শুনিন গোসাঞি অপূর্ব্ব কাহিনী ॥১
শুম্ভ নিশুম্ভের সেনা যত বীরগণ।
দেবীর সমরে সবে ত্যজিল জীবন ॥২

আর কিছু কহ গোসাঞি শুনি কর্ণপথে।
রক্তবীজ বধান্তরে কি হৈল দৈত্যনাথে ॥৩
মেধস কহেন শুনি সুরথের বাণী।
সেহি পুণ্য কথা কহি শুন নৃপমণি ॥৪
রক্তবীজ মৈল যদি দেখি দৈত্যেশ্বর।
সুহৃদের ভরে কহে শুন বীরবর ॥৫
নারীর সমরে পড়ে সর্ব্ব বীরগণে।
অপযশ হৈল ভাই এতিন ভুবনে ॥৬
নিশুম্ভে শুনিল এত শুম্ভের বচন।
কহিতে লাগিল বীর সদর্প বচন ॥৭
কোন ছাড় যুদ্ধ এহি নারীগণ সনে।
মনে পরিতাপ রাজা চিন্ত কি কারণে ॥৮
ত্রিভুবন বৈরী যদি হয় একদিনে।
তবেত আমার যোগ্য নহে সেহি রণে ॥৯
কোন বস্তু নারীতে হারিয়া যাব ঘর।
অপযশ ঘুষিবেক সংসার ভিতর ॥১০
নারীর প্রহার করি কোন বস্তু জ্ঞান।
রামাগণ ধরি দিব তোমা বিদ্যমান ॥১১
বজ্রের অধিক মোর দৃঢ় কলেবর।
চাপড়ে ভাঙ্গিতে পারি সুমেরু শিখর ॥১২
আমার অধিক কেবা আছে ত্রিভুবনে।
কাহার শকতি করে মোর সহে রণে ॥১৩
জিনিব সময় যদি হয় শচীপতি।
সংগ্রামেতে মৃত্যু হইলে পাব দিব্যগতি ॥১৪
সেহিত নিশুম্ভ রাজা প্রকাণ্ড শরীর।
দিব্য ধনু করে ধরে পর্ব্বত সোসর ॥১৫

ত্রিশ যোজন শত দীর্ঘ কলেবর।
ষোড়শ যোজন দেহা আড়ে পরিসর ॥১৬
শুম্ভকে প্রণাম করি যুদ্ধেত চলিল।
মোক্ষ মোক্ষ সেনাপতি সঙ্গে করি নিল ॥১৭
শতেক রাজার ধন অঙ্গে আভরণ।
বিচিত্র রথেত বীর কৈল আরোহণ ॥১৮
ধনুতে টঙ্কার দিয়া কৈল সিংহনাদ।
পৃথিবী কম্পিত লোক গণে পরমাদ ॥১৯
আগে পাছে চলিল যতেক সেনাগণে।
মার মার করি যায় করিবারে রণে ।২০
সারথিকে বোলেন নিশুম্ভ বীরবর।
অঙ্গনা অগ্রেত রথ চালাহ সত্বর ॥২১
রথীর মুখেত শুনি এতেক বচন।
ত্বরিতে চলাইল রথ সারথি সুজন ॥২২
তড়িৎ সমান রথ চালায় সারথি।
মার মার করি সঙ্গে ধায় সেনাপতি ॥২৩
ধনুতে টঙ্কার দিয়া নিশুম্ভ ধাইল।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া অসুর সব নৈল ॥২৪
অভয়ার সম্মুখে নিশুম্ভ বীরবর।
কহিতে লাগিল দৈত্য তর্জ্জন উত্তর ॥২৫
ক্রোধ হয়া বলে শুন দুষ্ট নারীজন।
রণে সংহারিলে মোর যোদ্ধা বীরগণ ॥২৬
গোপ্ত[১] বেশে তোর পাশে আছে কোন জনে।
তার বিদ্যমানে তোখে করও অপমানে ॥২৭

১। গোপ্ত—গুপ্ত।

ত্রিভুবনে স্থির নহে আমার সমরে।
যার বলে কর তুমি এত অহঙ্কারে ॥২৮
তার বিদ্যমানে তোখে করঙু বিড়ম্বন।
কেশে ধরি নিতে দেই রাখে কোন জন ॥২৯
কোটি পরণাম করি শ্রীনাথ চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥৩০

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়

শ্রীশ্রীশিব-দুর্গার চরণ ভরসা।
অন্তকালে চরণ পাব এহি মনে আশা ॥১॥ধ্রু॥
নিশুম্ভে কহেন কিছু দুর্গাকে তর্জ্জন।
আমার বচন শুন দুষ্ট নারীজন ॥২
তোমাকে সমরে আজ করিব সংহার।
মোর আগে নারীর এতেক অহঙ্কার ॥৩
নহে এবে ভজ তুমি অসুরের পতি।
ক্ষেমিন্ সকল দোষ শুন মূঢ়মতি ॥৪
এতেক বচনে যদি না দিল উত্তর।
মার মার করিয়া ডাকিল দৈত্যেশ্বর ॥৫
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া যতেক বীরগণ।
মহাকোপ হয়া করে বাণ বরিষণ ॥৬
পেল শূল মারে কেহ খাড়া খরষাণ।
গদা ডাঙ্গ মারে কেহ কামান ক্রেপাণ ॥৭
বুরুজ কাম্বুজ মারে খড়গ এক ধারা।
চতুর্দ্দিগে হৈতে পড়ে মেঘে যেন ধারা ॥৮

শরজাল করি কেহ ছাইল গগন।
মূষল মুদ্গর এড়ে কোন কোন জন ॥৯
চালে এক ছাড়ে লক্ষ কোটি হয়া চলে।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে পড়ে বৈরীর উপরে ॥১০
হেন সব অস্ত্র ছাড়ে যত দৈত্যগণ।
মহাকোপ হয়া করে বাণ বরিষণ ॥১১
নানা অস্ত্র মারে দৈত্য নাহি সমাধানে।
মৃত্যুকে নাহিক ভয় নাহি বস্তুজ্ঞানে ॥১২
পর্ব্বত উপরে যেন হয় বরিষণ।
ভবানী উপরে তেন পড়ে অস্ত্রগণ ॥১৩
এমত যুদ্ধের ভাব দেখিয়া ভবানী।
নিজ ধনু হাতে নৈলা জগত জননী ॥১৪
কোদণ্ডে পৃষ্ঠে যোড়ে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
অসুরের অস্ত্র কাটি কৈলা খান খান ১৫
কোটি অসুরের মুণ্ড কাটে সেহি বাণে।
ফিরিয়া আইল বাণ অম্বিকার টোনে ॥১৬
মাতৃগণ তরে মাতা প্রিয়বাণী বলি।
সভাকারে রণে আজ্ঞা দিল ভদ্রকালী ॥১৭
নিজ নিজ বাহনে চড়িয়া দেবীগণ।
অসুর উপরে করে বাণ বরিষণ ॥১৮
অসুরের সেনাগণে এড়ে যত বাণ।
না পড়ে মাতৃর অঙ্গে নাহি বস্তু জ্ঞান ॥১৯
মাতৃগণে ছাড়ে যদি নিজ প্রহরণ।
কোটি কোটি কাটে পাড়ে দৈত্যসেনাগণ ॥২০
মাতৃর সমরে হয় অসুর বিনাশে।
সুপক্ক বদরী যেন পড়য়ে বাতাসে ॥২১

মাতৃগণ করে অথা অসুর সংহার।
নিশুম্ভের শরীরে হইল দুঃখভাব ॥২২
মহাক্রোধ হয়া বীর বোলে কটুবাণী।
মোর বিদ্যমানে সেনা নাশিছে রমণী ॥২৩
আমার বচন শুন দুষ্ট নারীগণ।
সমরে তোমারে আজি করিব নিধন ॥২৪
সেনাগণ মারি রণে পাইয়াছ আশ।
বাণে মুণ্ড কাটি আজি করিম বিনাশ ॥২৫
মোর পরাক্রম নাহি জান দুচারিণী।
আজি মোর হাতে সভে হারাবে পরাণী ॥২৬
ত্রিভুবনে নাহি আটে আমার সমরে।
দেবতা দানব আর গন্ধর্ব্ব কিন্নরে ॥২৭
এতক্ষণে তোমা পানে চাছিল[১] দেখিয়া।
আমাকে দেখিয়া নারী ভজিবে আসিয়া ॥২৮
যদি ভজমানা তুমি হইতা আমারে।
তবে সৈন্য বধ দোষ ক্ষেমিওঁ[২] তোমারে ॥২৯
এখন দেখিন তুঞি অতি দুষ্ট নারী।
অপমান করি এবে সমরে সংহারি ॥৩০
কমললোচন কহে শুন দৈত্যপতি।
ভবানী নিন্দিলে কন্ধ যায় শীঘ্র গতি ॥৩১
জন্মে জন্মে সেবা করি অম্বিকাচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভনে কমললোচনে ॥৩২

১। চাছিল—চাহিছিল, চাহিতেছিলাম।
২। ক্ষেমিওঁ—ক্ষেমিতাম, ক্ষমিতাম।

নবাধিকশততম অধ্যায়

নিশুম্ভ দৈত্যের রাজা রুষিলা সমরে।
অভয়াকে নিন্দা করি ধনু নৈল করে ১॥
ধনুতে টঙ্কার দিয়া পূরে সিংহনাদ।
ত্রিভুবন কাঁপাইল ন্যাগে পরমাদ ॥২
আকর্ণ পূরিয়া বীর নানা শর মারে।
বীর দর্পে এড়ে বাণ অম্বিকা উপরে ॥৩
ধনুতে টঙ্কার দিয়া পূরে সিংহনাদ।
স্বর্গে দেবলোক সভে গণে পরমাদ ॥৪
বাণ বৃষ্টি করিয়া আইল রণ স্থল।
শরজালে অন্ধকার কৈল মহাবল ॥৫
চাপে এক ছাড়ে লক্ষ কোটি হয়া চলে।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে পড়ে বৈরীর উপরে ॥৬
হেন অস্ত্র কোটি কোটি ছাড়ে মহাবল।
ঘোর অন্ধকার কৈল গগন মণ্ডল ॥৭
নানা অস্ত্র মারে বীর নাহি সমাধান।
চক্ষের নিমিষে ছাড়ে কোটি কোটি বাণ ॥৮
ত্রিভুবন কাঁপে দেখি নিশুম্ভ সমরে।
জলধরে চন্দ্র সূর্য্য লুকাইল ডরে ॥৯
দৈত্যের বিক্রমে ইন্দ্র আদি দেবগণ।
ভয় পায়া অম্বিকারে করিছে স্তবন ॥১০
মধুপানে আনন্দিত বসিছে ভবানী।
হেন কালে দেবগণে কৈল স্তুতিবাণী ॥১১
দৈত্যশরে অম্বিকারে কি করিতে পারে।
অন্ধকার করি মাত্র থাকয়ে উপরে ॥১২

ভকত-বৎসলা দুর্গা আঁখি ঠার দিল।
মাতৃগণ দৈত্যবাণ কাটিয়া পাড়িল ॥১৩
প্রহরণ কাটা গেল দেখিল অসুরে।
মহাকোপ হৈল বীর প্রকাণ্ড শরীরে ॥১৪
তর্জ্জন গর্জ্জন করি বলিল উত্তর।
দন্তে ওষ্ঠ চাপি চলে করিতে সমর ॥১৫
দক্ষিণ করেত নিল মহাখড়গ খান।
বাম করে চর্ম্ম ধরে প্রহর প্রমাণ ॥১৬
দন্ত কড় মড়ি বীর ধাইল সমরে।
মহাক্রোধে খড়গ মারে সিংহের উপরে ॥১৭
কুসুমের মাল্য যেন দেন ভক্ত জনে।
এমত কেশরী অঙ্গে পড়ে খড়গ খানে ॥১৮
তবে দেবী কোদণ্ডে যুড়িল খুরবাণ।
কাটিয়া ফেলিলা চর্ম্ম আর খড়গখান ॥১৯
খড়গ চর্ম্ম ব্যর্থ হৈল দেখিয়া অসুরে।
দেবীর উপরে দৈত্য শক্তি ফেলি মারে ॥২০
এমত দেখিয়া দুর্গা চক্রপাণি হয়া।
ঈষৎ হাসিয়া চক্র মারে পাকাইয়া ॥২১
খণ্ড খণ্ড কৈল শক্তি চক্রের প্রহারে।
পালটি আইল চক্র অভয়া গোচরে ॥২২
শক্তি কাটা গেল হেন অসুরে দেখিয়া।
থর থর কাঁপে বীর ক্রোধযুক্ত হয়া ॥২৩
তবে ত নিশুম্ভ রাজা শূল ছাড়ে রণে।
অভয়া নাশেন শূল মুখটি[১] তাড়নে ॥২৪

১। মুখটি—মুকুটি—মুষ্টি।

পুনরপি ধায় দৈত্য গদা হাতে লয়া।
সেহি গদা ভস্ম কৈলা ত্রিশূল ছাড়িয়া ॥২৫
কুঠার লইয়া ধায় নিশুম্ভ রাজনে।
কুঠার কাটিল দুর্গা ছাড়ি দিব্যবাণে ॥২৬
তবে দুর্গা বাম করে কোদণ্ড লইয়া।
নিশুম্ভ উপরে ছাড়ে ক্রোধ যুতা হয়া ॥২৭
দেবীর হাতের বাণ বজ্র হেন জানি।
নিশুম্ভ জর্জ্জর বাণে করিলা ভবানী ॥২৮
বিকল অসুর বাণে রক্ত বহি যায়।
বল শেষ হইল নিশুম্ভ বীর তায় ॥২৯
কোদণ্ড ধরিতে তার হাতে নাহি বল।
দুর্গার প্রহারে বীর হইল বিকল ॥৩০
বাণে বাণে জর্জ্জর নিশুম্ভের শরীর।
এক দিকে ধনু পড়ে আর দিকে তীর ॥৩১
প্রহারিলা অস্ত্র দেবী হয়া কোপ মন।
রণভূমে পড়ি বীর হরিল চেতন ॥৩২
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে নিশুম্ভ রাজন।
চণ্ডিকা-বিজয় ভনে কমললোচন ॥৩৩

দশাধিকশততম অধ্যায়

পুষ্পক রথেত থাকি শুম্ভ রাজা দেখে ॥
নিশুম্ভ পড়িল রণে তাহার অগ্রেতে।১
প্রাণের দোসর ভাই হরিল চেতন।
মহাকোপ হৈল দেখি দৈত্যের রাজন ॥২

নিশুম্ভ নিকটে রাজা গেলা তরাতরি।
ভায়ের পানে চায় রাজা এক দৃষ্ট করি ॥৩
দেবীর প্রহারে তার জর্জ্জর শরীরে।
পড়িছে নিশুম্ভ রাজা মহীর উপরে ॥৪
রণভূমে অসুরের নাহি যায় প্রাণ।
মূর্চ্ছাগত হয়া বীর হরিয়াছে জ্ঞান ॥৫
শুম্ভ রাজা তোলে তাখে কোলেত করিয়া।
অস্ত্র সভ খসাইল নিজ রথে লয়া ॥৬
নিশুম্ভের সারথি আইল রথ লয়া।
সেহি রথে তুলি তাখে দিল পাঠাইয়া ॥৭
সুহৃদের তাপে রাজা অগ্নি জ্বলিল।
মহাকোপে দৈত্যরাজ সমরে চলিল ॥৮
শুম্ভরাজা পরিছেন রণের অভরণ।
কোপবান হয়া যায় করিবারে রণ ॥৯
শক্তি লয়া ধাইল অসুর মহাবল।
চপলা সঞ্চারে চলে অসুর প্রবল ॥১০
পুষ্পক বিমানে বীর ধাইল ত্বরিতে।
কোপে রাঙ্গা হয়া ধায় দেবীকে মারিতে ॥১১
এমত দেখিয়া দেবী দুর্গতি-নাশিনী।
ঈষৎ হাসিয়া মাতা করে শঙ্খধ্বনি ॥১২
তবে কোন কর্ম্ম করে অভয়দায়িনী।
আপনার ধনু হাতে লইলা তখনি ॥১৩
তাহাতে টঙ্কার ধ্বনি গগন নির্ঘাত।
অসুরের কর্ণে যেন বাজে বজ্রাঘাত ॥১৪
তবেত অভয়া দুর্গা করে ঘণ্টানাদ।
দিগন্তর পূরে লোকে গণে পরমাদ ॥১৫

সমরে অমর রিপু নির্ব্বল করিতে।
পরচণ্ড শব্দ ডাক ছাড়িলা হরিতে ॥১৬
সিংহের শুনিয়া ডাক মাতঙ্গ সকল।
ভয়ে পলাইল সভে ছাড়ি রণস্থল ॥১৭
তবেত ভবানী দেবী কোন কর্ম্ম কৈল।
মহাশব্দ করি দেবী গগনে উঠিল ॥১৮
তেমতি গগন হইতে আস্ফালিয়া পড়ে।
অবনী তাড়িল দেবী করের চাপড়ে ॥১৯
সেহিত চাপড় শব্দ হৈল ঘোরতর।
কম্পমান হৈল শুম্ভ রাজের অন্তর ॥২০
দুর্গার নিকটে অতি ঘোর শব্দ হৈল।
স্বর্গ পাতাল পৃথ্বী কাঁপিতে নাগিল ॥২১
রিদ্ধি সিদ্ধি মুনিগণ ছাড়িল ধেয়ান।
মনে ভয় পায়া রাজা কাঁপিছে পরাণ ॥২২
অন্তরে ভাবিছে রাজা সমরে প্রমাদ।
মুখের ভরমে রাজা পূরে সিংহনাদ ॥২৩
মহাবলবান দৈত্য শুম্ভ রাজন।
সিংহনাদে পূরাইল এ তিন ভুবন ॥
শক্তি ফেলি মারে রাজা দেবীর উপরে।২৪
অস্ত্র তেজে দীপ্ত করে দিগ দিগন্তরে ॥২৫
এমত দেখিয়া দুর্গা শূল ছাড়ি দিলা।
অসুরের অস্ত্র কাটি দূরেতে ফেলিলা ॥২৬
তবে শুম্ভ অসুর ধনুক লয়া হাতে।
সহস্রে সহস্রে বাণ এড়ে আস্তে ব্যস্তে ॥২৭
তবেত ভবানী দেবী ভয় বিনাশিনী।
নিজ অস্ত্রে দৈত্য অস্ত্র কাটে নারায়ণী ॥২৮

আর দশ বাণ ছাড়ে রাজার উপরে।
নিজ অস্ত্রে কাটিয়া পাড়িল শুম্ভাসুরে ॥২৯
ত্রিভুবনে ব্যর্থ নহে ভবানীর শর।
হেন অস্ত্র কাটে রণে দৈত্যের ঈশ্বর ॥৩০
মুনি বলে শুন রাজা কহি যে তোমারে।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ শুম্ভের সোসরে ॥৩১
নানা পূজা নানা তপে শিব আরাধিল।
প্রিয় ভক্ত বলিয়া মহেশে দয়া কৈল ॥৩২
মহাবলবান রাজা শিবে দিলা বরে।
তে কারণে দেবীর বাণ কাটিল অসুরে ॥৩৩
বাণ কাটা গেল দুর্গা হৈলা কোপমন।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচন ॥৩৪

একাদশাধিকশততম অধ্যায়

বাণ ব্যর্থ হৈল যদি সংগ্রাম ভিতর।
মহাকোপ হয়া দুর্গা কাঁপে থর থর ॥১
রক্ত বর্ণ হৈল দুর্গার এ তিন নঞান।
মহা শূল লয়া দেবী পূরিল সন্ধান ॥২
এড়লেন শূল দেবী অসুর উপর।
অতি দীপ্তবান শূল দেখি ভয়ঙ্কর ॥৩
দেবীর শূলের তেজে নাশে অন্ধকারে।
অস্ত্র দেখি শুম্ভরাজা আপনা পাসরে ॥৪

মনে ভয় পায়া রাজা নানা অস্ত্র ছাড়ে।
চক্ষের নিমেষে অস্ত্র কোটি কোটি এড়ে ॥৫
মন্ত্রে তন্ত্রে এড়ে বাণ শূলেকে কাটিতে।
সর্ব্ব অস্ত্র ভস্ম হৈল শূলের তেজেতে ॥৬
এমত দেখিয়া রাজা চিন্তিত অন্তরে।
এড়াইতে নারে বাণ বাজিল নির্ভরে ॥৭
বাণ খায়া শুম্ভ রাজা পড়িল ভূমিতে।
আপনা পাসরি বীর হইল মূর্চ্ছিতে ॥৮
অথাতে নিশুম্ভ রাজা পাইল চেতন।
সারথিকে বোলে দৈত্য তর্জ্জন বচন ॥৯
নারীর সমরে মোরে পাঠিল রাজন।
রথ লয়া এথা বেটা আইলু কি কারণ ॥১০
এত শুনি সারথি করিল যোড় কর।
সেহি কথা কহি রাজা অবধান কর ॥১১
দেবীর প্রহারে তুমি হইলা মূর্চ্ছিত।
তাহা দেখি শুম্ভ রাজা ধাইল তুরিত ॥১২
তেঁহো আজ্ঞা কৈলে মোখে তোমাকে লইতে।
রথ লয়া তে কারণে আইল এথাতে ॥১৩
নিশুম্ভ শুনিল যদি এতেক উত্তর।
প্রলয়ের অগ্নি হেন জ্বলে দৈত্যেশ্বর ॥১৪
সারথিকে বোলে রথ চালাহ সত্বর।
অঙ্গনা মারিব আজি করিয়া সমর ॥১৫
সহস্র হস্তীর রথ চলায় সারথি।
চঞ্চল সুঞ্চারে রথ গেল শীঘ্রগতি ॥১৬
সমরে মূর্চ্ছিত শুম্ভ নিশুম্ভে দেখিল।
প্রচণ্ড নিশুম্ভ বীর কোপেতে জ্বলিল ॥১৭

কোপে রাজা হইল নিশুম্ভ রাজ্যেশ্বরে।
কোদণ্ডে টঙ্কার দিয়া সিংহনাদ পূরে ॥১৮
মহাকোপ করি বীর রণে আগুসারে।
নানা অস্ত্র লয়া বীর রুষিল সমরে ॥১৯
দেবী সিংহ কালিকা সমরে তিন জন।
নিশুম্ভ অসুরে করে বাণ বরিষণ ॥২০
হেন কালে শুম্ভ রাজা পাইল চেতন।
খড়্গ লয়া ধায় রাজা করিবারে রণ ॥২১
নিশুম্ভের পানে দৃষ্টি পড়িল তখন।
কহিল নিশুম্ভ তুমি ক্ষেমা কর রণ ॥২২
নিশুম্ভ কহিল রণে ধরিব অঙ্গনা।
আজি রাজা দেখ তুমি মোর বীরপণা ॥২৩
নিশুম্ভের এত বাক্য শুনি শুম্ভ রাজে।
পুষ্পকে থাকিয়া রাজা দেখে যুদ্ধ কাজে ॥২৪
তবেত নিশুম্ভ বীর রণে আগুসার।
নানা অস্ত্র এড়ে রাজা দেবীর উপর ॥২৫
শেল শূল গদা ডাঙ্গ মুষল মুদ্গর।
খরশান খড়্গ মারে শক্তি তোমর ॥২৬
বড় বড় শেল মারে ত্রিফলিয়া বাণ।
জাঠি ঝগড়া মারে কামান ক্রেপান ॥২৭
নারাজ তিল্লুক মারে দেবীর উপর।
শক্তি পাশ বজ্র চক্র এড়ে বীরবর ॥২৮
দিব্য শেল এড়ে আর খড়্গ এক ধারা।
দেবীর উপরে মারে জাঠি ঝগড়া ॥২৯
অভয়ার চরণে মজুক মোর চিত।
চণ্ডিকা-বিজয় গান মধুর সঙ্গীত ॥৩০

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়

নিশুম্ভ কোপিত হয়্যা মারে যত বাণ।
অভয়া ভবানী তাথে নাহি বস্তু জ্ঞান ॥১
মধুপান করি দেবী রাঙ্গা তিন আখি।
হেন কালে নিশুম্ভেক সমুখেত দেখি ॥২
কোপবতী হৈলা দেখি দেবী নারায়ণী।
অসুরের অস্ত্র কাটি ফেলিলা তখনি ॥৩
তবেত নিশুম্ভ রাজা কোপ মন হৈল।
গদা ডাঙ্গ হাতে করি সমরে ধাইল ॥৪
দেবীর উপরে গদা কোপে ফেলি মারে।
অভয়া কাটিল গদা খড়্গের প্রহারে ॥৫
তবেত অসুর বীর শক্তি এড়িল।
ত্রিশূল এড়িয়া দুর্গা শক্তি বিনাশিল ॥৬
নিশুম্ভ অসুর বীর শূল হাতে করি।
অতি কোপে এড়ে শূল দেবীর উপরি ॥৭
এমত দেখিয়া দুর্গা নিজ শূল এড়ে।
শূল কাটি অসুরের বাঝিল নির্ভরে ॥৮
হৃদয় বাঝিয়া শূল পৃষ্ঠে হৈল পার।
নিশুম্ভ পড়িল রণে দেখি অন্ধকার ॥৯
বজ্রের অধিক শূল অভয়ার জানি।
হেন শূলে নিশুম্ভের না গেল পরাণি ॥১০
ক্ষণেক থাকিয়া বীর শূল সম্বরিয়া।
থাক থাক বোলে দৈত্য দেবীকে ডাকিয়া ॥১১

এমত শুনিয়া দুর্গা ঈষৎ হাসিলা।
মহাখড়গ লয়া দেবী সমরে রুষিলা ॥১২
সেহি তীক্ষ্ণধার খড়গ অগ্নি অবতার।
নিশুম্ভেক অভয়া দিলেন টিটিকার ॥১৩
কেশরী বাহনে দেবী নিশুম্ভেক ধায়া।
রণভূমে তাহাকে পাড়িল মহামায়া ॥১৪
মুণ্ড কাটি পাড়ে দুর্গা দিয়া খড়গ কোপে।
পড়িল নিশুম্ভ রাজা গেল শিবলোকে ॥১৫
নিশুম্ভ পড়িল যদি সংগ্রাম ভিতর।
তাহা দেখি শুম্ভ রাজা হইলা ফাঁফর ॥১৬
সুহৃদের শোকে রাজা হইলা বিকল।
অচেতন হয়া পড়ে রথের উপর ॥১৭
নিশুম্ভ পড়িল রণে দেখি সর্ব্ব জন।
তবে কোন কর্ম্ম করে দেবী সেনাগণ ॥১৮
নানা অস্ত্র লয়া ধায় যত মাতৃগণে।
দেবীগণে মিলি করে সেনা বিনাশনে ॥১৯
ভবানীর সিংহ পড়ে সেনার মাঝার।
নানারূপে দৈত্যগণ করয়ে সংহার ॥২০
নখে বিদারিল কাখো নাথিতে মারিল।
বড় ডাক শুনি কেহ পরাণ ত্যাজিল ॥২১
তবেত কালিকা মাতা সমরে সত্বরে।
সেনাগণ ধরি ধরি গালে কালী পুরে ॥২২
হস্তী ঘোড়া দৈত্য আর কোটি কোটি রথ।
চক্ষের নিমিষে কালী করে অন্তর্গত ॥২৩
শিব দূতী ধাইল লইয়া শিবাগণ।
ধায়া ধায়া ধরিয়া খাইছে দৈত্যগণ ॥২৪

এইরূপে দেবীগণ অসুর বিনাশে।
কথো দৈত্যগণ মৈল সমর তরাসে ॥২৫
শিব দুতী:শিবাগণ সিংহ আর কালী।
অসুর ভক্ষণ করে হয়া এক মেলি ॥২৬
ক্ষণেকে চেতন পায়া শুম্ভ দৈত্যেশ্বর।
ভাইয়ের শোকেত রাজা হইল কাতর ॥২৭
কান্দিতে নাগিল রাজা বিষাদ ভাবিয়া।
গড়া গড়ি যায় রাজা পুষ্পকে পড়িয়া ॥২৮
শুদ্ধ সদাচার দ্বিজ যদুনাথ নাম।
কমল লোচন তার সুতের আখ্যান ॥২৯
দোহাকার গতি মতি অম্বিকা চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥৩০

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়

নিশুম্ভ পড়িল রণে, দেখি শুম্ভ রাজনে,
ভায়ের শোকে হইল জর্জ্জর।
পুষ্পক হইতে নামি, চলিল সংগ্রাম ভূমি,
কান্দে বীর হইয়া কাতর ॥১
শুনহে নিশুম্ভ ভাই, আইনু তোমার ঠাই,
কেন মোখে না দেহ উত্তর।
প্রাণের দোসর তুমি, যত কার্য্য করি আমি,
তোমা বিনে সকল বিফল ॥২
তোর ভয় ত্রিভুবন, কম্পমান সর্ব্ব জন,
সংগ্রামেত কেহ নহে স্থির।

মর্ত্ত্যপুরে যত জন, ভ্রমিয়া করিলা রণ,
জিনিলে যতেক যোদ্ধা বীর ॥৩
পাতালের যত লোক, সভাকারে দিয়া শোক,
রসাতল বাসীকে জিনিলে।
অমরাতে যত জন, ভয় পায়্যা অনুক্ষণ,
সুরপুরী সভে ছাড়ি দিলে ॥৪
বহু মূল্য যত ধনে, দিল সভে ত্রিভুবনে,
কেবল তোমার ভয় পায়্যা।
পরাজিলে সুরপতি, স্বর্গে কৈলে শচীপতি,
আমা তবে হইয়া সদয়া ॥৫
এবে তোর দেখি মায়া, আমারে ছাড়িলে দয়া,
কেন মোখে না দেহ উত্তর।
এ শোক সাগরে ভাসি, প্রাণ মোর যায় খসি,
শুন ভাই যোদ্ধা বীর বর ॥৬
কোথা ছিল দুষ্ট নারী, কে আনিল হিমগিরি,
কহে সব অহঙ্কার বাণী।
সহিতে নারিন আমি, অনুমতি দিলে তুমি,
অঙ্গনা আনিতে রণ জিনি ॥৭
প্রচণ্ড যুঝারগণ, জিনে যেহি ত্রিভুবন,
আমার যতেক সেনাগণে।
এহি নারী দুষ্টগণ, জিনিল করিয়া রণ,
দৈত্য সেনা পাইল শমনে ॥৮
তোমাকে সংহতি করি, আসি হিমালয় গিরি,
এথাতে তোমাকে হারাইল।
এহি নারী দুষ্ট গণে, ছাড়ি নানা প্রহরণে,
তোমাকে শমনে ভেট দিল ॥৯

আমি হৈন একেশ্বরি, কোন কার্য্যে প্রাণ ধরি,
এবে মোর জীবন বিফল।
আইলা লাভের আশে, সঙ্গে লয়া দৈত্যবংশে,
হরি হর ডাকা পৈল মুল ॥১০
শুনহে সুহৃদ জন, প্রতিজ্ঞা মোর বচন,
এ শোক সাগরে প্রতিকার।
আগে করি মহারণ, কাটিয়া রমণীগণ,
শুঝিব[১] তোমার এহি ধার ॥১১
কুণ্ড করি আনলে, কি ভক্ষি হলাহলে,
প্রাণ আমি অবশ্য ছাড়ি।
যেন তোখে নারীগণে, যেন মোখে মারে রণে,
তবে আমি মৃত্যুঞ্জয় পাব ॥১২
এতেক বিলাপ করি, শোক সিন্ধি পরিহরি,
আপনা সম্বরে বীরবর।
পুষ্পক বিমানে চড়ি, সমর সন্ধান করি,
নিজ দেহ হইল সত্বর ॥১৩
অম্বিকা স্তবন বাণী, মার্কণ্ড পুরাণ জানি,
যত শ্লোক পূর্ণ সপ্ত শত।
নিশুম্ভের নিপাতনে, হইল ভবানী রণে,
ভূণে দুর্গা সেবি অবিরত ॥১৪
ঘোড়াঘাট সরকার, আন্দুয়া পরগণা তার,
দিল্লীশ্বর সূতের জাগির।
চতুর্দ্ধারী মুসলমান, পুরাণের নাহি মান,
বৈসে দ্বিজ ঘর্ঘটের তীর ॥১৫

১। শুঝিব—শুধিব

চড়খা বাড়ীতে ঘর, যদুনাথ বংশধর,
নাম শ্রীকমললোচন।
অম্বিকার কৃপালেশে, চণ্ডিকা-বিজয় ভাসে,
শিরে ধরি শ্রীনাথের চরণ ॥১৬

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়

নিশুম্ভ পড়িল যদি দেবীর সমরে।
বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা শুম্ভাসুরে ॥১
আপনা সম্বরে রাজা হয়া সচকিতে।
সমর সমাজে রাজা চাহে চারি ভিতে ॥২
অক্ষৌহিণী বাহাত্তর সেনা রঙ্গে সাজি।
মহাযোদ্ধা দৈত্যগণ ত্রিভুবন ঘোষি ॥৩
অক্ষৌহিণী ছত্রিশ আইল বাদ্যভাণ্ড।
রামাগণ মিলি তাথে কৈল লণ্ডভণ্ড ॥৪
তাহার একটী নাহি দেখি রণস্থলে।
সকল নিপাত হৈল যত দৈত্য বলে ॥৫
রণস্থলে দেখি রাজা কর্দ্দম সকল।
অসংখ্যাত তাহাতে ভ্রমিছে শিবাদল ॥৬
অস্থি মাংস রক্ত আর কাটা অস্ত্র তাথে।
দণ্ড ধ্বজ বাদ্য ভাণ্ড যুদ্ধ ঘরা রথে ॥৭
ইহাতে কর্দ্দম হৈল কি বুলিব তাহে।
গিরি তলে মহানদী হয়া রক্ত বহে ॥৮
সাগর সমান নদী দেখি ভয়ঙ্কর।
তাহাতে বহুত সেনা ভাসে নিরন্তর ॥

সমর সহিতে নারে যত দৈত্যগণে।
পলাইল যতেক সেনা ভয় পায়া মনে ॥১০
সেহি ভাঙ্গ সেনা বহু ডুবিল সাগরে।
যেহি দৈত্য জিয়ে তারা ভাসে নিরন্তরে ॥১১
রথ রথী ভাসে আর যোদ্ধা সেনাগণ।
বাদ্য ভাণ্ড দৈত্য সেনা গজ তুরঙ্গম ॥১২
রণ স্থলে হেন মত দেখে শুম্ভ রায়।
প্রচণ্ড অসুর রাজা মনে ভয় পায় ॥১৩
মনে মনে চিন্তে রাজা কি করি উপায়।
যুঝিলে নারীর সহে অবশ্য আপায়[১] ॥১৪
সমর করিব যদি নারীগণ শুনে।
মারিবে আমাকে মিলি সব নারীগণে ॥১৫
যদ্যপি না করি রণ যাই পলাইয়া।
সকল অঙ্গনা মিলি ধরিবে ধাইয়া ॥১৬
এতেক চিন্তিয়া রাজা কহে উচ্চ স্বরে।
কমল বচন কহে দুর্গা বরাবরে ॥১৭
শুনহে রমণী দুষ্টা আমার বচন।
দৈত্য সেনাগণ আমার করিলে নিধন ॥১৮
আমার সুহৃদ নাশ করিলে সমরে।
আর যত দৈত্যগণ প্রচণ্ড যুঝারে ॥১৯
ত্রিভুবন জিনিলেক যেহি দৈত্যগণে।
তাহাকে সমরে তুমি কৈলে নিপাতনে ॥২০
অঙ্গনা মিলিয়া কৈলে এমত সংগ্রাম।
ত্রিভুবনে না থুইলে দৈত্য সেনা নাম ॥২১

১। আপায়—অপায়—বিপদ, মরণ।

যত যোদ্ধা নারীগণ আহুরি[১] আনিঞা।
আমার সহিতে রণ করিলে আসিয়া ॥২২
মোর সহে রণ যদি কর একেশ্বরী।
তবে তোর অব্যাহতি নাহি দুরাচারী ॥২৩
সেনাগণ মধ্যে যেন আমি একেশ্বরে।
তেন একেশ্বরী তোখে পাইয়ে সমরে ॥২৪
তবেত আমার রণ দেখ পরচণ্ড।
সবাহনে কাটি তোক করোঁ খণ্ড খণ্ড ॥২৫
আমার প্রহারে তোর নাহি অব্যাহতি।
তোর প্রহারে মোর নহে কুশকতি[২] ॥২৬
ত্রিভুবন কাঁপে দেখি কোদণ্ড আমার।
তোঁহো[৩] যে অবলা নারী বিদিত সংসার ॥২৭
ত্রিভুবনে বৈসে যত যোদ্ধা নারীগণ।
সভাকে আনিলে তুমি করি আমন্ত্রণ ॥২৮
তা সভার বলে তুমি কর মহাদম্ভ।
সমরে বেড়িয়া বধ করিলে নিশুম্ভ ॥২৯
দুরাচারী রামা তুমি নহ শিষ্টাশয়।
পরবল লয়া যুঝি করিলে প্রলয় ॥৩০
পর বল লয়া তুমি কর অহঙ্কার।
সমরে বধিলে মোর প্রচণ্ড যুঝার ॥৩১
একেশ্বরী সমরে তোমার লাগি পাই।
এক বাণে মুণ্ড কাটি দূরেত ফেলাই ॥৩২

১। আহুরি—আহরি—নিমন্ত্রিয়া।
২। কুশকতি—কুশক্ষতি, কুশ দ্বারা আঘাত।
৩। তোঁহো—তুহুঁ, তুমি।

মাতৃগণ লয়া দুর্গা বসিছে দেয়ানে[১]।
মধুপানে মত্ত সব আনন্দ বয়ানে ॥৩৩
ডাকিনী যোগিনী শিবা কত অক্ষৌহিণী।
মধুপানে মত্ত হৈল অভয়া ভবানী ॥৩৪
রক্ত মাংস মধুপান করি নিরন্তরে।
মহা মত্ত হয়া শিবা নানা রব করে ॥৩৫
হেন কালে শুম্ভ রাজা কহে কত ভাতি[২]।
তাহা সব শুনিলেন দুর্গা ভগবতী ॥৩৬
অম্বিকাচরণে মজুক মোর চিত।
চণ্ডিকা-বিজয় গান মধুর সঙ্গীত ॥৩৭

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়

অসুরের এত বাক্য শুনিয়া ভবানী।
ঈষৎ হাসিয়া মাতা কহে কিছু বাণী ॥১
অভয়া কহিল হে শুনহ দুষ্ট জনে।
পর বল লয়া যুঝি এহি তোর মনে ॥২
এক হৈতে নানা মূর্ত্তি হৈল প্রয়োজনে।
কনকের বেসু[৩] তাহা পূর্ব্বে নহে মনে ॥৩
শুনহে অসুর দুষ্ট দুরাচার জন।
যত মূর্ত্তি দেখ তুমি এ তিন ভুবন ॥৪
আমা বিনে যত দেখ কিছু নহে আন।
সর্ব্ব রূপ ধরি আমি শুনহে রাজন ॥৫

১। দেয়ান—দেওয়ানে, সভায়।
২। কত ভাতি—কত জাতি ? কত রকম।
৩। বেসু—অলঙ্কার বিশেষ।

আপ্ত বল পর বল তোখে জানাইব।
তবে সে সময়ে আজি তোমাকে মারিব ।৬
অভয়া কহেন যদি এতেক বচন।
নিজ নিজ স্থানে সব রহে মাতৃগণ ॥৭
ভুরুর মধ্যে কালী কৃষ্ণ ফোটা হয়া।
ভবানী ললাটে পুন রহে সম্বরিয়া ॥৮
কৌশিকী হইয়াছিল অঙ্গকোষ হৈতে।
রহিলা কৌশিকী দেবী শরীর সেকিতে[১] ॥৯
নাভি কমলে স্থান ব্রহ্মাণী দেবতা।
সেহি স্থানে বসতি করিল সেহি মাতা ॥১০
হৃদি মধ্যে বৈষ্ণবী রহিল কুতূহলে।
আনন্দে রহিলা মাতা আপন মহলে ॥১১
তবে মহেশ্বরী দেবী ললাট মহলে।
নিজ স্থানে পাইয়া দেবী রহে কুতূহলে ॥১২
বাহু বামে রহিলেন বারাহী দেবতা।
স্বস্থান পাইয়া দেবী রহিলেন তথা ॥১৩
নখা উধা[২] নারসিংহী নৃসিংহবাহিনী।
অভয়ার পদতলে বসিলা আপনি ॥১৪
কার্ত্তিকী মাতৃকা দেবীর বাম পাশে বৈসে।
ইন্দ্রাণী রহিলা দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে ॥১৫
তবেত চণ্ডিকা মাতা তেজময় হয়া।
শরীরে প্রবেশ কৈলা শিবাগণ লয়া ॥১৬
ডাকিনী যোগিনী আর যত যত ব্যক্তি।
অনন্ত নায়িকা দেবী অনন্ত মুরতি ॥১৭

১। সেকিতে—কোষে, বোধ হয় লিপিকর প্রমাদ; কোষেতে পাঠ হইবে। ২। নখাউধা—নখায়ুধা।

যার যেমত স্থান অভয়ার অঙ্গে।
নিজ স্থানে প্রবেশ করিল সবে রঙ্গে ॥১৮
যতেক বাহনগণ হরসিতে মিশায়।
যাহার যেহি অস্ত্র তাহা অস্ত্রেত লুকায় ॥১৯
এহিমত দেবীগণ হৈল সভে লীন।
যতেক বাহন আর যত প্রহরণ ॥২০
শুম্ভেক কহেন দেবী শুনরে বর্ব্বর।
অনন্ত মুরতি আমি ত্রৈলোক্য ভিতর ॥২১
এথাতে দেখিলে তুমি অলপ মুরতি।
তাহা লীন কৈল আমি শুন পাপমতি ॥২২
তোমার বাঞ্ছিত যোদ্ধা হৈলাও এখন।
এবে করি তোমা আমাতে ঘোর রণ ॥২৩
ত্রিভুবনে দুঃখ দিলে হইয়া প্রবল।
আমার হাতেত আজি পাবে প্রতিফল ॥২৪
দেবতার মনোদুঃখ সব হবে দুর।
সমরে তোমার আজি দর্প হবে চুর ॥২৫
এমত দেখিয়া দৈত্য রাজা মহাবীর।
বিস্ময় ভাবিয়া রহে প্রকাণ্ড শরীর ॥২৬
মনে মনে ভাবে রণে নাহি অব্যাহতি।
সমরে নাশিবে মোখে এহি পাপমতি ॥২৭
জিনিতে নারিব নারী জানিলাম মনে।
অবশ্য পড়িব রণে অঙ্গনার বাণে ॥২৮
পলাইতে স্থান নাহি এ তিন ভুবন।
যে হৌক সে হৌক আজি করোঁ ঘোর রণ ॥২৯
কোটি পরণাম করি অম্বিকাচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুনে কমললোচনে ॥৩০

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়

সর্ব্বলীলা সম্বরিয়া আদ্য সনাতনী।
কহিতে লাগিল শুন দৈত্য দুষ্টমণি ॥১
তোমাকে বুলি যে দুরাচার শুম্ভবীর।
আমার সমরে যদি হৈতে পার স্থির ॥২
বোলা বুলি দোঁহার বাড়িল ক্রোধ ভার।
সমর করিতে দেবী দৈত্য আগুসার ॥৩
পশিলা সমরে যদি দেবী দৈত্য জন।
অসুরের নামে কাঁপে এ তিন ভুবন ॥৪
মনে মনে চিন্তিত যতেক দেবগণ।
আকাশ বিমানে আদি সহস্র লোচন ॥৫
প্রচণ্ড অসুর এহি নানা মায়া ধারী।
তাহার সহিত রণ দেবী একেশ্বরী ॥৬
আজি রণে হয় যদি দুষ্টাসুর নাশ।
সুখে দেবগণ তবে করে স্বর্গে বাস ॥৭
পাপিষ্ঠ অসুর যদি রণে নহে ক্ষয়।
আছুক অমরাবাস অরণ্য প্রলয় ॥৮
এথা এত যুক্তি চিন্তে যত দেবগণ।
দেবী দৈত্য করে অথা বাণ বরিষণ ॥৯
মহা গদা এড়ে দৈত্য দেবীর উপর।
বাণে গদা কাটি মাতা ফেলে দিগন্তর ॥১০
তবে চোখ চোখ বাণ এড়ে শুম্ভরাজ।
সেহি বাণ কাটে দেবী সমর সমাজ ॥১১

তবে শেল তোলে রাজা বল কুতূহলে।
ঝাকিলেক[১] মহাশেল নিজ ভুজবলে ॥১২
পাকায়া এড়িল শেল বোলে পড় পড়।
আকাশে চিন্তিত হৈল দেব পুরন্দর ॥১৩
আইসে দৈত্যের শেল অগ্নি পড়ে ঝাকে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে দেবী কাটিল তাহাকে।১৪
শেল কাটা গেল শুম্ভ অগ্নি হেন জ্বলে।
প্রকাণ্ড মুদ্গর তুলি এড়ে মন্ত্র বলে ॥১৫
ভীমা ভগবতী দেবী সমরে প্রচণ্ড।
বাণে কাটি মুদ্গর করিল খণ্ড খণ্ড ॥১৬
মহাক্রোধ হৈল বীর শুম্ভরাজেশ্বর।
ধনুক টঙ্কারে পূরে দিগদিগন্তর ॥১৭
নানা অস্ত্র এড়ে বীর দেবীর উপর।
মহাক্রোধে বাণ বৃষ্টি করে নিরন্তর ॥১৮
শরজাল করে রাজা দেবীর উপর।
সপ্তভেদী বাণ এড়ে আর ফণাধর ॥১৯
চাপে এক ছাড়ে লক্ষ কোটি হয়া চলে।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে পরে বৈরীর উপরে ॥২০
হেন অস্ত্র কোটি কোটি এড়ে দৈত্যেশ্বর।
আকাশ ছাইয়া চলে অসংখ্যাত শর ॥২১
নানা প্রহরণ ছাড়ে নাহি সমাধান।
চক্ষের নিমেষে পরে কোটি কোটি বাণ ॥২২
গদা ডাঙ্গ মারে আর মূষল মুদ্গর।
কামান কৃপাণ মারে দেবীর উপর ॥২৩

১। ঝাকিলেক—কম্পিত করিল।

বন্দুক গোরাপ মারে ত্রিফলিয়া বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া মারে করিয়া সন্ধান ॥২৪
শেল শূল মারে আর খড়গ এক ধারা।
বৈরী সংহার এড়ে জাঠি ঝগড়া ॥২৫
নানা অস্ত্র মারে দৈত্য মহাকোপমনে।
বীর দর্প করি ছাড়ে নানা প্রহরণে ॥২৬
এ মত দেখিয়া দুর্গা অসুরের রীত।
নিজ ধনু হাতে দেবী লইলা ত্বরিত ॥২৭
ধনুগুর্ণ সম্মার্জ্জিয়া পূরিল টঙ্কার।
সিংহের প্রচণ্ড নাদে কাঁপিল সংসার ॥২৮
আকর্ণ পূরিয়া দুর্গা দিব্য শর ছাড়ে।
দৈত্যের সকল শর কাটি দূরে পাড়ে ॥২৯
অর্দ্ধ চন্দ্র বাণ দেবী সন্ধান পূরিয়া।
শুম্ভের ধনুক দুর্গা ফেলিল কাটিয়া ॥৩০
ধনু কাটা গেল যদি অসুর রুষিল।
মহা শক্তি হাতে করি সমরে ধাইল ॥৩১
তাহা দেখি চক্র এড়ে দেবী ভগবতী।
শুম্ভের হাতের শক্তি কাটে শীঘ্রগতি ॥৩২
করে শক্তি চক্রে কাটে দেখি দৈত্য কোপে।
মহা খড়গ হাতে লয়া করে বীর দাপে ॥৩৩
অতি দীপ্ত বাণ খড়গ সূর্য্য তেজ ধরে।
হেন খড়গ চর্ম্ম লয়া ধাইল সমরে ॥৩৪
তাহা দেখি নারায়ণী পুনঃ চক্র ছাড়ে।
শুম্ভের হাতের খড়গ চর্ম্ম কাটি পাড়ে ॥৩৫
নিজ ধনু ধরি দুর্গা দিব্য শর ছাড়ে।
রথ চাকা কাটি দুর্গা সারথিকে কাটে ॥৩৬

অৰ্দ্ধ চন্দ্র বাণে দুর্গা কাটে সব দণ্ড।
ধ্বজ ছত্র কাটি রথ কৈল খণ্ড খণ্ড ॥৩৭
ধনুর্ব্বাণ কাটা গেল রথ হইল নাশ।
নির্ভয় শরীর দৈত্য নাহি করে ত্রাস ॥৩৮
রণভূমে হাটে বীর মহা কোপ মনে।
মুদ্গর লইয়া ধায় করিবারে রণে ॥৩৯
সেহিত মুদ্গর দেবী চক্রেত কাটিল।
শুম্ভ অসুর কোপে রক্ত বর্ণ হৈল ॥৪০
মহা ক্রোধ হয়া রাজা কোন কর্ম্ম করে।
দেবীর উপরে পুনঃ বাণ বৃষ্টি করে ॥৪১
যত অসি ছিল বাণ পুষ্পক উপরে।
দেবীর উপরে বাণ এক বারে ছাড়ে ॥৪২
ত্রিগুণ জননী দুর্গা সমরে প্রচণ্ড।
অসুরের অস্ত্র কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড ॥৪৩
যত অস্ত্র ছাড়ে রণে দুরন্ত অসুর।
সর্ব্ব অস্ত্র কাটি অভয়া করে দূর ॥৪৪
রণে অস্ত্রহীন হৈল শুম্ভ দৈত্যেশ্বরে।
সর্ব্ব অস্ত্র ক্ষয় হইল দুর্গার সমরে ॥৪৫
রথ ধনু কাটা গেল অস্ত্র হৈল হীন।
মহা বেগে ধায় শুম্ভ সমরে প্রাচীন ॥৪৬
ধনুর্ব্বাণ নাহি তবু নাহি করে ভীত।
মহাকোপে ধায় শুম্ভ সমরে পণ্ডিত ॥৪৭
ধনুর্গুণে বাণ দিতে দৈত্য মহাবলে।
শুম্ভকে ধরিয়া নিল গগন মণ্ডলে ॥৪৮
আকাশে হইয়া কোপ দেবী ভগবতী।
করে চাপি ধরে দুর্গা অসুর দুর্ম্মতি ॥৪৯

দেবগণে দেখে রণ করে সুরেশ্বরী।
অসুরেক ফিরাইল চাক ভাঙুরি[1] ॥৫০
চক্রাকার ফিরাইয়া ফেলে ভূমিতলে।
তুরিতে উঠিল শুম্ভ নিজ বাহুবলে ॥৫১
পুনরপি ধায় রাজা রুষিয়া চাপড়ে।
মহাবেগে ধায় দৈত্য দন্ত কড় মড়ে ॥৫২
সমরে রুষিল দৈত্য দেখিল পার্ব্বতী।
ত্রৈলোক্য বিজয় শূল নৈল ভগবতী ॥৫৩
সেহিত শূলের তেজ প্রকাশ গগন।
মহাকোপ হৈলা দুর্গা কাঁপে ত্রিভুবন ॥৫৪
কোপেত অভয়া শূলেক মন্ত্রপূর্ণ কৈল।
অতি তেজবান শূল ততক্ষণে হৈল ॥৫৫
শূল হইতে অগ্নি পড়ে দেখি ভয়ঙ্কর।
শূল দেখি মহাভয় পায় দৈত্যেশ্বর ॥৫৬
অভয়াকে শূলপাণি দেখি দেবগণ।
মহা ভয় পায়া সভে করিছে স্তবন ॥৫৭
সেহি শূল দেখি কাঁপে এ তিন ভুবন।
টল মল করে প্রাণ যত প্রাণীগণ ॥৫৮
অম্বিকাকে স্তব করে রিদ্ধি সিদ্ধি মুনি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য [illegible]লে যতেক বৈসে প্রাণী ॥৫৯
শূল দেখি শুম্ভ রাজা হইলা ফাঁফর।
আপনা পসারে দৈত্য সমর ভিতর ॥৬০
শূল পানে চাহে রাজা দুর্গা রূপ ধ্যান।
শুম্ভ রাজা রহে যেন চিত্রের নির্ম্মাণ ॥৬১

১। রাকভাঙুর—আধুনিক উচ্চারণ "চাকভওঁরা' চাকার মত ভ্রমাইয়া, ঘুরাইয়া।

স্তম্ভের উপরে দুর্গা সন্ধান পূরিলা।
পড় পড় বুলি শূল অভয়া ছাড়িলা ॥৬২
অগ্নিপুঞ্জ হয়া শূল আকাশে চলিল।
শুম্ভ রাজার হৃদয়ে শূল নির্ভরে বাজিল ॥৬৩
বুকেত পড়িয়া শূল পৃষ্ঠ হৈল পার।
ভূমে পড়ে শুম্ভ রাজা দেখি অন্ধকার ॥৬৪
দেবীর প্রহারে শুম্ভ সমরে পড়িল।
ক্ষণেক থাকিয়া দৈত্য প্রাণ ছাড়ি গেল ॥৬৫
শুম্ভরাজা পৈল যদি দুর্গার সমরে।
আনন্দিত হৈল যত ত্রৈলোক্য ভিতরে ॥৬৬
দৈত্যরাজা মৈল যদি ত্রিভুবন বৈরী।
গন্ধর্ব্বেত গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী ॥৬৭
সুরপতি আদি করি যত দেবগণ।
হাথা হাথি গলা গলি যুড়িলা নাচন ॥৬৮
স্থির হৈল লোক সব উজ্জ্বল গগন।
নির্ম্মল হইল সূর্য্য চন্দ্রের কিরণ ॥৬৯
নানা বাদ্য নানা গীত শুনি সুললিত।
পুণ্য বায়ু বহে তাহে অমৃত সঞ্চিত ॥৭০
অভয়া সমরে অসুর হইল ক্ষয়।
দেবগণ আনন্দিত বোলে জয় জয় ॥৭১
যতেক দেবতা গেল অম্বিকা গোচর।
স্তুতি করে সুরগণ করি যোড় কর ॥৭২
কোটি পরণাম করি ভবানীচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূনে কমললোচনে ॥৭৩

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়

শুম্ভরাজা পৈল যদি অভয়ার রণে।
জয় দুর্গা জয় দুর্গা বোলে ত্রিভুবনে ॥১
দেবগণ মিলিয়া করেন বেদ ধ্বনি।
মর্ত্ত্যপুরে জয় শব্দ বিনা নাহি শুনি ॥২
পাতালের নাগ লোক বোলে জয় জয়।
দুর্জ্জয় অসুর দুর্গা রণে কৈল ক্ষয় ॥৩
রিদ্ধি সিদ্ধি মুনিগণে বোলে জয় ধ্বনি।
জয় জয় জয় দুর্গা এহি মাত্র শুনি ॥৪
বাল্য কিশোর যুবা কিবা বৃদ্ধ লোক।
জয় জয় শব্দ করে দূরে গেল শোক ॥৫
ব্রহ্মা আদি দেবগণ হৈল এক স্থানে।
জয় জয় নাদ সভে বোলে ঘনে ঘনে ॥৬
পাণিপুট করি স্তুতি করে সর্ব্ব ক্ষণ।
রিদ্ধি সিদ্ধি মুনি আর যত দেবগণ ॥৭
দুর্জ্জয় অসুর মাতা দেখি করে ভয়।
হেন দৈত্যগণ দুর্গা রণে কৈল ক্ষয় ॥৮
ধূম্রলোচন আর চণ্ড মুণ্ড বীর।
ত্রিভুবন কম্পমান রণে নহে স্থির ॥৯
এহি তিন বীর দেখি কাঁপে ত্রিভুবন।
হেন প্রচণ্ড বীর কৈল নিপাতন ॥১০
রক্তবীজ বীর দেখি ভুবন বিজয়।
যার নামে ত্রিভুবন কম্পমান হয় ॥১১

যাহার শরীরে দেবী অস্ত্রঘাতময়।
এক অস্ত্রঘাতে করে সংসার প্রলয় ॥১২
হেন দৈত্য অঙ্গে কৈল অস্ত্র অবতার।
রক্তবীজময়পৃথ্বী নাহি দেখি আর ॥১৩
তার সম বীর নাহি হয় হবে আর।
তাহাকে সংগ্রামে মাতা করিলে সংহার ॥১৪
দুর্গতি নাশিনী দুর্গা তিন লোক ত্রাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সর্ব্ব ফলদাতা ॥১৫
নিশুম্ভ অসুর দেবী প্রচণ্ড রণে।
যাহার নামে স্থির নহে এ তিন ভুবনে ॥১৬
সেহি বীর তোমা সহে কৈল মহারণ।
এমত প্রচণ্ড বীর কৈলে নিপাতন ॥১৭
চারি সেনাপতি আর নিশুম্ভ রাজন।
প্রচণ্ড যুঝার এহি জিনে ত্রিভুবন ॥১৮
সভাতে অধিক বলি শুম্ভ মহাশয়।
হেন বলবান নাহি রণে হয় ক্ষয় ॥১৯
সভাতে প্রধান রাজা ত্রৈলোক্যবিজয়।
অতি প্রেমে বর তাখে দিল মৃত্যুঞ্জয় ॥২০
সেহি হেতু সমরে দুর্গার কাটে বাণ।
সমরে পণ্ডিত রাজা মায়ার নিধান ॥২১
হেন দৈত্য রাজা তুয়া সমরে পড়িল।
তোমার কৃপাতে ত্রিভুবন স্থির হৈল ॥২২
ত্রিভুবন দহে যেন প্রচণ্ড অনল।
নিভাইল বহ্নি মাতা তব পদতল ॥২৩
হেন মতে স্নিগ্ধ মাতা কৈলে তিন লোক।
সর্ব্ব দুখ পাসরিল দূরে গেল শোক ॥২৪

শুম্ভ নিশুম্ভের সেনা অক্ষৌহিণী লেখা।
এক বীর দেখি যেন পর্ব্বতের শিখা ॥২৫
সমরে অমর সব প্রচণ্ড যুঝার।
হেন দৈত্যগণে মাতা করিলে সংহার ॥২৬
দেবগণ নরগণ আর শেষ জাতি।
অসুরে করিল মাতা সভারে দুর্গতি ॥২৭
যখন যে মনে তাহা করে দৈত্যগণ।
থর থরি কাঁপে সব এ তিন ভুবন ॥২৮
যার ঘরে যত ধন বহু মূল্য ছিল।
এ তিন ভুবনের মধ্যে কিছু না রাখিল ॥২৯
স্থান ছাড়ি সর্ব্ব লোক করে বন বাস।
কাননে থাকিতে সদা পাইএ হুতাশ ॥৩০
তোমার প্রসাদে মাতা তাহা দূর গেল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেত সব শুভ হৈল ॥৩১
আনন্দ সাগরে মাতা সব ভাসাইলে।
অসুর বধিয়া মাতা সব শুভ কৈলে ॥৩২
জয় দুর্গা জয় দুর্গা বোলে সর্ব্ব জনে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভণে কমললোচনে ॥৩৩

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়

দেবীর সমরে পাত হৈল দৈত্যগণ।
ব্রহ্মা আদি স্তুতি করে সব দেবগণ ॥১
মর্ত্তে নর যতেক পাতালে নাগগণ
নারায়ণী তব পদে কমলে শরণ ॥২

প্রজাপতি পুরন্দর আর দেব যত।
মনুষ্য যতেক বৈসে অবনী পুরীত ॥৩
করযোড়ে স্তুতি সভে করে অনুক্ষণ।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥৪
রিদ্ধি সিদ্ধি মুনিগণ করে স্তুতিবাণী।
গন্ধর্ব্ব চারণগণ শিরে পুট পাণি ॥৫
অভয়া সমুখে স্তুতি করে সর্ব্ব ক্ষণ।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥৬
তুমি আদ্যা সৃষ্টির প্রথমা নারায়ণী।
তুমি বৈষ্ণবী দেবী সংসার মোহিনী ॥৭
এ তিন ভুবন তুমি করহ মোহন।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥৮
তুমিত প্রসন্না দেবি সংসার তারিণী।
সর্ব্ব দেব মধ্যে তুমি মুক্তিপ্রদায়িনী ॥৯
সর্ব্ব বিদ্যাময় তুমি এ তিন ভুবন।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥১০
নারীগণ বৈসে যত সংসার ভিতর।
তুমি সনাতনী দেবি সর্ব্ব রূপ ধর ॥১১
তোমার চরণে সভাকার নিবেদন।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥১২
সর্ব্ব ভূতে তুমি দেবি করহ নিবাস।
সর্ব্ব মুক্তি দাতা তুমি তোমাতে বিনাশ ॥১৩
যে জনে তোমাতে মাতা করিতে স্তবন।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥১৪
তুমি বুদ্ধি রূপা দেবি সংসারের সার।
সর্ব্ব দেহে থাকি কর বুদ্ধির প্রচার ॥১৫

সর্ব্ব পদদাতা মাতা দুর্গতি করুণ।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥১৬
কলা কাষ্ঠা রূপ তুমি দেবি ভগবতি।
আদ্যা সনাতনী তুমি বিশ্বের শকতি ॥১৭
ভব ভয় তরে যাখে তুমি সকরুণ।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥১৮
সর্ব্ব মঙ্গলা দেবি তুমিত মঙ্গলা।
সর্ব্ব শিব দাতা মাতা তুমিত কমলা ॥১৯
শরণ লইল গৌরী অহি[১] রাঙ্গা চরণ।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥২০
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি প্রলয়কারিণী।
সর্ব্ব শক্তি সমন্বিতা তুমি সনাতনী ॥২১
সর্ব্ব গুণময়ী তুমি জীবের জীবন।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥২২
সর্ব্ব হীন দীন জন তোমার শরণে।
পরিত্রাণ কর তুমি সকরুণ মনে ॥২৩
তুমি সর্ব্ব হেতু তোমা কি জানি স্তবন।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥২৪
তুমি আদ্যা অনাদিনী শুন নারায়ণি।
তোমার মহিমা দেবি কি বলিতে জানি ॥২৫
সম্মোহ যাতনা পায়া লইমু শরণ।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচন ॥২৬

১। অহি—ঐ

উনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

দণ্ড কমণ্ডলু করে তুমি ব্রহ্মাণী।
রক্ত বস্ত্র পরিধান চারি মুখ জানি ॥১
রাজহংসে বহে তোমার বিচিত্র বিমান।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥২
মাহেশ্বরী রূপা তুমি বৃষভবাহিনী।
সিতবর্ণা তুমি অর্দ্ধ চন্দ্রধারিণী ॥৩
অস্থিভস্ম বিভূষিত শূল প্রহরণ।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥৪
তুমিত বৈষ্ণবী দেবী চতুর্ভুজ ধরা।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে পাপ হরা ॥৫
পীত বাস পরিধান খগেন্দ্র বাহন।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥৬
কৌমারী রূপিণী তুমি দেবি নারায়ণি।
দিব্য রূপ ধরা দেবি তুমি শক্তিপাণি ॥৭
দিব্য বস্ত্র পরিধান মউর বাহন।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥৮
ধখিয়া বারাহীরূপ কৈলে উপকার।
দশনে অবনী ধরি করিলে উদ্ধার ॥৯
দেব নাগ নরে করে তোমার সেবন।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥১০
নৃসিংহরূপিণী তুমি বিকট দশনে।
হিরণ্য দৈত্যেক কৈলে নখে বিদারণে ॥১১

সেহি রূপে কৈলে কত দৈত্য বিনাশন।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥১২
তুমি ত ইন্দ্রাণী মাতা দিব্য বেশ ধরে।
মণিময় আভরণ বজ্র ধর করে ॥১৩
ঐরাবত আরোহণ সহস্র নয়ন।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥১৪
শিবদূতী তুমি দেবি বধি দৈত্য বলে।
মহারূপ ধরি রণে অসুর ভক্ষিলে ॥১৫
পরচণ্ড নাদ করি ছাড় প্রহরণ।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥১৬
চামুণ্ডারূপিণী তুমি চণ্ডনিনাদিনী।
মুণ্ডমালা গলে দোলে করাল বদনী ॥১৭
খট্টাঙ্গধারিণী তোমা বিকট দশন।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥১৮
তুমি লক্ষ্মী রূপা দেবি তুমি অলক্ষ্মিণী।
শ্রদ্ধা পুষ্টি রূপ তুমি মহারাত্রি জানি ॥১৯
মহাবিদ্যারূপা মাতা এ তিন ভুবন।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥২০
তুমি মহা মেধা দেবি তুমি সরস্বতী।
সর্ব্ব ভূত হিতাহিত চরাচর গতি ॥২১
তুমিত প্রসিদ[1] হয়া করহ তারণ।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥২২
সর্ব্বরূপ ধরা তুমি সর্ব্ব শক্তি জানি।
মহাভয়ত্রাতা মাতা দেবি নারায়ণি ॥২৩

১। প্রসিদ—প্রসীদ, প্রসন্ন হও।

এ তিন ভুবনে মাতা তুমি সে কারণ।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥২৪
তোমার হাতের শূল মহা তেজোময়।
প্রচণ্ড অসুর শুম্ভ যাথে হইল ক্ষয় ॥২৫
সেহি শূলে ত্রিভুবন করিবে রক্ষণ।
নারায়ণি তব পদে কমলে শরণ ॥২৬
তোমার কৃপার লেশে কবিত রচনে।
সম্যক নির্গুণ করি কর তুয়া গুণে ॥২৭
কমললোচন দ্বিজ তব চরণে শরণ।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত ভব ভয় তরণ ॥২৮

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

তোমার ঘণ্টার শব্দে মোহে ত্রিভুবন।
যার শব্দে বলহীন হৈল দৈত্যগণ ॥১
তোমার চরণে মাতা করি নিবেদন।
সে ঘণ্টাতে রক্ষা মাতা কর ত্রিভুবন ॥২
করে মহা খড়গ মাতা দেখি নাগে ডর।
তার তেজে দীপ্ত করে দিগ দিগন্তর ॥৩
যেই খড়েগ বিনাশিলে প্রচণ্ড অসুর।
সেহি খড়েগ রক্ষা মাতা কৈলে তিনপুর ॥৪
অশেষ রোগেত মাতা দগ্ধ কলেবর।
অশেষ যাতনা দেখি পাইয়া মহা ডর ॥৫
তোমার শরণ লয় যেহি দুঃখী জন।
তুমিত সহায় তাখে হবে সর্ব্ব ক্ষণ ॥৬

নানা মূর্ত্তি আপনার করিয়া প্রচার।
প্রচণ্ড অসুরগণ করিলে সংহার ॥৭
সর্ব্ব রূপে রক্ষা মাতা কর ত্রিভুবন।
তোমার চরণে দেবি করি নিবেদন ॥৮
অশেষ সঙ্কটে পড়ি নাহিক উপায়।
দাবানল মধ্যে কিবা মহাভয় পায় ॥৯
মহা গর্ত্তে পড়ে কিবা ঘোর অন্ধকারে।
মহাপাপী জন যদি কলুষে সংহারে ॥১০
মহা দীনহীন জন তোমাকে শরণে।
প্রসন্ন হইয়া তাখে করিবে পালনে ॥১১
এ তিন ভুবন মাতা আপনে সৃজিলে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আপনে স্থাপিলে ॥১২
তোমার শরণ মাতা লয় যেহি জনে।
তাখে বর দিবে মাতা প্রসন্ন বদনে ॥১৩
পুটাঞ্জলি করি দেবি করি নিবেদন।
আশ্রয় জনেক বর দিবে নিজ গুণে ॥১৪
তুমি আদ্যা তুমি বিদ্যা সংসারের সার।
বলিতে না জানি তোমার মহিমা অপার ॥১৫
কৃপার সাগর দুর্গা লইনু শরণ।
কৃপা করি ত্রিভুবন করিবে পালন ॥১৬
তোমার স্তবন দেবি কি বলিতে পারি।
আপনার গুণে দয়া কর মহেশ্বরী ॥১৭
ব্রহ্মা আদি কৈল যদি এত স্তুতিবাণী।
প্রসন্ন হইলা তবে দেবী নারায়ণী ॥১৮
কহিতে লাগিলা দেবী প্রসন্ন বদনে।
বর লেহ দেবগণ যেহি লয় মনে ॥১৯

বর মাগি লেহ তোরা যেহি মনে লয়।
তোমার বাঞ্ছিত পূর্ণ করিব নিশ্চয় ॥২০
অভয়ার এত বাক্য শুনি দেবগণ।
কর যোড় করি সভে করে নিবেদন ॥২১
অখিল ঈশ্বরী মাতা শুন নিবেদনে।
যদি বর দিবে দেবি প্রসন্ন বদনে ॥২২
প্রচণ্ড অসুরগণ করিলে বিনাশ।
তেমতি করিবে সদা শত্রুকে নৈরাশ ॥২৩
যতেক বিগুণ ক্ষয় করিবে আপনে।
কৃপা করি আমা সভাক করিবে পালনে ॥২৪
এহি নিবেদন মাতা তোমার চরণে।
কৃপা করি বর দিবে আপনার গুণে ॥২৫
দেবতার এত বাক্য শুনিয়া পার্ব্বতী।
কহিতে লাগিলা দুর্গা শুন প্রজাপতি ॥২৬
কমল লোচনে বন্দি শ্রীনাথ চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল রচনে ॥২৭

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ব্রহ্মা আদি কৈল যদি এত স্তুতিবাণী।
প্রসন্ন বদনে কহে নগেন্দ্রনন্দিনী ॥১
শুনহ সকল লোক আমার বচন।
সেহি কথা কহি তোরা তাখে দেহ মন ॥২
আঠাইশ যুগান্তরে ইন্দ্র যম হবে।
শুম্ভ নিশুম্ভ দুই পুনশ্চ জন্মিবে ॥৩

আমিত জন্মিব গিয়া তাহার নিবাসে।
যশোদা উদরে জন্ম নন্দের ঔরসে ॥৪
তথা হইতে বিন্ধ্যাচলে করিব নিবাস।
তবে দুই অসুরক করিব বিনাশ ॥৫
কথো কালে পুনরূপি জন্মিব সংসারে।
রৌদ্র রূপে পৃথিবীতে ধরিব সংহারে ॥৬
রক্তদন্তিকা নাম হবে সেহি কালে।
দৈত্য দানব মারি খণ্ডাব জঞ্জালে ॥৭
তার কথো দিনান্তরে কল্কিযুগ শেষে।
শতেক বৎসর অনাবৃষ্টি সৃষ্টি নাশে ॥৮
অনাবৃষ্টি হবে পুনঃ শতেক বৎসর।
জলবিন্দু নাহি হবে সংসার ভিতর ॥৯
ইহাতে প্রাণীর হবে বিপাকে মরণ।
তবে মুনিগণ মোখে করিবে স্তবন ॥১০
ভক্তি ভাবে স্তুতি মোখে করে যেহি জনে।
তার কার্য্য সাধিতে আমার আগমনে ॥১১
অযোনি সম্ভবা জন্ম হইবে সংসারে।
পূর্ব্বে না পাইবে কেহ ধেয়ানে আমারে ॥১২
তবে দেব মুনিগণ শতেক নয়নে।
আমাকে চাহিবে জ্ঞানে এ তিন ভুবনে ॥১৩
আমার জন্মের স্থিত পাইয়া সন্ধানে।
শতাক্ষী আমার তবে হইবে আখ্যানে ॥১৪
শস্যহীন অবনী হইবে সেহি কালে।
ওদন বিহনে সৃষ্টি হইবে বিকলে ॥১৫
তবে লোকে মহা ক্লেশে করিবে রোদন।
সর্ব্বলোক প্রতি মোর হবে স্নেহ মন ॥১৬

শাক জন্মাইব আমি প্রাণীর কারণ।
শাকদানে রাখি আমি জীবের জীবন ॥১৭
শাকে রক্ষা করি আমি সভার জীবনে।
শাকাম্বরী নাম মোর হবে ত্রিভুবনে ॥১৮
তবে দুর্জ্জয় অসুর জন্মিবে ক্ষিতি তলে।
এ তিন ভুবনে দুঃখ দিবে মহাবলে ॥১৯
তবে তাহাকে আমি করিব নিধনে।
শ্রীদুর্গা আমার নাম হবে ত্রিভুবনে ॥২০
তবে কত দিনে ভীমরূপ বলবান।
হিমালয় শিখরে তাহার উপাদান ॥২১
নানা দুঃখ দিবে সেহি কত মুনিগণে।
দেব মুনিগণ তবে করিবে স্তবনে ॥২২
দেব মুনি ত্রাণ হেতু তাহাকে বধিব।
তবে ত্রিভুবনে মোর ভীমা নাম হৈব ॥২৩
আর কথো কালে এক অসুর জন্মিবে।
এ তিন ভুবনে সেহি মহা দুস্ক দিবে ॥২৪
দেব মুনিগণ মোখে মহা যত্ন করি।
ভ্রমর মূরতি দৈত্য সমরে সংহারি ॥২৫
অসুর বধিয়া স্থির করিব সংসার।
তবেত ভ্রমরী নাম হইবে আমার ॥২৬
এহি মত যবে যেহি হবে দুষ্ট জন।
তখনে তাহাকে আমি করিব নিধন ॥২৭
যবে যেহি দুষ্ট হয়া দেব মুনি হিংসে।
নিশ্চয় বলিন তাখে করিব বিনাশে ॥২৮
আমাকে স্মরয়ে যেবা মহাদুঃখ পায়া।
তার ক্লেশ বিনাশিব সকরুণ হয়া ॥২৯

কায় মনো বাক্যে যেহি আমাকে ভজিব।
তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি অবশ্য করিব ॥৩০
মার্কণ্ড পুরাণে এহি শ্লোক সপ্তশত।
দেবীকে স্তবন কৈল ব্রহ্মা আদি যত ॥৩১
প্রদক্ষিণে প্রণমিঞা ভবানী চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥৩২

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

অভয়া বোলেন ব্রহ্মা শুনহ বচন।
তিন লোকের অগ্রে কহি নিশ্চয় কথন ॥১
আমার স্তবন এহি শুনহ সকলে।
আদি অন্ত কহি আর যাথে যেহি ফলে ॥২
মধু কৈটভ নাম যেহি মতে হৈল।
যে মতে মহিষাসুর সংগ্রামে পড়িল ॥৩
শুম্ভ নিশুম্ভের সেনা যত যোদ্ধাগণ।
দূতের সম্বাদ আদি যত বিবরণ ॥৪
ধূম্রলোচন বধ চণ্ড মুণ্ড আর।
রক্তবীজ পাত হৈল যেমত প্রকার ॥৫
শুম্ভ নিশুম্ভ হইল যেমতে নিধন।
যেহি দিনে শুনিবেক এহিত কীর্ত্তন ॥৬
তাহা কহি দিব আমি সভার বিদিতে।
পুণ্য উপার্জ্জিলে কথা শুন সাবহিতে ॥৭
অষ্টমী নবমী আর চতুর্দ্দশী দিনে।
আমার কীর্ত্তন যেহি ভক্তি করি শুনে ॥৮

তাহার আপদ নাশ হয় ততক্ষণে।
দারিদ্রে শুনিলে হয় দারিদ্র্য নাশন ॥৯
শত্রুকে নাহিক ভয় সংসার ভিতরে।
দস্যু ভয় নাহি তার আর নৃপবরে ॥১০
আনলে না দহে তাখে অস্ত্র নাহি ফুটে।
পুণ্য বৃদ্ধি হয় তার মহাপাপ টুটে ॥১১
কদাচিৎ যত্তপি উৎপাত কোন হয়।
এহি স্তব শুনিলে আপদ হয় ক্ষয় ॥১২
ভক্তি করি আমার স্তবন যেহি শুনে।
তাহার বিগুণ নাশ হয় সেহি ক্ষণে ॥১৩
নিরন্তর ভক্তি করি শুনে সপ্তশতী।
ত্রিবিধ উৎপাত নাশ হয় শীঘ্রগতি ॥১৪
ভক্তিবান যেহি লোক শুন তার কথা।
তাহার নিকটে আমি থাকি যে সর্ব্বদা ॥১
তামসিক রূপে যেহি শুনে এহি স্তুতি।
তাহার আপদ নাশ করি শীঘ্রগতি ॥১৬
মহা পূজা করে মোর যেহি ভাগ্যমান।
নানাবিধ দ্রব্য আর বিবিধ বিধান ॥১৭
বলিদান করে বহু বলি যোগ্য যত।
কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে হোম করে অবিরত ॥১৮
শরৎ কালে মহা পূজা আছয় আমারে।
বলি হোম ধূপ দীপ নানা উপহারে ॥১৯
বিবিধ বিধানে পূজে ভক্ত যেহি জন।
লক্ষ লক্ষ ব্যয় করি পূজে কোন জন ॥২০
এ সভ সেবাতে মোর যত প্রীত নয়।
ভক্তি করি যদি মোর মাহাত্ম্য শুনয় ॥২১

তাহার যত্তেক হয় কহি যে তোমাতে।
নিশ্চয় জানিঞা কার্য্য কর সাবহিতে ॥২২
সর্ব্ব বাধা ক্ষয় পায় মহা সুখ মনে।
বিপুল ঐশ্বর্য্য হয় সুত ধান্য ধনে।২৩
আমার মাহাত্ম্য শুনি শুভের উৎপত্তি।
সংশয় নাহিক কিছু শুন প্রজাপতি ॥২৪
সমরে শকতি বাড়ে নির্ভয় শরীর।
ঐরিনাশ হয় তার সর্ব্ব কার্য্য ধীর ॥২৫
দুঃস্বপ্ন দেখিলে সুস্বপ্নের ফল পায়।
সর্ব্ব শান্তি হয় তার কহিন নিশ্চয় ॥২৬
দারুণ গ্রহের পীড়া সেহ নাহি রয়।
মৈত্রতা বিচ্ছেদ কদাচিত নাহি হয় ॥২৭
ভূত প্রেত পিচাশের[১] যদি ভয় হয়।
আমার মহাত্ম্যে সর্ব্ব উপদ্রব ক্ষয় ॥২৮
ভক্তিযুক্ত হয়্যা শুন পরম মঙ্গল।
উপদ্রব নাম যত খণ্ডিবে সকল ॥২৯
প্রদক্ষিণে প্রণমিয়া শ্রীনাথ চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচন ॥৩০

১। পিচাশ—পিশাচ।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

অভয়া কহেন শুন ত্রিভুবন লোক।
শুনিলে আমার স্তব যায় দুঃখ শোক ॥১
যথা তথা থাকি শুনে আমার স্তবন।
অধিষ্ঠান হয়া করি তাহার কল্যাণ ॥২
মহোৎসব পূজা হোম আর বলিদান।
সর্ব্বত্র স্তবন শুনে হয়া সাবধান ॥৩
এহিত কীর্ত্তন মোর শুনে ভক্তিবানে।
তুষ্ট হয়া তাখে আমি দেই বর দানে ॥৪
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প ষোড়শোপচার।
নানা সেবা করে প্রীত করিতে আমার ॥৫
ভক্তি ভাবে শুনে যদি আমার কীর্ত্তন।
তাহাতে বহুত কৃপা শুন জগজন ॥৬
শ্রবণে হইবে ধর্ম্ম আরোগ্য শরীরে।
তাহার কলুষ নাশ হয় সভ দূরে ॥৭
সমরে দেখিলে মোর যত ব্যবহার।
যত শক্তি করি কৈল অসুর সংহার ॥৮
তাহা যেহি শুনে ভূপে কভো নাহি ভীত।
আনন্দে শুনহ লোক এহি পুণ্য গীত ॥৯
আমা তরে কৈলে তোরা যতেক স্তবন।
ব্রহ্মা আদি করি লোক এ তিন ভুবন ॥১০
কাননে নির্জ্জনে যদি দাবাগ্নি ভিতরে।
শূন্যেত বেড়ায়ে দুষ্টে মারিবার তরে ॥১১

সিংহ ব্যাঘ্রে বেড়ে যদি দুষ্ট করীগণে।
কোপে রাজা চাহে যদি করিতে হরণে ॥১২
এ তিন ভুবনে যত্ত উৎপাত লক্ষণ।
তাহার উপরে হয় সর্ব্ব নিয়োজন ॥১৩
জনম অবধি পুণ্য নাহিক শরীরে।
যেহি জন পাপ কর্ম্ম অহর্নিশি করে ॥১৪
হেন জনে শুনে যদি আমার কীর্ত্তন।
সকল বিগুণ নাশ হয় ততক্ষণ ॥১৫
তাহার শরীরে পাপ পীড়া নাহি আর।
পুণ্য শরীর সেহি দেব অবতার ॥১৬
আমাকে স্তবন সভে কৈল ভক্তি করি।
কহিল সকল তোমা সভা বরাবরি ॥১৭
কহিতে আমার প্রীত লয় যার মনে।
ভক্তি করি শুনে এহি আমার কীর্ত্তনে ॥১৮
তাহার অভীষ্ট সভ করি যে পূরণ।
সাবধানে শুন সভ নিশ্চয় বচন ॥১৯
তোমরা শুনহে এবে ত্রিভুবনবাসী।
দুষ্ট ভয়ে সভে হয়াছিলে বনবাসী ॥২০
এবে সভে চলি যাও আপন ভুবন।
আনন্দে করহ গিয়া আত্ম প্রয়োজন ॥২১
তবে দেবগণ আদি আনন্দিত হয়া।
অভয়াকে প্রণমিল ভক্তি যুক্ত হয়া ॥২২
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
নারদাদি করিয়া যতেক মুনিগণ ॥২৩
আনন্দিতে বেদধ্বনি সভে মিলি কৈল।
দেবগণের কন্যা মিলি মঙ্গল গাইল ॥২৪

অভয়ার কৃপা দৃষ্টি দেখি সর্ব্ব জন।
এ তিন ভুবনবাসী যত লোক জন ॥২৫
লোচনে প্রমোদবারি সভাকার হৈল।
একে একে ভবানীর পদে প্রণমিল ॥২৬
সিংহবাহিনী দুর্গা জগৎ জননী।
কৈলাসেত গেল মাতা দেবী নারায়ণী ॥২৭
সভে মিলি চলি গেল আপনার বাস।
অম্বিকা-প্রসাদে ঘুচে সভাকার ত্রাস ॥২৮
অমরাতে গেল ইন্দ্র হরষিত মনে।
শুভক্ষণে বসিলেন আপন আসনে ॥২৯
আর সভ দেব গেল আপনার ঘরে।
যার যেহি অধিকার আনন্দিত করে ॥৩০
মর্ত্ত্যে নর লোক সভ আনন্দে রহিল।
আনন্দিতে নাগলোক পাতালে পসিল ॥৩১
ত্রিভুবনে জয় দুর্গা সভার বদনে।
যজ্ঞ ভাগ পায় ইন্দ্র এ তিন ভুবনে ॥৩২
হেন মতে স্থির হৈল এ তিন ভুবন।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥৩৩

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

মেধস বলেন শুন শুনহ রাজনে।
কহিন সকল তত্ত্ব যেহি জানি মনে ॥১
শুম্ভ রাজা আদি করি যত দৈত্যগণ।
অতুল বিক্রম সভে করি মহারণ ॥২

ভবানীর বাণে সভে নিপাতন হৈল।
বিমানে চড়িয়া তারা স্বর্গপুরে গেল ॥৩
নিশুম্ভ প্রচণ্ড বীর যবে রণে পৈল।
দেহ ছাড়ি আত্মা তার পৃথক্ হইল ॥৪
আতুল বিক্রম সেহি দৈত্য যবে করি।
ক্ষেণেক সেহিত আত্মা নাগরূপ ধরি ॥৫
অবনী ভেদিয়া এক মহারুদ্র[১] ছিল।
সেহি পথে পাতালেত প্রবেশ করিল ॥৬
সেহি দেবী হেন রূপে জন্মে বারে বার।
সেহি দেবী নিত্য রূপা পালেন সংসার ॥৭
সেহি মহা মায়া হৈতে যত চরাচর।
ত্রৈলোক্য পালন সেহি করেন সকল ॥৮
যার তরে তুষ্ট হয় সেহি মহামায়া।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ নানা ফল দিয়া[২] ॥৯
এ ভব সাগরে তার নাহি কিছু ভয়।
পরকালে দিব্য স্থান সেহি জন পায় ॥১০
ত্রিশূল সেবিতা দেবী দুর্গা নারায়ণী।
যাহার মহিমা ব্রহ্মা বিষ্ণু নাহি জানি ॥১১
সেহি দুর্গা ব্যাপি ছিল ব্রহ্মাণ্ড সকল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আর পর্ব্বত সাগর ॥১২
সেহিত ভবানী মাতা অকাল সময়।
সৃষ্টি করি পালে মাতা আপনে নাশয় ॥১৩
এ তিন ভুবন দেখ তাহাতে সকল।
সর্ব্ব রূপ ধরা তেঁহো করুণ নির্ম্মল ॥১৪

১। মহারুদ্র—মহাছিদ্র।
২। ফল দিয়া—ফল দেয়।

এহি যে অসুরগণ ধরিলেন রণে।
সবার শরীরে তেঁহো আছিলে আপনে ॥১৫
লোক বুঝাইতে মাতা শক্তি কৈল রণে।
নানা মায়া করি বধ কৈল দৈত্যগণে ॥১৬
সেহিত ভবানী দেবী জীবের আধার।
জীবের জীবন তিনি জগৎ প্রচার ॥১৭
সর্ব্ব লোক ভবকালে সেহিত ভবানী।
লক্ষ্মীরূপ হয়া তেঁহো করে ধনমানী ॥১৮
অভাব সময় হৈলে সেহি সনাতনী।
অলক্ষ্মী হইয়া নাশ করেন আপনি ॥১৯
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে তারে পূজে যেহি।
আত্ম যশে ধনে পুত্রে ধর্ম্মে বাড়ে সেহি ॥২০
সেহি নারায়ণী দেবী সংসারের সার।
যেহি জন ভজে তাঞি[১] ভবে হয় পার ॥২১
ত্রিভুবন গুরুমূর্ত্তি সেহিত ভবানী।
তাথে যার মতি সেহি সাধু হেন জানি ॥২২
গোপ্ত ভাবে সেবে কেহ করয়ে প্রচার।
সর্ব্ব দেব তুষ্ট তাথে ভজনের সার ॥২৩
বুধ জনে অম্বিকারে গোপ্তে করে পূজা।
অন্য বেশ ধরি সদা স্মরে অন্য দেবা ॥২৪
যত রূপ দেখ রাজা এ তিন সংসার।
সেহিত ভবানী বিনা কিছু নহে আর ॥২৫
সর্ব্ব নাম ধরে তিনি জগত ব্যাপিনী।
বিদিতে কহিন সব শুন নৃপমণি ॥২৬

[১] তাঞি—সে, এই শব্দটী রংপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে শুনা যায়। অন্যত্র ইহার উচ্চারণ 'তাঞে'।

মার্কণ্ড পুরাণ এহি শ্লোক সপ্ত শত।
শুম্ভ নিশুম্ভ বধ হইল সমাপ্ত ॥২৭
কোটি পরণাম করি শ্রীনাথ চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমল লোচনে ॥২৮

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

মুনি বলে শুন রাজা আর বৈশ্য জন।
কহিল দুর্গার যেহি জানি বিবরণ ॥১
ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান এই তিন কালে।
স্বর্গে দেব মর্ত্ত্যে নর ভুজঙ্গ পাতালে ॥২
ত্রিভুবনে মধ্যে রাজা যত প্রাণী বৈসে।
এড়াইতে নারে কেহ তার মায়া পাশে ॥৩
আমার বচন তুমি মনে কর সার।
ভবানীকে সেব তুমি যাবে দুঃখ ভার ॥৪
অভয়ার পদে রাজা করহ ভজন।
মনস্কার[১] সিদ্ধি হবে শুন মহাজন ॥৫
এ তিন ভুবনে দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সেহি নারায়ণী ॥৬
তাহা বি না নাহি কেহ সুখ মোক্ষদাতা।
ভবানী ভৈরবী মাতা বিধির বিধাতা ॥৭
ঋষির এতেক বাক্য শুনি দুই জন।
ভক্তি ভাবে দুই জনে বন্দিলা চরণ ॥৮

১। মনস্কার—মনস্কাম।

শিরে পাণিপুট করি সমুখে দাঁড়ায়া।
কহিতে লাগিল দুঁহে অতি নম্র হয়া ॥৯
শুন মহা মুনি প্রভু ভকত বৎসল।
তোমার কৃপায় জ্ঞান হইল নির্ম্মল ॥১০
অজ্ঞানীকে জ্ঞান দিলে সানুকুল হয়া।
নিবেদন করি প্রভু পুন কর দয়া ॥১১
তোমার মহিমা প্রভু কি বলিব আর।
জ্ঞান দান করি কৈলে ভব সিন্ধুপার ॥১২
যদ্যপি করিলে কৃপা মুনি মহাতপা।
বক্রি যেহি নিবেদিয়ে সেহ কর কৃপা ॥১৩
অধম নিস্তার কর সংসারের সার।
তোমার চরণ বিনু না ভজিব আর ॥১৪
আপনি করিলে আজ্ঞা দুর্গা ভজিবার।
কি মতে ভজিব তাহা না জানি আচার ॥১৫
তোমার চরণে এহি করি নিবেদন।
কৃপা করি দেহ গোসাঞি চরণে শরণ ॥১৬
মন্ত্র নাহি জানি প্রভু গুরু নাহি করি।
এহি কৃপা কৈলে প্রভু ভব সিন্ধু তরি ॥১৭
ভবানী মহিমা যত কহিলে গোসাঞি।
কি মতে হইবে দয়া কিছু জ্ঞান নাই ॥১৮
নাহি জানি মন্ত্র পূজা না জানি ধেয়ান।
কি মতে ভজিব দুর্গা কিছু নাহি জ্ঞান ॥১৯
সদয় হইয়া প্রভু দেহ পদ ছায়াঁ।
তুমি কৃপা না করিলে কে করিবে দয়া ॥২০
এত বলি ধরে দুঁহে মুনির চরণ।
নঞানে বহয়ে জল অরুণ লোচন ॥২১

দুঁহার চরিত্র দেখি হাসে মুনিবর।
গঙ্গা জলে স্নান করি আইস সত্বর ॥২২
এতেক শুনিয়া দুঁহে আনন্দিত হইল।
প্রদক্ষিণ করি মুনির চরণ ধরিল ॥২৩
গঙ্গা জলে দুই জনে কৈল স্নান দান।
আনন্দিত হয়া গেল মুনি সন্নিধান ॥২৪
তন্ত্র বিচারিয়া মুনি কৈল প্রয়োজন।
মহা মন্ত্র দুই জনেক কৈল সমর্পণ ॥২৫
পূজার বিধান ধ্যান মুনি জানাইল।
যজনের ক্রিয়া সভ মুনি শিখাইল ॥২৬
আদি অন্ত যত ইতি দুহাকারে দিয়া।
যাহাতে ভবানী মাতা করিবেন দয়া ॥২৭
পুন কহিলেন মুনি শুন মহাজন।
নদী তীরে গিয়া তোরা করহ ভজন ॥২৮
মুনির কৃপায় দুহে জ্ঞান চক্ষু পাইল।
প্রদক্ষিণ করি দুঁহে প্রণাম করিল ॥২৯
মুনি পায় বিদায় হইয়া দুই জন।
ভজন করিতে দুঁহে করিল গমন ॥৩০
সানন্দে চলিল দোহে মহানদী কুলে।
দুর্গার চরণ সেবে বসিয়া বিরলে ॥৩১
প্রদক্ষিণে প্রণমিয়া দুর্গার চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥৩২

ষড়বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

মহা মন্ত্র পায়া রাজা বৈশ্য মহাজন।
নানারূপে ভবানীর করিছে পূজন ॥১
মৃত্তিকার দুর্গা দুঁহে করিয়া নির্ম্মাণ।
জীব ন্যাস করিয়া করায় স্নান দান ॥২
অর্চ্চণ করিয়া করে পাদ্য অর্ঘ্য দান।
আঁচমন দিল দুহে বিবিধ বিধান ॥৩
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বিধি মতে দিয়া।
অম্বিকা পূজেন দুঁহে ভক্তিযুক্ত হয়া ॥৪
গুরু আজ্ঞা মতে দুঁহে করেন অর্চ্চণা।
মহা মন্ত্র জপে দুই এক ধ্যান ভাবনা ॥৫
এহি মতে পূজা দুই করে কথো দিন।
অনাহারে দুর্গা সেবে হয়া উদাসীন ॥৬
কথো দিন পূজা করি লভে তার জ্ঞান।
স্বাঙ্গের রুধির দুহে দিল বলি দান ॥৭
এহি রূপে সেবে দুঁহে এ তিন বৎসর।
তুষ্ট হয়া দুর্গা আইলা দুহার গোচর ॥৮
বর লহ বর লহ বোলে মহামায়া।
তোমার সেবাতে মোর খিক হৈল দয়া ॥৯
যেহি তোর মনে বর মাঙ্গহ সত্বর।
সেহি বর দিব আমি শুনহ উত্তর ॥১০
ভবানীর এত বাক্য দুই জনে শুনি।
ভক্তি ভাবে প্রণমিল বৈশ্য নৃপমণি ॥১১

পাণিপুটে দুই জন সাক্ষাতে রহিল।
অভয়ার পদে রাজা কহিতে লাগিল ॥১২
তুমি কিনা জান মাতা মোর বিড়ম্বন।
রাজ্য ধন যায়া ফিরি গহন কানন ॥১৩
শত্রুগণ প্রবল হয়াছে মোর তরে।
এহি বর মাঙ্গি মাতা তোমার গোচরে ॥১৪
রাজ্য ধন দেহ মাতা ঐরী কর ক্ষয়।
কোলা পূরবাসী মোখে আদরিয়া নয় ॥১৫
ভকত বৎসলা মাতা কৃপার সাগর।
কহিতে লাগিলা দুর্গা শুন রাজ্যেশ্বর ॥১৬
রাজ্য ধন পাবে আর ঐরী হবে নাশ।
সাদরে লইবে তোরে কোলাপুর বাস ॥১৭
কথো কাল মহা সুখে করি রাজ্য ভার।
অতি জরাকালে মৃত্যু হইবে তোমার ॥১৮
সূর্য্যবংশে জন্ম তোর হবে আর বারে।
মন্বন্তরাধিপ হবে কহিল তোমারে ॥১৯
সাবর্ণিক নাম তবে হইবে তোমার।
সর্ব্ব কাল সুখে যাবে সেবনে তোমার ॥২০
তবে বৈশ্য নিবেদিল অম্বিকার পায়।
আমার বাঞ্ছিত বর শুন মহামায় ॥২১
শুদ্ধ মতি দেহ মোখে শুনহ ভবানী।
আমা তরে প্রীত মাতা করাহ আপনি ॥২২
কহিতে লাগিল মাতা জগৎ জননী।
তোমার বাঞ্ছিত বর পাবে বৈশ্য ধনী ॥২৩
ধনরত্ন পাবে তুমি দারা সুত সহে।
শুদ্ধ মতি হবে তোর সমাধি শুনহে ॥২৪

হেন মতে তুঁহাকারে দিয়া বর দায়।
নিজ স্থানে গেলা দুর্গা করিয়া বিদায় ॥২৫
মনের বাঞ্ছিত বর পায়া দুই জন।
আনন্দিতে চলি গেলা মুনির সদন ॥২৬
প্রদক্ষিণে দুই জন মুনিকে প্রণমি।
কহিতে লাগিলা দুঁহে শিরে যোড়পাণি ॥২৭
তোমার কৃপাতে প্রভু সর্ব্ব ক্লেশ তরি।
সদয় হৃদয় প্রভু হইলা উদ্ধারি ॥২৮
তোমার আজ্ঞায় দুঁহে গেলাও নদী কূলে।
তথাতে অভয়া পূজি বন ফুল ফলে ॥২৯
কৃপা করি মহামায়া হৈলা অধিষ্ঠাতা।
বর লহ বলি ডাকে বিধির বিধাতা ॥৩০
মনের বাঞ্ছিত বর দুহে মাঙ্গি লিন[১]।
তোমার চরণে প্রভু গোচর করিন ॥৩১
এত বলি প্রণমিল মুনির চরণে।
সানন্দিত হইলা মুনি শুনিয়া কারণে ॥৩২
সকল সপিনু মুঞি ভবানী চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল রচনে ॥৩৩

১। লিন—লইন, লইলাম।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

হেন কালে বৈশ্য ঘরে পুত্র পত্নীগণ।
ভবানী দেখান তারে শয়নে স্বপন ॥১
ভয়ঙ্কর রূপ ধরি বসিছে শিয়রে।
নানা তিরস্কার করি গর্জ্জে বারে বারে ॥২
প্রেমের রজ্জু টানি নিলেন অভয়া।
মহাভয় হৈল মনে বৈশ্য প্রতি দয়া ॥৩
নিদ্রা ত্যজি উঠে তারা হয়্যা চমৎকারে।
বৈশ্যের প্রেমেত হৈলা ব্যাকুল শরীরে ॥৪
সমাধি বৈশ্যেক প্রতি মহা খেদ হৈল।
কান্দিয়া বিকল তার পত্নী পুত্র হৈল ॥৫
উদ্দেশে চলিল তারা পাগল পরায়।
অভয়া পথিকরূপে সাক্ষাতে দাঁড়ায় ॥৬
কহেন ভবানী তোরা কেনে বা ব্যাকুল।
আমাকে কহিলে তোরে হবে সানুকুল ॥৭
এত শুনি পুছে তারা বৈশ্যের বারতা।
আমি দেখাইয়া দিব কহে জগৎ মাতা ॥৮
অভয়ার উপদেশে ত্বরিতে চলিল।
মুনির আশ্রমে গিয়া বৈশ্যেক পাইল ॥৯
নানারূপে পদার্থন[1] সমাধিয়ে করি।
ঘরে লয়া গেলা তাখে অধিক আদরি ॥১০

১। পদার্থন—আদর অভ্যর্থনা।

মুনি পদে বিদায় হইয়া বৈশ্য জন।
সুরথ সম্ভাষিয়া চলে আপন ভুবন ॥১১
ভবানী চরণে বৈশ্য অহর্নিশি ভজে।
দেব সম পত্নী পুত্র নিত্য তাখে পূজে ॥১২
অভয়ার বরে বৈশ্য পায় মহা প্রীত।
সুরথ লইয়া কিছু শুনহ সঙ্গীত ॥১৩
মুনির আশ্রমে রাজা আছে কুতূহলে।
কোলপুরে কেন[১] কৈলা অভয়া মঙ্গলে ॥১৪
মোক্ষ মোক্ষ পাত্র মিত্র যত যত জন।
রাণীগণ দাস দাসী আর পুত্রগণ ॥১৫
কোলাপুরবাসী যত পুরুষ অঙ্গনা।
সভাকে স্বপনে দুর্গা করেন ভর্চ্ছনা[২] ॥১৬
ভয়ঙ্কর রূপ দেখায় অভয়া ভবানী।
স্বপনে কহেন মাতা কর্কশ কাহিনী ॥১৭
মহারাজা সুরথের বনে পাঠাইয়া।
কোন মুখে অন্ন দেহ আমোদিত হয়া ॥১৮
বনে বনে ফিরে রাজা মহাদুঃখ পায়া।
তোমরা রহিছ ঘরে রাজ ভোগ খায়া ॥১৯
আপন কল্যাণ যদি চাহ যত প্রজা।
পদার্থন করি আনি কর তার পূজা ॥২০
নহে তোমা সভাক কাটি করোঙ খণ্ড খণ্ড।
তোমার বনিতাগণ করাইব রণ্ড ॥২১
সভাকার মায়া দড়ি টানিলা ভবানী।
ভয়ে প্রেমে সভাকার উড়িল পরাণি ॥২২

১। কেন—কি রূপ।
২। ভর্চ্ছনা—ভৎ সনা।

সুরথ রাজারে সভাকার প্রেম বাড়ে।
অচম্বিতে সুরথ রাজাকে মনে পড়ে ॥২৩
মহাখেদ তার হইল হৃদি মাঝে।
সর্ব্ব জন প্রেয়াসিয়া১ ফিরে মহারাজে ॥২৪
মহারাজা কোথা গেলা সর্ব্ব লোকে গায়।
ব্যাকুল হইয়া ফিরে উন্মত্তের প্রায় ॥২৫
কোলাপুরে যত আছে পুরুষ অঙ্গনা।
রাজার কারণে সভে করিছে ক্রন্দনা ॥২৬
ব্যাকুল হইয়া ফিরে দেশবাসী লোক।
রাজার প্রেমেত পাইয়া সর্ব্ব জনে শোক ॥২৭
পাত্র মিত্র কান্দি ফিরে মাথে হাত দিয়া।
তাহা দেখি অভয়ার ধিক হইল দয়া ॥২৮
তবে ত ভবানী মাতা ভকত বৎসলা।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী রূপে উপদেশ দিলা ॥২৯
শুনহ কোলার লোক আমার বচন।
মহামত্ত হস্তী তোরা করাহ সাজন ॥৩০
তাহাকে এড়হ করি গজের সাজন।
হস্তী চলি যাবে যথা আছয়ে রাজন ॥৩১
আত্মা সমর্পণ করি ভবানী চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচন ॥৩২

১। প্রেয়াসিয়া—প্রয়াস করিয়া, সাগ্রহে সযত্নে অন্বেষণ করিয়া।

অষ্টবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

এত উপদেশ পায়া যত পাত্রগণ।
আনন্দিত হয়া কৈল ব্রাহ্মণী পূজন ॥১
সেহি মহামত্ত করী মাতঙ্গ সাজায়া।
বিধি মতে পূজা করি দিলেক ছাড়িয়া ॥২
সেহি গজে আরোহণ করিলা ভবানী।
গোপ্ত বেশে রহে মাতা কেহ নাহি জানি ॥৩
গহন মন্থরে দেবী রাজ মুখে যায়।
তাহার পাছে ত লোক কোটি কোটি ধায় ॥৪
রথ গজ ঘোড়া আর কোটি কোটি সেনা।
হস্তীর পাছেত্ত ধায় করিয়া ক্রন্দনা ॥৫
মায়ারজ্জু টানিয়া ভবানী গজে যায়।
রোদন করিয়া সভে পাছে পাছে ধায় ॥৬
মুনির আশ্রমে গিয়া দিল দরশন।
দেখে বসি আছে রাজা মুনির সদন ॥৭
রাজাকে দেখিয়া হস্তী নম্র কৈল মাথা।
ভবানী তারিণী দুর্গা সর্ব্ব সুখদাতা ॥৮
সর্ব্ব লোক গিয়া যেন বহু ধন পাইল।
সুরথের পায় গিয়া প্রণাম করিল ॥৯
অশ্রু মুখে সর্ব্ব লোক করে নিবেদন।
সুরথের পাওঁ ধরি কান্দে কত জন ॥১০
ভূমে গড়ি দিয়া কেহ কান্দে উচ্চস্বরে।
মাথে হাত দিয়া কান্দে কেহ কর যোড়ে ॥১১

রাজায়ে দেখিল সভাকার ব্যবহার।
মেধস মুনিকে রাজা করে পরিহার ॥১২
মুনি বলে শুনহ সুরথ রাজ্যেশ্বর।
এহি শুভক্ষণে যাহ আপন নগর ॥১৩
আনন্দে করহ গিয়া রাজ্য অধিকার।
এবে শুভ দিন রাজা হইল তোমার ॥১৪
এ মত মুনির বাক্য রাজায়ে শুনিল।
প্রদক্ষিণে মুনি পদে রাজা প্রণমিল ॥১৫
বিদায় হইয়া রাজা চড়ে গজ রাজে।
আনন্দিত হৈল তবে কোলার সমাজে ॥১৬
নৃত্য গীত নানাবিধি মঙ্গল করিয়া।
নানা বাদ্য বাজি চলে রাজাকে লইয়া ॥১৭
কোলাপুরে করি নানা মঙ্গল রচনা।
রম্ভা ঘট দীপ পথে করিল ঘটনা ॥১৮
ঘটের উপরে সভে দিল আম্র শাখা।
দিব্য মাল্য পুষ্প ফল আলিপন রেখা ॥১৯
রত্ন দীপ জ্বালি পথে রাখিল সারি সারি।
নারীগণে জয় ধ্বনি করে দুই সারি ॥২০
নানা গীত নানা বাদ্য নানা রঙ্গ করি।
মঙ্গল করিয়া রাজা লইল আদরি ॥২১
রামাগণে করিল মঙ্গল যথাবিধি।
কোলাপুরবাসী লোক পায় যেন নিধি ॥২২
পুরে লয়া যায়া রাজা স্নান করাইল।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার সুরথেক দিল ॥২৩
শুভক্ষণ করি তার অভিষেক কৈল।
বিবিধ বিধানে সুরথেক রাজা কৈল ॥২৪

কোলাপুরবাসী যত বহু মূল্য ধনে।
সভে আনি দিল ভক্তি করিয়া রাজনে ॥২৫
অশ্ব গজ আদি করি আর যত ধন।
ভক্তি করি সভে রাজাকে করিছে পূজন ॥২৬
পাত্র মিত্র দাস দাসী আর প্রজাগণ।
সৈন্য সেনাপতি আর যত বীরগণ ॥২৭
পূর্ব্বে সুরথের ছিল যত রত্ন ধন।
ততোধিক দিয়া কৈল রাজার পূজন ॥২৮
মণি মাণিক্য আর সুবর্ণ ভাণ্ডার।
রত্ন প্রবাল মুক্তা হীরা নীলা আর ॥২৯
পূর্ব্বে যত ধন ছিল আওয়াসে আওয়াসে।
অসংখ্য অর্ব্বুদ ধন দিশ পাশে ॥৩০
পূর্ব্বের যতেক ধন আছিল রাজার।
ততোধিক হৈল ধন নাহি পারাপার ॥৩১
নারীগণ রাজপুত্র যত যত জন।
ভক্তি ভাবে করে সবে রাজার সেবন ॥৩২
শুদ্ধ মতি অতি যদুনাথ দ্বিজবর।
কমল লোচন দ্বিজ তার বংশধর ॥৩৩
কোটি পরণাম করি দুর্গার চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত করিল রচনে ॥৩৪

ঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

দুর্গতিনাশিনী মাতা আদ্যা সনাতনী।
সুরথেক রাজা কৈলে পুনর্ব্বার আনি ॥১
পুরবাসী দেশবাসী যত যত জন।
রাজাকে প্রণাম কৈল দিয়া নানাধন ॥২
রথ গজ ঘোড়া আর অস্ত্রশালা ঘর।
পূর্ব্ব হইতে এবে তাহা হৈল বহুতর ॥৩
কোলাপুরবাসী যত পুরুষ অঙ্গনা।
বাল্য কিশোর যুবা আর বৃদ্ধ জনা ॥৪
রাজাকে দেখিতে সভে ধায়ে লঘুগতি।
সভাকার মান করি তোষে নরপতি ॥৫
লক্ষে লক্ষে লোক সভ আসি যায় ঘর।
রাজ স্থানে মান পায়া আনন্দ অন্তর ॥৬
কোলাপুরে লোক সভ আনন্দে তরল।
নৃত্য গীত বাদ্য রঙ্গ করে প্রতি জন ॥৭
রাজদ্বারে নানা বাদ্য বাজে নিরন্তর।
গায়নে গায় গীত দেখিতে সুন্দর ॥৮
সুরথ কহিল শুন পাত্র মিত্রগণ।
আনিঞা ভেটাও মোর যত সেনাগণ ॥৯
এ মত রাজার কথা শুনি পাত্রগণ।
মহলা করিতে সেনা সভে দিল মন ॥১০
সপ্ত শঙ্খ রথ সাজে বিচিত্র নির্ম্মাণ।
মহলা করিতে আইল রাজা সন্নিধান ॥১১

একাদশ সংখ্য হস্তী গণার১ প্রধান।
সুবর্ণাদি নানা ধনে করিয়া সাজন ॥১২
পর্ব্বত প্রমাণ যত দেখি গজ মাতা।
রাজার সাক্ষাতে সভে নোঙাইলা মাথা ॥১৩
ত্রিশ শঙ্খ অশ্ব সাজে বর্ণ বিবর্ণ।
তার মধ্যে দশ পদ্ম সাজে শ্যামবর্ণ ॥১৪
সুবর্ণে রচিত জিন পৃষ্ঠের উপরি।
ঘণ্টা ঘাগর তাথে সাজে সারি সারি ॥১৫
মহাতেজবান ঘোড়া দেখিতে সুন্দর।
দাঁড়ায়া রহিল সভ রাজার গোচর ॥১৬
ষাটি শঙ্খ সেনা সাজে প্রচণ্ড যুঝার।
রাজার গোচরে গিয়া কৈল নমস্কার ॥১৭
এহি মতে মসলা করয়ে সেনাগণ।
দেখি আনন্দিত হৈল সুরথের মন ॥১৮
সভা করে তরে রাজা করে পুরস্কার।
বসন ভূষণ হেম দিব্য অলঙ্কার ॥১৯
মহলা করিল যত রাজসেনাগণে।
বিদায় করিল রাজা আনন্দিত মনে ॥২০
যে জন আইল সে রাজাক দেখিবার।
সভাকে সুরথ রাজা করে পুরস্কার ॥২১
কোলাপুর মিলি হৈল আনন্দ তরঙ্গ।
বাদ্য ভাণ্ডে প্রজাগণ করে নানা রঙ্গ ॥২২
আনন্দে রহিল রাজা পূরে আপনার।
সুরথ আইল দেশে হইল প্রচার ॥২৩

১। গণার—গণনার।

পৃথিবীর রাজাগণ শুনিছেন কথা।
মনে মনে চিন্তে সভে হৃদয় পায় ব্যথা ॥২৪
পাত্র মিত্র লয়া সভে যুক্তি কৈল সার।
সুরথ আইল দেশে নাহিক নিস্তার ॥২৫
সমরে দুর্জ্জয় রাজা কেবা তাখে জিনে।
তাখে না ভেটিলে পাছে কাটিবে পরাণে ॥২৬
যে হউক সে হউক পাছে সাক্ষাত করিব।
বহু রত্ন দিয়া রাজাকে ভেটিব।২৭
এতেক চিন্তিয়া সভে যুক্তি কৈল সার।
সৈন্য সহে সাজে রাজা গলাতে কুঠার ॥২৮
শকট ভরিয়া লৈল বহু মূল্য ধন।
হীরা লীলা মতি পানা শুদ্ধ কাঞ্চন ॥২৯
মণি মাণিক্য লৈল অমূল্য পাথর।
একে একে রাজাগণ চলিল সত্বর ॥৩০
সুরথ গোচরে দুত আগে পাঠাইল।
সসৈন্যে সাজিয়া রাজা পশ্চাতে চলিল ॥৩১
দুতে মাথা নোঙাইলা সুরথের স্থানে।
তোমাকে দেখিতে আইল যত রাজগণে ॥৩২
আত্মা সমর্পণ করি ভবানী চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কলল লোচনে ॥৩৩

———

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

দূত মুখে শুনি তবে সুরথ রাজন।
মনে মনে চিন্তে তবে শুনিয়া বচন ॥১
বোনে ত আমাকে বর দিয়াছে ভবানী।
কি করিতে পারে মোখে কাহার পরাণি ॥২
এত সভ চিন্তি রাজা স্থির কৈল মন।
হেন কালে পুরে প্রবেশিল রাজাগণ ॥৩
সুরথ বলেন শুন যত পাত্রগণ।
আমাকে ভেটিতে আইল যত রাজগণ ॥৪
এত শুনি পাত্র মিত্র চলিল সত্বরে।
আগু বাড়ি রাজাগণ যায় আনিবারে ॥৫
একে একে রাজাগণ দিল দরশন।
সুরথ সভার তরে দিল আলিঙ্গন ॥৬
সভাকে বসায় রাজা বিচিত্র আসনে।
যার যেহি যোগ্য তাহা কৈল সম্ভাষণে ॥৭
সভার গলাতে দেখি কুঠার বন্ধন।
কহিতে লাগিম সভে মধুর বচনে ॥৮
হৃদে বিষ মুখে মধু কহেন সুরথে।
গলাতে কুঠার কেনে কহিবে আমাতে ॥৯
সুরথের বাক্য শুনি যত রাজগণ।
কহিতে লাগিল তারা কোমল বচন ॥১০
তুমি মহারাজা সূর্য্যবংশে উপাদান।
দান পুণ্য যশে তুমি বিদিত পুরাণ ॥১১

পৃথিবীর মধ্যে যত রাজাগণ বৈসে।
তোমার পূজন সভে করয়ে বিশেষে ॥১২
অপরাধ হৈল আমা সভার বিস্তর।
সাক্ষাতে আইলাঙ যাহা মনে তাহা কর ॥১৩
আমরা তোমার দাস বিদিত সংসারে।
অপরাধ হৈল ক্রমে গলাতে কুঠারে ॥১৪
সভার শুনিয়া রাজা হেন ব্যবহার।
সুরথ সভার গলার খসায় কুঠার ॥১৫
কহিতে লাগিল পুন সুরথ রাজন।
গ্রহদোষ ছিল মোর শুন সর্ব্ব জন ॥১৬
এহি সে কারণে মোর হইল এমন।
তোমা সভার নাহি দোষ শুন সর্ব্ব জন ॥১৭
বনে ফিরি জ্ঞান আমি পাইল মুনির স্থানে।
আমাকে সদয় দুর্গা হইলেন বনে ॥১৮
রাজগণে নানা দ্রব্য সুরথেকে দিল।
বহু প্রেম আলাপন সভাতে আছিল ॥১৯
পঞ্চ দিন রাখিলেন সভ রাজাগণে।
দিব্য রাজভোগ সভাক করায় ভক্ষণে ॥২০
সুরথ রাজনে সভাক করিল সম্মান।
যার যেহি পুরস্কার কৈল মতিমান ॥২১
পদাতিগণেক রাজা করিল নৌকতা[১]।
আনন্দিত হইল সভে দেখিয়া ব্যবস্থা ॥২২
সভাকার মান করি সুরথ রাজন।
অল্প জনেক দিল রাজা বহু মূল্যধন ॥২৩

১। নৌকতা—লৌকিকতা, লৌকিক পুরস্কার।

পঞ্চ দিনান্তরে সভ করিল বিদায়।
পৃথিবীর রাজাগণ নিজ স্থানে যায় ॥২৪
সুরথের শত্রু সভ দুঃখ ভাবে মনে।
সুরথ অন্তরে দুঃখ সে সভ কারণে ॥২৫
ভবানীর সেবা করে যেহি মহাজনে।
তাখে কি করিতে পারে কাহার পরাণে ॥২৬
নারদি পুরাণে আছে এ সভ মহিমা।
ভবানীর দাস জনের নাহি সুখ সীমা ॥২৭
ভবারী ভুবনেশ্বরী ত্রিজগৎ মাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সর্ব্ব ফল দাতা ॥২৮
ভবানীর সেবা করে যেহি মহাজন।
সংসার সাগরে পার হয় সেহি জন ॥২৯
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদি দেবগণ।
সর্ব্ব দেব কৃপা তাখে নিশ্চয় বচন ॥৩০
শিব সেবা করে যেবা দেবী পরায়ণ।
আপনে সহায় তাখে লক্ষ্মী নারায়ণ ॥৩১
ভগবতীর পদে যেবা করে নমস্কার।
তাহাকে যমের কভো নাহি অধিকার ॥৩২
সুরথ পাইছে বনে অভয়ার বর।
কি করিতে পারে তাহাকে সংসার ভিতর ॥৩৩
অম্বিকার দাসে যাখে মন কষ্ট কৈল।
নিশ্চয় জানিহ তাখে বিধি বিড়ম্বিল ॥৩৪
তাহার আপার[১] দেবে ঘুচাইতে নারে।
অশেষ যাতনা দেন ভবানী তাহারে ॥৩৫

১। আপার—অপার, বিপদ।

কোটি পরণাম করি শ্রীনাথ চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমল লোচনে ॥৩৬

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

এহি মতে নানা সুখ সুরথ পাইল।
যেহি মনে করে রাজা তাহা সভাইল।১
ভবানী পূজয় নিত্য ভক্তিযুক্ত হয়া।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ উপহার দিয়া ॥২
এহি রূপে কথো দিন অম্বিকা পূজিল।
মহা বলবান রাজা মনেত ভাবিল ॥৩
মূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া পূজি বহুবারম্ভ করি।
কি মতে হইবে কার্য্য কোন যুক্তি করি ॥৪
এতেক ভাবিল রাজা চিত্তের ভিতর।
ভবানীর পূজা রাজা করে নিরন্তর ॥৫
পূজা সাঙ্গ করি রাজা করিল গোচর।
অভয়াকে নিবেদন অভীষ্ট সকল ॥৬
আমার মানস পূর্ণ করিলে সকল।
কৃপা করি লহ মাতা মোর পুষ্প জল ॥৭
সেবকের এত বাক্য শুনিয়া ভবানী।
আদেশ করিল দেবী বিশ্বকর্ম্মা আনি ॥৮
সুরথ অগ্রেত যায়া কারিগর হয়া।
সাবধানে আমার প্রতিমা গঠ গিয়া ॥৯

প্রতিমা করিবে বৎস সহস্রেক ভূজা।
সুরথ করিতে চাহে বহুবারম্ভে পূজা ॥১০
সরযুর কূলে কর দেহরা[১] নির্ম্মাণ।
বিচিত্র দেউলে কর প্রতিমা স্থাপন ॥১১
এত বুলি অভয়া তাহাকে দিল পান।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি হৈল মতিমান ॥১২
অম্বিকার আদেশে চলিল বিশ্বকর্ম্ম।
নিজ বেশ ছাড়ি হৈল কারিগর ধর্ম্ম ॥১৩
কৌতুকে সুরথ রাজা বসি আছে বারে।
পাত্র মিত্রগণ লয়া সভার মাঝারে ॥১৪
সৈন্য সেনাপতিগণ রাজার সভায়।
গায়নে গায়ন গায় নানা বাদ্য বায় ॥১৫
নৃত্য গীত নানা রঙ্গ কৌতুক আপারে।
হেন কালে দরশন দিল কারিগরে ॥১৬
বিশ্বকর্ম্মা বোলে কথা শুন নৃপমণি।
দুর্গার প্রতিমা আমি নির্ম্মাইতে জানি ॥১৭
এতেক শুনিয়া রাজা আনন্দিত হৈল।
কারিগর তরে রাজা পুরস্কার কৈল ॥১৮
কহিতে লাগিল রাজা শুন করিগর।
কোন দ্রব্য চাহি তাহা কহিবে সত্বর ॥১৯
কারিগর বোলে শুন সুরথ ভূপাল।
নিভৃতে করহ স্থান সরযুর কূল ॥২০
এতেক শুনিয়া রাজা আদেশে কিঙ্কর।
সরযূর কূলে তুলি দিল দিব্য ঘর ॥২১

১। দেহরা—দেওহরা বা দেওঘরা দেবঘর।

দিবসেত সেহি ঘরে রহে বিশ্বকর্ম্ম।
রজনীতে বিশ্বকর্ম্মা করে কোন কর্ম্ম ॥২২
অগ্নিকুণ্ড করি বিশা দুর্গা করে ধ্যান।
নানা স্তব জপ করে হয়া মতিমান ॥২৩
স্তুতি করে বিশ্বকর্ম্মা ভবানী তারিণী।
আপনার গুণে দয়া করহ আপনি ॥২৪
তোমার প্রতিমা মাতা গঠিতে না জানি।
আপনার গুণে দয়া করহ জননী ॥২৫
নানা স্তুতি করে বিশা যোড় করি শিরে।
দেহি দেহি শব্দ হৈল কুণ্ডের ভিতরে ॥২৬
সেহি কালে কুণ্ডে বিশা হেম কেলি দিল।
বিচিত্র প্রতিমা কুণ্ডে ততক্ষণে হৈল ॥২৭
বিশ্বকর্ম্মা দেখে যদি প্রতিমামুরতি।
শিল্পগণ সঙ্গে বিশা করিল প্রণতি ॥২৮
এমত প্রতিমা বিশা করিল নির্ম্মাণ।
দেহরা নির্ম্মায় তবে হয়া সাবধান ॥২৯
আত্মা সমর্পন করি ভবানী চরণে।
চণ্ডিকাবিজয় ভূণে কমললোচনে ॥৩০

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

সঙ্গে লয়া শিল্পগণ, বিশ্বকর্ম্মা দিল মন,
অম্বিকার দেহরা নির্ম্মিতে।
নানা বর্ণে আনি শিলা, দেউল নির্ম্মাণ কৈলা ;
শিল্পগণ লয়া সাবহিতে ॥১

চারি প্রহর রাতি, জ্বালিয়া রত্নের বাতি,
জাগরণে করে নিরমাণ।
নানারূপ কৈল তাথে, আপনার মনোরথে,
শিরে ধরি অভয়া চরণ ॥২
খণ্ড খণ্ড করি শিলা, নানারত্ন আরোপিলা,
তার মধ্যে মধ্যে দিল শিলা।
নীল কৃষ্ণ শ্বেত রক্ত, তাহাতে সুবর্ণ বেক্ত ;
পঞ্চবর্ণ কৈল নিয়োজনা ॥৩
দেউল উপর ভাগে, পঞ্চবর্ণ তাথে লাগে ;
কনক কলস লাগে চূড়ে।
তাহাতে পতাকা নেতে, কৃষ্ণবর্ণ বাস তাথে ;
পবনে সমূলে তাহা উড়ে ॥৪
নানারূপে বেড়া কৈল তাহাতে দর্পণ দিল ;
হীরা মতি কাঞ্চন সহিতে।
দেখিতে সুন্দর তায়, নানারূপে নিরমায় ;
শিল্পগণ লয়া সাবহিতে ॥৫
দেউলের চারিদ্বার, রূপে খণ্ডে অন্ধকার।
কনক কপাট চারি দ্বারে।
তাথে দিল বহু ধন, যেন সূর্য্য কিরণ,
সন্তোষ করিতে অম্বিকারে ॥৬
দেউলের মধ্যভাগে, নানা বর্ণে শিলা লাগে ;
প্রতিমা স্থাপিতে বেদী কৈল।
তাহার সমুখে কৈল, মণ্ডলের বেদী হৈল।
বহু ধন তাথে লাগাইল ॥৭
পাষাণে নির্ম্মায় ঘর, একশত মনোহর।
দেউলের পশ্চিম ভাগেতে।

তাহাতে সুসজ্জ কৈল, নানারূপে নির্ম্মাইল
রচনা বান্ধিতে বিধিমতে ॥৮
দেউলের পূর্ব্বে কৈল, হোমশালা নির্ম্মাইল
নানারত্নে বিচিত্র নির্ম্মাণ।
বিধিমতে কুণ্ড করে, সূত্র ধরি মধ্য ঘরে।
বিশ্বকর্ম্মা হয়া সাবধান ॥৯
দক্ষিণেত দিল মন, সঙ্গে লয়া শিল্পগণ;
নাটশালা করয়ে নির্ম্মাণ।
পাথরে করিল ঘর, দেখি তাহা মনোহর
শিরে ধরি অম্বিকা চরণ ॥১০
বসিতে সর্ব্বজন, কৈল দিব্য ভবন;
নানাবর্ণে পাথরে নির্ম্মিল।
তাথে লাগে বহু ধন, ঝল মল অনুক্ষণ;
বহুবিধি সুসজ্জ করিল ॥১১
অগ্নিকোণে বাদ্যঘর, দেখি অতি মনোহর;
উচ্চ কৈল যোজন প্রমাণ।
আর যত ভরণ, রহিতে অতিতগণ[১]
গড়ে বিশা করিয়া যতন ॥১২
দেউলের উত্তর দ্বারে, দিব্য ভোগশালা করে
নানা ধনে দেখিতে সুন্দর।
সেহিত ভবন মাঝে, ফটিকের স্তম্ভ সাজে;
দ্বারেত কপাট মনোহর ॥১৩
বিশ্বকর্ম্মা দিয়া মন, সহস্রেক ভবন;
যত্নে কৈল দুর্গার পুরীতে।

১। অতিত—অতিথি।

পাষাণে বেড়িল পুরী, শত হাত উচ্চ করি,
চারি দ্বারে কপাট শিলাতে ॥১৪
পুরী মধ্যে সরোবরে, বিশাই নির্ম্মাণ করে,
দীর্ঘ প্রস্থ প্রমাণ বিশাল।
পাথরে বান্দিল ঘাট, আর যত নাছবাট,[১]
তাখে তোয় ফটিক আকার ॥১৫
জলেত পঙ্কজ শোভে, অলি ভ্রমে মধু লোভে,
তীরে তরু দেখিতে সুন্দর।
পুষ্পের উদ্যান করে, দেখি অতি মনোহরে,
সৌরভ ধাইছে দিগন্তর ॥১৬
আনন্দিতে বিশ্বকর্ম্ম, পুরে করে নানা কর্ম্ম,
অভয়ার মনোরথ কাজে।
প্রতিমা আনিয়া যবে, দেউলে স্থাপিল তবে,
কৈলাস সমান পুরী সাজে ॥১৭
চরখা বাড়ীতে ঘর, যদুনাথ বংশধর,
নাম দ্বিজ কমল লোচন।
চণ্ডিকা-বিজয় গীত, জগ জন মনোহিত,
শিরে ধরি শ্রীনাথ চরণ ॥১৮

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

গীত কর্ণাট রাগ।

আজি কি পেখনু সমন্বিত হরগৌরী।
সফল ভয়ো রে নঞান যুগ মেরি ॥১

১। নাছবাট—

চাঁচর বেণী বিরাজিত কাঁহু।
কাঁহু পর লম্বিত বিনোদ জরাউ ॥২
পারিজাত মালা গলে গিরিবালা।
গিরি গণ্ডে দোলত সেহিতাক্ষমালা ॥৩
মলয়জ পঙ্ক প্রলেপ অঙ্গ চারু।
চিতা ধূলি ভূষণ ত্রিজগত গুরু ॥৪
লোহি লোহিতাম্বর অরুণ জিনি সোহা।
বাঘাম্বর কাঁহু দনুজ দল মোঁহা ॥৫
হরগৌরী নিরখে গৌরী সারং লোকাইওঁ।
যদুনাথ উভয় চরণ বলি যাইও ॥ধ্রু॥৬

বিবিধ প্রকারে পুরী নির্ম্মাণ করিল।
মণ্ডলের ঘট বিশা কনকে নির্ম্মিল ॥১
দেউলে প্রতিমা আনি করিল স্থাপন।
দুর্গাকে প্রণাম করি করিল গমন ॥২
রাম রাম সোঙরণে[১] পোহাইল নিশা।
কোকিলে পঞ্চম গায় রবির প্রকাশা ॥৩
ভবানী স্মরণে উঠে সুরথ রাজনে।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাধানে ॥৪
কারিগর অন্বেষণে চলে রাজেশ্বরে।
দেখে কারিগর নাহি ভবন মাঝারে ॥৫
বিস্ময় ভাবিয়া রাজা চাহে চারি ভিতে।
সরযুর কূলে পুরী দেখে আচম্বিতে ॥৬
পুরী দেখি রাজা কহে এক অদভূত।
তার বার্ত্তা উদ্ধারিতে পাঠাইল দূত ॥৭

১। সোঙরণে—স্মরণে।

ধীরে ধীরে সেহি দূত পুরে প্রবেশিল।
বিচিত্র বিমান দূতে দেউলে দেখিল ।৮
দুর্গাকে প্রণমে দূত তুরিত গমনে।
কহিল সকল কথা সুরথ বিদ্যমানে ॥৯
এতেক শুনিয়া রাজা আনন্দিত হৈল।
লঘুগতি সুরথ রাজন চলি গেল ॥১০
পাত্র মিত্রগণ সঙ্গে রাজা মহাশয়।
দ্বারেত প্রণাম করি পুরে প্রবেশয় ॥১১
দেউলে প্রতিমা স্বর্ণে করে ঝলমল।
কোটি ইন্দ্র প্রকাশ যেন গগন মণ্ডল ॥১২
ক্ষিতি পতি অবনী পতিতে প্রণমিল।
আনন্দিত সর্ব্ব জন জয় ধ্বনি কৈল ॥১৩
সিংহের উপরে দেখে সহস্রেক ভুজা।
সেহিরূপ সুরথ রাজনে কৈল পূজা ॥১৪
চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি হৈল ইতিন লোচন।
মণির মুকুট মাথে উজ্জ্বল গগন ॥১৫
তার মধ্যে শোভা করে অর্দ্ধ চন্দ্র কলা।
নানা অভরণ অঙ্গে মনোহর লীলা ॥১৬
নাসার উপরে দোলে গজ মুক্তার মণি।
কনক প্রতিমা দেখি জগৎমোহিনী ॥১৭
সহস্র বাহুতে শোভে জড়িত কঙ্কন।
গীবা শোভা করি আছে নানা অভরণ ॥১৮
তাহাতে কেয়ুর শোভে ঝল মল করে।
গজ মুক্তার মণি সাজে হৃদয় উপরে ॥১৯
মহিষমর্দ্দিনী রূপ হয়াছে চণ্ডিকা।
অষ্ট দিগে শোভা করে অষ্ট নায়িকা ॥২০

সিংহ পৃষ্ঠে আরোহণ দক্ষিণ চরণ।
মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোপণ ॥২১
সব্য করে মহিষের ধরিয়াছে চুল।
দক্ষিণ হস্তে বুকে তার আরোপিছে শূল ॥২২
সহস্র ভুজে ধরিলা সহস্র প্রহরণ।
দক্ষিণে গণেশ রাজে বামে ষড়ানন ॥২৩
দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী।
রিদ্ধি সিদ্ধি মুনিগণ দেবে করে স্তুতি ॥২৪
মাথার উপরে শিব বৃষভ বাহন।
দক্ষিণে বিরিঞ্চি বামে দেব নারায়ণ ॥২৫
বিচিত্র মন্দির মাঝে প্রতিমা স্থাপিয়া।
শুদ্ধ সুবর্ণে দেবী নির্ম্মাণ করিয়া ॥২৬
মণ্ডবের বেদী করি কনকে গঠন।
তাহাতে সুরণ বারি করেছে স্থাপন ॥২৭
প্রতিমা নির্ম্মাণ করি জগৎ মোহন।
পলাইয়া কারিগর করিছে গমন ॥২৮
দেখিয়া প্রতিমা রাজা আনন্দিত হৈল।
বিবিধ প্রকারে বাদ্য বাজিতে লাগিল ॥২৯
কোটি পরণাম করি শ্রীনাথ চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভণে কমললোচনে ॥৩০

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

নানা বাদ্য বাজিতে সুরথ আজ্ঞা কৈল।
বাদ্য ঘরে নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল ॥১
দুন্দুভি ঝাঝর বাজে পড়াহ, মাদল।
দামা দগড় বাদ্য হৈল কোলাহল ॥২
বেণু বীণা বাজে আর সানি জগঝম্প।
বাদ্য শব্দ শুনিয়া পৃথিবী হৈল কম্প ॥৩
শিঙ্গা শঙ্খ বাজে আর কাংস্য করতাল।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে ডমরু কাহাল ॥৪
দোশরি মুহরি বাজে শুনি সুললিত।
গজ পৃষ্ঠে দামা বাজে শুনি লাগে ভীত ॥৫
ভেরী সানাঞি বাজে রণসিঙ্গা আর।
ঝাপি ঝমকী বাজে মুরজ আপার ॥৬
সপ্তস্বরা পিণাকিনী দণ্ডি বাজে আর।
মাদলে আপার বাজে ডম্ফ করতাল ॥৭
বীর ঢাক বাজে তাথে তিন তিন কাঠি।
তোল পাড় হৈল শব্দে কোলাপুরের মাটী ॥৮
যত বাদ্য বাজে তাহা লিখিতে না পারি।
অতি ঘোর শব্দ তাথে কর্ণে লাগে তালি ॥৯
মঙ্গল রচিয়া রাজা যুক্তি চিন্তে মনে।
সুবুদ্ধি পাত্রেক রাজা বলিলা বচনে ॥১০
সূর্য্যবংশে পুরোহিত বশিষ্ঠ তপোধন।
তাহাকে আনহ রাজা করি আমন্ত্রণ ॥১১

২। পড়াহ—পটহ।

সর্ব্ব কার্য্য হবে রাজা না ভাবিহ দুঃখ ।
মুনি এথা আইলে কার্য্যেত হবে সুখ ॥১২
এত বাক্য শুনি রাজা আনন্দিত মনে ।
আনিতে বশিষ্ঠ মুনিক পাঠায় সুজনে ॥১৩
দিব্য রথ পাঠাইল মুনিকে আনিতে ।
লঘুগতি গেল রথ মুনির সাক্ষাতে ॥১৪
মুনির চরণে দূত প্রণাম করিল ।
পাণিপুটে দাড়াইয়া কহিতে লাগিল ॥১৫
শুন মহামুনি গোসাঞি আমার প্রণতি ।
তোমাকে দেখিতে চাহে সুরথ নৃপতি ॥১৬
গ্রহ দোষে বনে গিয়াছিল নৃপমণি ।
সর্ব্ব লোকে পুনর্ব্বার রাজা কৈল আনি ॥১৭
এতেক শুনিয়া মুনি রথেত চড়িল ।
কোলাপুরে আসি রথ শীঘ্র উত্তরিল ॥১৮
দূতে বার্ত্তা জানাইল রাজার গোচর ।
আইলা বশিষ্ঠ মুনি শুন নৃপবর ॥১৯
এতেক শুনিঞা রাজা সম্ভ্রমে উঠিল ।
মুনিকে আনিতে রাজা আপনে চলিল ॥২০
অষ্টাঙ্গে লোটায়া রাজা হৈল মতিমান ।
আশীর্ব্বাদ কৈল মুনি বিবিধ বিধান ॥২১
মুনিকে লইয়া রাজা আইলা সভাতে ।
দিব্য সিংহাসন দিলা মুনিকে বসিতে ॥২২
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনি মধুপর্ক দিয়া ।
করযোড়ে কহে রাজা আনন্দিত হয়া ॥২৩
শুন মহামুনি গোসাঞি মোর নিবেদন ।
গ্রহ পীড়া যোগেতে গেলাঙ ঘোর বন ॥২৪

তথাতে মেধস গোসাঞি করিল নিস্তার।
জ্ঞান দান করি কৈল ভবসিন্ধু পার ॥২৫
তাহার কৃপাতে দয়া করিল ভবানী।
মনের বাঞ্ছিত বর দিল নারায়ণী ॥২৬
দেশে আনাইয়া দুর্গা পুন কৈল রাজা।
পৃথিবীর রাজাগণে মোর কৈল পূজা ॥২৭
মন অভিলাষ কৈল দুর্গার পূজনে।
কনক প্রতিমা নির্ম্মাইল আপনে ॥২৮
সরযূর কুলে যায়া দেখি আচম্বিত।
কারিগর পঠাইছে প্রতিমা নির্ম্মিত ॥২৯
দেউলে প্রতিমা গোসাঞি সহস্রেক ভুজা।
কি মত বিধানে আমি তার করি পূজা ॥৩০
সূর্য্যবংশে পুরোহিত তুমি মুনিবর।
তোমার চরণ দেখি স্থির কলেবর ॥৩১
আপনে করহ মুনি পূজার পদ্ধতি।
যোড় হাতে দাড়ায়া কহেন নরপতি ॥৩২
সুরথের এত বাক্য মুনিতে শুনিল।
আনন্দিত হয়া মুনি কহিতে লাগিল ॥৩৩
প্রাণ সমর্পণ করি দুর্গার চরণে।
চাণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমল লোচনে ॥৩৪

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

বশিষ্ঠে কহেন শুন সুরথ রাজন।
ভূত কথা কহি আমি তাথে দেহ মন ॥১
বিরিঞ্চি করিল সৃষ্টি যখন সির্জন১।
মীন রূপে কৈলা হরি বেদ উদ্ধারণ ॥২
সাম যজু ঋক্ অথর্ব্ব চারি বেদ হৈল।
জ্ঞান দিতে সংসারেত প্রচার করিল ॥৩
সেহি বেদে লেখে রাজা ভবিষ্য কথন।
সূর্য্যবংশে জনমিবে সুরথ রাজন ॥৪
মহাতেজবান রাজা অবনী জিনিবে।
কথ কালে সুরথের গ্রহপীড়া হবে ॥৫
দারা সুতে অপমান পাইয়া রাজনে।
প্রবেশ করিবে রাজা গহন কাননে ॥৬
মেধসের উপদেশে সেহি মহারাজা।
নানারূপে বনে করে অভয়ার পূজা ॥৭
কথোদিনে দুর্গা তাথে সকরুণ হৈল।
মনের বাঞ্ছিত বর সুরথেক দিল ॥৮
হেন মতে বর পায় সুরথ রাজন।
পুনর্ব্বার দেশে রাজা করিলা গমনে ॥৯
কোলাপুরে আসি তেঁহো হইলেন রাজা।
অবনীর রাজাগণে করে তার পূজা ॥১০
সুরথের মনে হবে পূজিতে ভবানী।
বিশ্বকর্ম্মা আদেশিয়া দিলা নারায়ণী ॥১১

১। সির্জন—সৃজন।

প্রতিমা নির্ম্মায় বিশা সহস্রেক ভুজা।
যেহি রূপে সুরথ রাজনে করে পূজা ॥১২
পূজার পদ্ধতি বেদে আছয় লিখন।
বসন্ত কালেত পূজা করিবে রাজন ॥১৩
মধু মাসে কৃষ্ণ পক্ষে নবমী বোধন।
বিবিধ বিধানে পূজা করিবে রাজন ॥১৪
শুক্লাষষ্ঠী তিথি পায়া অধিবাস কৈল।
সপ্তমীতে পত্রিকার প্রবেশ করিল ॥১৫
মহা পূজা করিবেন অশোক অষ্টমী।
মহা নবমীতে পূন্না[১] কৈল নৃপমণি ॥১৬
দশমীতে পূজা করি নির্ম্মাল্যবাসিনী।
ঘটক[২] চালনা তরে করে নৃপমণি ॥১৭
এহি রূপে পূজা হবে অবনী ভিতর।
বাসিনী[৩] ভবানী পূজা প্রতি ঘরে ঘর ॥১৮
স্বর্গে পাতালে পূজা করে বিধি মতে।
সুরথে করিয়া পূজা অবনী বিদিতে ॥১৯
বেদ মুখে পুছে রাজা এ মত পদ্ধতি।
কার্য্য পূর্ণ হবে রাজা দুঃখ না ভাব নৃপতি ॥২০
এতেক শুনিয়া রাজা মুনির বচন।
আনন্দিত হৈল তবে সুরথ রাজন ॥২১
সানন্দে সুরথ বন্দে মুনির চরণ।
সভাসদে আনন্দিত হৈল পাত্রগণ ॥২২

১। পূন্না—পূর্ণ, পূজা-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি।
২। ঘটক—ঘটের, দ্বিতীয়া বিভক্তি।
৩। বাসিনী—বোধ হয়, বাসন্তী।

সুরথ বলেন শুন যত পাত্রগণ।
অম্বিকা পূজিব দ্রব্য কর অন্বেষণ ॥২৩
রাজার এতেক বাক্য শুনি সর্ব্ব জন।
পূজার সম্ভার আনে করিয়া যতন ॥২৪
বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করি করে প্রয়োজন।
বেদ অনুসারে মুনি কহেন বচন ॥২৫
মুনি যত কহে তাহা প্রস্তুত করিল।
মধু কৃষ্ণা নবমীতে বোধন করিল ॥২৬
সুরথ বোলেন শুন পাত্রমিত্রগণ।
সর্ব্ব রাজাগণ আন করি নিমন্ত্রণ ॥২৭
পৃথিবীতে যত রাজা কৈল আমন্ত্রণ।
আইল সকল রাজা কোলার ভবন ॥২৮
সভাকে দিলেন স্থান বিচিত্র আওয়াসে।
আনন্দিত হয়া সভে রহিলা বিশেষে ॥২৯
কোটি পরণাম করি শ্রীনাথ চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥৩০

ষট্‌ত্রিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

বোধন করিতে রাজা আনন্দিত মনে।
স্নান দান করি রাজা বসিলা আসনে ॥১
বশিষ্ঠ মুনিকে রাজা বসায় দক্ষিণে।
সংকল্প করিল রাজা বেদ বিধানে ॥২

বহুল সম্ভারে পূজা করে রাজেশ্বর।
নানা বাদ্য গীত রঙ্গ কৌতুক বিস্তর ॥৩
সেহি দিন দিল রাজা লক্ষ বলিদানে।
ছাগ মহিষ মেষ বলি করিল ছেদনে ॥৪
শুদ্ধ বিপ্র সহস্রেক বরণ করিল।
ভট্টারকা পাঠে তাখে নিয়োজিত কৈল ॥৫
সপ্তশতী পাঠ তারা করে নিরন্তর।
দক্ষিণা সুবর্ণ এক দেন রাজেশ্বর ॥৬
সেহি ঘটে পূজে রাজা দশমীর দিনে।
বিবিধ সম্ভার বহু সহস্র বলিদানে ॥৭
একাদশী দিনে পূজে সুরথ রাজনে।
শত তাহার চারি সহস্র বলিদানে ॥৮
অষ্টলক্ষ বলি দিল দ্বাদশী দিবসে ॥
ত্রয়োদশী দিনে বলি লক্ষ ষোড়শে ॥৯
চতুর্দ্দশী দিনে বলি বত্রিশ লক্ষ দিল।
দিব সেবত দ্বিগুণ বলি করিতে লাগিল ॥১০
অমাবস্যা দিনেত চৌষট্টি সহস্র বলি।
এহি মতে সুরথরাজা পূজে ভদ্রকালী ॥১১
শুক্ল প্রতিপদে পূজা করেন রাজনে।
একলক্ষ আঠাইশ হাজার বলিদানে ॥১২
দ্বিতীয়া দিবসে রাজা পূজে ভদ্রকালী।
দুইলক্ষ ছাপান্নহাজার দিল বলি ॥১৩
তৃতীয়াতে পূজা করে সুরথ রাজনে।
পাঁচলক্ষ দ্বাদশহাজার বলিদানে ॥১৪
চতুর্থীতে দশলক্ষ চল্লিশ হাজার।
বলিদান করে আর বিবিধ সম্ভার ॥১৫

পঞ্চমীতে পূজা করে বিবিধপ্রকারে।
বিশলক্ষ আটচল্লিস বলি রাজা করে ॥১৬
ষষ্ঠীদিনে সায়ংকাল উপনীত।
সেই দিনে অম্বিকার অধিবাস কৃত্য ॥১৭
স্নান দান করি রাজা শুচি হৈল কায়।
শুভক্ষণে যাত্রা করে রাজা মহাশয় ॥১৮
যাত্রাকালে হৈল তথা যত সুমঙ্গল।
সুরথরাজার হৈল আনন্দ তরল ॥১৯
সানন্দে বন্দিয়া রাজা মুনির চরণ।
অধিবাস কৃত্য যাত্রা করিল রাজন ॥২০
নানারঙ্গে বাদ্য বাজে শুনি সুললিত।
সুবেশ করিয়া বিদ্যাধরী করে নৃত্য ॥২১
কোলাপুরবাসী যত সানন্দ বদন।
ঘরে ঘরে সুমঙ্গল করে সর্ব্বজন ॥২২
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ভূষিত করিয়া।
রাজার দুয়ারে সভে আইসে ধাইয়া ॥২৩
বাল্য বৃদ্ধ যুবা যত পুরুষ অঙ্গনা।
সানন্দ বদনে ধায় দেখিতে পূজনা ॥২৪
যাত্রা করি মুনি সঙ্গে সুরথ রাজন।
শ্রীফল মুলেত গিয়া দিল দরশন ॥২৫
বিল্বমূলে যাত্রা করি সুরথ আইল।
বশিষ্ঠ বসিতে দিব্য সিংহাসন দিল ॥২৬
শুদ্ধাসনে বসি রাজা আচমন কৈল।
বেদমন্ত্র পড়িয়া সংকল্প করাইল ॥২৭
বশিষ্ঠ পুরোধা করে বাক্য বিধানে।
আনন্দে সুরথ করে বারি স্থাপনে ॥২৮

নানা উপহারে পূজে সুরথ রাজনে।
চল্লিশ লক্ষ ছেয়ালৈ[১], সহস্র বলিদানে ॥২৯
বেদ উচ্চারিয়া বিল্ব বরণ করিল।
প্রতিমার অধিবাস বিধিমতে কৈল ॥৩০
নানা বাদ্য গীত রঙ্গ কৌতুক আপার।
স্বর্গে বিদ্যাধরী নাচে দুর্গার দুয়ার ॥৩১
হেন মতে অধিবাস কৃত্য সাঙ্গ কৈল।
অম্বিকা প্রণাম রাজা পুরেত চলিল ॥৩২
ষষ্ঠী বহিয়া গেল সপ্তমী প্রবেশে।
তিমির নাশিয়া পূর্ব্বে ভানু পরকাশে ॥৩৩
প্রাণ সমর্পণ করি ভবানী চরণে।
চণ্ডিকাবিজয় ভূণে কমললোচনে ॥৩৪

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

রাম রাম সোঙরণে পোহাইল নিশা।
কোকিলে পঞ্চম গায় রবির প্রকাশা ॥১
ভবানী স্মরণে উঠে সুরথ রাজন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন ॥২
স্নান দান করে রাজা আনন্দ অন্তর।
মুনির চরণে প্রণমিল রাজেশ্বর ॥৩

১। ছেয়ালৈ—ছিয়ানব্বই।

আনন্দ অন্তর বড় সুরথ রাজন।
যাত্রা করি চলে দুর্গা পূজিতে কারণ ॥৪
অভয়ার পুরে গেল রাজা মহাবল।
সর্ব্ব রাজাগণ সঙ্গে আনন্দ তরল ॥৫
বশিষ্ঠ বসিতে দিল দিব্য সিংহাসন।
শুচিকায় হয়া বৈসে সুরথ রাজন ॥৬
সপ্তমীতে সংকল্প করিল মহারাজা।
বিবিধ বিধানে করে অম্বিকার পূজা ॥৭
বেদ মন্ত্র উচ্চারিয়া বশিষ্ঠ তপোধন।
মণ্ডলে মণ্ডিলি বারি করিয়া স্থাপন ॥৮
গণেশ ঘটেত রাজা কৈল আবাহন।
ভক্তিযুক্ত হয়া রাজা করয়ে পূজন ॥৯
গণেশাদি নানা দেব করিয়া পূজন।
প্রতিমার জীবন্যাস করিল রাজন ॥১০
মহাস্নানে সুরথ হইল যত্নবান।
শত ভার গঙ্গা জল আনি বিত্তমান ॥১১
আগোর আনিয়া নানা গন্ধ মিশাইল।
নানা তীর্থ জলে স্নান যত্নে করাইল ॥১২
বশিষ্ঠ পুরোধা করে বাক্য বিধান।
আনন্দে দুর্গার রাজা করে মহা স্নান ॥১৩
স্নান সমাপিয়া রাজা বিবিধ বিধানে।
আনন্দে বসিলা নৃপ অম্বিকা পূজনে ॥১৪
বেদ উচ্চারিয়া মন্ত্র পড়ে তপোধনে।
বহুল সম্ভারে পূজা করেন রাজনে ॥১৫
পাদ্য অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্প মাল্য ভারে ভারে।
ভক্তিযুক্ত হয়া রাজা দিল অম্বিকারে ॥১৬

রত্ন দীপ সারি সারি আদাশ[১] করিল।
কোলাপুরে ধুপ ধুমে আমোদিত হৈল ॥১৭
নানা বিধি নৈবেদ্য আমান্ন পূরি থালে।
শর্করা শতেক ভার দিল মহাবলে ॥১৮
নানা বিধি মোদক পূরিয়া শত থালে।
ভক্তি করি দিল রাজা অভয়া মঙ্গলে ॥১৯
নারিকেল আদি করি ফল মূল যত।
মোদক রসাল আদি রান্ধি[২] বিধি মত ॥২০
বিংশতি ভরণ থালা করে নিবেদন।
বলিদান করে তবে সুরথ রাজন ॥২১
ছাগ মহিষ মেষ বলি করে দান।
একাশি লক্ষ বিরাইল[৩] দিল বলিদান ॥২২
এমত প্রকারে রাজা সপ্তমী পূজিয়া।
প্রণাম করয়ে রাজা ভক্তিযুক্ত হয়া ॥২৩
পাণি পুটে দাঁড়াইয়া অভয়া গোচরে।
নানা স্তুতি বিধি মত করে রাজেশ্বরে ॥২৪
স্তুতি করে মহারাজা দেয় পুষ্পাঞ্জলি।
গদ গদ মুখে ভাষা চক্ষে বহে বারি ॥২৫
ক্ষিতিপতি বারম্বার অবনী পতিতে।
লোচনে প্রমোদ বারি স্তুতি বিধি মতে ॥২৬
হেন মতে সপ্তমীতে করিয়া পূজন।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমল লোচন ॥২৭

১। আদাশ—আদ্দাশ—আদেশ, সমর্পণ।
২। রান্ধি—পাঠ কি, অর্থ কি?
৩। বিরাইল—বিরানব্বই

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

সপ্তমীতে পূজা সাঙ্গ কৈল বিধি মতে।
সুরথ প্রীতিতে সভে হৈলা আনন্দিতে ॥১
নৃত্য গীত বাদ্য রঙ্গ কৌতুক বিস্তর।
কোলাতে যতেক লোক আনন্দ অন্তর ॥২
আনন্দে সুরথ রাজা গোঙাইল নিশা।
কোকিলে পঞ্চম গায় রবির প্রকাশ ॥৩
অভয়া স্মরণে উঠে সুরথ রাজন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন ॥৪
স্নান দান করি রাজা বসিলা আসনে।
বশিষ্ঠ মুনিকে আনে যাত্রার কারণে ॥৫
অষ্টমী পূজনে রাজা করি শুভক্ষণে।
যাত্রা করি চলে ভূপ সঙ্গে মুনিগণে ॥৬
ভবানী পূজিতে রাজা মুনি সঙ্গে গেল।
শুচিকায় হয়া রাজা আসনে বসিল ॥৭
বশিষ্ঠ মুনিকে রাজা বসায় দক্ষিণে।
মহা পূজা আরম্ভিল আনন্দিত মনে ॥৮
সংকল্প করিল মুনি বেদ উচ্চারিয়া।
অশোক অষ্টমী তিথি রাজনে পাইয়া ॥৯
আবাহন করি পূজা মূষিক বাহনে।
বিবিধ প্রকারে পূজা করেন রাজনে ॥১০
গণেশ আদি পঞ্চ দেবতা পূজিল।
বিধি মতে মহা স্নান ভবানীর কৈল ॥১১

বাসন্তিক পূজা করে মহা বলবানে।
পূজা আরম্ভিল রাজা বিবিধ বিধানে ॥১২
পাদ্য অর্ঘ্য আচমণি দিল অভয়ারে।
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য দিল ভারে ভারে ॥১৩
আগোর চন্দন আদি সুগন্ধি লেপিয়া।
এক লক্ষ পদ্ম রাজা দিলেন গণিঞা ॥১৪
মহা ধূপ জ্বালিয়া রাজা কৈল নিবেদন।
আমোদিত কৈল ধূমে কোলার ভুবন ॥১৫
রত্ন দীপ জ্বালি দিল লক্ষ সারি সারি।
নানা জাতি দিব্য[১] দিল রাজ রাজেশ্বরী ॥১৬
আমান্ন পূরিয়া রাজা দিল শত থাল।
শত শত থালে দিল মোদক রসাল ॥১৭
শর্করা শতেক ভার কৈল নিবেদন।
নানা উপহার যত না যায় লিখন ॥১৮
নানা অলঙ্কার শুদ্ধ সুবর্ণে রচিত।
হীরা মতি নীলা পানা মাণিক্য জড়িত ॥১৯
যেহি অঙ্গে নাগে দুর্গার যেহি অভরণ।
ভক্তি যুতে পরাইল সুরথ রাজন ॥২০
বিচিত্র বসন রাজা ভবানীকে দিল।
মহা পূজা বিধি মতে সুরথ করিল ॥২১
ফল মূল যত ইতি করিয়া রচন।
মোদক রসাল আদি করিয়া বন্ধন ॥২২
হেন সভ দ্রব্যে ঘর করিয়া পূরণ।
এ সভ নানা দ্রব্য ভূপ করে নিবেদন ॥২৩

১। দিব্য—দ্রব্য।

খাট পালঙ্গ আদি পাদুকা সুন্দরে।
ভক্তি যুতে নিবেদন কৈল অম্বিকারে ॥২৪
কাঞ্চন রচিত দিল ঝারি গাড়ু আনি।
আর যত দ্রব্য দিল লিখিতে না জানি ॥২৫
কর্পূরাদি সুবাসিত করিয়া তাম্বুল।
পুরুটে রচিত দিল আধার প্রচুর ॥২৬
ছাগ মহিষ মেষ বলিদান করে।
এক কোটি তিসষ্টি লক্ষ চৌরাশি হাজারে ॥২৭
বেদ মন্ত্র উচ্চারে বশিষ্ঠ তপোধন।
মহা পূজা করে রাজা আনন্দিত মন ॥২৮
এমত প্রকারে পূজা করিয়া রাজন।
পুষ্পাঞ্জলি দিল রাজা করিয়া স্তবন ॥২৯
আগোর চন্দন আদি মিশায় কুসুমে।
সহস্র অঞ্জলি দিয়া ভবানীক প্রণমে ॥৩০
নানা স্তুতি করে রাজা হয়া ভক্তিবান।
গদ গদ মুখে বাণী সজল নএান ॥৩১
অশোক অষ্টমী দিনে বিবিধ বিধানে।
পূজা সাঙ্গ কৈল রাজা সানন্দিত মনে ॥৩২
নানা বাদ্য গীত রঙ্গ নানা কুতূহলে।
নানা বিধি নিরন্তর দুর্গার মহলে ॥৩৩
স্বর্গে বিদ্যাধরীগণ সুবেশ করিয়া।
দুর্গার সমুখে নৃত্য করেন আসিয়া ॥৩৪
পুরবাসী দেশবাসী যত লোক জন।
অম্বিকার পূজা দেখে সানন্দিত মন ॥৩৫
অষ্টমীত হেন মত করিল পূজন।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুণে কমল লোচন ॥৩৬

ঊনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

অষ্টমী বহিয়া গেল নবমী আইসে।
সন্ধি যোগে পূজা রাজা করেন বিশেষে ॥১
কলেবর শুচি হয়া বসিল আসনে।
বশিষ্ঠ পুরোধা বসে রাজার দক্ষিণে ॥২
সংকল্প করিল রাজা বেদ বিধানে।
বহুল সম্ভারে পূজা কৈল আরম্ভনে ॥৩
বেদ মন্ত্র পড়েন বশিষ্ঠ তপোধন।
প্রথম ঘটেত কৈল গঙ্গা আরাধন ॥৪
সূর্য্য আরাধন আদি করি রাজেশ্বরে।
পঞ্চ দেব পূজে রাজা নানা উপহারে ॥৫
নানা দেব পূজা করে মহা বলবান।
বহুল সম্ভারে পূজে বিবিধ বিধান ॥৬
ধ্যান করি অম্বিকারে ঘটে পুষ্প দিল।
বিবিধ বিধানে সন্ধি পূজিতে লাগিল ॥৭
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিল রাজেশ্বরে।
গন্ধ পুষ্পমালা রাজা দিল ভারে ভারে ॥৮
পদ্ম পারিজাত পুষ্প আগোর চন্দনে।
ভক্তি যুত হয়া দিল সুরথ রাজনে ॥৯
নানা উপহার করি নৈবেদ্য রচনা।
অভয়া পূজেন এক ধ্যান ভাবনা ॥১০
মহা ধূপ প্রজ্জ্বলিত করি রাজেশ্বরে।
বিধি মতে নিবেদন করে অম্বিকারে ॥১১

রত্ন দীপ শতে শতে জ্বালে রাজেশ্বরে।
নিবেদন কৈল রাজা গিরিজার তরে ॥১২
নানাবিধি নৈবেদ্য আমান্ন পূরি থালে।
শর্করা শতেক ভার দিল অম্বিকারে ॥১৩
নানা রস যুক্ত পূরি শত শত থালে।
নিবেদন অভয়াকে রাজা মহাবলে ॥১৪
কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বুল বিস্তর।
কণক আধারে পূরি দিল রাজেশ্বর ॥১৫
নানা অভরণ সব পুরুটে রচিত।
বেদমন্ত্রযুক্তে রাজা দিলেন ত্বরিত ॥১৬
বিচিত্র অম্বর দিল কত কত ভাতি।
রচনা[১] বিংশতি ঘর দিল মহামতি ॥১৭
দিব্য সিংহাসন আর পাদুকা সুন্দরে।
বিচিত্র পালঙ্ক দিল অম্বিকার তরে ॥১৮
বেদ মন্ত্র পড়েন বশিষ্ঠ তপোধন।
বিবিধ বিধানে পূজা করেন রাজন ॥১৯
ছাগ মহিষ মেষ বলিদান দিল।
চৌয়াল্লিশ লক্ষ পোসট্টি হাজার বলি কৈল ॥২০
চৌষট্টি যোগিনী পূজা করে বিধি মতে।
প্রত্যেকে যোগিনীগণ পূজেন সুরথে ॥২১
প্রথমে ব্রহ্মাণী দেবী কৈল আরাধন।
ষোড়শোপচারে পূজা করিলা রাজন ॥২২
তবেত বৈষ্ণবী দেবী গরুড়বাহিনী।
ভক্তি ভাবে আরাধন কৈল নৃপমণি ॥২৩

১। রচনা—সজ্জা, রচনা বিংশতি ঘর, পূজার দ্রব্যসম্ভারে সজ্জিত বিশ খানি ঘর।

বেদ মন্ত্র পড়েন বশিষ্ঠ তপোধন।
ষোড়শোপচারে পূজা করিলা রাজন ॥২৪
ছাগ মহিষ মেষ শত বলি দিল।
ভক্তি যুতে পূজা করি প্রণাম করিল ॥২৫
এহি রূপে প্রত্যেকে যোগিনীগণ পূজে।
জয় জয় শব্দ ঘন কোলার সমাজে ॥২৬
রামাগণ নিরন্তর করে উলা উলি।
আনন্দিত মনে রাজা পূজে ভদ্রকালী ॥২৭
নানা গীত নানা বাদ্য নানারঙ্গ করি।
সুরথ করেন পূজা দেবী মহেশ্বরী ॥২৮
পূজা সাঙ্গ করিয়া লইলা পুষ্পাঞ্জলি।
বেদ মন্ত্রে স্তব করি দেন ভদ্রকালী ॥২৯
বেদ মন্ত্র উচ্চারে বশিষ্ঠ মহামুনি।
আনন্দিতে পুষ্পাঞ্জলি দেন নৃপমণি ॥৩০
এহি মত শতেক অঞ্জলি দিল রাজা।
বিবিধ বিধানে সাঙ্গ কৈল সন্ধি পূজা ॥৩১
নানা বাদ্য নানা রঙ্গ নৃত্য গীত করি।
জাগরণে পোহাইল সেই বিভাবরী ॥৩২
প্রদক্ষিণে প্রণমিঞা দুর্গার চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভুণে কমল লোচনে ॥৩৩

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

রজনী পোহাইয়া গেল নবমীর দিনে।
নিত্য নিয়মিত কার্য্য করিল রাজনে ॥১
স্নান দান করি রাজা শুচি হৈল কায়।
অভয়া পূরেত রাজা যাত্রা করি যায় ॥২
ভবানীর পূরে গিয়া হৈল উপনীত।
ব্রাহ্মণের পদে রাজা হৈল প্রণমিত ॥৩
শুচি কায় হইয়া বসিল আসনে।
দক্ষিণে বসিল বশিষ্ঠ তপোধনে ॥৪
আনন্দে সুরথ রাজা সংকল্প করিল।
প্রথম ঘটেত গজাননেক পূজিল ॥৫
অর্ক আদি পঞ্চ দেবে পূজে রাজেশ্বরে।
দিকপতিগণ পূজে ষোড়শোপচারে ॥৬
বিবিধ প্রকারে পূজা করে দেবগণ।
নানা উপহারে পূজা করিল রাজন ॥৭
রামাগণে মিলি ঘনে করে উলাউলি।
আনন্দে সুরথ রাজা পূজে ভদ্রকালী ॥৮
কায়মনোবাক্যে রাজা করিল ধেয়ান।
নবমী পূজেন রাজা বিবিধ বিধান ॥৯
পাত্ত অর্ঘ আচমনি দিল রাজেশ্বরে।
আগোর চন্দন আদি দিল অম্বিকারে ॥১০
নানা পুষ্প মাল্য দিল শত শত ভারে।
অভয়ার পদে পুষ্প দিলেন আপারে ॥১১

শত দল পদ্ম আর পুষ্প পারিজাত।
আগোর চন্দন আদি নানা গন্ধ তাত ॥১২
লক্ষ পদ্ম গণি রাজা দিব্য মাল্য কৈল।
ভক্তিযুত হয়া রাজা দুর্গা পদে দিল ॥১৩
মহাধূপ জ্বালে রাজা কি বলিব আর।
কোলাপুরে ধূপ ধূমে কৈল অন্ধকার ॥১৪
রত্ন প্রদীপ রাজা সহস্রেক জ্বালি।
ভক্তিযুত হয়া রাজা পূজে ভদ্রকালী ॥১৫
ষড় রস যুত কত নৈবেদ্য রচিল।
আমান্ন শতেক থাল পূর্ণ করি দিল ॥১৬
শর্করা শতেক ভার সুবর্ণ পাত্র পূরি।
ভক্তিযুত হয়া রাজা দিল ভদ্রকালী ॥১৭
মোদক রসালে পূরি শত শত থালে।
ভবানীকে নিবেদন কৈল মহাবলে ॥১৮
নারিকেল আদি আর গুবাক কদলি।
আর যত ফল মূল বান্ধে সারি সারি ॥১৯
মোদকাদি রান্ধি কৈল ভরণ[১] পূর্ণিত।
হেন মতে ত্রিশ ঘর করিল রচিত ॥২০
বেদ মন্ত্র পড়েন বশিষ্ঠ তপোধন।
আনন্দে গিরিজা তরে করে নিবেদন ॥২১
বিচিত্র বসন সভ কত কত জাতি।
ভবানীর পদে সমর্পিল মহামতি ॥২২
খাট পালঙ্ক সভ কনকে রচিল।
ছয় পাতুকা দিব্য সিংহাসন দিল ॥২৩

১। ভরণ—ভরণ পাত্র।

কর্পূর তাম্বুল করি বাসে সুবাসিত।
উত্তম আধারে দিল কনকে রচিত ॥২৪
আর যত দ্রব্য দিল লিখিতে না পারি।
কায়মনোবাক্যে রাজা পূজে মহেশ্বরী ॥২৫
ছাগ মহিষ মেষ বলিদান করে।
তিন কোটি সাতাইশ লক্ষ অষ্টাশি হাজারে ॥২৬
বলিদান করি রাজা প্রণাম করিল।
তবে ত সুরথ রাজা যজ্ঞ আরম্ভিল ॥২৭
বেদ বিদ্বান বিপ্র সহস্রেক আনি।
সভাকারে বরণ করিল নৃপমণি ॥২৮
তা সভাকে নিয়োজিল হোমের কারণে।
নিরন্তর কুণ্ডে তারা করেন হবনে ॥২৯
কলসে কলসে ঘৃত টানে নিরন্তর।
দিব্য বস্ত্র ফেলি দেয় তাহার ভিতর ॥৩০
অখণ্ড শ্রীফল পত্র আনি করে ভার।
হরি সুধা[১] সহে দেয় কুণ্ডের ভিতরে ॥৩১
অর্ঘ্য তিল যব আর শর্করা আনিয়া।
শুক ধান্য সহে দেন কুণ্ডেত ঢালিয়া ॥৩২
বেদ মন্ত্রে হোম দ্বিজ করে নিরন্তর।
নানা বাদ্য রঙ্গ গীত কৌতুক বিস্তর ॥৩৩
সুবেশ করিয়া বিদ্যাধরী নৃত্য করে।
গন্ধর্ব্ব গণে গীত গায় সুমধুরে ॥৩৪
একত্র হইয়া সব দ্বিজ মুনিগণ।
বেদ মন্ত্রে যজ্ঞপূর্ণ করিল রাজন ॥৩৫

১। হরি সুধা—বোধ হয় লিপিকর প্রমাদ, "হবিঃ স্বধা" হইবে।

হোমেত আহুতি পূর্ণ কৈল পুরোহিত।
সুরথ রাজন তবে হৈল আনন্দিত ॥৩৬
পুটাঞ্জলি হাতে করি স্তুতি করে রাজা।
হেন রূপে অভয়ার করি মহাপূজা ॥৩৭
প্রাণ সমর্পণ করি দুর্গার চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমল লোচনে ॥৩৮

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

যজ্ঞ পূর্ণ শুভক্ষণে, কৈল বেদ বিধানে,
পুষ্পাঞ্জলি লয়া স্তুতি বোলে।১
করিলা সম্পুট পাণি, চিন্তে মনে নারায়ণী,
আগোর চন্দন কুসুমিত।
গদ গদ মহাবল, লোচনে প্রমোদ জল,
স্তুতি করে বেদের বিহিত ॥২
পুনঃ পুনঃ নৃপমণি, করিয়া সম্পুষ্ট পাণি,
সুগন্ধি সহিত পুষ্প পৈল।
গদ গদ মুখে কথা, নাহি মনে দুঃখ ব্যথা,
ভবানীর পদে পুষ্প দিল ॥৩
সহস্রেক অঞ্জলি, দিল রাজা মহাবলী,
অভয়ার পদে সাবহিতে।
ভাসিয়া আনন্দ জলে, স্তুতি করে বারে বারে,
ক্ষিতিপতি অবনী পতিতে ॥৪
সুরথ বোলেন বাণী, শুন মাতা নারায়ণী,
এবে মোর জীবন সাফল।

বনে হৈলে সকরুণী, রাজা কৈলে দেশে আনি,
কৃপা করি নৈলে পুষ্প জল ॥৫
তুমি অনাথের বন্ধু তরাইলে শোক সিন্ধু,
দরিদ্র ভরণ সনাতনী।
তুমি মায়া তুমি দয়া, তুমি নিরঞ্জন কায়া,
তুমি দেবী জগৎ জননী ॥৬
ত্রিগুণ সেবিত মাতা, এ সুখ সম্পদ দাতা,
তব পদে করি যে স্তবন।
আমার মানস যত, সম্পূর্ণ হইল তত,
দিবে মাতা চরণে শরণ ॥৭
মধু কৈটভ নাম, হৈল দৈত্য বলবান,
বিষ্ণু কর্ণ মলে উপাদানে।
নাভি পদ্মে প্রজাপতি, তোমারে করিল স্তুতি,
মহাভয় পায়া তুষ্ট স্থানে ॥৮
পতিত পাবনী মতে, সদয় হৈলা তাথে,
পরিত্রাণ কৈলে প্রজাপতি।
জাগাইয়া নারায়ণ, দৈত্য সহে কৈলে রণ,
রণে ক্লেশ পাইলা শ্রীপতি ॥৯
বোলে ত্রিভুবনপতি, তোমারে করিয়া স্তুতি,
তাহে মাতা হৈলে সকরুণে।
দৈত্য কৈলে বিমোহিত, দেখি হরি আনন্দিত,
তবে দৈত্য করিলে নিধনে ॥১০
ইন্দ্র আদি দেবগণ, স্তুতি করে অনুক্ষণ,
তব পদ কমল উদ্দেশে।
দূর কৈলে তার ভয়, দৈত্য কৈলে রণে ক্ষয়,
পুনঃ তাথে দিলে সুর দেশে ॥১১

তুমি আদ্যা সনাতনী, চারি বেদে নাহি জানি,
তুমি মাতা সৃজনী পালনী।
তুমি মোরে কৈলে দয়া, দিবে মোরে পদছায়া,
বৈরী নাশ করি নারায়ণি ॥১২
রাজার শুনিয়া স্তুতি, তুষ্ট হৈলা ভগবতী,
সাক্ষাৎ হৈলা বর দানে।
ভূমে পড়ি নৃপমণি, শিরে করি যোড়পাণি,
স্তুতি করে ভবানী চরণে ॥১৩
কমল লোচন দয়া, কৌতুকেতে মহামায়া,
দুর্গা তার কলমে বসিলা।
নিজ সংকীর্ত্তন গীতে, জগ জন তরাইতে,
যেহি মনে তাহা লিখাইলা ॥১৪

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

বর দানে সাক্ষাৎ হইলা নারায়ণী।
অবনী লোটায়া রাজা করে স্তুতিবাণী ॥১
সদয় হইয়া কিছু বলেন ভবানী।
উঠ উঠ কুল পুত্র তেজিয়া মেদিনী ॥২
এত শুনি ত্বরিতে সুরথ রাজা উঠে।
দুর্গার সাক্ষাতে রহে শিরে পাণিপুটে ॥৩
অভয়া কহেন শুন সুরথ রাজনে।
সুপ্রীত পাইলাঙ আমি তোমার সেবনে ॥৪
বর লহ রাজা তুমি মনের বাঞ্ছিত।
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে নিশ্চিত ॥৫

এতেক শুনিয়া কহে রাজা মহাশয়।
যদি বর দিবে মাতা হইয়া সদয় ॥৬
জন্ম জন্মান্তরে সেবি তোমার চরণ।
আপনে নাশিবে মাতা মোর শত্রুগণ ॥৭
ভবানী বোলেন তোখে এহি বর দিন।
এত বলি মহামায়া হৈল অন্তর্দ্ধান ॥৮
বর পায়া রাজা তবে আনন্দিত হৈল।
মহাবলবান রাজা নাচিতে লাগিল ॥৯
নানা বাদ্য গীত রঙ্গ কৌতুক আপার।
পুরাঙ্গনাগণে করে জয় জয় কার ॥১০
আনন্দিত হয়া রাজা কোন কর্ম্ম করে।
পদ ধুলি লয় রাজা দ্বিজ মুনিবরে ॥১১
পূজার দক্ষিণা দিল: দ্বিজ মুনিবরে।
তাহা বিবেচিয়া কহি শুনহ উত্তরে ॥১২
দশ খান রথ দিল সুবর্ণে রচিত।
এক শত হস্তী দিল সাজন সহিত ॥১৩
পঞ্চ শত অশ্ব দিল দিব্য সাজ করি।
দশ খান রথে দিল ধন রত্ন ভরি ॥১৪
সহস্রেক ধেনু দিল সবৎস সহিত।
বশিষ্ঠের তরে দিয়া হৈল প্রণমিত ॥১৫
আর যত দ্বিজগণে যত দিল ধনে।
তাহা কহি দিয়ে সভে শুন সাবধানে ॥১৬
এক রথে ধন রত্ন পূর্ণিত করিয়া।
দশ গোটা হস্তী দিল কনকে রচিয়া ॥১৭
সুবর্ণে রচিত বাজি দিলেন পঞ্চাশে।
পয়স্বিনী গাভী শত দিলেন বিশেষে ॥১৮

এহিত নিয়মে দিল যতেক ব্রাহ্মণে।
আর যত যাজকেক পূর্ণ কৈল ধনে ॥১৯
বশিষ্ঠ পুরোধা করে বাক্য বিধানে।
আনন্দে করেন রাজা দ্বিজগণে দানে ॥২০
ভবানীর পূজা কৈল সুরথ রাজনে।
নানা উপহার দিল বিবিধ বিধানে ॥২১
সপ্তশতী পাঠ লক্ষ কৈল দ্বিজগণ।
সপ্ত কোটি বলিদান করিয়া রাজন ॥২২
বহু বিধি দ্রব্য যত না যায় লিখন।
যজ্ঞ পূর্ণ করি রাজা আনন্দিত মন ॥২৩
দক্ষিণা করিল রাজা এ মত প্রকারে।
বেদ ধ্বনি কৈল তবে দ্বিজ মুনিবরে ॥২৪
বিপ্র মুনিগণ সভ বসিয়া আসনে।
সভে মিলি অভিষেক করিলা রাজনে ॥২৫
উচ্চস্বরে বেদ পড়ি যত দ্বিজ বরে।
আশীর্ব্বাদ করে সবে সুরথের শিরে ॥২৬
ভক্তিযুক্ত হয়া রাজা বিপ্রেক বন্দিল।
প্রত্যেকে ব্রাহ্মণগণের পদধূলি নিল ॥২৭
পূজার কৌতুক দেখি পৃথিবীর লোক।
আনন্দ অন্তর সভ নাহি দুঃখ শোক ॥২৮
অবনীর রাজাগণ করি আমন্ত্রণ।
আনিয়াছে সভাকারে সুরথ রাজন ॥২৯
সেই সভ দেখিল পূজার ব্যবহার।
সুরথেক মহাভয় হইল সভাকার ॥৩০
অহর্নিশি সেবা করে ভবানী চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥৩১

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

মহানবমীতে পূজা হেনমতে করি।
আনন্দে সুরথ রাজা চলে নিজ পুরী ॥১
পারণা করিবে রাজা দ্বিজগণ লয়া।
কর্পূর তাম্বুল খায় আনন্দিত হয়া ॥২
নানারঙ্গে গোঙাইল সেহিত রজনী।
কোলাপুরে আনন্দিত পুরুষ-রমণী ॥৩
রজনী পোহায়া গেল প্রত্যূষ বিহান।
ভবানী স্মরণে উঠে সুরথ রাজন ॥৪
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাধান।
স্নান দান করি রাজা আনন্দিত মন ॥৫
অভয়ার পুরে রাজা চলিল ত্বরায়।
বশিষ্ঠাদি বিপ্রমুনি প্রণমিল রায় ॥৬
আসনে বসিল রাজা শুচিকায় হয়া।
বশিষ্ঠমুনিকে রাজা দক্ষিণে বসায়া[১] ॥৭
নির্ম্মাল্য বাসিনী পূজা করিতে রাজনে।
সংকল্প করয়ে নৃপ বেদ বিধানে ॥৮
অম্বিকাক পূজে রাজা আনন্দ অন্তর।
নির্ম্মাল্য বাসিনী পূজা করে রাজেশ্বর ॥৯
ষোড়শোপচারে পূজে নির্ম্মাল্য বাসিনী।
সহস্রেক বলিদান করে নৃপমণি ॥১০

১। বসায়া—বসাইয়া।

বিধিমতে কার্য্য সাঙ্গ করিল রাজন।
দর্পণ আনিয়া জলে কৈল বিসর্জ্জন ॥১১
নানা বাদ্য গীতরঙ্গ কৌতুক করিয়া।
ঘটেক চালনা করে আনন্দিত হয়া ॥১২
পঙ্কোৎসব করে রাজা আনন্দ অন্তর।
বিধিমতে পূজা সাঙ্গ করে নৃপবর ॥১৩
দেউলে প্রতিমা রহে সহস্রেক ভুজা।
কনক প্রতিমা রাজা নিত্য করে পূজা ॥১৪
পূজার নিয়ম নিত্য করিল নৃপতি।
শতেক ব্রাহ্মণ নিত্য পড়ে সপ্তশতী ॥১৫
ষোড়শোপচারে পূজা নিয়ম করিল।
সহস্রেক বলিদান নিয়োজিত কৈল ॥১৬
লক্ষ হোম নিত্যকার্য্য কৈল রাজেশ্বর।
নানা বাদ্য গীতরঙ্গ কৌতুক বিস্তর ॥১৭
এহিমতে নিয়ম করিল নরপতি।
বিপ্রেক বরণ করি নিয়োজিল তথি ॥১৮
একাদশীর দিন রাজা বসিল দেওয়ানে।
পাত্র মিত্র সেনাগণ বসিলা জোগানে২ ॥১৯
দ্বিজমুনি প্রণমিয়া করিল বিদায়।
পৃথিবীর রাজাগণ আইল সভায় ॥২০
সুরথের তরে সভে যোড় কৈল কর।
বিদায় করহ আজ্ঞা শুন রাজেশ্বর ॥২১
রাজাগণে হেন বাক্য বলিলে বিশেষে।
বিদায় করিতে রাজা সানন্দিতে বৈসে ॥২২

২। জোগানে—আবশ্যকীয় কার্য্য যোগাইতে বা সমাধান করিতে।

এখোরাজা প্রতি যত দিলেন রাজনে।
তাহা বিরচিয়া কহি শুন সর্ব্বজনে ॥২৩
একশত রথ দিল বিচিত্র নির্ম্মিত।
সহস্রেক হস্তী দিল কনকে রচিত ॥২৪
সুবর্ণে রচিত অশ্ব অযুতেক দিল।
বিনয় বচনে রাজা বিদায় করিল ॥২৫
পদাতি প্রত্যেকে রাজা ধন রত্ন দিয়া।
সভাক সন্তোষ কৈল বিনয় করিয়া ॥২৬
নিমন্ত্রিত রাজা আদি যতেক আছিল।
এহিক্রমে পুরস্কার সভাকে করিল ॥২৭
রাজাগণে যোড়হাতে দাড়ায় সাক্ষাতে।
সুরথেক স্তুতি সভে করে বিধিমতে ॥২৮
বিদায় হইয়া রাজাগণ যায় ঘর।
সন্তোষ পাইল মনে সুরথের অন্তর ॥২৯
প্রাণ সমর্পণ করি ভবানী চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥৩০

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

আনন্দে সুরথ রাজা করে রাজ্য ভার।
মহাসুখে আমোদিত করে অধিকার ॥১
প্রজাগণ পালে রাজা পুত্রের সমান।
শোক দুঃখ নাহি কার সভে ধনবান ॥২
পৃথিবীর রাজাগণ সভে কম্পমান।
সুরথের ভয়ে রাজগণের উড়ে প্রাণ ॥৩

কেহ যদি পীড়া করে প্রজাগণ তরে।
অপমান পায় সেহি সুরথ গোচরে ॥৪
এহিমতে প্রজা পালে সুরথ রাজন।
কেহ কাখ নাহি করে কেশের বন্ধন ॥৫
হাটে মাঠে প্রজাগণ ধন এড়ি যায়।
মনুষ্যাদি পশু পক্ষী না পড়ে তাহায় ॥৬
পশু পক্ষীগণ যদি তাহা নষ্ট করে।
সুরথ ধরিয়া তাখে অপমান করে ॥৭
সুখেত অবনী পালে সুরথ রাজন।
মহাশোক পাইল মনে রাজার শত্রুগণ ॥৮
এককালে শত্রুগণের নানা ব্যাধি হইল।
ভবানীর বরে তারা শমন পাইল ॥৯
আনন্দে সুরথ রাজা ভবানীক ভজে।
অম্বিকার পূজা বিনে নাহি রাজকাজে ॥১০
বসন্ত কালেত পূজা সুরথ করিল।
তাহার বিধান সর্ব্ব লোকেত জানিল ॥১১
অবনীর মধ্যে যত সুজন আছিল।
ঘরে ঘরে মৃণময়ী পূজা আরম্ভিল ॥১২
মর্ত্তপুরে পূজে সভে বাসন্তী ভবানী।
বর পায়া সভ লোক হৈল মহাধনী ॥১৩
ভবানী ভুবনেশ্বরী বিধির বিধাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সর্ব্বফল দাতা ॥১৪
ভক্তি করি যেহি জন পূজে অম্বিকারে।
যেহি চায় সেহি পায় অম্বিকার বরে ॥১৫
হেনমতে পূজে লোক অবনী মণ্ডলে।
সভার অভীষ্ট সিদ্ধি হয় কুতূহলে ॥১৬

নিত্য নিয়মিত পূজা করেন সুরথে।
কাল পায়্যা পূজা রাজ করে বিধিমতে ।।১৭
এহিমতে কথো কাল সুরথ রাজন।
মহাসুখে করে রাজ্য ভবানী পূজন ।।১৮
বহুকাল পূজা ফলে পৃথিবীমণ্ডলে।
পাত্র মিত্র পুত্র আদি মহা কুতূহলে ।।১৯
কথোকালে হৈল রাজার নিদান সময়।
পুত্র তবে রাজা কৈলা সেহি মহাশয় ।।২০
শুভক্ষণে রাজ্য দিয়া উপদেশ দিল।
অম্বিকাপূজার তরে নিয়োজিত কৈল ।।২১
কনক প্রতিমা দুর্গা করে ঝল মল।
নিয়মিত পূজা যত করেন সকল ।।২২
এইরূপে পার্ব্বতীকে পূজা করে দেশে।
বিচিত্র নির্ম্মাণ আইল সুরথের দেশে ।।২৩
বিমান আইল যদি সুরথ লইতে।
মঙ্গল রচিয়া দেহ ছাড়িল সুরথে ।।২৪
সেহিত বিমানে চড়ি সুরথ চলিল।
ভবানীর পদে গিয়া প্রণাম করিল ।।২৫
আসিয়া ভবানী তাখে দিল গুয়া পান।
দেব ঋষি করি তাখে দিল দিব্য স্থান ।।২৬
ত্রিভুবনে যত দিব্য১ বিবিধপ্রকার।
প্রকাশিলে পাই সেহি আওয়াস মাঝার ।।২৭
হেন স্থান দিল মাতা সুরথের তরে।
তাহাতে বসিয়া রাজা দেব ভোগ করে ।।২৮

১। দিব্য—দ্রব্য।

কোটি পরণাম করি অম্বিকা চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥২৯

——————

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

বটুক হইল যদি সুরথ ভূপাল।
এহি রূপে সুখভোগ করে কথোকাল ॥১
মহাসুখে থাকি সেবে ভবানী চরণ।
কথো দিনে গন্ধর্ব্বের কৈলাসে গমন ॥২
ভবানী সাক্ষাতে গায় সুমধুর গীত।
গন্ধর্ব্বে তাণ্ডব করে হয়া আনন্দিত ॥৩
নানা বিধি বাদ্য বাজে নানা গীত গায়।
সুমধুর তালে দুর্গা হইলা সদয় ॥৪
বর লহ বলি কহে অভয়া ভবানী।
প্রণমে গন্ধর্ব্বগণ শিরে করি পাণি ॥৫
হেন কালে সভা মধ্যে সুরথ দেখিল।
সকল গন্ধর্ব্বগণ বর মাঙ্গি নৈল ॥৬
আমাকে যে হিংসে মাতা তাথে হিংসা করি।
এহি বর দেহ মাতা দেবি মহেশ্বরী ॥৭
সেহি বর দিলা তাখে ভকত বৎসলা।
সুরথ কাটিতে সভে খড়গ হস্তে নৈলা ॥৮
পরাক্রম করি সভে কাটিতে ধাইল।
অভয়ার পদতলে সুরথ রহিল ॥৯
ভবানী কহেন শুন গন্ধর্ব্ব সকলে।
সুরথ তোমার হিত কৈল বীরবরে ॥১০

পশুকে কাটিল রাজা আমার সেবনে।
গন্ধর্ব্ব যোনিতে জন্ম হৈল তেকারণে ॥১১
মহাহিত কৈল তোর সুরথ রাজন।
বন্ধুকে কাটিতে কেনে নৈলে প্রহরণ ॥১২
কাটিতে আইসে যদি দিব্য দিন আমি।
অবশ্য কাটি তবে লহ দিনমণি ॥১৩
এত বলি নারায়ণী পাতিলেন মায়া।
চরাচর যত দেখে সুরথের ছায়া ॥১৪
গন্ধর্ব্বের দৃষ্টি পড়ে তাহার উপর।
দেব সভা যুড়ি হৈল সুরথ সকল ॥১৫
যথা দৃষ্টি চলে তথা সুরথ অপার।
গন্ধর্ব্ব সকলে দেখে হেন ব্যবহার ॥১৬
মহাভয় পায় মনে গন্ধর্ব্ব সকল।
অম্বিকার পদে স্তুতি করিল বিস্তর ॥১৭
অপরাধ ক্ষেমা মাতা করহ আমাকে।
দুরাক্ষর কহিলাঙ তোমার সেবকে ॥১৮
এতেক শুনিয়া দুর্গা ঈষৎ হাসিল।
গন্ধর্ব্বেক পান দিয়া বিদায় করিল ॥১৯
দেবতার ভোগ করে সুরথ রাজন।
কত কাল সেবা করে দুর্গার চরণ ॥২০
কতেক পুরুষ সূর্য্যবংশ রহি গেল।
কথো কালে অম্বিকার স্মরণ হইল ॥২১
ভবানী কহেন শুন সুরথ নৃপতি।
আমার বচনে তুমি যাহ বসুমতী ॥২২

১। তেকারণে—সেই কারণে।

সুবর্ণার গর্ভে জন্ম সূর্য্যের ঔরসে।
সাবর্ণিক নাম তোমার হইবে বিশেষে ॥২৩
অবনীতে গিয়া তুমি সেবহ আমারে।
মন্বন্তরাধিপ তুমি হইবে সংসারে ॥২৪
এত বলি মহামায়া তাখে আদেশিলা।
প্রণাম করিয়া রাজা অবনী আইলা ॥২৫
দৈবযোগে সুবর্ণা হয়াছে ঋতুবতী।
সরোবরে স্নানে গেলা সেহিত যুবতী ॥২৬
তার রূপে বিমোহিত হয়া দিনপতি।
পতিরূপে সেহি স্থানে ভুঞ্জিলেন রতি ॥২৭
পরিচয় দিয়া সূর্য্য কহিলা বচন।
আমার ঔরসে পুত্র হইবে রাজন ॥২৮
পৃথিবী মণ্ডল মধ্যে এহি এক রাজা।
পৃথিবীর রাজাগণে করিবেক পূজা ॥২৯
এতেক বলিয়া সূর্য্য গেল নিজ স্থানে।
আপনার পুরে রামা করিল গমনে ॥৩০
কোটি পরণাম করি অম্বিকাচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥৩১

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

সূর্য্যের ঔরসে গর্ভ সুবর্ণার হৈল।
নিয়ম কালেত রামা পুত্র প্রসবিল ॥১
জাতকর্ম্ম সমাপন বিধি মতে কৈল।
সাবর্ণিক নাম তার মুনিগণে থুইল ॥২

অল্প দিনে হৈল তেঁহ মহাতেজবান।
সাবর্ণিক সূর্য্যবংশে হইল রাজন ॥৩
গুরু সেবি মহামন্ত্র শ্রবণে শুনিল।
কনক প্রতিমা রাজা সেবিতে লাগিল ॥৪
পূর্ব্ব আরাধন দুর্গা প্রসন্ন ত্বরিতে।
মনের বাঞ্ছিত বর পাইল মহীপতে ॥৫
গুরুর নিয়মে সেবে সাবর্ণিক রাজা।
পৃথিবীর রাজাগণে করে তার পূজা ॥৬
অবনী মণ্ডলে রাজা সাবর্ণিক হৈল।
পুত্রবৎ করি প্রজা পালিতে লাগিল ॥৭
অভয়ার পূজা রাজা করে নিরন্তর।
বসন্তেত মহাপূজা করে রাজ্যেশ্বর ॥৮
ধনে পুত্রে পাত্রে রাজা বিপুল সংসার।
অবিচার লেশ নাহি শুদ্ধ সদাচার ॥৯
মহাসুখে আমোদিত রাজা মহাবল।
অহর্নিশি সেবে রাজা ভকত বৎসল ॥১০
এহি রূপে সাবর্ণিক সুখে রাজ্য করে।
মন্বন্তরাধিপ হৈল অভয়ার বরে ॥১১
সেহি রাজা মনু হৈল বিদিত পুরাণে।
নানা মতে সেবে রাজা অম্বিকা চরণে ॥১২
বিবিধ প্রকারে রাজা পূজে নিরন্তর।
মহা প্রীত পায়া দুর্গা তাখে দিল বর ॥১৩
মন্বন্তর ভরি[১] রাজা সুখে রাজ্য করে।
কথো দিনে পূর্ণ হৈল অভয়ার বরে ॥১৪

১। ভরি—ভরণ করিয়া, ব্যাপিয়া।

পুত্রে রাজ্য দিল রাজা দুর্গার আদেশে।
বিচিত্র বিমান মাতা পাঠান বিশেষে ॥১৫
মঙ্গল রচিয়া রাজা দেহত্যাগ কৈল।
সেহিত বিমানে চড়ি কৈলাশে চলিল ॥১৬
ভবানী শঙ্কর পদে প্রণাম করিল।
হাসিয়া রাজাকে দুহে সাধুবাদ দিল ॥১৭
উত্তম আওয়াস দিলা শিখর নন্দিনী।
দেবরূপী হৈল সাবর্ণিক নৃপমণি ॥১৮
বসিয়া ভবানী তাথে দিল গুয়াপান।
বিলাসন করিতে দিলেন দিব্য স্থান ॥১৯
ত্রিভুবনে যত দ্রব্য বিবিধ প্রকার।
প্রকাশিলে পাই সব আওয়াস মাঝার ॥২০
নানারূপ স্বর্গভোগ করে রাজ্যেশ্বর।
সাবর্ণিক রাজা হৈল দেব সম শর ॥২১
বটুক হইয়া রাজা রহিলা কৈলাশে।
অভয়াকে সেবা রাজা করেন বিশেষে ॥২২
মহাসুখে স্বর্গভোগ করেন রাজনে।
এমত সম্পদ হৈল ভবানী সেবনে ॥২৩
এমত দুর্গাকে সেবে কমল লোচনে।
সদয় হইলা মাতা আপনার গুণে ॥২৪
আদেশিয়া লিখাইলা নিজ সংকীর্ত্তন।
সদা পদ ছায়া দিবে লয়াছি শরণ ॥২৫
মার্কণ্ড পুরাণ দেবি তোমার স্তবন।
পদবন্ধ কৈল লোক বুঝিতে কারণ ॥২৬
সাবর্ণিক মন্বন্তরে মহিমা তোমার।
জগজন তরাইতে করিলে প্রচার ॥২৭

সমাপ্ত হইল গীত দুর্গার চরণে।
রাঙ্গা পদ পাব এহি আশা আছে মনে ॥২৮
প্রাণ সমর্পণ করি দুর্গার চরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভূণে কমললোচনে ॥২৯

লিখিতং শ্রীবিনোদবিহারী দাস সাং সেরপুর, পূর্ব্বপাড়া, বিতারিখ ১৬ই ফাল্গুন রোজ বুধবার তিথি চতুর্দ্দশী রাত্রি সওয়াপ্রহর কালে সমাপ্ত। সন ১২১৮ সাল, শকাব্দ ১৭৩৩ শক।

কয়েক পাতা বদলানের সাক্ষর।

খোসালচন্দ্র দাস তৈরুকেক্যর পুত্র শ্রীপঞ্চানন্দ দাস তৈরুকেক্যর সাকিন তথা তারিখ ১৪ আশ্বিন সন ১২৩১ সাল, শকাব্দা ১৭৪৬ শক।

(সমাপ্ত)

বর্ণানুক্রমিক প্রাদেশিক ও অপ্রচলিত

শব্দসূচী।

মুদ্রাঙ্কণ ভ্রমসংশোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তিসংখ্যা
মুখামুখী	মুখামুখি	১৩	১৫
বীরধারী	জীবধারী	২০	১৩
জনমাঝে	বনমাঝে	২১	১৭
মুক্তিপায়া	মুক্তি পায়	২৫	১০
অংশ	অংশু	২৮	৮
উপর সুতালি লম্বা	উপর লম্বা	৩৭	১ টিপ্পনি
(পটাই)	(চটাই)	৩৭	ঐ
ছায়ায় সুর্য্যপাত	ছায়ার সূত্রপাত	৩৭	ঐ
শোলা সুত্র	শোলা ও সুত্র	৩৭	২ টিপ্পনি
কাঙ্গ	কাংস্য	৪১	২০
বরঢাক	বীরঢাক	৪২	২৫
তিল তিল কাটি	তিন তিন কাটি	৪২	২৫
কণিকার,	ফণিকার	৪৩	২
অবনিমণ্ডল	অবনীমণ্ডল	৪৩	১৪
বাউ-ভর করি	বাউভর করি (বায়ু অবলম্বন করিয়া, বায়ুর সহিত, বায়ুবেগে)	৪৩	১ টিপ্পনি
বায়ু অবলম্বন করিয়া, বায়ুর সহিত, বায়ুবেগে	(এখানে হইবে না)	৪৪	৩ টিপ্পনি
অবীন	অবনী	৪৫	৬
নাহে সহে	নাহি সহে	৬৬	৮
সে বনে	সেবনে	৬৮	৭
তোমার সে বনে	তাহার সেবনে	৬৯	৮
ঝলকর্পদণ	ঝলকদর্পণ	৭২	২ টিপ্পনি
রাসি রাসি	রাশি রাশি	৮২	১৯
দুই দুই মাথার	দুই মাথার	১০১	২ টিপ্পনি
উঝালিয়া	উঝলিয়া — আস্ফালিয়া	১০৩	৪ ঐ
ম্রিয়ানি	পিরানি	১০৪	২ ঐ
শতক	সতত	১০৬	৪৮

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পদ্যসংখ্যা
সাঁতারি	সাঁতারি	১০৮	১ টিপ্পনি
ঘন	জন	১০৯	১৭
ভাত	ভীত	১১০	৬
করপ্রাপ্তি	বরপ্রাপ্তি	১২৬	১
ঝুঝার	যুঝার	১৩১	২৮
সংসারে	সংহারে	১৪৬	১৬
সেহি মনে	সেহি মানে	১৪৮	১ টিপ্পনি
সমন	শমন	১৫২	৩১
সভড়ায়	সভডায়	১৬৪ ৯ পঃ	২
চরণে যায়	চরণে রায়	১৮৭	২৮
চারড়ে	চাপড়ে	১৯৪	৪৩
কুহে কুপিত	কুপিত	১৯৫	১
জিনি, এরকার	জিনে, জয় করে	২০০	১ টিপ্পনি
পঙ্কর	পঙ্ক	২০১	১৯
দর্পন বলে	দর্পণ	২০১	২ টিপ্পনি
ঝারা	ঝরা	২০২	২১
মধ্যে	মধ্যে	২০২	২৪
মাকে	লাকে	২০৬	৩৩
প্রচণ্ড	প্রকাণ্ড	২১৭	১
সিষ্ঠুর	নিষ্ঠুর	২১৮	১৬
লাগে	নাগে	২১৯	১
পটিখান	পাটিপান	২২০ ৩৯ পদ্য ও ২ টিপ্পনি	
মালিকের	মাণিকের	২২০	৪০
কণিকার	ফণিকার	২২২	১৬
শুমানে	শুমানে	২২৫	৮
অবনি	অবনী	২২৭	৩১
কেলিয়া	কেলিয়া	২৩৩	৩২
শগু	শক্ত	২৩৫ ১২ পদ্য ও ২ টিপ্পনি	
আসনে	আননে	২৪৮	২৮
আপনে	আননে	২৪৯	৯
তোড়ন	তোড়ল	২৫৭	১৪

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তিসংখ্যা
পাইয়া	পাইএ	২৫৭	২৩
কানকের	কালকের	২৬১	৩ টিপ্পনি
যাড়াহমদল	পড়াহ মাদল	২৬৫	২
ণ্ডিকাবিজয়	চণ্ডিকাবিজয়	২৬৭	৩৫
যিড়িল	যিরিল	২৭০	১
সখিকে আসযে	সখিদে আসযে	২৭২	১ টিপ্পনি
নিমেষে	নিমেষে	২৮০	৩২
কেথযা	কেহযা	২৮৭	৩
অবনিমণ্ডল	অযনীমণ্ডল	২৮৮	১৭
জিহ্বা	জিহ্বাত	২৯০	৯
রমণাতে	রণমাঝে	২৯০	১৩
কত্তো কত্তো	কথো কথো	২৯৩	২২
সোধলাঙ	সেবিলাঙ	২৯৮	১১
কোন্ পলাইয়া	কেন পলাইয়া	২৯৯	১৬
সময়	সময়	৩০০	১৪
পেল	পেল	৩০২	৭
চাক্সে	চাপে	৩০৩	১০
দুঃখতায	দুঃখতায়	৩০৪	২২
ক্ষেমিও	ক্ষেমিতোঁ	৩০৪	২৯ পঃ ও ২ টিঃ
ছাড়ি	ছাড়িব	৩১৭	১২
হরসিতে	হরিতে	৩২৩	১৯
রাকভাঙুর	চাকভাঙুরি	৩২৮	১ টিঃ
বুত্তের	ভুত্তের	৩২৯	৬২
ভুষন	ভুবন	৩৩৪	২৪
কব্বিযুগ	কলিযুগ	৩৪০	৮
বেড়ায়ে	বেড়ায়ে	৩৪৫	১১
মহারুদ্র	মহারুদ্র	৩৪৮	১
	মহারুদ্র্	৩৪৯	১৫
ধরিলেন	বধিলেন	৩৫৫	৩
লিন	লিল	৩৬৩	১৮
মসলা	মহলা		

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পদ্যসংখ্যা
ছুতে	দুতে	৩৬৪	৩২
লাগিম	লাগিল	৩৬৫	৮
ভবারী	ভবানী	৩৬৭	২৮
সভাইল	সভ হৈল	৩৬৮	১
সহস্র ক	সহস্রেক	৩৬৯	১০
কেলি	ফেলি	৩৭০	২৭
উচ্চ কয়ি	উচ্চ করি	৩৭৩	১৪
তাথে	তাথে	৩৭৩	১৫
নাছবাট	নাছবাট—নাচবাট, উদ্যানপথ	৩৭৩	১ টিঃ
গীবা	গ্রব (বোধ হয় "গ্রীবা")	৩৭৫	১৮
সুরণ বারি	পাঠ হইবে "সুবর্ণ ঝারি"	৩৭৬	২৭
পঠাইছে	পলাইছে	৩৭৯	২৯
তরে	তবে	৩৮১	১৭
সংকর	সংকল্প	৩৮২	২
প্রণাম	প্রণমি	৩৮৫	৩২
বিরাইল	বিরালই	৩৮৭	২২ পঃ ও ৩ টিঃ
সম্পুষ্ট	সম্পুট	৩৯৭	৬
বাজা	রাজা	৪০২	৫